সা য়ে ন্স ফি ক শ ন

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন্স এজ

অনুবাদ। নাজমুছ ছাকিব

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

ফাউন্ডেশন অ্যান্ড এম্পায়ার / মূল: আইজাক আসিমভ
সেকেন্ড ফাউন্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
ফরওয়ার্ড দ্য ফাউন্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউন্ডেশন অ্যান্ড আর্থ / মূল: আইজাক আসিমভ
প্রিলিউড টু ফাউন্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
নাইটফল / মূল: আইজাক আসিমভ
দ্য হ্যালো ট্রি / জ্যানেট লান
জর্জেস সিক্রেট কি টু দ্য ইউনিভার্স / স্টিফেন হকিং ও লুসি হকিং
জর্জেস কসমিক ট্রেজার হান্ট / লুসি হকিং ও স্টিফেন হকিং
অবরুদ্ধ লিসবন / হোসে সারামাগো
অচিন দ্বীপ / হোসে সারামাগো

কাউন্সিলম্যান

১

'আমি বিশ্বাস করি না।' সেলডন হলের চওড়া সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে গোলান ট্রাভিজ কথাগুলো বলল। দূরে টার্মিনাস সিটি সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

টার্মিনাসের আবহাওয়া মৃদুভাবাপন্ন, স্থল / জলের অনুপাত অনেক বেশি। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির কারণে এটি হয়ে উঠেছে আরো বেশি আরামদায়ক এবং ট্রাভিজের মতে পুরোপুরি নিরানন্দ।

'আমি এর কোনোটাই বিশ্বাস করি না।' হেসে কথাগুলো আবার বলল ট্রাভিজ। তারুণ্যদীপ্ত মুখে দুধসাদা দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠল। ট্রাভিজ লম্বা। ঢেউ-খেলানো লম্বা কালো চুল। সব সময় নরম ফাইবারের স্যাশ* পড়ে।

তার সঙ্গী এবং সহকর্মী কাউন্সিলম্যান মানলী কম্পর অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়ল। কম্পরের চুল মাখনহলুদ, চোখ নীল। পোশাক-আশাক সব সময় এলোমেলো। টার্মিনাসবাসীরা মূলত দুই শব্দের নাম ব্যবহার করে। কম্পর-এর নাম তিন শব্দে।

'কি বিশ্বাস করো না, ট্রাভিজ?' সে জিজ্ঞেস করল। 'এই শহর আমরা রক্ষা করেছি, সেটা?

'আরে না, টার্মিনাস নিরাপদ থাকবে। সেলডন পাঁচশ বছর আগেই জানতেন। এ-ও জানতেন যে আমরা খুব ভালোভাবেই এই শহর রক্ষা করতে পারব।'

কম্পর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দেখ, এই কথাগুলো শুধু আমার কাছে বললে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু চিৎকার করে লোকজনের সামনে বললে, তখন সত্যিকথা বলতে কি আমি তোমার আশেপাশে থাকতে চাইনা। কারণ ঠিক জানিনা ওরা কতখানি নিখুঁতভাবে রশ্মি দিয়ে আঘাত করতে পারে।'

ট্রাভিজের হাসি মলিন হলো না। 'টার্মিনাস নিরাপদ এই কথাগুলো বললে কোনো দোষ হবে। আর এই শহর আমরা রক্ষা করেছি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই।'

'যুদ্ধ করার মতো কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না।' কম্পর বলল।

'তুমি সিভিল ওয়ারের কথা শোননি কম্পর?'

---

* স্যাশ : সৌন্দর্যের জন্য কাধের উপর ঝোলানো কাপড়ের দীর্ঘ ফালি।

'রাজধানীর ভিতরে মিছিল ওখানে?'

'এই প্রশ্নই সেলডন ক্রাইসিস তৈরি করার জন্য যথেষ্ট। এই কারণেই হ্যানিস- এর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার খতম হয়ে গেছে। তুমি আমি কাউন্সিলের মেম্বার হয়েছি। তারপরও ব্যাপারটা এখনো ঝুলে আছে-' ট্রাভিজ ভারসাম্য রাখার মতো করে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল।

ট্রাভিজ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারপাশে রয়েছে সরকারের সদস্য, মিডিয়ার লোকজন, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে সেলডনের প্রত্যাবর্তন (অথবা তার ইমেজের প্রত্যাবর্তন) দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সবাই নিচে নামছে, কথা বলছে, হাসছে, সব কিছুর নির্ভুলতা নিয়ে উৎফুল্ল। সেলডনের প্রশংসায় মুখর।

ট্রাভিজ কোনোকিছুই লক্ষ্য করছে না। কম্পর দুই ধাপ নিচে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'চল যাই, মিটিং শুরু হবে।'

'এখনই না, দেরী আছে। তাছাড়া মেয়র ব্রান্নোর ভাষণ শোনার কোনো ইচ্ছা নেই। চলো বরং শহর দেখি।'

'দেখেছি। গতকালও দেখেছি।'

'কিন্তু পাঁচশ বছর আগে যখন এই শহর তৈরি হয়, তখন দেখেছ।'

'চারশ আটানব্বই বছর আগে,' কম্পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভুল শুধরে দিল। 'ঠিক দুই বছর পরে হেমিমিলেনিয়াম উৎসব হবে। আশা করি ব্রান্নো তখনো গদিতে থাকবে।'

'আশা করি,' ট্রাভিজ শুকনো গলায় বলল। 'কিন্তু পাঁচশ বছর আগে টার্মিনাস ছিল একটা শহর। একটা ছোট শহর। অধিবাসী ছিল একদল লোক, একটা এনসাইক্লোপেডিয়া তৈরি করছিল। যা কখনো শেষ হয়নি।'

'অবশ্যই শেষ হয়েছে।'

'এখন যে এনসাইক্লোপেডিয়া আমরা ব্যবহার করি, তখন এটা ছিলনা। এখন পুরোটা রয়েছে কম্পিউটারে এবং প্রতিদিন সেটা সংশোধন করা হয়। অসম্পূর্ণ মূল কপি তুমি দেখেছ?'

'হার্ডিন মিউজিয়ামে যেটা রয়েছে?'

'স্যালভর হার্ডিন মিউজিয়াম অফ অরিজিন- পুরো নাম বল। দিন-তারিখের ব্যাপারে তুমি যখন এত নিখুঁত। দেখেছ?'

'দেখা উচিত ছিল?'

'না তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুনা। যাই হোক আসল কথা হচ্ছে- একদল এনসাইক্লোপেডিষ্ট পাঁচশ বছর আগে এই ছোট শহরের ভিত্তি তৈরি করে এমন এক বিশ্বে যেখানে ধাতুর নিজস্ব উৎপাদন নেই। যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সেটা বাকী গ্যালাক্সি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। গ্যালাক্সির একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। আর এখন আমরা উন্নত বিশ্ব। পুরো গ্রহই বিশাল এক পার্ক। সব কিছুর কেন্দ্র এখন আমরাই।'

'পুরোপুরি না।' কম্পর বলল। 'এখনো আমাদের সূর্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং গ্যালাক্সির শেষপ্রান্তে রয়েছে।'

'তুমি না ভেবেই বলছ। যে সেলডন ক্রাইসিস শেষ হয়েছে তার মূল ব্যাপারটাই এখানে। আমরা টার্মিনাস নামের এই ছোট বিশ্বের চেয়েও বড় কিছু। আমরা ফাউণ্ডেশন-গ্যালাক্সির শেষ প্রান্ত থেকেই আমাদের ক্ষমতা পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ আমরা আসলে বিচ্ছিন্ন নই- অবস্থান ছাড়া। অবস্থান খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না।'

'ঠিক আছে।' কম্পর বলল, কোনো আগ্রহ বোধ করছে না। সে আরো একধাপ নামল।

ট্রাভিজ এমনভাবে হাত বাড়ালো যেন বন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে চায়। 'তুমি বুঝতে পারছ না কম্পর। এই যে বিশাল সব পরিবর্তন আমরা সেগুলো মেনে নিতে পারছি না। মনে-প্রাণে আমরা অতীতে ফিরে যেতে চাই- সেই বীর নায়ক আর পবিত্র সন্ন্যাসীদের যুগে।'

'কামঅন, ট্রাভিজ!'

'সত্যি বলছি। এই যে সেলডন হল-কি ছিল তখন? ছোট একটা উচ্চম ভল্ট আর ছিল এই সিঁড়িগুলো। আর এখন এক বিশাল ভবন। কিন্তু এর চার পাশে কোনো প্রাকিতিক চিহ্ন আছে? কোনো ব্যাম্প? কোনো ড্রাইভওয়ে? কিছু নেই। শুধু এই সিঁড়িগুলো। স্যালভর হার্ডিন যেগুলো ব্যবহার করতেন। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা অতীতকে ধরে রাখতে চাই।'

অস্থিরভাবে হাত নেড়ে বাইরের দিকে দেখালো।' এমন কিছু দেখাতে পারবে যা ধাতুর তৈরি। একটাও না। এই গ্রহে ধাতুর নিজস্ব উৎপাদন নেই। আর হার্ডিনের সময় তো আমদানী করাও কঠিন ছিল। ভবনগুলো তৈরি করার সময় প্লাস্টিক ব্যবহার করেছি। সেগুলো বয়সের ভারে ধূসর হয়ে গেছে। অন্য গ্রহের পর্যটকরা দেখে যেন বলতে পারে "গ্যালাক্সি! কি সুন্দর পুরনো প্লাস্টিক" কত বড় অপমান, চিন্তা করে দেখ।'

'তাহলে এই তুমি বিশ্বাস করো না? সেলডন হল?'

'এবং এর সাথে জড়িত সব কিছু' ট্রাভিজ হিংস্র স্বরে বলল। 'দেখ আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে লুকিয়েছিলেন বলে আমাদেরও তাই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। উচিত হবে এখান থেকে বেড়িয়ে মূল স্রোতের সাথে মিশে যাওয়া।'

'কিন্তু তোমার ধারণা ভুল। সেলডন প্ল্যান যেভাবে কাজ করার কথা, সেভাবেই কাজ করছে।'

'আমি জানি। টার্মিনাসের প্রত্যেকটি শিশুকেই ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় যে হ্যারি সেলডন একটা প্ল্যান তৈরি করেছেন, মানবজাতিকে রক্ষার জন্য ফাউণ্ডেশন তৈরি করেছেন আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক হাজার বছর অতিক্রম করার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা পুরনো এম্পায়ার - পাঁচশ বছর আগে যার পতন

শুরু হয় এবং দুইশ বছর পূর্বে সেই পতন সম্পূর্ণ হয়. তার চেয়েও শক্তিশালী দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে তুলতে পারি।'

'আমাকে এগুলো কেন বলছ গোলান?'

'কারণ এই ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপমানজনক। আগে না হলেও এখন তো অবশ্যই। আসলে আমরা নিজেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করছিনা। আমরাও সেলডন প্ল্যান অনুসরণ করে চলছিনা।'

কম্পর অনুসন্ধানী চোখে তার সঙ্গীর দিকে চাইল। 'এ ধরনের কথা আগেও বলেছ, গোলান। ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছ। গ্যালাক্সী! এখন মনে হচ্ছে তুমি সিরিয়াস।'

'অবশ্যই, আমি সিরিয়াস।'

'হতে পারে না। হয় তুমি আমার বোঝার অসাধ্য জটিল ধাঁধা তৈরি করছ, অথবা তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'কোনোটাই না,' ট্রাভিজ বলল। শান্ত হয়ে এসেছে। স্যাশ-এ বুড়ো আঙুল আটকালো, যেন কথা বোঝানোর জন্য হাত নাড়ার আর প্রয়োজন নেই। 'স্বীকার করছি আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু তখন ছিল শুধুই সন্দেহ। আজ সকালের প্রহসনের পর হঠাৎ করেই সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন কাউন্সিল মিটিং-এ সব খুলে বলব।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'চল আমার সাথে, শুনবে।'

নিচে নেমে এল দুজন। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা পূর্ণ করতে শুধু এই দুজনই বাকি ছিল। ট্রাভিজ যখন সামনে এগুচ্ছে কম্পর তার পিঠের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বলল 'বোকা!'

২

মেয়র হারলা ব্রানো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অধিবেশন শুরু করলেন। দেখে মনে হয় কোনোদিকে তার লক্ষ্য নেই। কিন্তু উপস্থিত সকলেই জানে যে মেয়র ঠিকই লক্ষ্য করেছেন কারা উপস্থিত হয়েছে এবং কারা এখনো আসেনি।

মেয়রের ধূসর চুল এমনভাবে গোছানো বোঝা যাবে না, পুরুষ না মহিলা। ভাবলেশহীন মুখে কোনো সৌন্দর্য নেই। অবশ্য কেউ তার মুখে সৌন্দর্য অনুসন্ধান করবে না।

তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক। স্যালভর হার্ডিন বা হোবার ম্যালোর সাথে তাকে তুলনা করা যাবে না। আবার হেরেডিটারী ইন্ডবার্স-মিউলের আগে যে মেয়র ছিল-তার নির্বুদ্ধিতার সাথেও কেউ ব্রানোর তুলনা করবে না।

তার বক্তৃতা শুনে কারো রক্ত গরম হয়ে উঠবে না। কোনো নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী তিনি করতে পারেন না। তার সবচেয়ে বড় গুণ যা রয়েছে তা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেয়ার

ক্ষমতা এবং তাতে অটল থাকতে পারা। এরকম দৃঢ় মনোভাবের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেয়রের ক্যারিক্যাচার একে দেখিয়েছে তার নিচের চোয়াল গ্রানাইট ব্লকের তৈরি। অবশ্য তার চরিত্রের সাথে মিলে গেছে।

সেলডনবাদীদের ধারণা ইতিহাসের গতিপথে অনির্দিষ্ট কিছু ঘটবেনা (মিউলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কথা তারা প্রায়ই ভুলে যায়), তাই সম্ভব হলে যে কোনো শর্তেই ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের রাজধানী হবে টার্মিনাস। এখানে একটা কথা রয়েছে সম্ভব হলে। তাই অনেকেই মনে করে রাজধানী টার্মিনাস থেকে ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের আরো কেন্দ্রের দিকে সরিয়ে নেয়া উচিত।

কিন্তু মেয়র চাননা কেউ এভাবে ভাবুক। তাছাড়া সেলডনের সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তনে তাকেই সমর্থন করেছেন। ফলে তিনি ব্যাপক রাজনৈতিক সুবিধা পেয়ে গেছেন।

এক বছর আগে বলেছিলেন যে পরবর্তী প্রত্যাবর্তনে যদি সেলডন তাকে সমর্থন করেন তবে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন। কেউ তার কথা বিশ্বাস না করলেও প্রতিবাদ করার সাহস সামনে উপস্থিত কারো নেই। এখনো তিনি রাজনীতির মধ্যবিন্দু। তাছাড়া সেলডন ইমেজ দেখা দিয়ে চলে গেছে। অবসর নেয়ার কোনো নামই নেই।

এখনকার রাজনীতিবিদেরা বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রাচীন ইমপেরিয়াল স্টাইল ব্যবহার করে। কিন্তু মেয়র কথা বলেন পরিষ্কার ফাউন্ডেশন বাচনভঙ্গীতে-

'সেলডন ক্রাইসিস শেষ হয়েছে। ফাউন্ডেশনের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী যারা এর বিরুদ্ধে ছিলেন তাদেরকে মৌখিক বা লিখিত কোনোভাবেই কিছু বলা হবে না। তারাও খুশী মনে পরাজয় মেনে নেবেন। দু-পক্ষই পুরো ব্যাপারটা জীবনের মতো ভুলে যাবে।'

থেমে অলস চোখে সবার দিকে তাকালেন তারপর শুরু করলেন, 'অর্ধেক সময় পেরিয়ে এসেছি: এম্পায়ারের পথে বিস্তৃত এক হাজার বছরের অর্ধেক। সময়টা ছিল কঠিন। কিন্তু আমরা অনেক দূর এসেছি। এরই মধ্যে আমরা প্রায় গ্যালাকটিক এম্পায়ারে পরিণত হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি নেই।

'সেলডন প্ল্যান ব্যতীত অরাজকতা চলত ত্রিশ হাজার বছর। তারপরে নতুন এম্পায়ার গড়ে তোলার মতো কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকত কিনা সন্দেহ। হয়তো অবশিষ্ট থাকত কিছু বিচ্ছিন্ন মৃতপ্রায় বিশ্ব।

'যা অর্জন করা গেছে তার জন্য আমরা হ্যারি সেলডনের প্রতি কৃতজ্ঞ, বাকি অংশের জন্যেও তার অতি উন্নত চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করতে হবে। তাই এই মুহূর্ত থেকে সেলডন প্ল্যানের উপর অফিসিয়ালি কোনো সন্দেহ করা যাবে না। অর্থাৎ প্রশাসনের সাথে জড়িত কেউ সেলডন প্ল্যানের প্রতি কোনো সন্দেহ বা বিরূপ সমালোচনা করতে পারবে না। এই প্ল্যান মানবজাতিকে রক্ষা করবে। কাজেই এর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।'

সদস্যদের মাঝে মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। মেয়র তাকানোর প্রয়োজন মনে করলেন না। এদের নাড়িনক্ষত্র তিনি ভালোভাবেই জানেন। জানেন এই মুহূর্তে কেউ তার

বিরোধিতা করবে না। হয়তো আগামী বছর, কিন্তু এখন না। আগামী বছরের সমস্যা আগামী বছরই দেখা যাবে।

শুধু–

'আউট অব কন্ট্রোল, মেয়র ব্রান্নো!' সবাইকে শোনানোর জন্য কথাগুলো ট্রেভিজ জোরে বলল। লম্বা পায়ে সামনে এগুচ্ছে।

ব্রান্নো তখনো তাকালেন না। 'খুলে বল, কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ।'

'বলতে চাই আপনি কারো কথা বলার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। যে কেউ, বিশেষ করে কাউন্সিলের সদস্যরা তো অবশ্যই দিনের রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কোনো রাজনৈতিক ঘটনাই সেলডন প্ল্যানের বাইরে নয়।'

মেয়র হাত ভাঁজ করে চোখ তুলে তাকালেন। 'এভাবে একটা আলোচনা শুরু করা তোমার ঠিক হয়নি, কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ। যাই হোক তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।'

'সেলডন প্ল্যান নিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলায় কোনো বাধা নেই। সেলডনের ইমেজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একটা ঘটনার হাজারো ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এই বিষয়ে কাউন্সিলে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এমনকি এর আগেও তোলা যাবে না।'

'কেউ কোনো প্রশ্ন তুললে, ম্যাডাম মেয়র?'

'যদি সে সাধারণ নাগরিক হয়, কোনো সমস্যা নেই।'

'অর্থাৎ, এই নিয়ম শুধু কাউন্সিল মেম্বারদের জন্য?'

'ঠিক তাই। ফাউন্ডেশনের পুরনো নিয়ম। এর আগেও অনেক মেয়র ব্যবহার করেছেন। একজন সাধারণ নাগরিকের কথার কোনো গুরুত্ব নেই; একজন সরকারী অফিসারের কথার গুরুত্ব আছে এবং সেটা বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই মুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'কিন্তু ম্যাডাম মেয়র, এর আগে ছোটখাটো দু-একটি ক্ষেত্রে হয়তো এই নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। সেলডন প্ল্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনোই ব্যবহার করা হয়নি।'

'সেলডন প্ল্যানের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি দরকার।'

'আপনি হয়তো জানেন না, ম্যাডাম মেয়র,' তারপর ঘুরে রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকা বাকি সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'হয়তো আপনারাও জানেন না, বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে সেলডন প্ল্যানের অস্তিত্ব নেই।'

'আমরা সবাই আজকেই এর কার্যকারিতা দেখেছি,' মেয়র ব্রান্নো আগের চেয়েও শান্ত গলায় বললেন আর ট্রেভিজ আরো উঁচু গলায় কথা বলতে লাগল।

'দেখেছি কারণ আমাদের শেখানো হয়েছে সেলডন প্ল্যান বিশ্বাস করতে।'

'থামো, কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ। তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করছ।'

'আমার অফিসিয়াল অধিকার রয়েছে, মেয়র।'

'তোমাকে অফিস থেকে বরখাস্ত করা হলো, কাউন্সিলম্যান।'

'আপনি তা পারেন না। যে নিয়মের কথা আপনি বলছেন সেটাও আইনসম্মত নয়। এ ব্যাপারে কাউন্সিলে কোনো ভোট নেয়া হয়নি, মেয়র, আর হলেও আমার সে ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে।'

'সেলডন প্ল্যান রক্ষার জন্য যে নিয়মের কথা বলেছি তার সাথে তোমার বরখাস্তের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তো কিসের সাথে আছে?'

'তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হলো, কাউন্সিলম্যান। চাই না কাউন্সিল চেম্বারের ভিতরে তোমাকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু দরজার বাইরে সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে আছে, তুমি বেরোলে ওরাই তোমাকে কাস্টডিতে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে শান্তভাবে বেড়িয়ে যেতে বলছি। এমন কিছু করো না যাতে সিকিউরিটি এখানে আসতে বাধ্য হয়।'

ট্রেভিজের ভুরু কুঁচকে গেছে। হলে পিনপতন নিঃশব্দতা। (সবাই জানত–শুধু সে আর কম্পর বাদে?)। ঘুরে বেরোবার দরজার দিকে তাকালো। কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই মেয়র ব্রান্নো ধাপ্পা দিচ্ছে না।

রাগে তোতলাতে লাগল ট্রেভিজ। 'আমি সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম।'

'তোমাকে হতাশ করতে হলো বলে দুঃখিত।'

'আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ রয়েছে?'

'সেগুলো সময় মতো হাজির করা হবে। নিশ্চিত থাক যতটুকু প্রমাণ দরকার তার সবটুকুই আমাদের হাতে রয়েছে। তুমি একটা অর্বাচীন। আরো জেনে রাখো তোমার বন্ধু তোমার বেঈমানীর সঙ্গী হতে রাজী না।'

ট্রেভিজ ঝট করে ঘুরে কম্পর-এর দিকে তাকালো।

মেয়র শান্তভাবে বললেন, 'সবাই খেয়াল রাখবেন আমি বলার সাথে সাথে কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ কাউন্সিলম্যান কম্পর-এর দিকে তাকিয়েছিল। এখন তুমি যাবে, কাউন্সিলম্যান? নাকি কাউন্সিলের মর্যাদা নষ্ট করবে?'

ট্রেভিজ ঘুরে ধীর পায়ে বেড়িয়ে গেল। দরজার বাইরেই দুজন সশস্ত্র সিকিউরিটি দাঁড়িয়ে গেল তার দুপাশে।

আর মেয়র পিছন থেকে তাকিয়ে বিরক্তিতে ফিসফিস করে বললেন, 'বোকা!'

৩

হারলা ব্রান্নোর মেয়রশীপের শুরু থেকেই লিয়োনো কোডেল সিকিউরিটি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সে প্রায়ই বলে এই কাজে হাড়ভাঙা কোনো পরিশ্রম নেই। অবশ্য সত্যি বলছে না মিথ্যা বলছে সেটা কেউ বলতে পারবে না।

কোডেলের চেহারা ভরসা করা যায় এমন বন্ধুর মতো। হয়তো তার কাজের জন্য এমন চেহারাই প্রয়োজন। উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম, ওজন স্বাভাবিকের

চেয়ে বেশি। ঠোঁটের মতো গোঁফ (ট্রান্টরবাসীদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ব্যাপার) যার বেশির ভাগই সাদা অল্প কয়েকটা ধূসর। উজ্জ্বল বাদামী চোখ। কভারঅলের বুক পকেটের উপরে পদমর্যাদার চিহ্ন রয়েছে।

'বসো ট্রাভিজ,' সে বলল, 'আমরা বন্ধুর মতো কথা বলার চেষ্টা করি।'

'বন্ধুর মতো? একজন বিশ্বাসঘাতকের সাথে?' ট্রাভিজ সাশ-এ দুই হাতের বুড়ো আঙুল আটকে দাঁড়িয়ে থাকল।

'একজন অভিযুক্ত বিশ্বাসঘাতকের সাথে। আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দিয়ে -মেয়র অভিযোগ করার পরও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। সেরকম কিছু হবে না আশা করি। আমার কাজ হচ্ছে যদি সম্ভব হয় তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা। কাজটা খুশী মনেই করব। যদি না তুমি ব্যাপারটাকে পাবলিক ট্রায়ালের পর্যায়ে নিয়ে যাও।'

ট্রাভিজ অনড়। 'মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না। তোমার কাজ হচ্ছে আমাকে এমনভাবে জেরা করা যেন আমি একজন বিশ্বাসঘাতক। আমি যে তা নই সেটা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে আমার সন্তুষ্ট করতে হবে। তুমিও আমাকে সন্তুষ্ট কর।'

'নীতিগতভাবে পারি না। দুঃখের বিষয় আমার হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তোমার হাতে নেই। সে কারণেই আমি প্রশ্ন করতে পারি, তুমি পারো না। যদি কারো মনে হয় আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি তাহলে আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে এবং আমাকে প্রশ্ন করবে। সেও আমাকে একইভাবে বিচার করবে, যেভাবে আমি তোমাকে বিচার করছি।'

'তুমি আমাকে কিভাবে বিচার করছ?'

'বন্ধু হিসেবে। যদি তুমিও তাই মনে কর।'

'তাহলে একটা ড্রিংকস পেতে পারি?' ট্রাভিজ মুখ ভেংচে জিজ্ঞেস করল।

'পরে হয়তো পাবে। কিন্তু এখন দয়া করে বসো।'

ট্রাভিজ ইতস্তত করে বসল। কোনোরকম প্রতিরোধ করা তার কাছে হঠাৎ করে মনে হলো অর্থহীন।

'এখন আমি যা জিজ্ঞেস করব তার সম্পূর্ণ ও সঠিক উত্তর দেবে?'

'যদি না দেই? কি ঘটবে? সাইকিক প্রোব?'

'মনে হয় না।'

'আমারো তাই মনে হয়। অন্তত কাউন্সিলম্যানের ক্ষেত্রেতো নয়-ই। সাইকিক প্রোব দিয়ে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব। তারপরে তোমার আর মেয়রের বারোটা বাজাবো। সাইকিক প্রোব ব্যবহার করলে তোমাকে অনেক ঝুঁকি নিতে হবে।'

ভুরু কুঁচকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কোডেল। 'না, না। ব্রেইনের অনেক ক্ষতি হয়। যদিও ধীরে ধীরে সেরে যায়। তারপরেও তোমার মতো মাথা গরম লোকের ক্ষেত্রে প্রোব-'

'হুমকি দিচ্ছ, কোডেল?'

'শুধু পরিস্থিতি বোঝাচ্ছি, ট্রাভিজ। আমাকে ভুল বুঝোনা, কাউন্সিলম্যান। যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই প্রোব ব্যবহার করব। কিন্তু তারপর নির্দোষ প্রমাণিত হলেও কিছু করার ক্ষমতা তোমার থাকবে না।'

'কি জানতে চাও?'

কোডেল তার সামনের ডেস্কের একটা সুইচ বন্ধ করল। 'আমি যে প্রশ্ন করব, তুমি যা উত্তর দেবে সব রেকর্ড করা হবে, ছবি এবং শব্দ দুটোই। শুধু যা জিজ্ঞেস করব তার উত্তর দেবে। নিজে থেকে কিছু বলবে না। বুঝতে পেরেছ?'

'আমি বুঝতে পারছি, তুমি তোমার ইচ্ছে মতো রেকর্ড করবে।' ট্রাভিজ তিক্ত স্বরে বলল।

'ঠিক। আবারো বলছি আমাকে ভুল বুঝোনা। তোমার স্টেটমেন্টের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি শুধু কোনটা রাখব, কোনটা বাদ দেবো। কোনগুলো বাদ দেয়া হবে, তুমি জানতে পারবে। এখন আর সময় নষ্ট করবো না।'

'দেখা যাবে।'

'আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে-' কোডেলের গলার স্বরে বোঝা গেল রেকর্ডিং চলছে, 'তুমি খোলাখুলি এবং অনেকবারই বলেছ সেলডন প্ল্যানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না।'

ট্রাভিজ ধীরে ধীরে বলল, 'যদি খোলাখুলি এবং অনেকবারই বলি, তাহলে তোমার আর কি জানার প্রয়োজন আছে?'

'তর্ক করে সময় নষ্ট করো না, কাউন্সিলম্যান। আমি চাই তোমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর রেকর্ড করতে। সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকলে যেমন ভয়েস প্রিন্ট হয়।'

'কারণ আমার ধারণা সম্মোহন বা ড্রাগস ব্যবহার করলে ভয়েস প্রিন্ট পাল্টে যায়।'

'বেশ ভালোভাবেই পাল্টে যায়।'

'আর তুমি দেখাতে চাও একজন কাউন্সিলম্যানকে জেরা করার সময় বেআইনিভাবে বল প্রয়োগ করা হয়নি। দোষ দেয়া যায় না তোমাকে।'

'শুনে খুশী হলাম, কাউন্সিলম্যান। আবার শুরু করা যাক। অনেকবারই খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছ যে তুমি সেলডন প্ল্যানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না। ঠিক?'

ট্রাভিজ শব্দ বাছাই করে ধীরে ধীরে বলল, 'আসলে সেলডন প্ল্যান হিসেবে যা প্রচলিত রয়েছে তার উপর এত বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'অস্পষ্ট স্টেটম্যান্ট। একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'আমার কথা হচ্ছে, প্রচলিত যে ধারণা, যে হ্যারি সেলডন সাইকোহিস্ট্রীর গণিতের সাহায্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সূক্ষ্ম আচরণ বিশ্লেষণ করে আমাদের জন্য দ্বিতীয় এম্পায়ার তৈরির যে ছক বানিয়েছেন সেটা খুব বেশি সহজ সরল। এমন হওয়ার কথা না।'

'অর্থাৎ তোমার মতে, হ্যারি সেলডন বলে কেউ ছিলনা?'

'মোটেই না। অবশ্যই তিনি ছিলেন।'

'তিনি সাইকোহিস্টোরী বিজ্ঞানের জন্ম দেন নি?'

'না, এ ধরনের কোনো কথাই আমি বলিনি। দেখ ডিরেক্টর, সুযোগ পেলে কাউন্সিলে সব খুলে বলতাম। এখন তোমাকেই বলি। আমার বক্তব্য খুব সহজ–'

ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি শান্তভাবে রেকর্ডিং ডিভাইস বন্ধ করল।

ট্রাভিজের ভুরু কুঁচকে গেল। 'বন্ধ করলে কেন?'

'তুমি আমার সময় নষ্ট করছ কাউন্সিলম্যান। তোমাকে বক্তৃতা দিতে বলিনি?'

'কিন্তু তুমি আমাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছ, বলনি?'

'মোটেই না। আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছি– সরল, সোজা এবং সরাসরি উত্তর। অন্য কিছু না বলে শুধু যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দাও। তাহলে বেশি সময় লাগবে না।'

'অর্থাৎ আমার কাছ থেকে এমনভাবে কথা আদায় করবে যেন তোমাদের অবস্থান আরো শক্ত হয়।'

'তোমাকে শুধু সঠিক স্টেটমেন্ট দিতে বলেছি। বিশ্বাস করো তুমি যা বলবে তার কোনো পরিবর্তন হবে না। আরেকবার চেষ্টা করতে দাও। হ্যারি সেলডনকে নিয়ে কথা হচ্ছিল।' রেকর্ডিং ডিভাইস আবার চালু করে কোডেল শান্তস্বরে একই প্রশ্ন করল, 'তিনি সাইকোহিস্ট্রী বিজ্ঞানের জন্ম দেননি?'

'অবশ্যই তিনি একটা বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছেন যাকে আমরা সাইকোহিস্টোরী বলে জানি।' ট্রাভিজ বলল, তার উত্তেজনা এবং অস্থিরতা চাপা থাকল না।

'কিভাবে এই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেবে?'

'গ্যালাক্সি! সাধারণ ভাষায় সাইকোহিস্টোরী হচ্ছে গণিতের সেই শাখা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক আচরণ বিশ্লেষণ করা যায়। অন্য কথায় এই বিজ্ঞান সম্ভবত ইতিহাস ও সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বানুমান করতে পারে।'

'তুমি বলছ "সম্ভবত," এর গাণিতিক শুদ্ধতা নিয়ে তোমার মনে কোনো সন্দেহ আছে?'

'না,' ট্রাভিজ বলল। 'আমি কোনো সাইকোহিস্টোরিয়ান নই। ফাউন্ডেশন সরকারের কোনো সদস্যও তা নয়, টার্মিনাসের কোনো অধিবাসীও নয়, এমনকি কোনো-'

এক হাত তুলে নরম সুরে বলল কোডেল, 'প্লীজ, কাউন্সিলম্যান।' ট্রাভিজ থেমে গেল।

'তোমার সন্দেহ করার কোনো কারণ আছে যে হ্যারী সেলডন প্রথম এম্পায়ার থেকে দ্বিতীয় এম্পায়ারে পৌঁছানোর জন্য যে পথ তৈরি করেছেন সেখানে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা যুক্ত করে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করতে পারেন নি?'

'আমি তো তার সাথে ছিলাম না,' ট্রাভিজ ব্যঙ্গ করে বলল। 'কি করে জানব।'

'সেলডন প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করেছেন কি করেন নি, তুমি সেটা জানতে পারবে?'

'না।'

'তুমি হয়তো মানবে না যে গত পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন ক্রাইসিসের সময় সেলডনের যে ইমেজ দেখা যায় সেটা সেলডন তার জীবনের শেষ বছরে নিজের হাতে তৈরি করেছেন, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্বে?'

'সম্ভবত আমি এই ব্যাপারটা অস্বীকার করি না।'

'তুমি বলছ "সম্ভবত"। তুমি বলতে চাও পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের ছলনা। কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অতীতের কেউ একটা উদ্ভট ডিভাইস তৈরি করেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্রাভিজ। 'না, তাও বলছি না।'

'তোমার কি মনে হয়, হ্যারি সেলডন যে মেসেজ দেন সেটা কেউ একজন ম্যানিপুলেট করে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে?'

'না, এমন মনে করার কোনো কারণ ঘটেনি। আসলে ম্যানিপুলেট করা সম্ভব না।'

'আচ্ছা। তুমি সেলডন ইমেজ-এর সাম্প্রতিক আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছ। কি মনে হয়েছে? মনে হয়নি যে তার বিশ্লেষণ–পাঁচশ বছর আগে তৈরি–বর্তমান পরিস্থিতির সাথে একেবারেই মেলে না?'

'বরং,' ট্রাভিজ হঠাৎ হাসি দিয়ে বলল, 'পুরোপুরি মিল আছে।'

কোডেল প্রভাবিত হলো না। 'তারপরও কাউন্সিলম্যান, সেলডনের আবির্ভাবের পরও তুমি বিশ্বাস করো সেলডন প্ল্যানের অস্তিত্ব নেই?'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, কারণ তার বিশ্লেষণ এত নিখুঁতভাবে মিলে যায়।–'

রেকর্ডার বন্ধ করে দিল কোডেল। কাউন্সিলম্যান, মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি আমাকে সমস্যায় ফেলে দিচ্ছ। জিজ্ঞেস করলাম তোমার অদ্ভুত বিশ্বাস এখনো ধরে রেখেছ কি না, তুমি শুরু করলে ভাষণ। আবার জিজ্ঞেস করছি, সেলডনের আবির্ভাবের পরও তুমি বিশ্বাস কর যে সেলডন প্ল্যানের অস্তিত্ব নেই?'

'তুমি কিভাবে জানো? তার পরে তো আমার প্রাক্তন বন্ধু কম্পর-এর সাথে কথা বলার সুযোগ কারো হয়নি।'

'ধরে নাও আমরা অনুমান করেছি। আমিও ধরে নিচ্ছি যে তুমি জবাব দিয়েছ। "অবশ্যই বিশ্বাস করি" অন্য কোনো কথা না বলে আবার এই কথাটা বললেই চলবে।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি।' ট্রাভিজ মুখ বাঁকা করে বলল।

'বেশ,' কোডেল বলল, 'দুটোর মধ্যে যেটা বেশি স্বাভাবিক শোনায় সেটাই রাখব। ধন্যবাদ কাউন্সিলম্যান।' রেকর্ডার বন্ধ করে দিল।

'হয়ে গেল? আর কিছু জানার নেই?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

'আমার যতটুকু প্রয়োজন, হ্যাঁ।'

'আসলে তোমার দরকার আগে থেকে সাজানো কতগুলো প্রশ্নের উত্তর। যেন টার্মিনাস আর ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের সবাইকে দেখানো যায় যে আমি সেলডন প্ল্যান-এর কিংবদন্তী পুরোপুরি মেনে নিয়েছি। পরে যদি অস্বীকার করি তাহলে সবাই আমাকে পাগল ভাববে।'

'অথবা বিশ্বাসঘাতক, অন্তত যাদের ধারণা ফাউন্ডেশনের নিরাপত্তার জন্য সেলডন প্ল্যানের প্রয়োজন আছে। হয়তো সবাইকে জানানোর প্রয়োজন হবে না, যদি আমরা একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারি। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সবার কানে যেন পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করব।'

'তুমি এত বোকা, জানতাম না,' ট্রাভিজ ভুরু কুঁচকে বলল। 'আমি আসলে কি বলতে চাই, বোঝাতে চাই, সেটা জানার কোনো আগ্রহ তোমার নেই?'

'মানুষ হিসেবে, যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। সময় পেলে তোমার সব কথা মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়ে শুনব। কিন্তু সিকিউরিটি প্রধান হিসেবে এই মুহূর্তে আমার যতটুকু দরকার পুরোটাই জানা হয়ে গেছে।'

'আশা করি তুমি জান যে এতে তোমার আর মেয়রের খুব বেশি লাভ হবে না?'

'খুব বেশি লাভ হবে না, আমিও জানি। এখন তুমি যেতে পার। সঙ্গে গার্ড থাকবে অবশ্যই।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?'

কোডেল হাসির ভঙ্গী করল। 'বিদায়, কাউন্সিলম্যান। তুমি পুরোপুরি কো-অপারেটিভ ছিলে না, অবশ্য সেটা আশা করাও ভুল।' এক হাত বাড়ালো সে হাত মিলানোর জন্য।

ট্রাভিজ উঠে দাঁড়ালো, বাড়ানো হাতটাকে গ্রাহ্য করল না। স্যাশ-এর ভাঁজ ঠিক করতে করতে সে বলল, 'আসলে যা ঘটবেই, সেটাকে একটু দেরী করিয়ে দিলে। অন্য সবাই এখন আমার মতো চিন্তা করবে, বা এরই মধ্যে চিন্তা করতে শুরু করেছে। আমাকে বন্দি করলে বা মেরে ফেলার অর্থ হবে তাদেরকে উৎসাহিত করা। শেষ পর্যন্ত আমিই জিতব।'

কোডেল বাড়ানো হাতটা ফিরিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল 'সত্যিই, ট্রাভিজ,' সে বলল,'তুমি আসলেই একটা বোকা।'

৪

ঠিক মাঝরাতে দুজন গার্ড এল সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারের বিলাসবহুল কামরা থেকে ট্রাভিজকে নিয়ে যেতে। কামরাটা যতই আরামদায়ক হোক, সেটা একটা প্রিজন সেল ছাড়া আর কিছুই না।

গত চার ঘণ্টা ট্রাভিজ মেঝের উপর অস্থির পায়চারী করেছে আর ভাবনা চিন্তা করেছে।

কম্পরকে সে বিশ্বাস করেছিল কেন?

কেন নয়? কম্পরকে মনে করেছিল বোকা। যার কোনো বিষয়েই নিজস্ব মতামত নেই। সহজেই প্রভাবিত করা যায়। কম্পরের সাথে বলা কথাগুলো তাকে চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

এখন আর ভেবে কোনো লাভ হবে না। সামনের দিনগুলিতে তাকে একটা নীতি মেনে চলতে হবে: কাউকে বিশ্বাস করো না।

কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না করে কি জীবন চালানো যায়? যাক বা না যাক তাকে পারতেই হবে।

আর কে জানত যে ব্রান্নো কাউন্সিল থেকে একজন সদস্যকে বের করে দিতে পারবে এবং বাকি সদস্যরা কিছুই বলবে না। হতে পারে ট্রাভিজের সাথে বাকি কাউন্সিলম্যানদের মতের মিল হয়নি, ব্রান্নোর কথা ঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে পারে। তারপরেও একজন সহকর্মীকে রক্ষা করা ছিল তাদের নৈতিক দায়িত্ব। ব্রান্নোকে বলা হয় 'ব্রান্নো দা ব্রোঞ্জ' আর আসলেই তিনি ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা দেখিয়েছেন।

যদি না এরই মধ্যে তিনি তাদের হাতে–

না! চিন্তা-ভাবনা করলেই আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

তাছাড়া–

তার চিন্তা-ভাবনা একটা চক্রের ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। গার্ড দুজন যখন এল তখনো সে এই চক্র থেকে বেরোতে পারে নি।

'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে, কাউন্সিলম্যান।' পদস্থ গার্ড নিরাবেগ গলায় বলল। একজন লেফটেন্যান্ট। ডান চোয়ালে একটা কাটা দাগ এবং প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যেন অনেক দিন থেকে দায়িত্ব পালন করেও খুব সামান্যই কাজ করতে পেরেছে– যে সৈনিকের নাগরিকরা প্রায় দুইশ বছর ধরে শান্তিতে বসবাস করছে, তাদের বেলায় এমনই ঘটবে আশা করা যায়।

ট্রাভিজ নড়লনা, 'তোমার নাম, লেফটেন্যান্ট?'

'লেফটেন্যান্ট ইভাডার সপলার, কাউন্সিলম্যান।'

'তুমি জানো তুমি বেআইনী কাজ করছ, লেফটেন্যান্ট সপলার। একজন কাউন্সিলম্যানকে তুমি গ্রেফতার করতে পারো না।'

'আমাদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্যার।'

'সেটা কোনো ব্যাপার না। কাউন্সিলম্যানকে গ্রেফতার করার আদেশ কেউ তোমাকে দিতে পারে না। এর জন্য তোমার কোর্ট মার্শাল হতে পারে।'

'আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না, কাউন্সিলম্যান।'

'তাহলে তোমাদের সাথে আমাকে যেতে হবে কেন?'

'আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে এসকর্ট করে বাড়ি পৌঁছে দিতে।'

'আমি পথ চিনি।'

'এবং পথে বিপদ থেকে রক্ষা করতে।'

'কি ধরনের বিপদ? –কার কাছ থেকে বিপদ?'

'যে কোনো ধরনের জনরোষের হাত থেকে।'

'এই মাঝ রাতে?'

'সে জন্যই আমরা মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। –এখন আপনি আমাদের সাথে চলুন, স্যার। বলে রাখা দরকার যে বাধা দিলে আমাদের বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।'

ট্রাভিজের জানা আছে গার্ডরা নিউরোনিক হুইপ ব্যবহার করে। মানসম্মান যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে আমার বাড়িতেই চল। –নাকি নিয়ে গিয়ে জেলখানায় ঢোকাবে?'

'আমাকে মিথ্যে কথা বলার আদেশ দেয়া হয়নি, স্যার,' লেফটেন্যান্ট গর্বের সাথে বলল। ট্রাভিজ বুঝতে পারল তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা প্রফেশনাল, যাকে মিথ্যে বলার জন্য সরাসরি আদেশ দিতে হয়। তার আচরণ ও কথাবার্তায়ও সেটা ফুটে উঠেছে।

'দুঃখিত, লেফটেন্যান্ট। আমি তোমার কথায় সন্দেহ করছি না।'

একটা গ্রাউন্ড কার বাইরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাস্তা ফাঁকা, জনমানুষের কোনো চিহ্নই নেই। লেফটেন্যান্ট সতর্কতার সাথে ট্রাভিজকে তার আর গাড়ির মাঝখানে রাখল। সে গাড়িতে ঢুকার সাথে সাথেই লেফটেন্যান্ট ঢুকে পিছনের সিটে তার সাথে বসল।

ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করল।

'বাড়ি পৌঁছে,' ট্রাভিজ বলল, 'আশা করি আমি স্বাধীনভাবে আমার কাজ করতে পারব– যেমন ইচ্ছে হলে বাড়ি থেকে বেরোতে পারব।'

'আপনার কাজে বাধা দেয়ার কোনো আদেশ দেয়া হয়নি, শুধু বলা হয়েছে আপনার নিরাপত্তার জন্য যা করার করতে হবে।'

'মানে?'

'আমাকে বলা হয়েছে বাড়ি পৌঁছে আপনি ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না। রাস্তাঘাট আপনার জন্য নিরাপদ নয়। আর আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

'অর্থাৎ আমি গৃহবন্দী।'

'আমি কোনো উকিল নই, কাউন্সিলম্যান। কাজেই বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

লেফটেন্যান্ট তাকিয়ে আছে সোজা কিন্তু তার কনুই লেগে আছে ট্রাভিজের গায়ের সাথে। ট্রাভিজ নড়তে পারছে না।

গ্রাউন্ড কার ফ্লেক্সনার শহরতলিতে ট্রাভিজের ছোট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে তার কোনো হাউজমেইড নেই। কাজেই কেউ অপেক্ষা করে থাকবে না।

'এখন বেরোতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

'প্রথমে আমি বেরোব, কাউন্সিলম্যান। আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাব।'

'আমার নিরাপত্তার জন্য?'

'ইয়েস, স্যার।'

সামনের দরজার দুপাশে আরো দুজন গার্ড রয়েছে। আলো জ্বলছে ঘরের ভিতর, কিন্তু জানালাগুলো অস্বচ্ছ করে রাখায় আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি।

তার অনুপস্থিতিতে ঘরে কেউ ঢুকেছে দেখে ট্রাভিজের রাগ হলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগ দূর করে দিল। কাউন্সিল চেম্বারের ভিতর কেউ তাকে রক্ষা না করতে পারলে, নিজের বাড়িও দুর্গের মতো নিরাপদ হবে না।

'তোমরা কতজন সৈনিক আছ এখানে? এক রেজিমেন্ট?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'না কাউন্সিলম্যান,' একটা কঠিন ও দৃঢ় কণ্ঠস্বর জবাব দিল। 'যাদেরকে দেখছ তারা বাদে মাত্র একজন এবং আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।'

হারলা ব্রান্নো, টার্মিনাসের মেয়র, লিভিং রুমে ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 'কথা বলার জন্য যথেষ্ট সময় আছে, তাই না?'

ট্রাভিজ তাকিয়ে আছে। 'এত কিছুর–'

ব্রান্নো কঠিন নিচু কণ্ঠে বাধা দিলেন, 'থামো, কাউন্সিলম্যান। –তোমরা চারজন, বেরিয়ে যাও! সবাই এখানে ভাল থাকবে।'

গার্ড চারজন স্যালুট করে বেড়িয়ে গেল। ট্রাভিজ আর ব্রান্নো একা।

মেয়র

৫

প্রথম দুই শতাব্দী ছিল ফাউণ্ডেশনের স্বর্ণযুগ, বীরত্বের যুগ। সালভর হার্ডিন এবং হোবার ম্যালো ছিলেন দুই মহানায়ক, প্রায় হারি সেলডনের সমকক্ষ মনে করা হয়। এই তিনজনের উপর নির্ভর করে আছে ফাউণ্ডেশনের ইতিহাস।

তখন ফাউণ্ডেশন ছিল খুবই ছোট এক বিশ্ব, মাত্র চারটা রাজ্য শাসন করত। আর ক্ষীণ ভরসা ছিল সেলডন প্ল্যান তাদের রক্ষা করবে। এমনকি মহাশক্তিশালী গ্যালাকটিক এম্পায়ারের অবশিষ্ট শক্তির হাত থেকেও।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে ফাউণ্ডেশন যতই শক্তিশালী হয়ে উঠল, যোদ্ধারা ততই গুরুত্ব হারাতে লাগল। লাথান ডেভরস এম্পায়ারের সর্বশেষ গ্রেট জেনারেল বেল রিয়োজকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে মনে রেখেছে খনিতে দাসদের সাথে তার মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য।

বেল রিয়োজ ছিল ফাউণ্ডেশনের ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মিউল, যে একাই সেলডন প্ল্যান ধ্বংস করে ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করে দীর্ঘসময় শাসন করেছিল।

মিউলকে পরাজিত করেছিল এক মহিলা– বেইটা ডেরিল। এইকাজ সে করেছিল কারো সাহায্য ছাড়াই। আবার তার ছেলে টোরান এবং নাতনী আর্কেডি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করে ফাউণ্ডেশনের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু এগুলো প্রায় সবই ভুলে যাওয়া ইতিহাস।

পরবর্তী যুগে যারা অবদান রেখেছিল, তারা মহানায়কের মর্যাদা পায় নি। সময়টা ছিল দুরন্ত গতিশীল। আর্কেডি, বেইটা ডেরিল এর যে বায়োগ্রাফী তৈরি করেছিল সেখানে তাকে একজন রোমান্টিক চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছে।

তারপরে ফাউণ্ডেশন ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে এমন কোনো চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো রোমান্টিক চরিত্রও না। কালগানিয়ান যুদ্ধ ছিল ফাউণ্ডেশনের উপর চাপিয়ে দেয়া সর্বশেষ লড়াই। কিন্তু সেটা ছিল গুরুত্বহীন এক লড়াই। পরবর্তী প্রায় দুইশ বছর ধরে শান্তি বজায় রয়েছে। একশ বিশ বছরের মধ্যে মহাকাশযানে দুএকটা ছোটখাট কাটির ঘটনা ছাড়া আর কিছু ঘটেনি।

খুব ভালোরকম শান্তি, ব্রান্নো অস্বীকার করতে পারেন না। ফাউণ্ডেশন এখনো দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে তুলতে পারে নি, কিন্তু ফাউণ্ডেশন ফেডারেশন হিসেবে গ্যালাক্সির এক তৃতীয়াংশ পলিটিক্যাল ইউনিটের উপর তার শক্ত কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আরো অনেকগুলো ইউনিটকে প্রভাবিত করে রেখেছে। অনেক স্থানেই ফাউণ্ডেশনকে কেউ ভালচোখে দেখে না। কিন্তু গ্যালাক্সিতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে নিজেকে ফাউণ্ডেশনের মেয়রের তুলনায় উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বা ক্ষমতাশীল ভাবতে পারে।

এই উপাধি চলে আসছে ঠিক সেই সময় থেকে–পাঁচশ বছর আগে যখন সভ্যতা থেকে দূরে গ্যালাক্সির সুদূর প্রান্তে ছোট এক গ্রহে ফাউণ্ডেশনের জন্ম হয়। কেউ এটাকে পরিবর্তন বা গুরুগম্ভীর করার কথা ভাবেনি। তবু এই উপাধি প্রায় ভুলে যাওয়া ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির সমকক্ষ।

–টার্মিনাস ছাড়া। এখানে মেয়রের ক্ষমতাকে সতর্কতার সাথে সীমিত করে রাখা হয়েছে।

আর তিনি হারলা ব্রান্নো, মিউলের পর সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক (তিনি নিজেও সেটা জানেন) এবং মহিলা মেয়র হিসাবে পঞ্চম। শুধু আজকেই তিনি তার ক্ষমতা এত খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করেছেন।

নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে সেইসব একগুঁয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়তে হয়েছে যারা চেয়েছিল ফাউণ্ডেশনকে গ্যালাক্সির ভিতরের দিকে সরিয়ে নিতে–কিন্তু তিনিই জিতেছেন। সেলডনও তাকে সমর্থন করেছেন।

ফলে ফাউণ্ডেশনের সবার চোখেই তিনি কিছু সময়ের জন্য সেলডনের মতো জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু জানেন যে কোনো সময়েই তারা একথা ভুলে যেতে পারে।

আর এতগুলো বছরের মধ্যে শুধু এই তরুণ তাকে চ্যালেঞ্জ করল। এই তরুণের জন্য তিনি এমন কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন যেগুলোর জন্য তৃতীয় ইন্ডবারের সময় থেকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে ইমপীচ করা যায়।।

কিন্তু তরুণ যা বলেছে, ঠিকই বলেছে!

আসল বিপদ এখানেই। তরুণের নির্বুদ্ধিতা ফাউণ্ডেশনকে ধ্বংস করে দিতে পারে!

এই মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তরুণের মুখোমুখি, একা।

তিনি বিষণ্ণ স্বরে বললেন,'একা আমার সাথে কথা বলতে পারলে না? কাউন্সিলের সামনে আমাকে বোকা বানানোর জন্য চিৎকার করে বলার প্রয়োজন ছিল? জানো কি সর্বনাশ করেছ, বোকা ছেলে?'

৬

ভেতরের বেড়ে উঠা রাগটাকে দমানোর জন্য ট্রাভিজকে রীতিমতো লড়াই করতে হলো। মেয়র একজন বয়স্ক মহিলা, আগামী জন্মদিনে তেষট্টিতে পা দেবেন। নিজের দ্বিগুণ বয়সের কারো সাথে উঁচু গলায় কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না।

তাছাড়া রাজনৈতিক যুদ্ধে মেয়র যথেষ্ট অভিজ্ঞ, ভালোমতোই জানেন প্রথমেই প্রতিপক্ষকে অপ্রস্তুত করে দিতে পারলে তিনি অর্ধেক লড়াই জিতে যাবেন। যদিও সেই কৌশল কাজে লাগাতে হলে হলরুম ভর্তি দর্শক চাই। আর এখানে শুধু তারা দুজন রয়েছে।

কাজেই ট্রাভিজ মেয়রের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মেয়র একজন বৃদ্ধ মহিলা, পরেছেন দুটি প্রজন্ম থেকে প্রচলিত ইউনিসেক্স* ফ্যাশনের পোশাক। মেয়র– লিডার অফ দ্য গ্যালাক্সি –অত্যন্ত সাধারণ মহিলা, যে কেউ তাকে বৃদ্ধ পুরুষ ভেবে ভুল করতে পারে। শুধু চুল দেখে মানুষের ভুল ভাঙবে। মরিচা রং-এর চুলগুলো প্রচলিত পুরুষালী স্টাইলে ছেড়ে না রেখে শক্ত করে বেঁধে রেখেছেন।

ট্রাভিজ সুন্দর করে হাসল। যে কোনো বয়স্ক প্রতিপক্ষ 'বোকা ছেলে' কথাটি শুনে অপমানিত বোধ করবে। কিন্তু এখানে কথিত বোকা ছেলে বয়সে তরুণ এবং সুদর্শন –তারা দুজনেই সে ব্যাপারে সচেতন।

ট্রাভিজ বলল,'ঠিক বলেছেন। আমার বয়স বত্রিশ এবং বলতে গেলে এখনো ছেলে। আবার আমি একজন কাউন্সিলম্যান, যত যাই হোক– প্রাক্তন অফিসিয়ো, যদিও বেপরোয়া। প্রথমটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে শুধু বলতে পারি আমি দুঃখিত।'

'তুমি জানো কি করেছ? দাঁড়িয়ে না থেকে বসো। মাথা খাটাও। যুক্তি দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'আমি জানি আমি কি করেছি। যা ঠিক মনে হয়েছে তাই বলেছি।'

'আর এমন দিনেই বিরোধিতা করলে যেদিন আমার ক্ষমতা এত বেড়েছে যে তোমাকে কাউন্সিল চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে গ্রেফতার করলাম, কেউ কোনো প্রতিবাদ করারও সাহস পেলনা।'

'কাউন্সিল ঠিকই একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানাবে। হয়তো এরই মধ্যে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছে। তারা এখন আরো গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা শুনবে।'

'কেউ তোমার কথা শুনবে না। যদি তুমি এভাবে চালিয়েই যাও, আমিও তোমাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে আইনের হাতে তুলে দেব।'

'আরো ভালো হবে। আদালতে কথা বলার সুযোগ পাব।'

'বেশি আশা করো না। একজন মেয়রের জরুরী ক্ষমতা অসীম, যদিও খুব কমই সেটা ব্যবহার করা হয়।'

'কিসের ভিত্তিতে আপনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন?'

'একটা কিছু বের করে নেব। আমার সেই ক্ষমতা আছে, তাছাড়া ঝুঁকি নিতে আমি ভয় পাই না। আমাকে বাধ্য করো না ইয়ং ম্যান। আমি একটা সমঝোতা

* ইউনিসেক্স– নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যবহারোপযোগী পোশাক –অনুবাদক

করতে চাই। যদি না হয়, তুমি আর কখনো স্বাধীন হতে পারবে না। বাকি জীবন প্রিজন সেলে কাটবে। নিশ্চিত থাক।'

দুজন পরস্পরের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। ব্রান্নোর চোখ ধূসর, ট্রাভিজের বহুবর্ণ বাদামী।

'কি ধরনের সমঝোতা?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'আহ, তুমি আগ্রহী। তাহলে তর্কযুদ্ধ না করে আমরা আলোচনা করতে পারি। তোমার সব কথা খুলে বল।'

'আপনি ভালোমতোই জানেন। কম্পরের সাথে তো আর খোশগল্প করেন নি, তাই না?'

'আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। সাম্প্রতিক অতিমানবিক সেলডন ক্রাইসিসের আলোকে বল।'

'বেশ, আপনি যখন শুনতে চান–ম্যাডাম মেয়র! (বুড়ি মহিলা প্রায় জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে সামলালো।) 'সেলডনের ইমেজ খুব নিখুঁত, পাঁচশ বছর পরেও খুব বেশি রকম নিখুঁত। আমার ধারণা এইবার নিয়ে আটবার তার আবির্ভাব ঘটল। কয়েকবার এমনও হয়েছে তার কথা শোনার জন্য সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলনা। অন্তত একবার, তৃতীয় ইভবারের সময় বাস্তবের সাথে তার বিশ্লেষণ একেবারেই মেলেনি–অবশ্য সেটা ছিল মিউল-এর যুগ, তাই না? কিন্তু এর আগে কখনো আজকের মতো এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন?'

ট্রাভিজ ছোট করে হাসল। 'কখনোই না, ম্যাডাম মেয়র। পুরনো রেকর্ড থেকে জানা যায় এর আগে কখনোই তিনি পরিস্থিতির এমন নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারেন নি, একেবারে খুঁটিনাটিসহ।'

ব্রান্নো বললেন, 'তোমার ধারণা সেলডনের আবির্ভাব, হলোগ্রাফিক ইমেজ সব নকল; সেলডনের রেকর্ডিং বর্তমান সময়ের কেউ যেমন আমার নিজের তৈরি; একজন অভিনেতা সেলডনের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে?'

'অসম্ভব না, ম্যাডাম মেয়র, তবে আমি তা বলছিনা। প্রকৃত সত্য আরো ভয়ংকর। আমি বিশ্বাস করি সেলডনের ইমেজ, ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্ত নিয়ে তার বিশ্লেষণ সবই পাঁচশ বছর আগে তৈরি। কোডেলকেও এই কথাগুলো বলেছি। সে খুশীমনে আলোচনা এমন দিকে নিয়ে গেছে যেন সবাই ভাবে বোধবুদ্ধিহীন ফাউন্ডেশনারদের কুসংস্কার আমি বিশ্বাস করেছি।'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে রেকর্ডিংগুলো ব্যবহার করা হবে, যেন ফাউন্ডেশন বুঝতে পারে তুমি বিরোধী দলে ছিলে না।'

ট্রাভিজ বাহু দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল। 'কিন্তু আমি তাই। আমরা ঠিক যেমন বিশ্বাস করি সেরকম কোনো সেলডন প্ল্যান নেই এবং নেই প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। এক বছর আগেই আমার সন্দেহ হয়, কিন্তু বারো ঘণ্টা আগে টাইম ভল্টের ঘটনা থেকে নিশ্চিত হয়েছি।'

'কারণ সেলডন খুব বেশি নিখুঁত?'

'ঠিক, হাসবেন না। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর দরকার নেই।'

'হাসছিনা। বলে যাও।'

'তিনি এত নিখুঁত হন কিভাবে? দুই শতাব্দী আগে তখনকার বর্তমান নিয়ে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ভুল। ফাউণ্ডেশন তৈরির তিনশ বছরের মাথায় তিনি লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েছিলেন।'

'একটু আগে তুমি নিজেই ব্যাখ্যা করেছ, কাউন্সিলম্যান। এর কারণ হচ্ছে মিউল। মিউল ছিল অসীম মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী এক মিউট্যান্ট, প্ল্যানে তার সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব ছিল না।'

'সম্ভব হোক বা না হোক-কথা একই। সেলডন প্ল্যান লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলো। মিউল বেশিদিন শাসন করেনি, তার কোনো উত্তরাধিকার ছিলনা। ফলে ফাউণ্ডেশন আবার তার স্বাধীনতা ও রাজত্ব ফিরে পায়। কিন্তু সেলডন প্ল্যান এভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার পরও কি করে আবার গতিপথে ফিরে এল?'

ব্রান্নো কঠিন মুখ করে হাত দুটো চেপে ধরলেন। 'উত্তরটা তুমি জানো। আমরা দুই ফাউণ্ডেশনের একটা। ইতিহাসের বই তুমি পড়েছ।'

'আমি আর্কেডির লেখা তার দাদির বায়োগ্রাফী পড়েছি-স্কুলে পাঠ্য ছিল। তার উপন্যাসগুলোও পড়েছি। মিউল এবং তার পরবর্তী সময় নিয়ে অফিসিয়াল বর্ণনাও পড়েছি। আমার সন্দেহ আরো বেড়েছে।'

'কিভাবে?'

'অফিসিয়ালী, আমাদের প্রথম ফাউণ্ডেশনের রয়েছে বাস্তব বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। আমাদের কাজ করতে হবে প্রকাশ্যে। আমাদের ইতিহাস-আমরা জানি আর না জানি- সেলডন প্ল্যান অনুসরণ করছে। আর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের রয়েছে সাইকোলজিক্যাল বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা, সেই সাথে সাইকোহিস্ট্রি। এবং তাদের অস্তিত্ব এমনকি আমাদের কাছ থেকেও গোপন রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সেলডন প্ল্যানের ফাইন টিউনিং-এর কাজ করে। যখনই কোনো কিছু বিপথে যায়, তারা সেগুলো সেলডন প্ল্যান অনুযায়ী সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।'

'তুমি নিজেই উত্তর দিয়েছ,' মেয়র বললেন। 'বেইটা ডেরিল মিউলকে পরাজিত করেছিল, হয়তো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অনুপ্রেরণায়, যদিও তার নাতনী সেটা স্বীকার করেন না। নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন মিউলের মৃত্যুর পর গ্যালাক্সির ইতিহাসকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে, অবশ্যই সফলভাবে। তাহলে তোমার আর কি বলার আছে?'

'ম্যাডাম মেয়র, আর্কেডির বর্ণনা অনুযায়ী পরিষ্কার বোঝা যায় যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন গ্যালাক্সির ইতিহাস কে সংশোধন করতে গিয়ে নিজেদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে ফেলে। আমরা প্রথম ফাউণ্ডেশন নিজেদের মিরর ইমেজ দেখতে পারি এবং বুঝতে পারি আমাদের ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে। তারপর জীবন-পণ করে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে খুঁজে বের করে আমরা ধ্বংস করি।'

ব্রান্নো মাথা নাড়লেন, 'এবং বর্ণনা অনুযায়ী আমরা সফল হয়েছি, তবে অবশ্যই গ্যালাক্সির ইতিহাসকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার আগে তাদের ধ্বংস করিনি। এটা এখনো সঠিক পথে চলছে।'

'আপনি বিশ্বাস করেন যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন চিহ্নিত করে তার সব সদস্যকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। সেটা ছিল ৩৭৮ এফ. ই. প্রায় একশ বিশ বছর আগে। পাঁচিশ প্রজন্ম আমরা হয়তো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে ছাড়াই চলে এসেছি এবং তারপরও সেলডন ইমেজ আর আপনার বক্তব্য প্রায় এক।'

'হয়তো ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব বেশি।'

'মাফ করবেন, আমি আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করছিনা। আমার কাছে যেটা অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয় তা হচ্ছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কখনো ধ্বংস হয়নি। তারা এখনো আমাদের শাসন করছে, ম্যানিপুলেট করছে।-এবং সে কারণেই আমরা সেলডন প্ল্যানের গতিপথে ফিরে আসতে পেরেছি।'

৭

মেয়র অবাক হলেও প্রকাশ করলেন না, রাত বাজে একটা। তিনি ঝামেলা শেষ করতে চান, কিন্তু তাড়াহুড়ো করা যাবে না। তরুণ তার নিয়মে খেলে যাক। কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম করতে দেবেন না তিনি। তাছাড়া তার একটা পরিকল্পনা আছে, সেটা বাস্তবায়নের আগেই তরুণকে নিরুৎসাহ করতে চান না।

তিনি বললেন, 'তাই? তোমার ধারণা কালগানিয়ান যুদ্ধ নিয়ে আর্কেডির বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ধ্বংস হওয়ার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা? নিজস্ব কল্পনা? একটা খেলা? প্রতারণা?'

ট্রাভিজ শ্রাগ করল। 'সেগুলো আলোচনার বাইরে। ধরা যাক, আর্কেডি যেমন বর্ণনা দিয়েছে ঘটনা ঠিক সেভাবেই ঘটেছে; অর্থাৎ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের আশ্রয় খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করা হয়। কিন্তু আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন তাদের সবাই ধ্বংস হয়েছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন পুরো গ্যালাক্সির কথা বিবেচনা করত, শুধু টার্মিনাস বা ফাউণ্ডেশনের ইতিহাসকে ম্যানিপুলেট করত না। তাদের দায়িত্ব ছিল আরো বৃহৎ, আমাদের ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড এমনকি পুরো ফেডারেশনের চাইতেও বড়। কাজেই এক হাজার পারসেক বা তারও বেশি দূরত্বে কিছু দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার থাকা অসম্ভব না।

'আর যদি সবাইকে নিশ্চিহ্ন না করা যায়, তাহলে আপনি কিভাবে বলতে পারেন আমরা জিতেছি। মিউল বলতে পেরেছিল? মিউল প্রথমে টার্মিনাস দখল করল, সেই সাথে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা বিশ্বগুলো। তারপর স্বাধীন বণিক বিশ্বগুলো দখল করল। বাকি থাকল তিন পলাতক-এবলিং মিস, বেইটা ডেরিল আর তার স্বামী। মিউল পুরুষ দুজনকে তার মেন্টাল পাওয়ারের কন্ট্রোলে রাখল-শুধু বেইটা ডেরিলকে রাখল আনকন্ট্রোলড। আর্কেডির মতে মিউল সেই সময় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল। তার বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র একজন-বেইটা ডেরিলকে নিজের

ইতোমধ্যে চলার স্বাধীনতা দেয়া হলো– আর তার কারণেই মিউল দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন খুঁজে না পেয়ে পরাজিত হলো।

'একজনকে স্বাধীন রেখে মিউল তার সব হারালো। এখানেই একজনের জন্য, যদিও সেলডন প্ল্যানকে ঘিরে থাকা কিংবদন্তী হলো, একজন কিছুই না, বিশাল জনগোষ্ঠীই সবকিছু।

'আর একজন দুজন নয়, ডজন ডজন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার পিছনে রেখে আসলে কি ঘটবে। তারা আবার একত্র হয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করবে। নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর আমরা পিপিলিকায় পরিণত হব।'

ব্রান্নো গম্ভীর গলায় বল্লেন, 'তুমি সেটা বিশ্বাস কর?'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কাউন্সিলম্যান, ওরা এত কষ্ট করবে কেন? কেন তারা এমন একটা লক্ষ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে যা কেউ চায় না। দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পথে গ্যালাক্সিকে চালিয়ে নেবার জন্য তাদের এত উৎসাহ কেন? আর তারা সফল হলেও আমাদের ভয় কি? খুশী হয়ে মেনে নেয়াই তো উচিত?'

ট্রাভিজ চোখ ঘষতে লাগল। বয়সে তরুণ হলেও দুজনের ভেতর তাকে বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মেয়রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছিনা। আপনার কি ধারণা যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন যা করছে সব আমাদের জন্য? এতদিনের ক্ষমতা ও রাজনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন না যে– তারা এগুলো করছে নিজেদের জন্য?

'আমরা হচ্ছি ছুরির ধারালো প্রান্ত। আমরা শ্রম দিচ্ছি, ঘাম ফেলছি, রক্ত দিচ্ছি, তারা হয়তো এখানে একটু সমন্বয় করছে, ওখানে দু-একটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছে এবং এগুলো করছে সহজেই, কোনো ঝুঁকি ছাড়া। এক হাজার বছরের ধৈর্য আর কষ্টের পর যখন আমরা সব শেষ করব, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন তখন অনায়াসে শাসন ক্ষমতা নিয়ে নেবে, তারাই হবে অভিজাত শাসক শ্রেণী।'

ব্রান্নো বল্লেন, 'তুমি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে ধ্বংস করতে চাও, তাই না? যেন আমরাই হতে পারি ক্ষমতার কেন্দ্র।'

'অবশ্যই! অবশ্যই! আপনিও চান, তাই না? আপনি বা আমি অতদিন বাঁচব না, কিন্তু আপনার নাতি-নাতনী আছে। হয়তো আমারো একদিন হবে। আবার তাদেরও নাতি-নাতনী হবে। এভাবেই চলবে। আমি চাই তারা আমাদের কষ্টের সুফল ভোগ করুক এবং আমরা যা করতে পেরেছি তার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা করুক। হ্যারি সেলডনের লুকানো ষড়যন্ত্রের শিকার হতে আমি রাজি না– তাকে আমি কোনো আদর্শ বলে মনে করি না। বরং মিউলের চেয়েও বড় হুমকি বলে মনে করি। গ্যালাক্সি, যদি মিউল প্ল্যানটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারত। পরে মিউলের হাত থেকে রক্ষা পেতাম। কারণ সে ছিল মরণশীল। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন মনে হচ্ছে অমর।'

'কিন্তু তুমি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন ধ্বংস করতে চাও, তাই না?'

'যদি জানতাম কিভাবে হবে?'

'যেহেতু তুমি জাননা, স্বাভাবিকভাবেই ওরা তোমাকে ধ্বংস করবে।'

ট্রাভিজ উদ্ধত স্বরে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। সেলডন ইমেজ কি বলবে তার সঠিক অনুমান, তার পরেই আমার সাথে এমন আচরণ, সবই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কাজ বলে মনে হয়।'

'তাহলে আমাকে সব কথা বলছ কেন?'

'কারণ যদি আপনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রিত হন, তাহলে আমি এই খেলায় অনেক আগেই হেরে গেছি, কারণ ভিতরের বেড়ে উঠা রাগ থেকে খেলার একটি উপায় খুঁজছিলাম এবং কারণ সত্যি কথা হচ্ছে আমি একটা জুয়া খেলছি। ধরে নিচ্ছি আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, শুধু জানেন না কি করতে হবে।'

'তুমি জুয়াড় জিতেছ, আমি নিজের ছাড়া আর কারো নিয়ন্ত্রণে নেই। কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত হতে পারবে যে আমি সত্যি কথা বলছি? দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কি সেটা স্বীকার করতাম? নিজেই কি জানতাম যে তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছি?

'এসব প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। আমি জানি আমি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণের অধীন নই, তোমারও সেটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব থাকেই, তবে তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে গ্যালাক্সির কাছ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখা। মিউলের কারণেই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আর্কেডির সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। –নাকি প্রায় ধ্বংস করা হয়, কাউন্সিলম্যান?

'এর থেকে আমরা দুটো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথমতঃ যুক্তি সহকারেই আমরা মেনে নিতে পারি যে তারা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করে। ধরে নিতে পারি পুরো পথ আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ক্ষমতারও একটা সীমা আছে।'

'কষ্ট-কল্পনা হলেও এই যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি।' ট্রাভিজ বলল। 'অন্যটা কি?'

'আরো সহজ এবং প্রত্যাশিত। যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব থাকে এবং তারা সেটা গোপন রাখতে চায়, তবে একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদি কেউ মনে করে তারা এখনো আছে, সেটা নিয়ে কথা বলে, চিৎকার করে গ্যালাক্সির সবাইকে জানাতে চায়, তবে কোনো সূক্ষ্ম উপায়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তোমার যুক্তি কি তাই বলে না?'

'সে কারণেই আপনি আমাকে কাস্টডিতে রেখেছেন, ম্যাডাম মেয়র? দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য?'

'সে কারণেই বলা যায়। তাছাড়া লিয়নো কোডেল তোমার যে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করেছে সেগুলো শুধু টার্মিনাসের জনগণ এবং ফাউন্ডেশনকে শান্ত রাখার জন্যই ব্যবহার করা হবে না– বরং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে অসতর্ক রাখার জন্যও ব্যবহার করা হবে। যদি তারা এখনো টিকে থাকে, আমি চাইনা তোমার উপর তাদের নজর পড়ুক।'

'কল্পনা করা যায়,' ট্রাভিজ মুখ ভেংচে বলল, 'আমার জন্য! আমার সুন্দর বাদামী চোখ জোড়ার জন্য?'

ব্রানো কোনো আগাম সংকেত না দিয়েই নিঃশব্দে হেসে ফেললেন, 'অতটা বুড়িয়ে যাইনি, কাউন্সিলম্যান, যে আমি বুঝতে পারব না তোমার সুন্দর এক জোড়া চোখ রয়েছে। বত্রিশ বছর আগে হয়তো এ কারণেই অনেক কিছু করতে পারতাম, এই মুহূর্তে ওগুলো বাঁচানোর জন্য এক মিলিমিটারও এগুবনা। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আজকে টিকে থাকে এবং তোমার উপরে তাদের চোখ পড়ে, তাহলে তোমাকে দিয়েই শেষ হবে না। আমার নিজের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে এবং তুমি ছাড়াও অনেক বুদ্ধিমান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথা ভাবতে হবে–আমাদের পরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে।'

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আছে? সে কারণেই আমার সম্ভাব্য আচরণের কথা ভেবে এমন সতর্ক পদক্ষেপ নিয়েছেন?'

ব্রানো টেবিলে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, 'অবশ্যই করি। না করলে তোমার কথার এত বেশি গুরুত্ব দিতাম? যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নাই থাকে, তবে তুমি বললেই বা কি হবে? এক মাস ধরে আমি তোমাকে থামানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু কাউন্সিলম্যানদের সাথে কঠিন আচরণ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। সেলডনের প্রত্যাবর্তন সাময়িকভাবে আমাকে সেই ক্ষমতা পাইয়ে দিল– আর তখনই তুমি তোমার খেলা শুরু করলে। আমিও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে নিলাম, আর এখন তোমাকে খুন করতে এক মাইক্রোসেকেন্ডও দ্বিধা করব না। যদি আমার কথা মতো কাজ না কর।

'গত এক ঘণ্টার আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পার। তবে জেনে রাখো দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সমস্যা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বাধা দিলে বিনা বিচারে তোমাকে মেরে ফেলব।'

ব্রানো ঠাণ্ডা গলায় বল্লেন, 'নড়বেনা ট্রাভিজ। আমি নিঃসন্দেহে একজন বৃদ্ধ মহিলা, কিন্তু আমাকে ছোঁয়ার আগেই তুমি মারা যাবে, আমার লোকেরা আমাদের উপর নজর রাখছে।'

ট্রাভিজ বসে পড়ল। 'আমি বুঝতে পারছিনা। যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব থাকে, আপনার এভাবে খোলাখুলি বলা উচিত না। আমি নিজেকে যে বিপদে জড়িয়েছি, আপনারও সেই বিপদে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।'

'স্বীকার করছ তাহলে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি। অন্যভাবে বলা যায় দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব রয়েছে, তোমার এই বিশ্বাস তুমি গোপন রাখনি, কারণ তুমি বোকা। আমিও গোপন না করেই বলছি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আছে। কারণ আমি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। যেহেতু তুমি আর্কেডির ইতিহাস খুব ভালোভাবে পড়েছ। তুমি হয়তো জানো তার বাবা "মেন্টাল স্ট্যাটিক ডিভাইস" নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। যন্ত্রটা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের মেন্টাল পাওয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা শিল্ড হিসেবে কাজ করে। এটা আজও টিকে আছে এবং উন্নত হয়েছে। তোমার বাড়ি এই মুহূর্তে পুরোপুরি নিরাপদ। বুঝতে পারলে পরের কথাগুলো বলতে পারি।'

'কি?'

'তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আমাদের বিশ্বাস সঠিক। তোমাকে বের করতে হবে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আছে কিনা, যদি থাকে, কোথায়। এর অর্থ তোমাকে টার্মিনাস ছেড়ে যেতে হবে, কোথায় আমি জানি না। এমনও হতে পারে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আর্কেডির সময়ের মতো আমাদের নিজেদের ভেতরেই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন রয়েছে। অর্থাৎ আমাকে বলার মতো কিছু না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ফিরবে না, আর যদি কিছু নাই পাও তাহলে কোনোদিনই ফিরে এসো না, টার্মিনাস থেকে একটা বোকা কমবে।'

ট্রাভিজ রাগে কাঁপতে লাগল। 'কোনো সূত্র ছাড়া আমি কিভাবে খুঁজব? তারা আমাকে স্রেফ খুন করবে।'

'তাহলে খুঁজবে না। অন্য কিছু খুঁজবে। সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে অন্য কিছু খুঁজবে এবং যদি এইভাবে তাদের সাথে তোমার দেখা হয় এবং তারা তোমাকে গুরুত্ব না দেয়, ভাল কথা। তুমি শুধু হাইপার ওয়েভে শীল্ড করা কোডেড মেসেজ পাঠাবে এবং সেক্ষেত্রে সসম্মানে ফিরে আসতে পারবে।'

'আমার মনে হয় আপনার অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে'

'অবশ্যই। জেনোভ পেলোরেটকে চেন?'

'কোনোদিন নাম শুনিনি'

'আগামী কাল তার সাথে তোমার দেখা হবে। সেই তোমাকে বলে দেবে কি করতে হবে, এবং তোমরা দুজন অতি উন্নত এক মহাকাশযানে করে টার্মিনাস ত্যাগ করবে। শুধু তোমরা দুজন এবং তুমি যদি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করার মতো কোনো তথ্য না নিয়ে ফেরার চেষ্টা করো, তাহলে টার্মিনাসের এক পারসেক-এর মধ্যে পৌঁছার আগেই মহাকাশেই তোমাকে যানসহ উড়িয়ে দেয়া হবে। এইটুকুই। আলোচনা এখানেই শেষ।'

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাতে গ্লাভস পড়লেন। ঘুরে দরজার দিকে এগুতেই দুজন সশস্ত্র গার্ড ভেতরে ঢুকে দুপাশে দাঁড়ালো।

দরজার সামনে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। 'বাইরে আরো অনেক গার্ড রয়েছে। এমন কিছু করোনা যাতে সমস্যায় পড়তে হয়।'

'আপনিও তখন আমাকে দিয়ে সুবিধা আদায় করতে পারবেন না,'

ট্রাভিজ চেষ্টা করে হালকা গলায় কথাগুলো বলল।

'সেই চান্স আমরা নেব,' ব্রানো হালকা হাসির সাথে বল্লেন।

৮

লিয়নো কোডেল বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। 'সব কথাই আমি শুনেছি মেয়র। আপনি অসম্ভব ধৈর্য ধরেছেন।'

'এবং আমি অসম্ভব ক্লান্ত। দিনটা মনে হচ্ছে বাহাত্তর ঘণ্টা লম্বা। তুমি এখন দায়িত্ব নাও।'

'বেশ, কিন্তু আসলেই কি [illegible]'

'ওহ, কোভেল,' ব্রাগ্নো ক্লান্ত গলায় বল্লেন। 'তুমি ভালোমতোই জানো [illegible] লক্ষ্য রাখতে তার সম্ভাবনা কতটুকু। তুমি কি মনে কর যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন [illegible] সময়, সব জায়গায় সব কিছুর উপর চোখ রাখছে। ট্রাভিজের মতো [illegible] রোমান্টিক তরুণ না। সে এমন মনে করতে পারে, কিন্তু আমি করি না। [illegible] যদি সব জায়গায় দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের চোখ কান থাকে তাহলে মেন্টাল [illegible] ক্রিয়াশীল থাকলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। যেহেতু আমরা পুরোপুরি [illegible] নই সেহেতু এই শীল্ডের গোপনীয়তা শুধু ট্রাভিজ না তোমার আর আমার [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া–'

তারা গ্রাউন্ড কারে চড়ল, চালকের আসনে কোভেল। 'এবং তাছাড়া–' কোভেল বলল।

'তাছাড়া কি?' ব্রাগ্নো জিজ্ঞেস করলেন। '–ও হ্যা, তাছাড়া এই তরুণ [illegible] বুদ্ধিমান। আমি অনেকবার তাকে বোকা বলেছি শুধু তাকে থামিয়ে রাখার [illegible] কিন্তু সে বোকা না। ট্রাভিজ বয়সে তরুণ এবং আর্কেডির প্রচুর উপন্যাস [illegible] সেখান থেকে তার বিশ্বাস জন্মেছে গ্যালাক্সি গল্পের মতোই–কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস [illegible] আছে এবং তাকে হারালে অনেক ক্ষতি হবে।'

'আপনি নিশ্চিত যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত,' ব্রাগ্নো দুঃখিত স্বরে বল্লেন। 'এটাই বরং ভালো হয়েছে। [illegible] রোমান্টিক তরুণের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। তাছাড়া সে [illegible] উদ্দেশ্য পূরণ করতে যাচ্ছে। সে নিশ্চিতভাবেই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের দৃষ্টি [illegible] করতে পারবে। ফলে তারা হয়তো আমাদের উপেক্ষা করবে। আর এই উপেক্ষা [illegible] আমাদের দরকার। তখন তাদেরকে ধ্বংস করার একটা সুযোগ আমরা [illegible] হয়তো।'

'ট্রাভিজ তাহলে নিজেকে বলির পাঁঠা বানাচ্ছে।'

ব্রাগ্নোর ঠোঁট দুটো চেপে বসল। 'ঠিক এই শব্দটাই আমি খুঁজছিলাম। সে নিজে আঘাত সহ্য করে আমাদের রক্ষা করবে।'

'আর পেলোরেট, সেও একই পথের পথিক?'

'তাকেও যেতে হবে, উপায় নেই।'

কোভেল মাথা নাড়ল। 'বেশ আপনি তো জানেনই স্যালভর হার্ডিন [illegible] বলতেন–'যা তোমার করা উচিত তাকে কখনো নৈতিকতা দিয়ে আড়াল করো না।'

'এই মুহূর্তে আমার কোনো নৈতিকতা বোধ নেই,' ফিসফিস করে [illegible] ব্রাগ্নো। 'শুধু প্রচণ্ড ক্লান্ত বোধ করছি। তাছাড়া আরো অনেকের নাম বলতে [illegible] যাদেরকে আমি খুব শিঘ্রই হারাতে যাচ্ছি। গোলান ট্রাভিজ সুদর্শন [illegible] বুদ্ধিমান–এবং অবশ্যই সে নিজেও জানে।' হালকা ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার [illegible] শেষের কথাগুলো শোনা গেল না।

ইতিহাসবিদ

৯

জেনভ পেলোরেট-এর সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, মুখ শান্ত গম্ভীর। ওজন এবং উচ্চতা স্বাভাবিক। চলাফেরায় কোনো জড়তা নেই, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর। বাহান্ন বছর বয়স হলেও দেখে আরো বেশি মনে হয়।

এই দীর্ঘ জীবনে একবারও সে টার্মিনাস ছেড়ে বাইরে কোথাও যায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার, বিশেষ করে তার পেশার লোকের ক্ষেত্রে। সে নিজেও জেনে পায় না এইভাবে এক জায়গায় গাটি হয়ে বসে থাকার কারণটা কি শুধু ইতিহাসের প্রতি তার সীমাহীন দুর্বলতা নাকি অন্য কিছু।

ইতিহাসের প্রতি তার আগ্রহ জন্মায় হঠাৎ করেই, মাত্র পনের বছর বয়সে। হঠাৎ করেই প্রথম যুগের কিংবদন্তী নিয়ে লেখা একটা বই পায় সে, যেখানে একাকী নিঃসঙ্গ এক গ্রহের কথা বলা হয়েছে– এমন এক গ্রহ যে নিজেও জানত না যে একাকী নিঃসঙ্গ। বইয়ে এর বেশি কিছু লেখা ছিল না।

বইটা তার ঘুম হারাম করে ফেলে। পরবর্তী দুই দিনে তিনবার পড়ে শেষ করে। তার পরের দিন কম্পিউটার টার্মিনালের সাহায্যে টার্মিনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে, এই বিষয়ের উপর আর কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় কিনা।

মোটকথা প্রাচীন কিংবদন্তী তাকে সারাজীবনের জন্য গ্রাস করে ফেলে। টার্মিনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সে খুব বেশি কিছু খুঁজে পায় নি। কিন্তু পরিণত বয়সে গ্যালাক্সির বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে বই সংগ্রহ করে। এমনকি হাইপার রেডিয়েশনাল সিগন্যালের মাধ্যমে সুদূর ইফনি থেকেও প্রিন্টআউট সংগ্রহ করেছে।

প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে পেলোরেট যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে এবং এই প্রথমবারের মতো সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়েছে– উদ্দেশ্য জীবনে প্রথমবার মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ট্রানটরে যাবে।

পেলোরেট ভালো করেই জানে টার্মিনাসের কোনো বাসিন্দার স্পেস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা না থাকা অস্বাভাবিক। সে ইচ্ছে করে এই অস্বাভাবিকতা অর্জন করে নি। ব্যাপারটা এমন– যখনই কোথাও যাবার প্ল্যান করেছে তখনই তার হাতে নতুন কোনো বই নতুন ধরনের বিশ্লেষণ এসে হাজির হয়েছে। কাজেই ভ্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নিজের পাহাড়-প্রমাণ জ্ঞান ভাণ্ডারে নতুন কিছু যোগ করাটাই মনে হয়েছে সঠিক। দুঃখ শুধু একটাই ট্রানটরে এখন পর্যন্ত সে যেতে পারে নি।

ট্র্যানটর ছিল প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারের রাজধানী। বারো হাজার বছর ধরে এই গ্রহ ছিল সম্রাটদের শাসনব্যবস্থার মুখ্য, তারও আগে ছিল প্রি-ইম্পেরিয়াল যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের রাজধানী, এই রাজ্যই ধীরে ধীরে অন্য রাজ্যগুলোকে গ্রাস করে গড়ে তোলে সুবিশাল সাম্রাজ্য।

ট্র্যানটর ছিল মহাবিশ্বের একক নগরী, মেটাল কোটেড সিটি। পেলোরেট এগুলো জেনেছে হ্যাল গরুনিকের লেখা পড়ে। গরুনিক হ্যারী সেলডনের যুগে ট্র্যানটর ভ্রমণ করেছিল। তার লেখা বই এখন এতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে যে, পেলোরেটের কাছে যে বইটা আছে তার জন্য যে কোনো ইতিহাসবিদ তার সারাবছরের বেতন হাসিমুখে দিয়ে দিতে রাজী হবে।

অবশ্য যে জিনিসটা পেলোরেটকে বেশি আকর্ষণ করে তা হলো গ্যালাকটিক লাইব্রেরি, ইম্পেরিয়াল যুগে (তখন ছিল রাজকীয় গ্রন্থাগার) এটাই ছিল সবচেয়ে বৃহৎ এবং সমৃদ্ধ। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জনবহুল, রাজ্যের রাজধানী ছিল ট্র্যানটর এবং এর লাইব্রেরিতে মানবজাতির সৃষ্টিশীল, অসৃষ্টিশীল সমস্ত কর্মকাণ্ডের রেকর্ড রাখা আছে। রাখা আছে মানবসভ্যতার অর্জিত সমস্ত জ্ঞান। জটিল কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির কারণে বিশেষজ্ঞ ছাড়া এখানে কারো পক্ষে কাজ করা অসম্ভব।

সবচেয়ে বড় কথা লাইব্রেরি আজো টিকে আছে। পেলোরেট-এর কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়। দুইশ পঞ্চাশ বছর আগে যখন ট্র্যানটর ধ্বংস হয়ে যায়, তখনকার ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও লাইব্রেরিটা টিকে গেছে। ধারণা করা হয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুকৌশলে এটা রক্ষা করেছিল (কারো মতে শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের ব্যাপারটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে।)

যেভাবেই হোক, এমন ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও লাইব্রেরি টিকে গেছে। এবলিং মিস বিধ্বস্ত গ্রহের এই অক্ষত লাইব্রেরিতে বসেই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে প্রায় খুঁজে ফেলেছিল (গল্পটা ফাউন্ডেশনের সবাই বিশ্বাস করলেও ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।) ডেরিলদের তিন প্রজন্ম বেইটা, টোরান এবং আর্কেডি -প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় ট্র্যানটরে বাস করেছে। যদিও আর্কেডি কখনো লাইব্রেরিতে যায়নি এবং তারপরে গ্যালাকটিক ইতিহাসে এই লাইব্রেরির আর কোনো উল্লেখ নেই।

একশ বিশ বছরের মধ্যে ট্র্যানটরে কোনো ফাউন্ডেশনারের পা পড়েনি। তার মানে এই না যে লাইব্রেরিটা সেখানে নেই, আবার আছে এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণও নেই। তবে ধ্বংস হলে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হতো।

গ্যালাকটিক লাইব্রেরি অপ্রচলিত এবং সুপ্রাচীন- ঠিক পেলোরেট যেমন চায়। প্রাচীন কোনো লাইব্রেরির কথা মনে হলেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যত বেশি পুরনো হবে ততই তার প্রয়োজনীয় উপাদান থাকার সম্ভাবনা বেশি হবে। প্রায়ই সে কল্পনায় লাইব্রেরিতে ঢুকে প্রশ্ন করে, 'লাইব্রেরির কি পরিবর্তন হয়েছে? প্রাচীন

রেকর্ডগুলো কি ফেলে দেয়া হয়েছে?' এবং কল্পনায় বুড়ো লাইব্রেরিয়ানের জবাব শুনতে পারে সে, 'যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, প্রফেসর।'

তার স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। মেয়র নিজে আশ্বাস দিয়েছেন। তার ব্যাপারে মেয়র এত কিছু কিভাবে জানলেন সে বলতে পারবেনা। প্রকাশনার ক্ষেত্রে সে সফল হতে পারেনি। গবেষণা যতটুকু করেছে তার খুব সামান্যই ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলোও উল্লেখযোগ্য কিছু না। তবে সবাই বলে যে, টার্মিনাসের সব কিছুই ব্রান্নো দ্যা ব্রোঞ্জের নখদর্পণে রয়েছে। পেলোরেট-এর বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়র যদি জানতেনই, তাহলে টার্মিনাসের কসম, এর আগে কেন তিনি আর্থিক সাহায্য করেননি?

চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে সে শুধু একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিতীয় এম্পায়ার। অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করার কোনো সময় বা ইচ্ছা তাদের নেই।

সব বোকা, অবশ্যই, কিন্তু সে একা কারো ভুল তাড়াতে পারবেনা। সেই চেষ্টা না করাই ভালো। বরং তার আকাঙ্ক্ষা তার কাছেই থাক। অবশ্যই সেই সময় আসবে যখন সবাই তার অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ করবে।

এক অর্থে সে নিজেও ভবিষ্যতকে নিয়ে ডুবে আছে- যে ভবিষ্যতে সবাই তাকে সেলডনের মতো মহানায়ক হিসাবে, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়েও মহান হিসাবে বিবেচনা করবে। কারণ, পঁচিশ সহস্রাব্দ পুরনো অতীত ইতিহাসের ভিত্তিতে সে এক সহস্রাব্দ ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পরিষ্কার ছবি বর্ণনা করে যাবে।

এবং সুদিন চলে এসেছে।

মেয়র তাকে বলেছিলেন দিনটা হবে সেলডনের প্রত্যাবর্তনের পরের দিন। এই কারণেই যে সেলডন ক্রাইসিস গত একমাস প্রতিটি টার্মিনাসবাসীর এবং অবশ্যই ফাউন্ডেশনের সকলের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেটার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল সে।

পেলোরেট যতটুকু বুঝতে পেরেছে তাতে মনে হয়েছে, ক্রাইসিসটা ছিল মূলত ফাউন্ডেশনের রাজধানী টার্মিনাসে থাকবে নাকি অন্য কোথাও সরানো হবে। ক্রাইসিস দূর হলেও সে নিশ্চিত নয় তার ধারণা ঠিক ছিল কিনা, ঠিক হলেও হ্যারী সেলডন কোনো পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

বড় কথা সেলডন আবির্ভূত হয়ে চলে গেছেন এবং তার প্রত্যাশিত দিন এসে গেছে।

দুপুর দুইটার কিছু পরে পেলোরেট-এর শহরতলীর নির্জন বাড়ির সামনে একটা গ্রাউন্ড কার এসে থামল।

পিছনের দরজা খুলে প্রথমে মেয়রের নিরাপত্তা বাহিনীর পোশাক পরা একজন গার্ড তারপর এক সুদর্শন তরুণ, তার পেছনে আরো দুজন গার্ড নামল।

পেলোরেট খুশী। কারণ মেয়র তার কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যে লোকটা তার সঙ্গী হবে তাকে সসম্মানে গার্ড দেয়া হচ্ছে, এবং তাকে কথা দেয়া

হয়েছে একটা প্রথম শ্রেণীর আধুনিক মহাকাশযান দেয়া হবে। সেটা চালাবে তার সঙ্গী।

দরজা খুলে দিল হাউজকিপার। তরুণ ভিতরে প্রবেশ করার পর দুজন গার্ড দরজার দুপাশে পজিশন নিল। আরেকজন গার্ড বাইরেই থাকল। জানালা দিয়ে পেলোরেট দেখল আরেকটা গ্রাউন্ড কার আসছে। অতিরিক্ত গার্ড!

অবাক কাণ্ড!

ঘুরে অতিথিকে চিনতে পেরে সে আরো অবাক হয়ে গেল। এই লোককে সে হলোকাস্টে দেখেছে, 'তুমি সেই কাউন্সিলমান। ট্রাভিজ!'

'গোলান ট্রাভিজ। ঠিকই ধরেছেন। আপনি প্রফেসর জেনোভ পেলোরেট?'

'হ্যা, হ্যা,'পেলোরেট বলল। 'তুমিই আমার সাথে–

'আমরা দুজন একসাথে বেড়াতে যাবো,' ট্রাভিজ কাষ্ঠ গলায় বলল।

'কিন্তু তুমি ইতিহাসবিদ না।'

'না, তা নই। আমি একজন কাউন্সিলমান, একজন রাজনীতিবিদ।'

'হ্যা –কিন্তু আমি এত ভাবছি কেন? আমি নিজেই একজন ইতিহাসবিদ তাহলে আরেকজনের প্রয়োজন কি? তুমি মহাকাশযান চালাতে পার?'

'হ্যা, ভালোই পারি।'

'বেশ সেটাইতো প্রয়োজন, আর কি চাই। অবশ্য আমি তোমার মতো বাস্তব চিন্তা করিনা ইয়ংম্যান। এটা মেনে নিতে পারলে আশা করি আমরা দুজন ভালো টীম হিসাবে কাজ করতে পারব।'

'এই মুহূর্তে নিজের বাস্তব চিন্তা নিয়ে আমি খুব একটা উৎসাহিত না, তবে এতটুকু বুঝতে পারছি যে ভাল টীম না হয়ে আমাদের উপায় নেই।'

'আশা করি আমার অহেতুক মহাশূন্য ভীতি কেটে যাবে। আমি আগে কখনো মহাশূন্যে যাইনি, কাউন্সিলম্যান। ভালো কথা, চা খাবে। মনে হচ্ছে আরো কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমি অবশ্য পুরোপুরি তৈরি। দুজনের প্রয়োজনীয় সব কিছু নেয়া হয়েছে। মেয়র বেশ সাহায্য করেছেন। এই প্রজেক্ট নিয়ে তার আগ্রহ অবাক করার মতো।'

'আপনি আগেই জানতেন তাহলে, কতদিন থেকে?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'মেয়র আমার কাছে' (পেলোরেট থেমে ভুরু কুঁচকে হিসাব করে নিল) 'দুই বা তিন সপ্তাহ আগে প্রস্তাব দেন। বেশ খুশী হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আমার আরেকজন ইতিহাসবিদ না একজন পাইলট দরকার। আর সঙ্গী হিসাবে তোমাকে পেয়ে আরো খুশী হয়েছি।'

'দুই বা তিন সপ্তাহ আগে,' ট্রাভিজ আচ্ছন্ন গলায় পুনরাবৃত্তি করল। 'সে আগে থেকেই তৈরী হচ্ছে, আর আমি–' ট্রাভিজের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'কিছু বলছ?'

'কিছু না, প্রফেসর। নিজের মনে কথা বলা আমার একটা বদঅভ্যাস। আপনাকে কষ্ট করে মানিয়ে নিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' পেলোরেট বলল, ট্রাভিজকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ডাইনিং রুমের দিকে, তার হাউজকীপার টেবিলের উপর চা তৈরি করে রেখে গেছে। 'খোলাখুলি বলতে গেলে, মেয়র বলেছেন আমাদের যত সময় দরকার নিতে পারি। পুরো গ্যালাক্সিতে আমরা সাহায্য পাবো এবং যে কোনো স্থান থেকেই ফাউন্ডেশনের ফান্ড ব্যবহার করতে পারব। মেয়র অবশ্য বুঝে শুনে খরচ করতে বলেছেন।' পেলোরেট ঠোঁট ভিজিয়ে হাত ঘসতে লাগল। 'বসো, মাই ডিয়ার ফেলো, বসো। হয়তো আগামী অনেকগুলো দিনের মধ্যে এটাই টার্মিনাসে আমাদের শেষ নাস্তা।'

ট্রাভিজ বসল। 'আপনার পরিবার আছে, প্রফেসর?'

'এক ছেলে। সান্তানী বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে আছে, কেমিস্ট বা ঐ ধরনের কিছু একটা হবে। মায়ের সাথে থাকে। তার মা আবার অনেকদিন আগেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই, কোনো পোষ্য নেই। তোমারও বোধহয় নেই– স্যান্ডউইচ আছে, নিজে নিয়ে খাও, মাই বয়।'

'এই মুহূর্তে কেউ নেই। মেয়ে বন্ধু কয়েকজন আছে। তবে স্থায়ী সম্পর্ক নেই।'

'হ্যা। ব্যাপারটা বেশ মজার– বাচ্চা কাচ্চা নেই নিশ্চয়ই।'

'না।'

'বেশ। আমার আসলে প্রয়োজন তারুণ্য, প্রাণপ্রাচুর্য এবং এমন একজন যে গ্যালাক্সির গোলকধাঁধায় নিজের পথ করে নিতে পারবে। আমরা একটা অনুসন্ধানে চলেছি– অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান।' কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন নেই, কিন্তু পেলোরেট-এর শান্ত মুখ এবং শান্ত স্বর একটা অপার্থিব আবহ তৈরি করেছে।

ট্রাভিজ চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করল, 'গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান?'

'হ্যা। গ্যালাক্সির দশ মিলিয়ন বসতিপূর্ণ গ্রহের ভেতর এক অমূল্য রতন লুকিয়ে আছে এবং আমাদের হাতে সামান্য সূত্রও নেই। আমরা খুঁজে পেলে, পুরস্কার হবে অমূল্য। যদি বের করতে পারি, মাই বয়, –ট্রাভিজ বিশ্বাস করো –এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে গেলেও আমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

'যে পুরস্কারের কথা বলছেন– এই অমূল্য বস্তু–'

'আমি সেই লেখিকা– আর্কেডি ডেরিল-এর মতো কথা বলছি– দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের মতো তাইনা? তুমি যে থমকে গেছ, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।' পেলোরেট এমনভাবে পিছন দিকে ঘাড় বাঁকালো যেন প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে যাবে কিন্তু শুধু মৃদু একটু হাসল। 'এর ভেতর অলীক বা বাড়াবাড়ি কিছু নেই, নিশ্চিত থাক।'

'আপনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কথা বলছেন না, তাহলে কিসের কথা বলছেন?'

পেলোরেট হঠাৎ করেই আরো গম্ভীর এবং ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'আহ, মেয়র তাহলে তোমাকে বলেননি?– পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত, বুঝেছ। আমি কি করছি সেটা অনেকদিন থেকেই সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করছি, আর এখন হঠাৎ করেই মেয়র আমার ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহী হয়ে পড়েছেন।

'হ্যাঁ,' ট্রাভিজ বলল, তিরস্কারের ভঙ্গি লুকানোর চেষ্টা করল না। 'মেয়র গোপনে অনেক জনসেবা করেছেন, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাকে বলতে ভুলে গেছেন।'

'তুমি আমার গবেষণার ব্যাপারে কিছুই জানো না, তাহলে?'

'দুঃখিত, কিছুই জানি না।'

'ঠিক আছে, দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই। আমি আসলে প্রচারবিমুখ লোক, এখন বলছি। আসলে আমি আর তুমি যাচ্ছি এক অনুসন্ধানে, এবং যা খুঁজে বের করতে চাই তা হচ্ছে– পৃথিবী।

১০

ট্রাভিজ সে রাতে ঘুমোতে পারেনি।

বারবার সে মেয়রের জেলখানা থেকে বেরোতে চেষ্টা করেছে। লাভ হয়নি কোনো।

শান্ত নির্মমতার সাথে মেয়র তাকে নির্বাসন দিয়েছেন এবং তিনি যে অসাংবিধানিক কাজ করছেন সেটা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি। কাউন্সিলম্যান হিসেবে অধিকার এবং ফাউন্ডেশনের নাগরিক অধিকারের উপর ট্রাভিজ বড় বেশি ভরসা করেছিল। মেয়র সেগুলোকে পাত্তাই দেননি।

আর পেলোরেট, নিজের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এই অদ্ভুত প্রফেসর বলছে ঐ ভয়ানক মহিলা নাকি কয়েক সপ্তাহ থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নিজেকে তার 'ছোট খোকার' মতই মনে হলো।

এই বন্ধুবৎসল ইতিহাসবিদের সাথেই তাকে নির্বাসনে যেতে হবে। বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর গ্যালাকটিক অনুসন্ধান শুরু করার জন্য প্রফেসর অস্থির হয়ে আছে।

তাকে জানতে হবে। অবশ্যই, এখনি।

সে জিজ্ঞেস করল,'মাফ করবেন, প্রফেসর। আমি আপনার কাজের ব্যাপারে খুব একটা জানি না। তাই খুব সহজ একটা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না। পৃথিবী কি?'

বিশ সেকেণ্ড হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল পেলোরেট। তারপর বলল, 'পৃথিবী একটা গ্রহ। মূল গ্রহ। সেই গ্রহ যেখানে মানুষের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল?

মানুষের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল? কোথা থেকে?'

'শূন্য থেকে। এটাই সেই গ্রহ, যেখানে একেবারে আদিম অবস্থা থেকে মানবজাতি চরম সভ্য হয়ে উঠেছিল।'

ট্রাভিজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়ল। 'বুঝতে পারছিনা কি বলছেন।'

হালকা বিরক্তি দেখা দিল পেলোরেটের মুখে। গলা পরিষ্কার করে বলল 'একটা সময় ছিল টার্মিনাসের বুকে কোনো মানুষ ছিল না। অন্যান্য গ্রহ থেকে মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করে। এটা জানোতো?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই,' ট্রাভিজ অধৈর্য স্বরে বলল। পেলোরেটের হঠাৎ শিক্ষকসুলভ আচরণে বিরক্ত।

'বেশ। সবগুলো গ্রহের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। এনাক্রেয়ন, স্যান্টানি, কালগেন– সবগুলোর ক্ষেত্রেই। প্রত্যেকটি গ্রহেই অতীতের কোনো এক সময় বসতি স্থাপন করা হয়েছে। অন্য কোনো গ্রহ থেকে মানুষ এখানে এসেছে। ট্রানটরের বেলায়ও কথাটা সত্য। হয়তো বিশ হাজার বছর ধরে ট্রানটর ছিল এক মহান নগরী, তার আগে কিন্তু ছিল না।'

'কেন, আগে কি ছিল?'

'শূন্য! অন্তত জনমানব শূন্য।'

'বিশ্বাস করা কঠিন।'

'সত্য। পুরনো ইতিহাসে তাই লেখা আছে।'

'ট্রানটরে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করে সেই মানুষগুলো কোনখান থেকে এসেছিল?'

"নিশ্চিত করে কারো কথাই বলা যায় না। একশরও বেশি গ্রহ দাবী করে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই সেখানে মানুষ বাস করছে এবং মানুষের প্রথম অভিযাত্রা নিয়ে তাদের নিজস্ব গল্পগাথাও রয়েছে। ইতিহাসবিদদের কাছে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই, বরং যে বিষয়টা নিয়ে তারা বেশি চিন্তা করে তা হচ্ছে 'মূল প্রশ্ন'।"

'কি সেটা? আমি কখনো শুনিনি।'

"অবাক হচ্ছি না। আসলে বিষয়টা এখন আর ইতিহাসবিদদের কাছে খুব একটা জনপ্রিয় না। তবে একসময়, যখন সাম্রাজ্যের পতন ঘটছে, সেই সময় প্রশ্নটা হঠাৎ করেই পণ্ডিতদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্যালভর হার্ডিন তার স্মৃতিকথায় খুব সুন্দরভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন। মূল প্রশ্ন হচ্ছে একটা গ্রহের অস্তিত্ব এবং অবস্থান নিয়ে, যে গ্রহ থেকেই শুরু হয়েছিল সব কিছু। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সবচেয়ে নতুন গ্রহে মানুষ এসেছে তার চেয়ে পুরনো কোনো গ্রহ থেকে, আবার সেখানে মানুষ এসেছে আরো প্রাচীন কোনো গ্রহ থেকে। এভাবে পিছাতে থাকলে আমরা একটা বিন্দুতে গিয়ে এক হয়ে যাব, যেখান থেকে মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেটাই হচ্ছে– মূল গ্রহ।"

ট্রাভিজের চোখে সাথে সাথেই ভুল ধরা পড়ল। 'মূল গ্রহ তো একাধিক হতে পারে?'

'অবশ্যই না। গ্যালাক্সির সব মানুষের গঠন বৈশিষ্ট্য এক ধরনের। একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো প্রজাতির উৎপত্তি একাধিক উৎস থেকে হতে পারে না। একেবারেই অসম্ভব।'

'আপনি কিভাবে জানেন?'

'প্রথমত–' পেলোরেট যেন খুব জটিল বিষয় বোঝাচ্ছে, সেভাবে ডান হাত দিয়ে বা হাতের আঙ্গুল চেপে ধরে বলল, 'মাই ডিয়ার ফেলো, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।'

ট্রাভিজ ভদ্রতার সাথে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো। 'আমি স্বপ্নেও আপনাকে অবিশ্বাস করার কথা ভাবতে পারি না, প্রফেসর পেলোরেট। ধরা যাক একটা মূল

গ্রহ রয়েছে, কিন্তু সম্ভাবনা আছে একাধিক গ্রহ সেই সম্মানের দাবীদার হতে চাইবে।'

'শুধু সম্ভাবনা না, কথাটা আসলেই সত্যি। তবে দাবীর কোনো যথার্থতা নেই। যে একশটা গ্রহ এমন দাবী করছে সেখানে না আছে প্রি-হাইপার স্পেশাল সময়ের কোনো চিহ্ন, না আছে প্রি-হিউম্যান যুগ থেকে উত্তরণের কোনো নিদর্শন।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন, একটা মূল গ্রহ আছে, যেখানে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল এবং কোনো এক কারণে তারা নিজেদের প্রকাশ করছেনা?'

'একেবারে সঠিক আন্দাজ করেছ।'

'আপনি সেটা খুঁজে বের করবেন?'

'আমরা। এটাই আমাদের মিশন। মেয়র ব্রান্নো সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি আমাদের মহাকাশযান চালিয়ে ট্রানটরে নিয়ে যাবে।'

'ট্রানটরে? সেটাতো মূল গ্রহ না। আপনিই একটু আগে বলেছেন।'

'অবশ্যই? সেটা মূল গ্রহ না। মূল গ্রহ হচ্ছে পৃথিবী।'

'তাহলে আপনি আমাকে মহাকাশযান চালিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে বলছেন না কেন?'

'আমি ভালোভাবে বোঝাতে পারিনি। পৃথিবী এক কিংবদন্তীর নাম। প্রাচীন লোককাহিনীর পবিত্র নাম। এর সঠিক অর্থ নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে 'মানব প্রজাতি উৎপত্তির মূল গ্রহ' এর সমার্থক হিসেবে এক শব্দে পৃথিবী ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এতগুলো গ্রহের মধ্যে কোনটা পৃথিবী, সঠিক জানা যায়নি।'

'ট্রানটরে গেলে জানা যাবে?'

'আশা করছি সেখানে গেলে কিছু তথ্য পাব। সেখানে গ্যালাকটিক লাইব্রেরি রয়েছে, গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী।'

'নিশ্চয়ই আপনি যাদের কথা বললেন, সম্রাজ্যের যুগে যারা, 'মূল প্রশ্ন' নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত তারাও খুব ভালোভাবে লাইব্রেরি খুঁজে দেখেছে।'

পেলোরেট চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, কিন্তু খুব সম্ভব ভালোভাবে করেনি। পাঁচ শতাব্দী আগের রাজকীয় পন্ডিতদের তুলনায় 'মূল প্রশ্ন' নিয়ে আমি অনেক বেশি জানি। হয়তো পুরনো রেকর্ডগুলো আমি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। বহুবছর ধরেই গবেষণা করছি এবং আমার মাথায় কিছু চমৎকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।"

'আমার ধারণা, মেয়র ব্রান্নোকে আপনি সব বলেছেন এবং তিনি অনুমোদন করেছেন?'

'অনুমোদন? প্রিয় বন্ধু, তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন আমি যা জানতে চাই তার জন্য ট্রানটরই আদর্শ।'

'কোনো সন্দেহ নেই।' ট্রাভিজ ফিসফিস করে বলল।

সেই রাতে এই ব্যাপারটাই ট্রাভিজের মাথা জুড়ে থাকল। মেয়র ব্রান্নো তাকে পাঠাচ্ছেন যতটুকু সম্ভব দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের খোঁজ এনে দেয়ার জন্য। তিনি তাকে পাঠাচ্ছেন পেলোরেট-এর সাথে, যেন পৃথিবী অনুসন্ধানের কথা বলে আসল উদ্দেশ্য

গোপন রাখা যায়– এমন এক অনুসন্ধান, যা তাকে গ্যালাক্সির যে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারে। নিখুঁত কভার, সত্যি কথা বলতে কি সে মেয়রের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারল না।

কিন্তু ট্রানটর? এর পেছনে যুক্তি কোথায়? একবার ট্রানটরে পৌঁছানোর পর পেলোরেট গ্যালাকটিক লাইব্রেরিতে পড়ে থাকবে। বিপুল পরিমাণের বই। ফিল্ম রেকর্ড এবং জটিল কম্পিউটার পদ্ধতির মাঝখান থেকে তাকে বের করে আনাটা খুব কঠিন হবে।

তাছাড়া–

এবলিং মিস মিউলের সময়ে একবার ট্রানটরে গিয়েছিল। সেখানে লাইব্রেরিতে বসে মিস দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন খুঁজে বের করেছিল কিন্তু প্রকাশ করার আগেই মারা যায়। তারপর আরকেডি ডেরিলও সেখানে যায় এবং সে-ও দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন খুঁজে পেতে সফল হয়। সে অবশ্য তাদের অবস্থান খুঁজে পায় এই টার্মিনাসে। তারপর দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের আস্তানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের যতটুকু টিকে আছে সেটা আছে অন্য কোথাও, কাজেই ট্রানটরে আর বেশি কি জানা যাবে। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন খুঁজে বের করতে হলে তাকে যেতে হবে অন্য কোথাও, ট্রানটরে না।

তাছাড়া–

মেয়রের আর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়রকে অমান্য করার অবস্থা তার নেই। ব্রান্নো খুব খুশী হয়েছিলেন ট্রানটরে যাবার কথা শুনে? বেশ, যদি ব্রান্নো চায় তারা ট্রানটরে যাক, তাহলে কোনো অবস্থাতেই সে আর পেলোরেট ট্রানটরে যাবে না। –অন্য কোথাও। –কিন্তু ট্রানটরে না।

অবশেষে ক্লান্ত ট্রাভিজ সেই রাতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

১১

ট্রাভিজকে গ্রেফতার করার পরের দিনটা খুব ভালো কাটল মেয়র ব্রান্নোর। কেউ কোনো উচ্চবাচ্য না করে তার কাজের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছে।

তবে তিনি জানেন কাউন্সিল অল্প সময়ের ভেতর এই জড়তা কাটিয়ে উঠে তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। তাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সে কারণেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে তিনি ট্রাভিজের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছেন।

যে সময় ট্রাভিজ এবং পেলোরেট পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করছে, সেই সময় মান লী-কম্পর মেয়রের অফিসে সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে। মেয়র আরেকবার তার প্রশংসা করলেন।

কম্পর খাট এবং হালকা পাতলা গড়নের, ট্রাভিজের থেকে মাত্র দুই বছরের বড়। দুজনেই কাউন্সিলম্যান হিসাবে নতুন, তরুণ এবং প্রাণচঞ্চল, বোধহয় এই

কারণেই তাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এছাড়া দুজনের ভেতর আর কোনো মিল নেই।

ট্রেভিজ অস্থির, বাগ্মী, কম্পরের ভেতর রয়েছে নির্মল আত্মবিশ্বাস। বাহ্যত বোধহয় তার ব্যতিক্রমী সোনালি চুল এবং নীল চোখ। যার কারণে কম্পরকে (ব্রান্নোর বিচারে) কিছুটা মেয়েলী মনে হয়, ফলে মেয়েরা তাকে ট্রেভিজের চেয়ে কম পছন্দ করে। কম্পর কখনো নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে না, যদিও তার লম্বা চুলগুলো সবসময় আঁচড়ানো থাকে। চোখের রং লুকানোর জন্য সে সব সময় হালকা নীল আই শ্যাডো ব্যবহার করে।

মেয়েদের প্রতি কম্পরের আকর্ষণ কম। একমাত্র স্ত্রীকে নিয়ে অনেক দিন ধরে একত্রে বাস করছে। তবে এখনো সন্তান গ্রহণের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেনি। তার কোনো গোপন প্রেমিকা আছে একথা কেউই বলতে পারবে না। ট্রেভিজের সাথে এখানেও তার পার্থক্য রয়েছে। ট্রেভিজ চুলের রং পরিবর্তন করার মতো ঘন ঘন বান্ধবী পরিবর্তন করে।

কোডেলের ডিপার্টমেন্ট দুই কাউন্সিলম্যানের ব্যাপারে কিছুই জানতে বাকি রাখেনি। কোডেল নিজেও সবসময়ের মতো সহজ ও হাসিখুশী ভঙ্গিতে একটা সোফায় বসে আছে।

'কাউন্সিলম্যান কম্পর,' ব্রান্নো বললেন, 'তুমি ফাউণ্ডেশনের যথেষ্ট সেবা করেছ। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তোমাকে সবার সামনে প্রশংসা করা যাচ্ছেনা। আমরা তোমার কাজের মূল্যায়ন সাধারণভাবে করা উচিত না।

কম্পর হাসল। তার দাঁতগুলো সাদা এবং ঝকঝকে। ব্রান্নো মুহূর্তের জন্য ভাবলেন, সিরিয়াস সেক্টরের সবার দাঁতগুলো যদি এমন হতো। কম্পর প্রায়ই বলে তার মায়ের মা, যার চুলগুলো ছিলো সোনালি এবং চোখ দুটো ছিল নীল, তিনি ছিলেন সিরিয়াস সেক্টরের বাসিন্দা। তবে কোডেলের মতে কম্পরের দাবীর সঠিক কোনো প্রমাণ নেই।

'মেয়েরা মেয়েদের মতোই,' কোডেল একবার বলেছিল।

ব্রান্নো শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মেয়েদের ব্যাপারে তোমার তাই ধারণা?'

কোডেল হেসে বলেছিল, 'আমি সাধারণ মেয়েদের কথা বলছি।'

'ফাউণ্ডেশনের জনগণ আমার কথা জানুক বা না জানুক– আপনি জানলেই চলবে।' কম্পর বলল।

'আমি জানি এবং কখনো ভুলব না। মনে করো না যে তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছ সেটা তোমাকে শেষ করতে হবে। আমরা ট্রেভিজের ব্যাপারে আরো জানতে চাই।'

'ট্রেভিজের ব্যাপারে আমি সব বলেছি।'

'আমি বিশ্বাস করি না, বলা ভালো সব বলে দিয়েছ বলেই তুমি বিশ্বাস করো। যাই হোক আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। জেনোভ পেলোরেট নামে এক ভদ্রলোককে তুমি চেনো?'

কম্পরের কপালে এক মুহূর্তের জন্য ভাঁজ পড়েই সমান হয়ে গেল। সতর্ক গলায় বলল, 'কখনো দেখে থাকলে হয়তো চিনতাম। কিন্তু নাম শুনে মনে হচ্ছে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'সে একজন স্কলার।'

এমনভাবে ঠোঁট গোল করল কম্পর যেন কোনো স্কলারের সাথে তার পরিচয় থাকতে পারে, মেয়রের এমন প্রত্যাশায় সে অবাক হয়েছে।

'পেলোরেট এক অদ্ভুত চরিত্র,' মেয়র বললেন। 'সে তার নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ট্রান্টরে যেতে চায়। ট্রেভিজ তার সাথে যাবে। তুমি যেহেতু ট্রেভিজের অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু, হয়তো তার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারবে। এখন তুমিই বলো– ট্রেভিজ কি ট্রান্টরে যেতে রাজী হবে?'

'আপনি যদি এমন ব্যবস্থা করেন যে ট্রেভিজ মহাকাশযান চালিয়ে ট্রান্টরে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে সে আর কি করতে পারবে। নিশ্চয়ই আশা করেন না যে সে বিদ্রোহ করে জাহাজ দখল করে নেবে।'

'বুঝতে পারনি। সে আর পেলোরেট একা থাকবে এবং ট্রেভিজের হাতে থাকবে নিয়ন্ত্রণ।'

'আপনি জানতে চান ট্রেভিজ নিজের ইচ্ছায় ট্রান্টরে যাবে কি না?'

'ঠিক তাই।'

'ম্যাডাম মেয়র, সে কি করবে আমি জানব কিভাবে?'

'কাউন্সিলম্যান কম্পর, তুমি ট্রেভিজের বেশ কাছাকাছি ছিলে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব নিয়ে তার বিশ্বাসের কথা তুমি জানো। সে কখনো বলেনি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কোথায় থাকতে পারে বা কোথায় খুঁজতে হবে?'

'কখনোই না, ম্যাডাম মেয়র।'

'তোমার কি মনে হয়, ট্রেভিজ খুঁজে পাবে?'

কম্পর জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজালো। 'আমি মনে করি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সেটা যাই হোক বা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, আর্কেডির সময়েই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর্কেডির গল্পগুলো আমি বিশ্বাস করি।'

'তাই? তাহলে বন্ধুর সাথে বেঈমানী করলে কেন? ট্রেভিজ যদি এমন কিছুর পেছনে লেগে থাকত যার কোনো অস্তিত্বই নেই, তাহলে তার অদ্ভুত ধারণা প্রচার করে কতটুকু ক্ষতি করতে পারত?'

'শুধু যে ব্যাপারটা সত্যি হলেই ক্ষতি হবে, এমন তো না। তার ধারণা অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু সেগুলো টার্মিনাসের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, মহাজাগতিক ঐতিহাসিক নাটকে ফাউণ্ডেশনের ভূমিকা নিয়ে তাদের মনে ভয় ও সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে ফলে ফেডারেশনের উপর ফাউণ্ডেশনের নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়বে, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আরেকটি মহাজাগতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন। আপনি নিজেও তাই ভেবেছেন মেয়র, নইলে তাকে কাউন্সিল থেকে বের করে দিতেন না, আর এখন বিনা বিচারে নির্বাসনে পাঠাতেন না। জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন এমন করেছেন, মেয়র?'

'জানতে পার সতর্কতা। খুব সামান্য হলেও সম্ভাবনা থাকতে পারে ট্রাভিজের [illegible] কথাই ঠিক, সেটা মারাত্মক হতে পারে।'

কম্পর কিছুই বলল না।

ব্রান্নো আবার কথা বললেন, 'আমি এমন এক অবস্থানে আছি যেখানে খুব [illegible] সম্ভাবনা ও হিসাবে রাখতে হয়। যাই হোক, আবার জিজ্ঞেস করছি, তোমার [illegible] ধারণা সেই ট্রাভিজ কোথায় যেতে পারে বা সে জানে কিনা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন [illegible]

না।'

'এই ব্যাপারে কখনো কোনো ইঙ্গিত দেয়নি?'

'না, দেয়নি'

'কখনোই দেয়নি? চিন্তা করে বলো।'

'কখনোই না।' কম্পর দৃঢ়গলায় বলল।

'কোনো ইঙ্গিত, ঠাট্টা করে বা অন্যমনস্কভাবে কিছু বলেনি? এমন [illegible] আচরণের কথা মনে পড়ে না যা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে?'

'কোনোটাই না ম্যাডাম মেয়র। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নিয়ে তার কথাবার্তা [illegible] অস্পষ্ট তারার মতো। আপনি জেনেশুনেই সময় নষ্ট করছেন।'

'তুমি কি হঠাৎ দলবদল করছ, যে বন্ধুকে আমার হাতে তুলে দিয়েছ তাকে [illegible] করছনা তো?'

'আপনার হাতে তাকে তুলে দেয়াটা আমার কর্তব্য বলে মনে করেছি। এটা [illegible] আমার মনে কোনো অনুতাপ নেই, বা আমার আচরণের কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

'তাহলে তুমি বলতে পারছনা মহাকাশযান পাওয়ার পর ট্রাভিজ কোথায় যাবে?'

'আমি আগেই বলছি–'

'কিন্তু কাউন্সিলম্যান,' মেয়রের বয়স্ক মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ে চেহারা [illegible] বিষণ্ণ করে তুলল, 'আমি জানতে চাই সে কোথায় যাবে।'

'সেই ক্ষেত্রে, আমি মনে করি আপনার উচিত জাহাজে একটা হাইপার [illegible] বসানো।'

'কথাটা আমিও ভেবেছি, কাউন্সিলম্যান। কিন্তু ট্রাভিজ বড় বেশি সন্দেহপ্রবণ লোক এবং আমার ধারণা যত কৌশলেই লুকানো হোক সে ঠিকই খুঁজে বের [illegible] ফেলবে– যদিও জিনিসটা এমনভাবে বসানো হবে যেন জাহাজের ক্ষতি না [illegible] সেটা সরানো যাবে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি।'

'সমস্যা শুধু একটাই,' মেয়র বললেন, 'সে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন মনে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পথে যাবে না। তাতে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।'

'তাহলে আপনি জানতে পারবেন না সে কোথায় যাবে।'

'পারি যদি একটা পুরোনো কৌশল ব্যবহার করি। যে লোক জটিল কৌশলের কথা ভেবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে সে কখনো পুরোনো কৌশলের কথা চিন্তা করবেনা। –আমি ট্রাভিজকে অনুসরণের কথা ভাবছি।'

'অনুসরণ?'

'ঠিক তাই। আরেকজন চালক এবং আরেকটা মহাকাশযানের সাহায্যে। দেখ তুমি নিজে কতখানি অবাক হয়েছ। ট্রাভিজও অবাক হবে। মহাকাশে আরেকজন অনুসরণকারীর কথা সে কল্পনাও করবে না। তারপরেও আমরা ব্যবস্থা করব, যেন তার জাহাজে আধুনিক মাস-ডিটেকশন ডিভাইস না থাকে।'

'ম্যাডাম মেয়র, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি যে মহাকাশে উড্ডয়নের ব্যাপারে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। মহাকাশে একটা জাহাজ নিয়ে আরেকটা জাহাজকে অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। ট্রাভিজ প্রথম হাইপার স্পেশাল জাম্প দিয়েই পালিয়ে যেতে পারবে। এমনকি সে যদি নাও জানে যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে, প্রথম জাম্পই হবে তার মুক্তির পথ। তার জাহাজে একটা হাইপার রিলে না বসালে, তাকে ট্রেস করা যাবে না।'

'আমার অভিজ্ঞতার অভাব আছে মেনে নিচ্ছি। তোমার আর ট্রাভিজের মতো আমার নাভাল ট্রেনিং নেই। কিন্তু আমার উপদেষ্টারা বলেছে–যারা তোমাদের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত–জাম্প এর সময় যদি মহাকাশযানের লক্ষ্য, গতি এবং ত্বরণ পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে হাইপার স্পেশাল জাম্পের মাধ্যমে সেটা কোথায় পৌঁছবে সেটা অনুমান করা যাবে। একটা ভালো কম্পিউটার এবং ভালো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন অনুসরণকারীর পক্ষে জাম্পটা হুবহু নকল করে ট্রেইলের অপর প্রান্তের খুব কাছাকাছি পৌঁছানো অসম্ভব হবে না–বিশেষ করে যদি অনুসরণকারীর কাছে ভাল একটা মাস ডিটেক্টর থাকে।'

'সেটা একবার সম্ভব হতে পারে।' কম্পর জোর গলায় বলল, 'এমনকি দুবারও সম্ভব হতে পারে, যদি অনুসরণকারীর ভাগ্য খুব ভালো হয়। কিন্তু সেই পর্যন্তই, এর বেশি হবে না। আপনি এটার উপর ভরসা করতে পারেন না।'

'হয়তো পারি। –কাউন্সিলম্যান কম্পর, তুমি অনেক হাইপার রেসে অংশ নিয়েছ। বুঝতেই পারছ তোমার ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু জানি। তুমি অসম্ভব ভালো একজন পাইলট এবং হাইপার জাম্পে কোনো প্রতিযোগীকে অনুসরণ করার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছ।'

কম্পরের চোখদুটো বড় হয়ে গেছে। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই তার দেহ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মোচড় খেলো। 'আমি তখন কলেজে পড়তাম। এখন আমার বয়স হয়েছে।'

'খুব বেশি না। পয়ত্রিশ হয়নি এখনো। তুমি ট্রাভিজকে অনুসরণ করবে কাউন্সিলম্যান। সে যেখানে যাবে, তুমি তার পেছনে লেগে থাকবে এবং আমার কাছে রিপোর্ট করবে। ট্রাভিজ রওয়ানা দেয়ার কিছুক্ষণ পরে তুমিও যাবে। আর রাজী না হলে তোমাকে জেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাভিজ রওয়ানা দেবে।

কেবলো হবে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে। ব্যর্থ হলে আর কখনো ফিরে আসতে পারবে না। সেই চেষ্টা করলে মহাকাশেই তোমাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।'

খটি করে উঠে দাঁড়ালো কম্পর। 'আমার একটা জীবন আছে। অনেক কিছু আছে। স্ত্রী আছে। এগুলো ছেড়ে যেতে পারব না।'

'তোমাকে পারতেই হবে। আমরা যারা ফাউণ্ডেশনের সেবা করার শপথ নিয়েছি তাদেরকে প্রয়োজন হলে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আমি আমার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাব।'

'আমাকে বোকা পেয়েছ? তোমার স্ত্রী এখানেই থাকবে।'

'জিম্মি হিসেবে?'

'তোমার যা খুশী ভাবতে পার। আমি বরং বলব যে তুমি যাচ্ছ বিপদের মধ্যে, আমার দয়ালু মন চায় না তোমার স্ত্রীও বিপদে পড়ুক। এখানেই সে নিরাপদে থাকবে। তোমার আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। এখন থেকে তুমি ট্র্যাভিজের মতো বন্দী। তুমিতো জানোই আমাকে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে— টার্মিনাসের আনন্দ উল্লাস থেমে যাওয়ার আগে। ভয় হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে আমরা হুমকির মুখে পড়ব।'

১২

'আপনি তার সাথে নরম আচরণ করেননি, ম্যাডাম মেয়র।' কোডেল বলল।

মেয়র নাক সিঁটকে বললেন, 'কেন করব। সে বন্ধুর সাথে বেঈমানী করেছে।'

'সেটা আমাদের জন্য ভালো হয়েছে।'

'হয়েছে। কিন্তু পরের বেঈমানীটা নাও হতে পারে।'

'কেন ভাবছেন, আবার সে বেঈমানী করবে?'

'শোন, লিয়নো,' মেয়র অধৈর্য স্বরে বললেন, 'যে একবার বেঈমানী করে সে সারাজীবনই সন্দেহের তালিকায় থাকে।'

'অর্থাৎ কম্পর আবার ট্র্যাভিজের সাথে মিলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তারা দুজন মিলে হয়তো—'

'তুমি নিজেও বিশ্বাস করো না। ট্র্যাভিজ বোকা এবং একগুঁয়ের মতো তার লক্ষ্য স্থির থাকে। তার অভিধানে বিশ্বাসঘাতকতা বলে কোনো শব্দ নেই এবং সে আর কখনোই, কোনো অবস্থাতেই কম্পরকে দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করবে না।'

'মাফ করবেন, মেয়র। হয়তো আপনার কথা বুঝতে পারি নি। আপনি কম্পরকে কতটুকু বিশ্বাস করবেন? কিভাবে বুঝবেন যে সে ট্র্যাভিজকে অনুসরণ করে ঠিকমতো রিপোর্ট করবে? স্ত্রীর ভালমন্দের প্রতি কম্পরের দায়দায়িত্ব বা স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার ব্যাকুলতার উপর নির্ভর করছেন?'

'দুটোই, তবে এই দুটোর উপর পুরোপুরি নির্ভর করছি না। কম্পরের জাহাজে হাইপার রিলে বসানো হবে। ট্র্যাভিজ ধারণা করবে যে তাকে অনুসরণ করা হতে পারে, তাই সে সতর্ক থাকবে। কিন্তু কম্পর অনুসরণকারী, তাকেও অনুসরণ করা হতে পারে একথা সে ভাববে না। আর যদি সে হাইপার রিলে পেয়েও যায়, তখন আমাদেরকে তার স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের উপর নির্ভর করতে হবে।'

কোডেল হাসল। 'চিন্তা করা যায়, এক সময় আমি আপনাকে শিখিয়েছিলাম। যাই হোক অনুসরণ করার উদ্দেশ্য কি?'

'দ্বিগুণ নিরাপত্তা। যদি কোনো কারণে ট্র্যাভিজ ধরা পড়ে যায় তখন কম্পর কাজ চালিয়ে যাবে এবং ট্র্যাভিজ যে খোঁজ এনে দিতে পারে নি কম্পর সেটা এনে দেবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন। যদি ট্র্যাভিজ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে পায় এবং ট্র্যাভিজ বা কম্পরের মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারি কিংবা দুজনের জীবনের বিনিময়ে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হই, তখন কি হবে?'

'আমার ধারণা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন এখনো টিকে আছে, লিয়নো। সেলডন প্ল্যান আমাদেরকে আর খুব বেশিদিন সাহায্য করতে পারবে না। মহান হ্যারী সেলডন এটা তৈরি করেছিলেন সাম্রাজ্যের ধ্বংসের দিনগুলোতে, যখন টেকনোলজীর অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল পুরোপুরি। সেলডন ছিলেন তার সময়ের সেরা, কিন্তু তার জিনেন্দ্রীর সাইকোহিস্ট্রি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই বিজ্ঞান ক্রমাগত উন্নয়নশীল টেকনোলজীতে প্রয়োগ করা যাবেনা। ফাউণ্ডেশন টেকনোলজীতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, বিশেষ করে গত এক শতাব্দীতে। আমরা যে মাস ডিটেকশন তৈরি করেছি সেটা আগে কল্পনাও করা যায়নি, বর্তমান যুগের কম্পিউটার মানুষের চিন্তার সাথে সাড়া দিতে পারে— এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের রয়েছে মেন্টাল শিল্ডিং। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন যদি এই মুহূর্তে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেও, আর খুব বেশিদিন পারবে না। আমি ক্ষমতায় থাকার শেষবছরে টার্মিনাসকে নতুন পথে চালাতে চাই।'

'আর যদি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন না থাকে?'

'সাথে সাথে আমরা নতুন পথে যাত্রা শুরু করব।'

১৩

অনেক সাধনার পর ঘুম আসলেও ট্র্যাভিজ বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারল না। দ্বিতীয়বার তার কাঁধে ছোঁয়া লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল।

জেগে উঠলেও তার দৃষ্টি এখনো ঝাপসা। বুঝতে পারছে না অপরিচিত বিছানায় কেন সে শুয়ে আছে। 'কি— কি—?'

পেলোরেট ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'দুঃখিত, কাউন্সিলমান ট্র্যাভিজ। তুমি আমার অতিথি, তোমাকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু মেয়র এসেছেন।' পেলোরেট বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ফ্লানেলের পাজামা, শরীর সামান্য কাঁপছে। ট্র্যাভিজের সব মনে পড়ে গেল। এখন সে পুরোপুরি সজাগ।

মেয়র বসে আছেন পেলোরেটের লিভিং রুমে, সবসময়ের মতো ধীর, স্থির আত্মবিশ্বাসী। সাথে কোডেলও আছে। ধীরে ধীরে তা দিচ্ছে সাদা গোঁফে।

ট্র্যাভিজ স্যাশ ঠিক করতে করতে অবাক হয়ে ভাবল এই দুজন— মেয়র আর কোডেল— কখনো আলাদা হবে?

কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ, 'কাউন্সিল জড়তা কাটিয়ে উঠতেই [illegible] বুঝতে পারছে যে তাদের একজন সঙ্গী নেই?'

'কিছুটা, তোমার কোনো উপকার হবে না তাতে,' মেয়র বললেন। '[illegible] বলপ্রয়োগ করে তোমাকে বের করে দিতে পারব, কোনো সন্দেহ নেই। তোমাকে এখন আলটিমেট স্পেসপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে–'

'টার্মিনাস স্পেসপোর্টে যাবনা, ম্যাডাম মেয়র? হাজার হাজার লোক চোখের পানি দিয়ে আমাকে বিদায় জানাবে, সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন?'

'কৌতুক করার অভ্যাস ফিরে পেয়েছ তাহলে। খুশী হলাম। আলটিমেট স্পেসপোর্ট থেকে তুমি আর প্রফেসর পেলোরেট গোপনে যাত্রা করবে।'

'এবং কখনো ফিরে আসব না?'

'এবং হয়তো কখনো ফিরে আসবে না। যদি গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি প্রয়োজনীয় কিছু জানতে পার, আমি নিজেই তোমাকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনব।'

ট্রাভিজ স্বাভাবিকভাবে মাথা নাড়ল, 'হতেও পারে।'

'অনেক কিছুই হতে পারে। –যাই হোক, তুমি আরামেই থাকবে। অত্যাধুনিক ছোট একটা ক্রুজার দেয়া হচ্ছে তোমাকে, নাম ফার স্টার, তোমার [illegible] ক্রুজারের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। একজনই চালাতে পারবে, আর তিনজন লোকের আরামে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।'

ট্রাভিজ এক ঝটকায় তার হালকা মেজাজ ঝেড়ে ফেলল। 'পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত?'

"না, তবে সুসজ্জিত। যেখানেই যাবে, তুমি ফাউন্ডেশনের নাগরিকের [illegible] পাবে এবং প্রয়োজন হলে ফাউন্ডেশন কন্সালের সাহায্য নেবে, কাজেই অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে যে কোনো জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তবে পরিমাণ সীমিত।"

'আপনি অসাধারণ।'

'আমি জানি, কাউন্সিলম্যান। কিন্তু, কাউন্সিলম্যান, বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি প্রফেসর পেলোরেটকে পৃথিবী অনুসন্ধানে সাহায্য করছ। তুমি যাই ভাব না কেন, আসলে যাচ্ছ পৃথিবী অনুসন্ধানে। যাদের সাথে তোমার দেখা হবে, সবাইকে এটা বোঝাতে হবে এবং সবসময় মনে রাখবে যে ফার স্টারে কোনো অস্ত্র নেই।'

'আমি যাচ্ছি পৃথিবী অনুসন্ধানে', ট্রাভিজ বলল। 'পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে তুমি যেতে পার।'

'মাফ করবেন। আরেকটু বাকি রয়ে গেল। আমি পুরোনো মহাকাশযান চালিয়েছি। কিন্তু আধুনিক যুগের ছোট মডেলের ক্রুজার চালাইনি। যদি না চালাতে পারি তখন কি হবে।'

"আমাকে বলা হয়েছে ফার স্টার পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড। –আধুনিক মহাকাশযানের কম্পিউটার চালাতে না জানলেও চলবে। কম্পিউটারই তোমার যা জানার প্রয়োজন সব বলে দেবে। আর কিছু?"

ট্রাভিজ বিতৃষ্ণা নিয়ে নিজের পোশাকের দিকে তাকালো। 'পোশাক দরকার।'

'সব জাহাজে পাবে। সঙ্গিনী না কি বলে সেগুলোও দেয়া হয়েছে। প্রফেসরের প্রয়োজনীয় সবকিছুও দেয়া হয়েছে। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি কোনো মেয়ে সঙ্গী দিতে পারছিনা।'

'খুব খারাপ,' ট্রাভিজ বলল। 'থাকলে ভালো হতো, অবশ্য এই মুহূর্তে তেমন পছন্দের কেউ নেই। যাই হোক গ্যালাক্সি বেশ জনবহুল এবং একবার এখান থেকে বেরিয়ে আমার যা খুশী তাই করতে পারব।'

'সঙ্গীকে বিরক্ত না করে যা তোমার ভালো লাগে করবে।'

তিনি দ্বিধা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আমি তোমার সাথে স্পেসপোর্টে যাব না। কিন্তু সাথে অন্যরা যাবে। করতে বলা হয়নি এমন কিছু তুমি করো না। পালানোর চেষ্টা করলে রক্ষীরা সাথে সাথে তোমাকে মেরে ফেলবে।"

'আমি পালানোর কোনো চেষ্টা করব না, ম্যাডাম মেয়র,' ট্রাভিজ বলল। 'তবে একটা কথা–'

'হ্যাঁ, বলো?'

ট্রাভিজ নিজের মনের ভেতর থেকে শব্দগুলো বাছাই করে নিয়ে মৃদু হেসে কথাগুলো বলল, 'সময় আসবে, ম্যাডাম মেয়র, যেদিন আপনি আমার কাছে কিছু চাইবেন। তখন আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব, কিন্তু গত দুদিনের কথা আমি ভুলব না।'

মেয়র ব্রান্নো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমাকেও একটু নাটক করতে দাও। যদি সেই সময় আসে, তো আসবে, কিন্তু এখন–আমি কিছুই চাই না।'

মহাশূন্যে

১৪

এমন চমৎকার এবং ঝকঝকে-তকতকে মহাকাশযান ট্রাভিজ আগে কখনো দেখেনি। প্রথম দর্শনেই এটার প্রেমে পড়ে গেল সে।

ছোট আকৃতির মহাকাশযান। গতি ও শক্তির জন্য আধুনিক গ্র্যাভিটিক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। বড় কথা হচ্ছে এতে রয়েছে সর্বাধুনিক কম্পিউটার পদ্ধতি। আকারে বড় হলে এই সুবিধাগুলো পাওয়া যেত না।

পুরনো মহাকাশযান চালানোর জন্য এক থেকে দুই ডজন নাবিকের প্রয়োজন হতো। কিন্তু এই ছোট যান চালানোর জন্য একজনই যথেষ্ট। শিফট ডিউটি পালনের জন্য একজন অতিরিক্ত চালক রাখা যেতে পারে। এই একটা যান দিয়ে ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের বাইরের যে কোনো মহাকাশযান বহরের সাথে লড়াই করা যাবে। প্রচলিত যে কোনো যানের কাছ থেকে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়া যাবে।

যানের কাঠামো চকচকে মসৃণ। প্রতি ঘনমিটার জায়গা সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বাইরে থেকে এর আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করা যাবেনা। মিশনের ব্যাপারে কোনো বক্তব্যই ট্রাভিজকে খুব বেশি মুগ্ধ করতে পারে নি, যতটা মুগ্ধ করেছে এই মহাকাশযান।

ব্রান্নো দা ব্রোঞ্জ কৌশলে তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিপজ্জনক মিশনে জড়িয়ে ফেলেছেন। মেয়র পরিস্থিতি এমন তৈরি করেছেন যাতে ট্রাভিজ কি করতে পারে সেটা দেখানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে হয়তো সে মেয়রের প্রস্তাব মেনে নিত না।

পেলোরেট একেবারে অবাক। 'বিশ্বাস করতে পার,' মহাকাশযানের হল এ আলতোভাবে একটা আঙুল রেখে বলল, 'আমি কখনো স্পেসশীপের এত কাছে আসিনি।'

'আপনি যখন বলছেন অবশ্যই বিশ্বাস করব, প্রফেসর, কিন্তু ম্যানেজ করলেন কিভাবে?'

"সত্যি বলছি নিজেও জানি না, ট্রাভিজ। জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি শুধু গবেষণা করে। যখন তোমার একটা শক্তিশালী কম্পিউটার থাকবে যা দিয়ে গ্যালাক্সির যে কোনো কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যাবে, তখন তোমাকে ছুটোছুটি করার প্রয়োজন হবে না। ভেবেছিলাম স্পেসশীপগুলো আরো বড় হয়।"

'এটা ছোট একটা মডেল, তবে এই আকৃতির জন্য যে কোনো যানের তুলনায় এর ভেতরে প্রচুর জায়গা রয়েছে।'

'অসম্ভব, তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, না। সত্যি বলছি। এটাই হচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি চালিত প্রথম মহাকাশযান।'

"বুঝিয়ে বল। পদার্থ বিজ্ঞানের খুব বেশি ব্যাখ্যা থাকলে বলার দরকার নেই। তুমি যা বলবে আমি তাই মেনে নেব। মানবজাতির উৎপত্তি এবং মূল গ্রহ নিয়ে আমার ব্যাখ্যা যেমন তুমি মেনে নিয়েছ।"

"দেখি চেষ্টা করে, প্রফেসর। হাজার হাজার বছর ধরে মহাকাশে উড্ডয়নের জন্য আমরা রাসায়নিক ইঞ্জিন, আয়োনিক ইঞ্জিন এবং হাইপার এটমিক ইঞ্জিন ব্যবহার করে আসছি। সেগুলো সবই বিশালাকৃতির। পুরনো ইম্পেরিয়াল নেভীর যানগুলো ছিল পাঁচশ মিটার লম্বা কিন্তু ভিতরে নড়াচড়া করার জায়গা থাকত না। এই মহাকাশযান হচ্ছে সর্বশেষ সংযোজন, উড্ডয়নের জন্য এটি বিপরীত মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ব্যবহার করে। যে যন্ত্রের সাহায্যে কাজটি করা হয় সেটি খুব ছোট এবং সাধারণত মহাকাশযানের হাল এ বসানো থাকে। যন্ত্রটা না থাকলে আমাদের হাইপার এটমিক–"

একজন রক্ষী এগিয়ে এল, 'আপনারা উঠে পড়ুন।'

ধীরে ধীরে আকাশে ভোরের আলো ফুটছে, তবে সূর্য উঠতে এখনো আধঘণ্টা বাকি।

ট্রাভিজ চারদিকে তাকালো। 'আমার জিনিসপত্র সব তোলা হয়েছে?'

'জি, কাউন্সিলম্যান, সবই তোলা হয়েছে।'

'পোশাক, মনে হয় সেগুলো আমার গায়ে লাগবেনা বা পছন্দ হবে না।'

রক্ষী হঠাৎ করেই হেসে ফেলল, অনেকটা বালকসুলভ হাসি। 'আমারো তাই মনে হয়,' সে বলল। 'মেয়র গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ ঘণ্টা অতিরিক্ত খাটিয়েছেন শুধু আপনার পছন্দের জিনিসগুলো সংগ্রহ করার জন্য। শুনুন,' রক্ষী চারপাশে তাকালো যেন তার হঠাৎ বন্ধুসুলভ আচরণ কারো চোখে না পড়ে, 'আপনারা দুজন ভাগ্যবান। সবচেয়ে ভালো জাহাজ পেয়েছেন। সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে, অস্ত্র ছাড়া। আপনারা আসলে দুধের সাগরে ভাসছেন।'

'টক দুধ, সম্ভবত,' ট্রাভিজ বলল। 'বেশ, প্রফেসর আপনি তৈরি।'

'এটা যখন আছে, আমি তৈরি,' পেলোরেট মুখে বলল, আর হাত তুলে প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢোকানো বিশ সেন্টিমিটার চওড়া একটা গোলাকার বস্তু দেখালো। ট্রাভিজের হঠাৎ খেয়াল হলো বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় থেকেই জিনিসটা প্রফেসরের হাতে রয়েছে। একবারও হাতছাড়া করে নি। এমনকি সকালের নাস্তা করার সময়ও না।

'কি এটা, প্রফেসর?'

"আমার পুরো লাইব্রেরি, একটা মাত্র ডিস্কে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী ইনডেক্স করা আছে। এই জাহাজকে তোমার বিস্ময়কর মনে হয়, এই ডিস্কটাকে কি বলবে। একটা পুরো লাইব্রেরি! সারাজীবন আমি যা সংগ্রহ করেছি। চমৎকার! চমৎকার"

'বেশ,' ট্রাভিজ বলল, 'আমরা আসলেই সুখের সাগরে ভাসছি।'

১৫

ভিতরে ঢুকেই ট্রাভিজ অবাক হয়ে গেল। মহাকাশযানে জায়গার ব্যবহার সত্যিই অসাধারণ। একটা স্টোররুম, সেখানে খাবার, কাপড়, ফিল্ম এবং খেলারসরঞ্জামে ঠাসা। একটা জিমনেশিয়াম, একটা পার্লার এবং দুটো আলাদা বেডরুম রয়েছে।

'এই ঘরটা বোধহয়,' ট্রাভিজ বলল, 'আপনার, প্রফেসর, কারণ এখানে একটা এক এক্স রিডার রয়েছে।'

'চমৎকার,' পেলোরেট সন্তুষ্ট হয়ে বলল। 'এতদিন বোকার মতো মহাকাশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলেছি। এখানে আমি থাকতে পারব মাই ডিয়ার, ট্রাভিজ। কোনো অসুবিধা হবে না।'

'যা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও বড়।' ট্রাভিজ আনন্দের সাথে বলল।

'ইঞ্জিনগুলো আসলেই ভাল এ বলানো হয়েছে?'

'ইঞ্জিন বা কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তো আছেই। আমাদেরকে জ্বালানী মজুদ করে রাখতে হবে না বা পথে থামতেও হবে না। আমরা মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তি তাদেরকে ব্যবহার করব-ফলে জ্বালানী বা ইঞ্জিন সবই এখানে।' ট্রাভিজ হাত দিয়ে বাইরের দিকে দেখালো।

'আমি ভাবছি যদি কোনো গোলমাল হয়, তখন কি করব?'

'স্পেস নেভিগেশনের উপর ট্রেনিং আছে, কিন্তু এধরনের কোনো যান চালাইনি। মধ্যাকর্ষণ নিয়ে কোনো গোলমাল দেখা দিলে, আমি বোধহয় কিছু করতে পারব না।'

'তুমি এই যান চালাতে পারবে তো?'

'ঠিক বলতে পারছি না।'

'এটা কি স্বয়ংক্রিয় যান?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল। 'আমরা শুধুই যাত্রী, বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।'

"সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে বা মহাকাশ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য স্বয়ংক্রিয় ফেরীর কথা আমি জানি। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় হাইপার স্পেস ট্রাভেলের কথা কখনো শুনিনি।"

চারপাশে তাকালো ট্রাভিজ। ভয় হচ্ছে মেয়র বোধহয় আরো বড় কোনো কৌশল করেছেন। হয়তো সে জানেনা, কিন্তু ফাউণ্ডেশন আন্তসৌরজগতীয় যাতায়াত ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলেছে। সেই ক্ষেত্রে এই মহাকাশযানের আসবাবপত্রের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ট্রানটরে যেতে হবে।

হঠাৎ উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, "প্রফেসর, আপনি এখানে বসে থাকুন। মেয়র আমাকে বলেছিলেন মহাকাশযান সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড। যদি আপনার ঘরে একটা এক এক্স রীডার থাকে, তাহলে আমার ঘরে একটা কম্পিউটার থাকতে বাধ্য। আপনি এখানে আরাম করুন, আমি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি।"

পেলোরেট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। 'ট্রাভিজ, মাই ডিয়ার চ্যাপ, তুমি জাহাজ থেকে নেমে যাবে নাতো?'

'তেমন কোনো ইচ্ছা নেই, প্রফেসর। চেষ্টাও যদি করি, নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমাকে আবার ধরে আনা হবে। মেয়রের ইচ্ছা না আমি পালিয়ে যাই। আমি শুধু জানার চেষ্টা করছি কিভাবে ফার স্টারকে চালানো যাবে।' ট্রাভিজ হাসল, 'আপনাকে একা ফেলে যাবনা, প্রফেসর।'

নিজের জন্য নির্ধারিত শোবার ঘরে ঢোকার সময়ও সে হাসছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকেই সে হয়ে গেল আরো ধীর স্থির শান্ত। মহাকাশযান যে গ্রহের আশেপাশে থাকবে সেই গ্রহের সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে। পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো মহাকাশযানের কথা কল্পনাই করা যায় না। তাছাড়া কোনো না কোনো স্থানে-সম্ভবত দেয়ালের কোটরে-মেয়রের অফিসের সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা থাকতে বাধ্য।

ট্রাভিজ সতর্কতার সাথে দেয়াল, বিছানার মাথার কাছটা এবং সুন্দর করে সাজানো ফার্নিচারগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। এখানে কিছু না পেলে পুরো যান খুঁজে দেখতে হবে।

ঘুরে প্রায় বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় ডেস্কের হালকা বাদামী পৃষ্ঠদেশে একটা আলোর ঝলক চোখে পড়ল। আলোর একটা বৃত্ত, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কম্পিউটার নির্দেশনা'।

আহ!

হার্টবিট বেড়ে গেল তার। কম্পিউটার অনেক আছে, আছে এমন সব প্রোগ্রাম যা তৈরি করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। ট্রাভিজ কখনো নিজের বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেনি। কিন্তু সে গ্র্যান্ডমাস্টার না। অনেকেই কম্পিউটার চালাতে পারে, অনেকেই পারে না- এবং ট্রাভিজ ভালোমতোই জানে সে কোন দলে পড়ে।

ফাউণ্ডেশন নেভীতে ট্রাভিজ ছিল লেফটেন্যান্ট এবং একবার 'অফিসার অব দ্যা ডে' নির্বাচিত হয়েছিল। সেই সময় নেভীশিপের কম্পিউটারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু একক কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি-এবং 'অফিসার অব দ্যা ডে' হিসেবে যতটুকু জানা প্রয়োজন তার বেশি জানার চেষ্টা করেনি।

প্রোগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনাসহ বিপুল পরিমাণ প্রিন্টআউট তাকে দেয়া হয়েছিল। টেকনিক্যাল সার্জেন্ট ক্রাসনেট-এর কথা তার এখনো মনে আছে। ক্রাসনাট এমন ভাবে কম্পিউটারের বর্ণনা দিয়েছিল যেন এটা গ্যালাক্সির সবচেয়ে জটিল বাদ্যযন্ত্র, অথচ অনায়াস দক্ষতার সাথে অপারেট করত। কিন্তু ক্রাসনাটও খুব বেশি জানতনা।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে ট্রাভিজ আলোর বৃত্তে একটা আঙুল রাখল, সাথে সাথে ডেস্কটপ পুরোটা আলোকিত হয়ে উঠল, তার মাঝখানে রয়েছে দুই হাতের করতলের দুটো আউটলাইন-একটা ডান হাতের, একটা বা হাতের। মসৃণভাবে ডেস্কটপ পয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকা হয়ে গেছে।

ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসল ট্রাভিজ। কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, তাকে কি করতে হবে।

আউটলাইনের উপর হাত দুটো রাখল সে, কোনো অসুবিধা হচ্ছেনা। যেখানে স্পর্শ করেছে ডেস্কটপের সেই জায়গাটা মনে হচ্ছে মখমলের মতো মসৃণ-হাত দুটো যেন ডুবে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে সে তার হাতের দিকে তাকালো, কারণ, সেগুলো মোটেই ডোবেনি, নিজের চোখেই দেখতে পারছে। অথচ অনুভূতি বলছে স্পর্শ করার সাথে সাথে ডেস্কের পৃষ্ঠদেশ সরে গেছে- আর একটা কিছু উষ্ণ, কোমল কিন্তু হালকাভাবে তার দুটো হাত চেপে ধরেছে।

হাত? এখন কি করতে হবে?

চারপাশে তাকালো একবার, তারপর চোখ বন্ধ করল। যেন কেউ তাকে নির্দেশ দিয়েছে।

কিছুই শোনেনি সে, কিছুই না।

কিন্তু মাথার ভেতরে, যেন তার নিজেরই অন্যমনস্ক ভাবনা, সেভাবে শব্দ তৈরি হচ্ছে, 'চোখ বন্ধ কর। শান্ত হও। আমরা যোগাযোগ করছি।'

হাতের মাধ্যমে?

ট্রাভিজের ধারণা ছিল চিন্তার সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে হলে মাথায় কিছু পড়তে হবে, খুলি আর চোখের মাঝখানে একসঙ্গে একগাদা ইলেকট্রোড লাগানো থাকবে।

হাত?

কেন হবে না? ট্রাভিজের মনে হচ্ছে সে ভেসে বেড়াচ্ছে, প্রায় আধোঘুমে রয়েছে, কিন্তু ভাবনা-চিন্তা পরিষ্কার। হাত হবে না কেন?

চোখ শুধুই অনুভূতির অঙ্গ। ব্রেইন শুধুই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক, হাড়ের খাঁচায় আবদ্ধ এবং কর্মক্ষম শরীর থেকে দূরে। হাতই হচ্ছে শরীরের কর্মক্ষম অংশ।

হাত দিয়েই মানুষ অনুভব করে, মহাবিশ্ব পরিচালিত করে।

মানুষ তার হাত দিয়ে অনেক ভেবেছে। হাতই হচ্ছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব। হাত অনুভব করতে পারে, স্পর্শ করতে পারে, ভাঙতে পারে, মোচড়াতে পারে। অনেক প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট উন্নত মানের, কিন্তু তাদের হাত নেই-আর এখানেই রয়েছে আসল পার্থক্য।

তার আর কম্পিউটারের হাত এক হওয়ার ফলে তাদের চিন্তা-ভাবনাও এক হয়ে গেছে। এখন চোখ খোলা রাখল না বন্ধ করল সেটা কোনো ব্যাপার না। খোলা থাকলে তার দৃষ্টিশক্তি বাড়বেনা বা বন্ধ করলে কমবে না।

অন্য দিকে ঘরের সবকিছুই সে দেখতে পারছে, শুধু যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকেই না। তার চারপাশে উপরে নিচে সবকিছুই সে পরিষ্কার দেখতে পারছে।

মহাকাশযানের প্রতিটি ঘর সে দেখতে পারছে, সেই সাথে বাইরেও দেখতে পারছে। সূর্য উঠেছে, ভোরের কুয়াশার কারণে সূর্যের দীপ্তি বেশি ছড়িয়ে পড়েনি।

সূর্যের দিকে তাকাতে পারছে সরাসরি, কারণ কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোর তরঙ্গ ফিল্টার করে দিচ্ছে।

অনুভব করতে পারছে বাইরের মৃদুমন্দ বাতাস আর উষ্ণতা। শুনতে পারছে বিশ্বের ছড়ানো সমস্ত শব্দ। গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র, মহাকাশযানের দেয়ালের দুর্বল বিদ্যুৎ তরঙ্গ তার কাছে ধরা পড়ল।

বিস্তারিত কিছু না জেনেই মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সে সচেতন হয়ে উঠল। সে শুধু জানে এই যানকে উপরে উঠাতে হলে ঘোরাতে হলে, গতি বাড়াতে হলে বা অন্য কোনো সুযোগ ব্যবহার করতে হলে, পুরো প্রক্রিয়াটা হবে নিজের শরীর পরিচালনা করার মতো সহজ। তাকে শুধু ইচ্ছা শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

তার ইচ্ছাশক্তিই সব না। কম্পিউটার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই মুহূর্তে তার মাথায় একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে। এখন সে জানে ঠিক কখন এবং কিভাবে মহাকাশযান উড্ডয়ন করবে। এই ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাশক্তি কাজ করবে না। কিন্তু তারপরেও সে নিশ্চিত, নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে তার সচেতনতা বেড়ে গেছে। উপরের বায়ুস্তর অনুভব করতে পারছে, আবহাওয়ার প্যাটার্ন দেখতে পারছে। যে যানগুলো উপরে উঠছে বা নিচে নামছে, সেগুলো চিহ্নিত করতে পারছে। সবকিছুই বিবেচনা করতে হবে এবং কম্পিউটার করছেও। যদি না করত, তাহলে ট্রাভিজ জানে, কম্পিউটারকে দিয়ে এই কাজগুলো করিয়ে নেয়ার জন্য শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেই চলবে।

বড় বড় প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই; টেকনিক্যাল সার্জেন্ট ক্রাসনেট-এর কথা মনে পড়তেই সে একটু হাসল। গ্র্যাভিটিক যে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে, সেটা তার জানা ছিল। কিন্তু কম্পিউটার এবং ইচ্ছাশক্তির সমন্বয় একটা বিপ্লব তৈরী করবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সময়ের ব্যাপারেও সে সচেতন। চোখ বন্ধ করেই টার্মিনাসের স্থানীয় সময় এবং গ্যালাক্সির স্টান্ডার্ড সময় বলে দিতে পারবে।

ছাড়া পাবে কিভাবে?

চিন্তাটা মাথায় আসার সাথে সাথেই তার হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেল এবং ডেস্কটপ ফিরে গেল আগের অবস্থানে আর ট্রাভিজ পড়ে থাকল নিজের অনুভূতি নিয়ে।

অন্ধ আর অসহায় মনে হলো নিজেকে, যেন একটা মহাশক্তি তাকে আগলে রেখেছিল, কিন্তু এখন ছেড়ে চলে গেছে। সে যেন বুঝতেই পারছেনা যে আবার যোগাযোগ তৈরি করা যাবে। অনুভূতিটা তাকে প্রায় কাঁদিয়ে দিল।

নিজেকে স্বাভাবিক করতে বেশ কষ্ট হলো ট্রাভিজের, তারপর অনিশ্চিত এলোমেলো পদক্ষেপে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

রীডার তৈরি করে ফেলেছে পেলোরেট। 'খুব ভালো কাজ করছে,' চোখ তুলে বলল। 'চমৎকার একটা সার্চ প্রোগ্রাম রয়েছে। -কন্ট্রোল খুঁজে পেয়েছ, মাই বয়?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর। সব ঠিক আছে।'

"তাহলে টেকঅফের প্রস্তুতি নিতে হয়। মানে নিজেদের নিরাপত্তার কথা বলছি। কি করতে হবে কিছুই জানিনা। এখানেও কিছু খুঁজে পাইনি, তাই ভয় লাগছে। লাইব্রেরিটা চালু করতে হবে আমাকে। যে ভাবেই হোক কাজ শুরু করতে হবে–"

কোনোভাবেই প্রফেসরের কথার তোড় থামাতে না পেরে ট্রাভিজ উঁচু গলায় কথা বলতে বাধ্য হলো। 'কিছুই করতে হবে না প্রফেসর। এটি গ্র্যাভিটির তুলনা হয়না। ত্বরণ ও বেগের কোনো পরিবর্তনই ধরতে পারব না। কারণ সবগুলো পরিবর্তন হবে একই সাথে।'

'তার মানে, আমরা কখন এই গ্রহ ছেড়ে মহাশূন্যে পৌঁছব, জানতেই পারব না।

'ঠিক তাই, কারণ এই মুহূর্তে গ্রহের উপরের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আউটার স্পেসে পৌঁছে যাব।'

১৬

পেলোরেট একটা ঝাঁকুনি খেল, মুখে না বল্লেও বোঝাই যাচ্ছে অস্বস্তি বোধ করছে। একবার ডানে একবার বামে তাকাচ্ছে।

ট্রাভিজের মনে পড়ল প্রথম মহাকাশে যাওয়ার সময় তার নিজের কেমন লেগেছিল।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় কথা বলল সে, 'জেনভ,' (এই প্রথমবারের মতো সে প্রফেসরকে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধন করল, তবে প্রয়োজন আছে, কারণ এই মুহূর্তে একজন অভিজ্ঞ লোক অনভিজ্ঞ একজনকে বোঝাচ্ছে।) 'আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফাউণ্ডেশন নেভীর সবচেয়ে ভালো জাহাজে রয়েছি আমরা। অস্ত্র না থাকলেও গ্যালাক্সির এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ফাউণ্ডেশনের নাম আমাদেরকে রক্ষা করবে না। তারপরও যদি কোনো জাহাজ আক্রমণ করতে আসে, তখন মুহূর্তের মধ্যেই পালানো যাবে। আর নিশ্চিত থাক, এই জাহাজ আমি ভালোভাবেই চালাতে পারব।'

'ট্রিপটা আসলে বিশাল শূন্যতার গো-গোলান।'

'কেন টার্মিনাসের চারপাশেই তো শূন্যতা। ভূ-পৃষ্ঠে যখন থাকি তখন স্পেস আর আমাদের মাঝখানে শুধু বাতাসের পাতলা একটা স্তর থাকে। আমরা শুধু সেই গুরুত্বহীন স্তরটাকে পার হয়ে এসেছি।'

'যতই গুরুত্বহীন হোক, এই বাতাসেই আমরা নিঃশ্বাস নেই।'

'এখানেও নিঃশ্বাস নিতে পারব। যানের ভিতরের বাতাস টার্মিনাসের বাতাসের চেয়েও পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ এবং থাকবেও তাই।'

'আর মেটিওরাইট এর ব্যাপারে কি হবে?'

'এই ব্যাপারে আবার কি হবে?'

'বায়ুমণ্ডল আমাদের মেটিওরাইট থেকে রক্ষা করে। রেডিয়েশন থেকেও রক্ষা করে। এখানে কি হবে?'

'মানুষ বিশ হাজার বছর মহাশূন্যে চলাচল করছে, আমার মনে হয়–'

'বাইশ হাজার, হলকুকিয়ান ক্রনোলজী অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে–'

'যথেষ্ট! তুমি কোনো মেটিওরাইট দুর্ঘটনা বা রেডিয়েশনে কারো মৃত্যুর কথা শুনেছ? –মানে, অতিসম্প্রতি? –বিশেষ করে ফাউণ্ডেশনের কোনো যানের বেলায়?'

'আমি আসলে খবরের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেই না, তবে আমি একজন ইতিহাসবিদ, মাই বয়, এবং–

"হ্যাঁ, কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সময় পাল্টেছে। মেটিওরাইটগুলো এত বেশি বড় হয় না যে সেগুলোকে আমরা ধ্বংস করতে পারব না। চারটা মেটিওরাইট যদি চারদিক থেকে আঘাত করে তাহলে হয়তো আমরা শেষ, কিন্তু সেই সম্ভাবনা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগও হবে না।"

'মানে তুমি যদি কম্পিউটারে থাক?'

'না,' ট্রাভিজ তাচ্ছিল্যের সাথে বলল। 'আমি নিজে কম্পিউটার চালালে কিছু বোঝার আগেই শেষ হয়ে যাব। কম্পিউটার নিজেই সব নিয়ন্ত্রণ করবে, কাজ করবে তোমার বা আমার চেয়ে মিলিয়নগুণ বেশি দ্রুত।' হঠাৎ এক হাত সামনে বাড়ালো, 'চলো, জেনভ, কম্পিউটার কি করতে পারে তোমাকে দেখাই, মহাকাশ দেখতে কেমন সেটাও জানবে। চলো।'

পেলোরেট ঢোক গিলল। মুখে বোকা হাসি। 'বুঝতে পারছিনা, জানতে হবে কিনা, গোলান।'

'অবশ্যই তুমি বুঝবে না, জেনভ, কারণ তুমি জানইনা সেখানে কতকিছু আছে জানার। নিজেকে একটু বদলাও। চলো আমার ঘরে!'

ট্রাভিজ প্রায় টেনে হিঁচড়ে পেলোরেটকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। 'তুমি কখনো গ্যালাক্সি দেখেছ, জেনভ?' কম্পিউটারের সামনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল। 'কখনো এর দিকে তাকিয়েছ?'

'আকাশের দিকে?'

'অবশ্যই। আর কোথায়?'

'দেখেছি। সবাই দেখেছে। উপরের দিকে তাকালেই দেখা যায়।'

'পরিষ্কার অন্ধকার রাতে কখনো তাকিয়েছ, যখন ডায়মণ্ডগুলো ঠিক দিগন্তের নিচে থাকে?'

'ডায়মণ্ড' হচ্ছে টার্মিনাসের রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল একঝাঁক নক্ষত্র, যার বিশ ডিগ্রি বিস্তৃত এবং রাতের অধিকাংশ সময়ই দিগন্তের নিচে অবস্থান করে। এগুলো ছাড়াও অনুজ্জ্বল অসংখ্য নক্ষত্র জালের মতো ছড়িয়ে আছে। খালি চোখে তাকালে গ্যালাক্সির ঝাপসা সাদাটে আভা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না–কারণ টার্মিনাস, শিশুদের মতো প্যাঁচানো গ্যালাক্সির সর্বশেষ বাহুর সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত।

'দেখেছি। সাধারণ দৃশ্য।'

"অবশ্যই সাধারণ দৃশ্য," ট্রাভিজ বলল। 'তাইতো কেউ দেখেনা। কেন দেখবে যদি সবসময়ই দেখা যায়। কিন্তু এখন দেখবে, টার্মিনাস থেকে না, যেখানে কোন

আর কুয়াশা সব সময় বাধা তৈরি করে। এখন যা দেখবে, টার্মিনাস থেকে তুমি কখনো তা দেখোনি– কিভাবে তাকাবে, সেটা কোনো ব্যাপার না, আকাশ কতটুকু পরিষ্কার আর অন্ধকার তাও কোনো ব্যাপার না। কি মনে হচ্ছে জানো, যদি তোমার মতো এটা আমার প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ হতো, তাহলে গ্যালাক্সির নগ্ন সৌন্দর্য প্রথমবারের মতো উপভোগ করতে পারতাম।"

পেলোরেট-এর দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ট্রাভিজ। 'বসো, জেনভ। কিছুটা সময় লাগতে পারে। কম্পিউটারের সাথে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে। ইতোমধ্যে বুঝতে পারছি যা দেখব সবই হলোগ্রাফিক, কাজেই কোনো ধরনের স্ক্রিন প্রয়োজন হবে না। এটা সরাসরি আমার ব্রেইনের সাথে যোগাযোগ করে। তবে মনে হয় যে কোনো বিষয়ের ইমেজ তৈরি করতে পারব, যেন তুমিও দেখতে পার–বাতিগুলো নেভাবো–না, কি বোকা আমি। কম্পিউটারকে দিয়েই কাজগুলো করাতে পারি। তুমি বসে থাক।'

ট্রাভিজ কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ তৈরি করল, হাতে উষ্ণ আর ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া অনুভব করছে।

বাতিগুলো অনুজ্জ্বল হতে হতে একেবারে নিভে গেল। অন্ধকারে পেলোরেট উসখুস করছে।

'ভয় পেয়োনা, জেনভ। কম্পিউটার সামলাতে আমার কিছুটা সমস্যা হবে। একটু ধৈর্য ধর। দেখেছ? অর্ধেক বৃত্তের মতো?'

অর্ধবৃত্তের মতো আলোর একটা বিন্দু তাদের সামনে অন্ধকারে ঝুলে আছে, অস্পষ্ট কাঁপা কাঁপা, কিন্তু ধীরে ধীরে উজ্জ্বল আর স্পষ্ট হচ্ছে।'

পেলোরেট-এর গলা আতঙ্কিত শোনালো। 'ওটা টার্মিনাস? এত দূরে চলে এসেছি?'

'হ্যাঁ, খুব দ্রুত এগোচ্ছি আমরা।'

মহাকাশযান টার্মিনাসের রাতের অংশকে পাড়ি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আলোকিত চাঁদের অর্ধেক। ট্রাভিজের প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো মহাকাশযান দিনের অংশের দিকে নিয়ে যায়, যেন টার্মিনাসের সমস্ত সৌন্দর্য একসাথে ধরা পড়ে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল।

পেলোরেটের কাছে ব্যাপারটা অভিনব মনে হলেও, খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। এত বেশি ছবি মানচিত্র আর গ্লোব তৈরি করা হয়েছে যে প্রত্যেকটি শিশু পর্যন্ত জানে টার্মিনাস গ্রহ দেখতে কেমন। পানিপূর্ণ গ্রহ–প্রচুর পানি রয়েছে এখানে কিন্তু খনিজসম্পদ একেবারেই নেই। কৃষিকাজে অগ্রসর, ভারি শিল্পে অনগ্রসর অথচ টেকনোলজি এবং মিনিয়েচারাইজেশনে গ্যালাক্সির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

কম্পিউটারের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে তারা এখানে বসেই টার্মিনাসের মানুষ বসবাসকারী দশ হাজার দ্বীপের প্রত্যেকটিই দেখতে পারবে, দেখতে পারবে প্রায় একটা মহাদেশের সমান দ্বীপ, যে দ্বীপ পুরোটাই হচ্ছে টার্মিনাস সিটি, এবং–

টার্ন!

শুধুই একটা চিন্তা এবং ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন, কিন্তু সামনের দৃশ্য সাথে সাথে পাল্টে গেল। চাঁদের মতো উজ্জ্বল টার্মিনাস তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। নক্ষত্রহীন অন্ধকার মহাকাশ একটা ধাক্কা হানল তার চোখে।

গলা পরিষ্কার করে নিল পেলোরেট। 'টার্মিনাসকে আবার ফিরিয়ে আনো, মাই বয়। মনে হচ্ছে অন্ধ হয়ে গেছি।' গলার স্বর কঠিন।

'অন্ধ হওনি, দেখ!'

সামনের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে আলোকোজ্জ্বল এক ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, উজ্জ্বল হচ্ছে। একসময় ছড়িয়ে পড়ল পুরো ঘরেই।

সংকোচন!

ইচ্ছাশক্তির আরেকটি অনুশীলন এবং গ্যালাক্সি পিছিয়ে গেল যেন একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপের উল্টোদিক দিয়ে কেউ দেখছে। গ্যালাক্সি সংকুচিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের উজ্জ্বলতা নিয়ে একটি কাঠামো তৈরি হলো।

উজ্জ্বলতা!

আয়তনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর যেহেতু টার্মিনাস গ্যালাকটিক প্ল্যানের সবচেয়ে দূরের সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত, গ্যালাক্সির সর্বশেষ প্রান্ত বোঝা যাচ্ছেনা। শক্তিশালী শিহ্ম-এর মতো টার্মিনাসের আলোকিত অংশের মাঝখানে অন্ধকার ছায়াপথের অগোছালো রেখা। নিউক্লিয়াসের মসৃণ কুয়াশা– দূরত্বের কারণে ছোট এবং গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে।

পেলোরেট বিস্মিত গলায় ফিসফিস করে বলল, 'ঠিকই বলেছ। এই জিনিস আমি কখনো দেখিনি। ভাবতেও পারিনি এতকিছু আছে।'

'স্বাভাবিক। তোমার আর এর মাঝখানে যখন টার্মিনাসের বায়ুমণ্ডল থাকে তখন অর্ধেকও দেখতে পারবেনা। টার্মিনাসের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তো নিউক্লিয়াসগুলো দেখতেই পাবে না।'

'আমরা কত কাছ থেকে দেখছি, তাই না?'

'না। কম্পিউটার আমাদেরকে যেকোনো দিক থেকে দেখাতে পারবে। আমাকে মনে মনে ভাবলেই চলবে– মুখে বলতে হবে না।'

কো-অর্ডিনেটস পরিবর্তন!

কোনোভাবেই আদেশ বলা চলে না। তারপরেও গ্যালাক্সির ইমেজ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। ট্রাভিজের মন কম্পিউটারকে গাইড করে পছন্দ মতো ইমেজ তৈরি করে নিল।

গ্যালাক্সিকে এখন গ্যালাকটিক প্ল্যানের সঠিক অবস্থানে দেখা যাচ্ছে। দেখাচ্ছে বিশাল উজ্জ্বল ঘূর্ণাবর্তের মতো, এখানে সেখানে সাপের মতো আঁকাবাঁকা কালো রেখা, কোথাও আলোর ছোট ছোট বিন্দু, আর কেন্দ্রে রয়েছে নিষ্প্রাণ বৈশিষ্ট্যহীন উজ্জ্বল আভা।

"কম্পিউটার এখান থেকে পঞ্চাশ হাজার পারসেক দূরের জায়গা কিভাবে দেখছে?" পেলোরেট জিজ্ঞেস করল, তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, "অজ্ঞতার জন্য দুঃখিত। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

'এই কম্পিউটারের ব্যাপারে আমি নিজেও তোমার মতোই জানি,' ট্রাভিজ বলল। 'যে কোনো সাধারণ কম্পিউটার কো-অর্ডিনেট এডজাস্ট করে গ্যালাক্সির যে কোনো অবস্থান দেখাতে পারে। সে নিজেই ঠিক করবে কোনখান থেকে তাকে দেখতে হবে। কাজেই যখনই কোনো ইমেজ দেখা যাবে তার মাঝখানে ফাঁকা বা কালো অংশ দেখা যাবে। তবে এক্ষেত্রে–'

'হ্যাঁ?'

'আমরা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পারছি। আমার মনে হয় কম্পিউটারে গ্যালাক্সির সম্পূর্ণ মানচিত্র ঢোকানো আছে, যার ফলে সে গ্যালাক্সির যে কোনো ইমেজ তৈরি করতে পারছে।'

'সম্পূর্ণ মানচিত্র মানে?'

'প্রতিটি নক্ষত্রের বিশেষ কো-অর্ডিনেট অবশ্যই কম্পিউটারের মেমোরী ব্যাংকে রয়েছে।'

'প্রতিটি নক্ষত্র?' পেলোরেট-এর গলা অবাক শোনালো।

'বেশ, হয়তো তিনশো বিলিয়নের সবগুলো নেই। মানুষ বাস করে এমন গ্রহগুলোর উপর যে নক্ষত্রগুলো আলো দেয় সেগুলো থাকবে, বিশেষ করে স্পেকট্রাল কে শ্রেণীর নক্ষত্র এবং তার চেয়েও উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো তো অবশ্যই আছে। তার মানে অন্তত প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন।'

'মানুষের বসতি স্থাপনকৃত সিস্টেমের প্রতিটি নক্ষত্র?'

"একেবারে নির্ভুল বলতে পারব না, হয়তো সবগুলো নেই। হ্যারী সেলডনের সময় বাসযোগ্য সিস্টেম ছিল প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন–শুনতে অনেক মনে হলেও আসলে প্রতি বারো হাজার নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র একটা ছিল বাসযোগ্য। সেলডনের মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচশ বছরে সাম্রাজ্যের পতন নতুন নতুন গ্রহে বসতি স্থাপন ঠেকাতে পারে নি। বরং আমার মনে হয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনো অনেক গ্রহ রয়েছে যেখানে মানুষ বসবাস শুরু করতে পারে। কাজেই নতুন হিসেবে ধরো ত্রিশ মিলিয়ন। এমনও হতে পারে নতুন গ্রহগুলোর কথা ফাউণ্ডেশনের রেকর্ডে নেই।"

'কিন্তু পুরনোগুলো? অবশ্যই থাকবে।'

'তাইতো মনে হয়। অবশ্য নিশ্চয়তা নিয়ে বলতে পারব না। দীর্ঘ সময় মানুষ বাস করছে এমন কোনো সিস্টেম বাদ পড়ে গেলে আমি অবাকই হব। তোমাকে একটা জিনিস দেখাই–।'

ট্রাভিজের হাতদুটো আরো শক্ত হয়ে গেল, মনে হচ্ছে যেন কম্পিউটারের মুঠোর আরো ভেতরে চলে যাচ্ছে। কোনো প্রয়োজন নেই জোরে চেপে ধরার; তাকে শুধু শান্তভাবে চিন্তা করতে হবে, টার্মিনাস!

তার ভাবনার সাথে সাড়া দিয়ে ঘূর্ণাবর্তের শেষ প্রান্তে একটা লাল বিন্দু জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ওই যে আমাদের সূর্য,' সে উত্তেজিত গলায় বলল। 'টার্মিনাস এই নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে।'

'আহ,' পেলোরেট বলল নিচু প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের সাথে।

গ্যালাক্সির মাঝখানে কিন্তু কেন্দ্রীয় সামান্য আভা থেকে দূরে এক পাশের ঝাঁক ঝাঁক নক্ষত্রের মাঝে একটা হলুদ বিন্দু জ্বলে উঠল। বিন্দুটি গ্যালাক্সির যে প্রান্তে টার্মিনাস রয়েছে তার অনেক কাছে।

'এবং ওটা হচ্ছে, ট্রানটরের সূর্য।'

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর পেলোরেট বলল, "তুমি নিশ্চিত? সবাই বলে ট্রানটর গ্যালাক্সির একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত।"

"একদিক দিয়ে কথাটি ঠিক। অন্য যে কোনো জনবহুল সিস্টেম থেকে ট্রানটর কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে একটা ব্ল্যাকহোল এবং প্রায় এক মিলিয়ন নক্ষত্র। বলা যায় জায়গাটা প্রায় নরক। যতদূর জানি মূল কেন্দ্রে কোনো গ্রহের অস্তিত্ব নেই এবং সম্ভবত কোনো প্রাণী টিকে থাকতে পারবে না। ট্রানটর দাঁড়ানো বাহুর সবচেয়ে ভিতরে অবস্থিত এবং বিশ্বাস করো, যদি ওই গ্রহের রাতের আকাশ দেখ, তোমার আসলেই মনে হবে যেন এটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে। এর চারপাশে রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র।"

'তুমি ট্রানটরে গিয়েছিলে, গোলান?' পেলোরেটের গলায় পরিষ্কার হিংসা।

'না, তবে ট্রানটরের আকাশের হলোগ্রাফিক ছবি দেখেছি।'

ট্রাভিজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে গ্যালাক্সির দিকে তাকিয়ে আছে। তার ভাবতে অবাক লাগছে মিউলের যুগে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অনুসন্ধানের সময় তারা কিভাবে গ্যালাকটিক মানচিত্র ব্যবহার করেছিল–এবং এই বিষয়ের উপর কত বই লেখা হয়েছে, ছবি তৈরি হয়েছে।

এবং এর কারণ হ্যারী সেলডন প্রথমেই বলেছিলেন যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন থাকবে 'গ্যালাক্সির বিপরীত শেষ প্রান্তে, যাকে বলা হয় 'স্টারস এন্ড'।

গ্যালাক্সির বিপরীত শেষ প্রান্ত! ট্রাভিজের চিন্তার সাথে সাথেই সামনের দৃশ্যে টার্মিনাস থেকে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত একটা পাতলা নীল সরল রেখা দেখা গেল। ট্রাভিজ প্রায় লাফিয়ে উঠল। সে সরাসরি এই রেখার আদেশ দেয়নি কিন্তু পরিষ্কার চিন্তা করেছিল এবং কম্পিউটারের জন্য সেটাই যথেষ্ট।

তবে অবশ্যই গ্যালাক্সির বিপরীত দিক পর্যন্ত টানা এই সরল রেখা হ্যারী সেলডনের 'অপর প্রান্ত'কে বোঝায় না। আর্কেডি ডেরিল একটা প্রবাদ তৈরি করেছিল এখন সবাই সত্য বলে মেনে নিয়েছে, প্রবাদটা হচ্ছে 'বৃত্তের শেষ প্রান্ত নেই।'

ট্রাভিজ তার চিন্তা থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কম্পিউটার অনেক বেশি দ্রুত। নীল সরল রেখা অদৃশ্য হয়ে তার জায়গায় টার্মিনাসের সূর্যকে ছেদ করে একটা নীল বৃত্ত গ্যালাক্সিকে ঘিরে ফেলল।

বৃত্তের শেষ প্রান্ত নেই। যদি বৃত্তটা টার্মিনাস থেকে শুরু হয় এবং কেউ অপর প্রান্ত খোঁজা শুরু করে তাহলে আবার সে টার্মিনাসেই ফিরে আসবে। টার্মিনাসে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, প্রথম এবং দ্বিতীয় বাস করত এক গ্রহে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, আসলে পাওয়া যায়নি–তাদের খুঁজে পাওয়ার ঘটনা কল্পনাপ্রসূত–তখন কি হবে? সরল রেখা এবং বৃত্তের মাঝে কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

'তুমি ধাঁধা তৈরি করছ? নীল বৃত্তটা কিসের?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম। –তুমি পৃথিবী লোকেট করতে চাও।'

এক দুই মুহূর্তের নীরবতা, তারপর পেলোরেট বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ?'

'না। চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

চেষ্টা করল। কিছুই হলো না।

'দুঃখিত,' ট্রাভিজ বলল।

'নেই? পৃথিবী নেই?'

'বোধহয় ঠিকমতো নির্দেশ দিতে পারিনি, তবে আসল কারণ আমার মনে হয় কম্পিউটারের রেকর্ডে পৃথিবীর নাম নেই।'

'অন্য কোনো নামে থাকতে পারে।'

ট্রাভিজ কথাটা সাথে সাথে লুফে নিল। 'অন্য নামটা কি, জেনভ?'

পেলোরেট কোনো কথা বলল না, ট্রাভিজ অন্ধকারেই হাসল। মনে হচ্ছে ঘটনাগুলো খাপে খাপে বসছে। এভাবেই চলুক আরো কিছুক্ষণ। ইচ্ছা করেই বিষয়বস্তু পরিবর্তন করল, 'বোধহয় সময়কে চালানো যাবে।'

'সময়! কিভাবে করবে?'

'গ্যালাক্সি সবসময় আবর্তিত হচ্ছে। পুরো গ্যালাক্সি প্রদক্ষিণ করতে টার্মিনাসের লাগবে আধা বিলিয়ন বছর। কেন্দ্রের ব্ল্যাকহোলের ভিত্তিতে প্রতিটি নক্ষত্রের গতি, কম্পিউটারে রেকর্ড করা থাকতে পারে। যদি থাকে, তবে কম্পিউটার প্রতিটি গতি মিলিয়ন গুণ বর্ধিত করে দৃশ্যে রূপান্তর করতে পারবে। চেষ্টা করে দেখা যাক।'

প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার কারণে ট্রাভিজের মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল–গ্যালাক্সিকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে, মোচড় দিচ্ছে, প্রবল বাধার মুখে ঘুরতে বাধ্য করছে।

নড়ছে গ্যালাক্সি। ধীরে ধীরে সর্বশক্তি দিয়ে, যে দিকে ঘুরলে প্যাঁচানো বাহু আরো শক্ত হবে সেদিকে মোচড় খাচ্ছে।

সময় বয়ে যাচ্ছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে– মিথ্যা, কৃত্রিম সময়। প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল নক্ষত্রগুলো।

এখানে সেখানে কয়েকটি বড় নক্ষত্র লাল এবং উজ্জ্বল হতে হতে রেড জায়ান্টে পরিণত হলো। তারপর কেন্দ্রীয় ঝাঁকের একটা নক্ষত্র হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে

গ্যালাক্সিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েই মিলিয়ে গেল। পরপর আরো কয়েকটি বিস্ফোরিত হলো।

'সুপারনোভা,' ট্রাভিজ ফিস-ফিস করে বলল।

কম্পিউটার কি আগেই বলতে পারবে কখন কোন নক্ষত্রের মৃত্যু হবে। নাকি অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে নির্দেশ করার জন্য এটা একটা সরল মডেল।

পেলোরেট ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'গ্যালাক্সি মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত প্রাণী, হামাগুড়ি দিয়ে চলছে।'

'ঠিক,' ট্রাভিজ বলল। 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। ঠিকমতো অভ্যস্ত না হতে পারলে, একটানা বেশিক্ষণ চালাতে পারব না।'

সে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিল। গ্যালাক্সির গতি থেমে গিয়ে ফিরে আসল আগের অবস্থায়।

ট্রাভিজ চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস ফেলছে। জানে যে টার্মিনাসের সর্বশেষ আবহাওয়া স্তর পার হয়ে এসেছে। কাছাকাছি মহাকাশের সমস্ত যান চিহ্নিত করতে পারছে।

একবারও মনে হলো না পরীক্ষা করে দেখে এই যানগুলোর মধ্যে হুবহু তার গ্রাভিটিক যানের মতো কোনো যান রয়েছে কিনা।

শ্পিকার

১৭

ট্রানটর:

সুদীর্ঘ আট হাজার বছর এই গ্রহ ছিল এক বিশাল এবং মহাপরাক্রমশালী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, যার অধীনস্থ ছিল ক্রমবর্ধমান ইউনিয়ন অফ প্ল্যানেটারি সিস্টেম। পরবর্তী বার হাজার বছর ট্রানটর ছিল গ্যালাকটিক এম্পায়ারের রাজধানী, যার সীমানা ছিল সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি।

ট্রানটরকে বাদ দিয়ে এম্পায়ারের কথা চিন্তা করা ছিল অসম্ভব।

এম্পায়ারের ধ্বংস যখন অনিবার্য, ঠিক তখনই ট্রানটর জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছায়। আসলে এম্পায়ার যে তার গতিশীলতা হারিয়েছে, ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছে, সেটা কেউ ধরতে পারেনি, তার কারণ ট্রানটর সবসময় ঝকমকে ধাতুতে উজ্জ্বল হয়ে থাকত।

ট্রানটর নিজেকে পরিণত করেছিল গ্যালাক্সির রক্ষক নগরীতে। আইনের মাধ্যমে জনসংখ্যা সবসময় পঁয়তাল্লিশ বিলিয়নে স্থির রাখা হতো। ভূ-পৃষ্ঠে সবুজের একমাত্র অস্তিত্ব ছিল ইমপেরিয়াল প্যালেস এবং গ্যালাকটিক বিশ্ববিদ্যালয়/লাইব্রেরি কমপ্লেক্স।

ট্রানটরের সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ ধাতু দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল । গ্রহের মরুভূমি এবং উর্বর ভূমিগুলো পর্যন্ত ধাতু দিয়ে আবৃত করে তৈরি করা হয়েছিল বাসস্থান, প্রশাসনিক জঙ্গল, কম্পিউটার স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যের বিশাল বিশাল স্টোর হাউজ। মহানগরীর সীমাহীন করিডরগুলো বিস্তৃত ছিল মহাদেশগুলোর একেবারে গভীর পর্যন্ত। খাদ্য এবং খনিজ পদার্থের একমাত্র (কিন্তু অপর্যাপ্ত) স্থানীয় উৎস ছিল মহাসাগরগুলো। সেগুলোকে পরিণত করা হয়েছিল বিশাল প্রাকৃতিক অ্যাকুয়ারিয়ামে।

অন্যান্য যেসব গ্রহ থেকে ট্রানটর তার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করত সেগুলোর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল কয়েক হাজার স্পেসপোর্ট, দশ হাজার যুদ্ধযান, কয়েক লক্ষ বাণিজ্য জাহাজ এবং এক মিলিয়ন স্পেস ফ্রেইটারস।

কোনো নগরীই এর আগে এত কঠিনভাবে রিসাইকলড হয়নি। গ্যালাক্সির অন্য কোনো গ্রহ কখনোই সৌরশক্তির এত বিপুল ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। চকচকে রেডিয়েটরগুলো ট্রানটরের পাতলা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছড়ানো থাকত। রাতের অংশে

সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্টে উঠে কৃত্রিম আলো বিকীরণ করত আর দিনের অংশে রেডিয়েটরগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে থাকত।

জ্ঞান ও প্রযুক্তির ঠিক এরকম সর্বোচ্চ অবস্থানে থেকে ট্রানটর এম্পায়ারকে পরিচালনা করত।

পরিচালনা ছিল দুর্বল, কিন্তু এম্পায়ারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ছিল অসম্ভব। কারণ, এটা ছিল এত বিশাল যে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাটও একটি মাত্র বিশ্ব থেকে সেটাকে পরিচালনা করতে পারত না। কাজেই সেই বিকল্পহীন যুগে যখন ইম্পেরিয়াল ক্রাউন তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে, আমলাতান্ত্রিকতা, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি আর নির্লজ্জতা দিয়ে ফেলে পুরো গ্যালাক্সিকে তখন সাম্রাজ্যকে দুর্বলভাবে পরিচালনা ছাড়া ট্রানটরের আর কিছু করার ছিলনা।

তবে এরকম খারাপ পরিস্থিতিতেও ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় গতিশীলতা। ট্রানটরকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা যেত না।

সাম্রাজ্যের পতন অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলল। কিন্তু ট্রানটর যতদিন ট্রানটর ছিল ততদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের একটা অংশ টিকে ছিল গর্ব, অভিজ্ঞতা, অতীতের ঐতিহ্যের অবশ্যম্ভাবিতা, ক্ষমতা এবং সুখ সমৃদ্ধির প্রতীক হয়ে।

একসময় যখন অকল্পনীয় ঘটনা ঘটল—যখন সম্পূর্ণ পতন ঘটল ট্রানটরের; যখন হত্যা করা হলো তার মিলিয়ন মিলিয়ন নাগরিকদের এবং বিলিয়ন বিলিয়ন নাগরিকদের না খেয়ে মেরে ফেলার জন্য রাখা হলো; যখন 'বারবারিয়ান' ফ্লিটের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তার বিশাল ধাতব আবরণ তখনই সবাই বাস্তবিক অনুধাবন করতে পারল যে ধ্বংস হয়ে গেছে সাম্রাজ্য। যারা বেঁচে ছিল তারা আর হারানো গৌরব ফিরে পাবার চেষ্টা করেনি এবং মাত্র এক প্রজন্মের ভেতরই মানব ইতিহাসের একসময়ের মহাসমৃদ্ধিশালী বিশ্ব ট্রানটর পরিণত হলো এক অবিশ্বাস্য ধ্বংসস্তূপে।

এই ঘটনা প্রায় দুইশ পঞ্চাশ বছর আগের। বাকি গ্যালাক্সিতে এখনো সমৃদ্ধিশালী ট্রানটরের কথা কেউ ভুলে যায়নি। এখনো এই গ্রহ ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসের প্রিয় বিষয়, সুখময় অতীতের আনন্দময় প্রতীক। এখনো মানুষ বলতে ভালোবাসে 'সকল নক্ষত্রযান ট্রানটরে অবতরণ করে,' বা নিজেদেরকে ট্রানটরের সাথে তুলনা করতে পছন্দ করে।

বাকি গ্যালাক্সিতে—

কিন্তু ট্রানটরের নিজের বেলায় কথাটা সত্য না। এখানে পুরানো ট্রানটরের কথা ভুলে গেছে সবাই। সরিয়ে ফেলা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের ধাতব আবরণ, প্রায় সবখানেই। এখন এটা আত্মনির্ভরশীল কৃষকদের গ্রহ, যেখানে বাণিজ্যিক যানগুলো খুব কম আসে, আসলেও অধিবাসীরা বিরক্ত হয়। অফিসিয়ালী ট্রানটর নাম ব্যবহার করা হলেও অধিবাসীদের কাছে শব্দটা জনপ্রিয় না, বর্তমান ট্রানটরিয়ানে উচ্চারণে এই গ্রহের নাম 'হেম' গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যার প্রতিশব্দ 'হোম' অর্থাৎ বাড়ি।

কুইন্ডর শান্ডেস আধোঘুম আধোজাগরণের মধ্যে কথাগুলোই ভাবছিলেন, এই অবস্থাতেই তার মনকে গতিশীল কিন্তু অগোছালো চিন্তার স্রোতে ছেড়ে দিতে পারেন।

গত আঠারো বছর ধরে তিনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ফার্স্ট স্পিকার, এবং আরো দশ বা বারো বছর এই পদে থাকতে পারবেন যদি তখনো তার মন পুরোপুরি কর্মক্ষম থাকে এবং তিনি রাজনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন।

ফার্স্ট স্পিকার টার্মিনাসের মেয়র, প্রথম ফাউন্ডেশনের প্রশাসকের হুবহু প্রতিচ্ছবি, মিরর ইমেজ, অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। টার্মিনাসের মেয়র পুরো গ্যালাক্সিতে পরিচিত, আর প্রথম ফাউন্ডেশন সবসময় বিশ্বের কাছে শুধুই ফাউন্ডেশন। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ফার্স্ট স্পিকার শুধু তার সহযোগীদের কাছে পরিচিত।

তবে প্রকৃতপক্ষে তার এবং তার পূর্বসূরীদের অধীনস্থ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের হাতেই রয়েছে প্রকৃত ক্ষমতা। ফাউন্ডেশনের হাতে আছে ফিজিক্যাল পাওয়ার কারিগরি এবং মারণাস্ত্র। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের হাতে আছে মেন্টাল পাওয়ার, মন এবং নিয়ন্ত্রণ শক্তি। দুই পক্ষের ভেতর লড়াই বাধলে, প্রথম ফাউন্ডেশন যতই মারণাস্ত্র নিয়ে আসুক কিছুই করতে পারবেনা, যদি যারা সেগুলো চালাবে তাদের মনকে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু আর কত দিন তিনি এই গোপন শক্তির আনন্দে মাতোয়ারা থাকবেন।

তিনি পঁচিশতম ফার্স্ট স্পিকার এবং অন্য অনেকের চেয়ে বেশি সময় ধরে এই পদে রয়েছেন। হয়তো তার এখন সরে দাঁড়ানো উচিত নতুনদের জায়গা করে দেয়ার জন্য। স্পিকার জেনডিবল দলের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী এবং নবীন। আজ রাতে জেনডিবলের সাথে তিনি কিছুটা সময় কাটাবেন। সে জন্যই অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই তরুণকে সম্ভাব্য উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করতে চান?

সব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় তিনি এখনো ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবেন নি। এই ক্ষমতা তিনি উপভোগ করেন।

তিনি নিশ্চুপ বসে আছেন, বৃদ্ধ কিন্তু এখনো দায়িত্ব পালনে সক্ষম। ধূসর চুল, অবশ্য সেগুলো সব সময়ই ছিল হালকা রঙের আর মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা চুল রাখেন, ফলে প্রায় বোঝাই যায় না। হালকা নীল রঙের চোখ, পোশাক ট্রানটোরিয়ান কৃষকদের মতো।

ফার্স্ট স্পিকার পারতেন, যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, হ্যামিশ জনগণের একজন হয়ে থাকতে, তবে তার গোপন শক্তি থাকত না। যে কোনো সময়ই তিনি তার চোখ ও মনকে তাদের উপর স্থির করে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারতেন এবং পরে তারা কিছুই মনে রাখতে পারত না।

একরম খুব কমই ঘটে, বলতে গেলে প্রায় ঘটেই না। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের স্বর্ণালী নিয়ম ছিল, 'বাধ্য না হলে কিছুই করবেনা, কিন্তু যখন করবে দ্বিধাহীন চিত্তে করবে।'

নরম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফার্স্ট স্পিকার। রাজকীয় প্রাসাদের বিশাল কামরাগুলোকে সাথে নিয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করার সময় যে কারো মনেই প্রশ্ন আসতে পারে কতখানি কালো ছিল এই নিয়ম।

অরাজকতার যুগে স্বর্ণালী নিয়ম পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য যে সেলডন প্ল্যান সেটাকে ধ্বংস না করে ট্রানটরকে রক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন মানুষকে রক্ষা করা হয়তো মানবিক হতো, কিন্তু তার ফলে প্রথম সাম্রাজ্য সুযোগ পেয়ে যেত। তখন হয়তো এক শতাব্দীতে আরো বড় বিপর্যয় তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং হয়তো কখনোই দ্বিতীয় সাম্রাজ্য-

প্রথম যুগের ফার্স্ট স্পিকারগণ কয়েক দশক ধরে চেষ্টা করেও বিপর্যয় ঠেকানোর কোনো উপায় খুঁজে পাননি- ট্রানটর এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী সংগঠনকে এক সাথে রক্ষা করার কোনো পথ বের করতে পারেন নি। তাই যাতে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয় সেটাই নির্বাচন করা হলো এবং মৃত্যু ঘটল ট্রানটরের।

সেই সময়কার দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনাররা যেভাবেই হোক সক্ষম হলো- বিশ্ববিদ্যালয়/লাইব্রেরি কমপ্লেক্স রক্ষা করতে, যে কারণে চিরকাল তাদেরকে দোষ দেয়া হবে। যদিও কেউ সরাসরি বলে না যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর রক্ষা করার কারণেই মিউলের নাটকীয় উত্থান ঘটেছিল, তবে সবসময়ই ধারণা করা হয় যে দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে।

এই ঘটনা সবকিছুকে কতখানি বিপর্যস্ত করেছিল!

বিপর্যয়ের দশকগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় মিউলের উত্থান ঘটেছিল দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের স্বর্ণযুগে।

সেলডনের মৃত্যুর পরবর্তী দুইশ পঞ্চাশ বছর দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নিজেকে লাইব্রেরির অভ্যন্তরে কবর দিয়ে রেখেছিল, শুধু সাম্রাজ্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য। তারা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজে কাজ করত লাইব্রেরিয়ানের, ভুলে যাওয়া গ্যালাকটিক লাইব্রেরির প্রতি যে সমাজের কোনো আগ্রহ ছিলনা। ব্যাপারটা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যের সাথে মিলে গিয়েছিল।

সেটা ছিল অত্যন্ত জঘন্য জীবন। তারা শুধু সেলডন প্ল্যান অপরিবর্তিত রেখেছিল, যখন গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কথা না জেনেই, তাদের সাহায্য ছাড়াই প্রথম ফাউন্ডেশন টিকে ছিল আরো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করে।

সেই মহাবিপর্যয়ই দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে মুক্ত করে-আরেকটি কারণ (তরুণ জেনডিবলের মতে এটাই প্রধান কারণ) মহাবিপর্যয় ঘটতে দেয়া হলো কেন।

মহাবিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তারপরে ট্রানটরের বেঁচে থাকা অধিবাসীরা কখনোই বিনা আমন্ত্রণে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সীমানায় পা ফেলেনি। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনাররা লক্ষ্য রেখেছে বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় / লাইব্রেরি কমপ্লেক্স যেন পরবর্তী পুনর্গঠনের হাত

থেকের রক্ষা পায়। প্রসাদের ধ্বংসস্তূপও সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রায় সব জায়গা থেকেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ধাতু। বিশাল সীমাহীন করিডরগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে, ভরাট করা হয়েছে, ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে: সবকিছুই চাপা পড়েছে পাথর আর মাটির নিচে- সব, শুধু এই জায়গাটা ছাড়া, এখানে প্রাচীন উন্মুক্ত খোলা স্থানে এখনো ধাতব আবরণ রয়েছে।

এটা হতে পারে প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন, সাম্রাজ্যের পুণ্যসমাধি, কিন্তু ট্র্যানটরিয়ানদের কাছে-হ্যামিশ জনগণের কাছে-এই জায়গা অশুভ, অশরীরী প্রেতাত্মাদের বাসস্থান। শুধু দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনাররাই পা ফেলে প্রাচীন করিডরে বা টাইটানিয়ামের উজ্জ্বলতাকে স্পর্শ করে।

তার পরেও সবকিছু ব্যর্থ হয়ে গেল মিউলের কারণে।

মিউল সত্যি সত্যি ট্র্যানটরে এসেছিল। সে আসল ব্যাপার বুঝতে পারলে কি ঘটত। তার বাস্তব অস্ত্রগুলো ছিল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী, তার মেন্টাল অস্ত্রগুলো ছিল আরো বেশি শক্তিশালী। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সবসময়ই বাধ্য না হলে কিছু করত না। তাছাড়া তাৎক্ষণিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে আরো বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মিউলকে থামানো সম্ভব হয়েছিল বেইটা ডেরিলের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের কারণে-এবং সেটাও ঘটেছিল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সাহায্য ছাড়া!

তারপর- স্বর্ণযুগে তখনকার ফার্স্ট স্পিকাররা সক্রিয় হয়ে উঠার পথ খুঁজে পেলেন, থামিয়ে দিলেন মিউলের আগ্রাসন, শেষ পর্যন্ত তার মন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন। এবং তারপর প্রথম ফাউণ্ডেশনকে থামালেন, যারা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিপজ্জনকভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। প্রীম পালভার, উনিশতম ফার্স্ট স্পিকার এবং সবার সেরা, বিপদ থেকে সবাইকে উদ্ধার করলেন -সেজন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল -এবং তিনিই রক্ষা করলেন সেলডন প্ল্যান।

একশ বিশ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আবার তার আগের অবস্থানে ফিরে গেছে, নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে ট্র্যানটরের অশুভ স্থানে। এখন তারা সাম্রাজ্যের কাছ থেকে নিজেদের গোপন করে রাখেনি বরং গোপন করে রেখেছে প্রথম ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে -প্রথম ফাউণ্ডেশন প্রায় গ্যালাকটিক এম্পায়ারের মতোই বিশাল এবং কারিগরি প্রযুক্তিতে আরো বেশি উন্নত।

ফার্স্ট স্পিকার আরামে চোখ বন্ধ করলেন। তিনি এমন একটা অবস্থার মধ্যে আছেন যাতে না স্বপ্ন দেখছেন, না সচেতন চিন্তা করছেন।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ট্র্যানটর এখনো গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু, কারণ এখানে রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন, এম্পায়ারের চেয়েও শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান।

প্রথম ফাউণ্ডেশনকে পরিচালিত করতে হবে সঠিক পথে। যতই শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র থাক, কিছুই করতে পারবে না, যতক্ষণ তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মেন্টালী কন্ট্রোলড হবে।

তারপর দ্বিতীয় এম্পায়ার তৈরি হবে, কিন্তু এটা প্রথমটার মতো হবে না। বরং একটা ফেডারেটেড এম্পায়ার হিসেবে তৈরি করা হবে, প্রতিটি অংশে থাকবে পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসন, যেন কেউই বেশি শক্তিশালী হতে না পারে, বা একক কেন্দ্রীভূত সরকারের কোথাও কোনো দুর্বলতা না থাকে। নতুন এম্পায়ার হবে বন্ধনহীন, অনেক বেশি সুসম, স্থিতিস্থাপক এবং তাকে সবসময় -সবসময়ই -পথ নির্দেশনা দেবে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের লুকানো নারী ও পুরুষরা। তখনো ট্র্যানটর হবে রাজধানী, পঁচাত্তরিশ বিলিয়ন জনগণ নিয়ে যতটা শক্তিশালী ছিল, মাত্র চল্লিশ হাজার সাইকোহিস্টোরিয়ান নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

ফার্স্ট স্পিকার চমকে উঠলেন। সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরী নেই। তিনি কি ফিসফিস করছিলেন? তিনি কি জোরে কিছু বলেছেন?

দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের নিয়ম হচ্ছে বেশি জানো, বলো কম, আর ফার্স্ট স্পিকারদের জানতে হয় সবচেয়ে বেশি, বলতে হয় সবচেয়ে কম।

তিনি হাসলেন, যখন সবাই বুঝতে পারবে যে দ্বিতীয় এম্পায়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্র্যানটরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা তখন ট্র্যানটোরিয়ান দেশপ্রেমিক হতে সবারই লোভ হবে। সেলডন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন পাঁচ শতাব্দী আগেই।

বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারলেন না ফার্স্ট স্পিকার। জেনডিবলের আসার সময় হয়নি এখনো।

স্যান্ডেস অধীর হয়ে এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের প্রতীক্ষা করছেন। জেনডিবল বয়সে তরুণ, ফলে সে নতুন আঙ্গিকে সেলডন প্ল্যান বিচার করতে পারবে এবং হয়তো অন্যদের চোখে যা ধরা পড়বেনা, তার চোখে সেটা ধরা পড়বে। স্যান্ডেস নিজেও হয়তো তার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখতে পারবেন।

কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না প্রীম পালভার-মহান পালভার নিজে-কোল বেনজাম যেদিন প্রথম ফাউণ্ডেশনকে থামানোর ব্যাপারে প্রথম তার সাথে কথা বলতে আসে, সেখান থেকে কতখানি লাভবান হয়েছিলেন। বেনজাম, সেলডনের পরে যিনি তাত্ত্বিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেই সাক্ষাৎকারের কথা কখনো আলোচনা করেননি, তবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি একুশতম ফার্স্ট স্পিকার হয়েছিলেন। অনেকেই বেনজামকে পালভারের চেয়েও বেশি মূল্যায়ন করে থাকে।

জেনডিবল কি বলতে পারে, সেটা ভেবে স্যান্ডেস বেশ অবাক হচ্ছেন। প্রথা অনুযায়ী মেধাবী তরুণরা একা ফার্স্ট স্পিকারের মুখোমুখি হয়ে তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপন করে। প্রথম সাক্ষাৎ-এর বিষয়বস্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন।

চার ঘণ্টা পর জেনডিবল তার সামনে এসে দাঁড়ালো। তরুণের মধ্যে কোনো জড়তা নেই।

স্যান্ডেস বললেন, 'তুমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চেয়েছ, স্পিকার। তুমি কি দয়া করে সংক্ষেপে বলবে?'

এবং জেনডিবল শান্ত গলায় বলল, যেন একটু আগে ডিনারে কি খেয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছে, 'ফার্স্ট স্পিকার, সেলডন প্ল্যান একেবারেই অর্থহীন!'

১৮

অন্যরা তার ব্যাপারে কি ভাবল সেটা নিয়ে জেনডিবল কখনো মাথা ঘামায়নি। এমন কোনো সময়ের কথা তার মনে পড়ে না যে সময় নিজেকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। মাত্র দশ বছর বয়সে তার মাইন্ডের তীক্ষ্ণতা দেখে একজন এজেন্ট তাকে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের জন্য রিক্রুট করে।

তারপর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে মহাকাশযানের প্রতিক্রিয়ার সাথে সাইকোহিস্টোরীর সম্পর্ক নিজের গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেয়। সাইকোহিস্টোরী তাকে নেশার মতো খুন করে ফেলে। তার সমবয়সী অন্যরা যখন গলদঘর্ম হচ্ছে ডিফারেন্শিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে, সেই সময় সে সেলডনের মৌলিক রচনাগুলো ঠোঁটস্থ করে ফেলেছে।

মাত্র পনের বছর বয়সে ভর্তি হয় ট্রানটর গ্যালাকটিক ইউনিভার্সিটিতে। (ইউনিভার্সিটি অফ ট্রানটরের নতুন অফিসিয়াল নাম)। সেই সময় তার জীবনের লক্ষ্য কি জিজ্ঞেস করা হলে সে শুধু গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'আমার জীবনের লক্ষ্য চল্লিশ পেরোবার আগেই ফার্স্ট স্পিকার হওয়া।'

ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার জন্য নিজের ভেতরে যোগ্যতার অভাব কখনো অনুভব করেনি সে। এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত, শুধু লক্ষ্য হচ্ছে তরুণ বয়সে পদটি বাগিয়ে নেয়া। প্রীম পালভার নিজে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ফার্স্ট স্পিকার হয়েছিলেন।

জেনডিবল যখন এই কথা বলেছিল তখন প্রশ্নকারীর অভিব্যক্তি কেঁপে গিয়েছিল কিছুটা, কিন্তু এরই মধ্যে সাইকোল্যাংগুয়েজে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছে সে, ফলে এই কম্পন ব্যাখ্যা করতে তার অসুবিধা হয়নি। বুঝতে পেরেছিল প্রশ্নকারী তার রেকর্ডে ছোট একটা নোট যোগ করবে, সেটা হচ্ছে, এই লোককে সামলানো কঠিন।

অবশ্যই, জেনডিবলকে সামলানো সবসময়ই কঠিন।

এখন তার বয়স ত্রিশ। দুমাসের মাথায় একত্রিশে পা দেবে। ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার জন্য তার হাতে সময় রয়েছে নয় বছর এবং জানে যে সে সফল হবেই। বর্তমান স্পিকারের সাথে আজকের সাক্ষাৎকার তার পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এবং সঠিক আচরণ প্রকাশের জন্য সে তার সাইকোল্যাংগুয়েজের দক্ষতাকে ঘষামাজা করে আসেনি।

যখন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের দুজন স্পিকার নিজেদের ভেতর যোগাযোগ করে
তাদের ভাষা হয় গ্যালাক্সির অন্য যে কোনো ভাষার চেয়ে ব্যতিক্রম। এই ভাষায়
কোনো শব্দ নেই, রয়েছে সূক্ষ্ম আকার ইঙ্গিত, অনেকটা মাইন্ডের সূক্ষ্ম পরিবর্তন।
অন্য কেউ এই ভাষা বুঝতে পারবে না, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে চিন্তা ভাবনার
আকারে প্রচুর তথ্য আদান প্রদান হয়ে যাবে, লিখে সেটা বর্ণনা করা যাবে না।
স্পিকারদের ভাষার সুবিধা হচ্ছে দ্রুতগতি এবং সূক্ষ্মতা। অসুবিধা হচ্ছে, আসল
অনুভূতি কখনো গোপন করা যায় না।
ফার্স্ট স্পিকারের ব্যাপারে জেনডিবল নিজের ভাবনা নিয়ে সচেতন। সে জানে
ফার্স্ট স্পিকার এমন একজন মানুষ, যিনি তার মেন্টাল পাওয়ারের শীর্ষ অবস্থা পার
হয়ে এসেছেন। ফার্স্ট স্পিকার-জেনডিবলের মতে-কোনো সমস্যা আশা করছেন
না, সমস্যা মোকাবেলা করার কোনো প্রশিক্ষণ নেই, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়
সেটা মোকাবেলা করার দক্ষতা তার নেই। সুনাম এবং জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও
তিনি আকস্মিকভাবে তৈরি একজন মানুষ।
এই সবকিছু জেনডিবলকে শুধু শব্দ, ইঙ্গিত বা মৌখিক ভাবভঙ্গির আড়ালে
রাখলে চলবেনা, তার নিজস্ব চিন্তার আড়ালেও রাখতে হবে। ফার্স্ট স্পিকারের কাছ
থেকে আড়ালে রাখার কোনো সঠিক পদ্ধতি তার জানা নেই।
নিজের ব্যাপারে ফার্স্ট স্পিকারের অনুভূতি জানার কোনো চেষ্টা সে করছে না।
তবে আন্তরিকতা এবং সৌজন্যমূলক পরিবেশ অনুভব করতে পারছে এবং নিজে
যাতে কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ না করে সেজন্য মনকে ঠিক করে নিল।
চেয়ারে হেলান দিয়ে মৃদু হাসলেন ফার্স্ট স্পিকার। তিনি টেবিলের উপর পা
তুলে বসেন নি, তবে তার আচরণ জেনডিবলকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখার
জন্য যথেষ্ট।
স্যান্ডেস বললেন, 'সেলডন প্ল্যান অর্থহীন? কি চমৎকার মন্তব্য! তুমি সম্প্রতি
প্রাইম রেডিয়ান্ট দেখেছ, স্পিকার জেনডিবল?'
'প্রাইম রেডিয়ান্ট নিয়ে আমি প্রায়ই গবেষণা করতাম, ফার্স্ট স্পিকার। এটা
ছিল আমার দায়িত্ব আর আমার জন্য আনন্দের ব্যাপার।'
"তুমি কি শুধু তোমার প্রয়োজনীয় অংশগুলো নিয়ে স্টাডি করেছ? ছোট ছোট
অংশগুলো পরীক্ষা করেছ-এখানে একটা সমীকরণের সমাধান, ওখানে সমন্বয়
সাধন, এভাবে? পুরোটা পর্যবেক্ষণ করা আমার কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ মনে
হয়। ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্রাইম রেডিয়ান্ট পর্যবেক্ষণ করার উপকারিতা রয়েছে-তবে
পুরোটা একসাথে পর্যবেক্ষণ করা আরো বেশি মজার। সত্যি কথা বলতে কি
স্পিকার, আমি অনেকদিন থেকে কাজটা করি না। তুমি আমার সাথে যোগ দেবে?"
জেনডিবলের বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার সাহস হলো না, কাজটা তাকে করতেই
হবে। 'ব্যাপারটা আমার জন্য সম্মানের ও আনন্দের, ফার্স্ট স্পিকার।'
ফার্স্ট স্পিকার তার ডেস্কের পাশে একটা লিভারে চাপ দিলেন। প্রত্যেক
স্পিকারের কক্ষেই এধরনের একটা লিভার রয়েছে, জেনডিবলের কক্ষেও রয়েছে।

দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন একটা সমতাবাদী সমাজ। ফার্স্ট স্পিকারের একমাত্র অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে তিনি সবার আগে কথা বলেন।'

লিভারে চাপ দেয়ার ফলে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু প্রায় সাথে সাথে আবার ভরে গেল মৃদু আলোয়। দুই লম্বা দেয়াল মসৃণ উজ্জ্বল সাদাটে আলোয় ভরে উঠল, তারপর সেখানে ফুটে উঠল পরিষ্কারভাবে প্রিন্ট করা সমীকরণ। এত ছোট যে পড়াই যাচ্ছেনা।

'যদি তোমার আপত্তি না থাকে,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন এখানে আর কেউ উপস্থিত নেই, 'বিবর্ধন আরো কমিয়ে নেব যেন একসাথে অনেক বেশি অংশ দেখতে পারি।'

পরিষ্কার প্রিন্টগুলো চুলের মতো ছোট হয়ে গেল, উজ্জ্বল ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখাচ্ছে ঝাপসা কালো আঁকাবাঁকা রেখার মতো।

চেয়ারের হাতলের কনসোলের বোতাম স্পর্শ করলেন ফার্স্ট স্পিকার। 'আমরা এটাকে একেবারে শুরুতে নিয়ে যাব–হ্যারি সেলডনের জীবনকালে–তারপর ছোট ছোট ধাপে সামনে এগোব। এমনভাবে এগোব যেন একসাথে মাত্র একদশকের ডেভেলপমেন্ট দেখতে পারি। এভাবে যে কেউই ইতিহাসের চমৎকার প্রবাহ দেখতে পারবে, কোথাও কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। তুমি বোধহয় কখনো এভাবে করোনি।'

'ঠিক এভাবে কখনো করিনি, ফার্স্ট স্পিকার।'

'করা উচিত ছিল। চমৎকার অনুভূতি। শুরুর দিকে পাতলাভাবে ছড়ানো কালো নকশাগুলো খেয়াল করো। প্রথম কয়েক দশক বিকল্প সুযোগ বেশি ছিল না। শাখাপথগুলো সময়ের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জ্যামিতিকহারে। কারণ একটা শাখা নির্বাচন করার ফলে ভবিষ্যতের অনেকগুলো শাখা বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্যই ভবিষ্যতের বিষয়ে খেয়াল করতে হবে কোন শাখা আমরা নির্বাচন করব।'

'আমি জানি, ফার্স্ট স্পিকার।' গলার শুকনো ভাব জেনডিবল চেষ্টা করেও দূর করতে পারল না।

ফার্স্ট স্পিকার ব্যাপারটা পাত্তা দিলেন না। 'লাল রঙের লাইনগুলো দেখো। এগুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন রয়েছে। থাকবেই, যেহেতু প্রত্যেক স্পিকার সেলডনের মূল পরিকল্পনায় সংশোধনী যোগ করে নিজেদের স্থান তৈরি করে নেয়। এটা বলার কোনো উপায় নেই যে ঠিক কোনখানে একটা সংশোধনী যোগ করা হবে বা একজন স্পিকার কোন অংশে তার আগ্রহ খুঁজে পাবে এবং আমার অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছে সেলডনের কালো এবং স্পিকারদের লাল প্রতীকের মধ্যে একটা শক্ত নিয়ম অনুসরণ করে যা সময়ের উপর বেশি নির্ভরশীল।"

জেনডিবল দেখছে বছরগুলো একে একে পার হয়ে যাচ্ছে, লাল আর কালো সারিগুলো তৈরি করেছে প্রায় সম্মোহনী প্যাটার্ন। অবশ্য প্যাটার্ন কোনো বিষয় না, বিষয় হচ্ছে এর ভেতরে যে প্রতীকগুলো রয়েছে।

এখানে সেখানে উজ্জ্বল নীল রং-এর কিছু তৈরি হচ্ছে, প্রবাহিত হচ্ছে ছোট নদীর মতো, বিভক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শাখায় তারপর মিশে যাচ্ছে লাল বা কালো প্রতীকের সাথে।

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'ডেভিয়েশন ব্লু,' এবং দুজনের ভেতর বিতৃষ্ণা তৈরি হলো। 'আমরা বারবার এর কবলে পড়েছি, এবং আমরা বিচ্যুতির শতকে পৌঁছেছি।'

দুজনেই পরিষ্কার বলতে পারবে ঠিক কখন মিউলের বিধ্বংসী ক্ষমতা পুরো গ্যালাক্সি গ্রাস করে ফেলে, কারণ প্রাইম রেডিয়্যান্ট হঠাৎ করেই ঝাঁপসা হয়ে গেছে। এবং বিভিন্ন দিক থেকে ছোট নদীর মতো নীল রং-এর অনেকগুলো শাখা ছড়িয়ে পড়ল। এক সময় মনে হলো পুরো ঘরটাই নীল দূষণে ভরে গেছে।

নীল দূষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ধীরে ধীরে ঝাঁপসা ও হালকা হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি ঘটল দীর্ঘ শতাব্দী পূর্বে। যখন শেষ হলো এবং সেলডন প্ল্যান আবার লাল ও কালো রং-এ ফিরে এলো, তখন পরিষ্কার ধরা পড়ল প্রীম পালভারের অবদান।

অনওয়ার্ড, অনওয়ার্ড–

'বর্তমান সময়,' ফার্স্ট স্পিকার আনন্দের সাথে বললেন।

অনওয়ার্ড, অনওয়ার্ড–

তিনটা কালো বিন্দুর নিখুঁত কুনটের মাঝখানে লাল বিন্দু তৈরি হলো।

'এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় এম্পায়ারের প্রতিষ্ঠা,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন।

তিনি প্রাইম রেডিয়্যান্ট বন্ধ করে দিলেন, পুরো কক্ষ আবার স্বাভাবিক আলোয় ভরে উঠল।

'আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা।' জেনডিবল বলল।

'হ্যাঁ,' ফার্স্ট স্পিকার হাসলেন, 'এবং তুমি আবেগ প্রকাশ করতে চাওনা। কোনো ব্যাপার না। আমি যা বলতে চাই সেটা শোনো।

'প্রথমেই খেয়াল করবে যে প্রীম পালভারের পরে ডেভিয়েশন ব্লু একেবারেই অনুপস্থিত– অন্যভাবে বলা যায় গত বার দশকে এর উপস্থিতি ছিল না। তারপরে খেয়াল করবে যে আগামী পাঁচ শতাব্দীতে পঞ্চম মাত্রার বেশি বিচ্যুতির সম্ভাবনা নেই। আরো খেয়াল করবে যে আমরা সাইকোহিস্টোরীর সংশোধন দ্বিতীয় এম্পায়ার প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি। তুমি তো জানোই হ্যারি সেলডন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা হলেও–তিনি সবজান্তা ছিলেন না বা হতেও পারতেন না। আমরা তার চেয়েও অগ্রসর। সম্ভবত সাইকোহিস্টোরী তিনি যতটুকু জানতেন আমরা জানি তার চেয়ে বেশি।

'সেলডন তার গণনা শেষ করেছিলেন দ্বিতীয় এম্পায়ার পর্যন্ত আমরা সেটাকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছি। দ্বিতীয় এম্পায়ারের পরবর্তী সময়ের জন্য যে নতুন হাইপার প্ল্যান তার বেশির ভাগটাই আমার করা এবং সেই কারণেই আমি পৌঁছতে পেরেছি আজকের অবস্থানে।

"একলো বলার কারণ হলো যেন তুমি আমাকে কোনো অগ্রহণযোগ্য কথা বলো। এতকিছু জানার পরও কিভাবে বললে সেলডন প্ল্যান অর্থহীন। একেবারে নিখুঁত। সবচেয়ে বড় ব্যাপার এটা বিচ্যুতির শতক পেরিয়ে এসেছে–একজন গালডরের প্রতিভাকে সম্মান জানাতে হয়। আর এটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে এটি নিখুঁত। এর কোনখানে দুর্বলতা, ইয়মোন, যার কারণে তুমি বলছ এই প্ল্যান অর্থহীন?"

জেনডিবল দু-পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ফার্স্ট স্পিকার। সেলডন প্ল্যানে কোনো খুঁত নেই।'

'তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ তাহলে?'

'না, ফার্স্ট স্পিকার। নিখুঁত ভাবটাই হচ্ছে এই প্ল্যানের সবচেয়ে বড় খুঁত। নির্ভুলতা একটা মারাত্মক ব্যাপার।'

১৬

ফার্স্ট স্পিকার নিজের মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন এবং তিনি অনেক এক্ষেত্রে জেনডিবলের অদক্ষতা দেখে। তরুণ প্রতিবারই চেষ্টা করছে তার অনুভূতি গোপন রাখতে, কিন্তু প্রতিবারই সে ব্যর্থ হচ্ছে।

স্যান্ডেস বিরক্তি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। জেনডিবলের গড়ন পাতলা, উচ্চতা মাঝারি, পাতলা ঠোঁট এবং কঙ্কালসার দুটি হাত। কালো চোখ, মনে হয় সবসময় ধিকি-ধিকি জ্বলছে।

ফার্স্ট স্পিকার জানেন নিজের ধারণা থেকে তাকে হটানো প্রায় অসম্ভব।

'তুমি ধাঁধা তৈরি করছ, স্পিকার।' তিনি বল্লেন।

'ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে, ফার্স্ট স্পিকার, কারণ সেলডন প্ল্যানের অনেক কিছু আমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছি।'

'তুমি কোন বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তুলছ তাহলে?'

'এই প্ল্যানের ভিত্তি নিয়ে। আমরা সবাই জানি–যাদের আচরণ অনুমানের জন্য এই পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে তাদের কাছে এর বৈশিষ্ট্য বা অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়লে এটি কাজ করবে না।'

'আমার ধারণা হ্যারি সেলডন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। আমার আরো মনে হয় তিনি এটাকে সাইকোহিস্টোরীর মৌলিক দুটি অনুমিতির একটি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন।'

'তিনি মিউলের বিষয় বিবেচনা করেননি, ফার্স্ট স্পিকার এবং মিউল দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব প্রকাশ করে দেয়ার পর প্রথম ফাউন্ডেশন আমাদেরকে দেবে সেটাও বিশ্লেষণ করেন নি।'

'হ্যারি সেলডন–'এক মুহূর্তের জন্য ফার্স্ট স্পিকার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেলেন। হ্যারি সেলডনের প্রতিচ্ছবির কথা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের জন্য জানা। তাদের কাছেও সেলডনের দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, ফটোগ্রাফিক, হলোগ্রাফিক প্রতিকৃতি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো সবই তার জীবনের শেষ কয়েক বছরের। সবই একজন সজ্জন বৃদ্ধলোকের, বয়স এবং জ্ঞানের ভারে সারা মুখে বলিরেখা দেখা দিয়েছে, পুরো অবয়ব জুড়ে প্রতিভার ছটা।

কিন্তু ফার্স্ট স্পিকারের মনে পড়ল সেলডনের তরুণ বয়সের একটা ছবির কথা, ছবিটাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি, কারণ সেলডনের বৃদ্ধ অবয়ব সবার মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি ছবিটা দেখেছিলেন এবং তার হঠাৎ করেই মনে হলো স্টর জেনডিবল দেখতে অনেকটা তরুণ সেলডনের মতো।

অসম্ভব! এ ধরনের কুসংস্কার যখন তখন যে কারো মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনিও ব্যতিক্রম নন। তার সামনে যদি এখন ছবিটা থাকত তবে দেখে নিতে পারতেন যে তিনি যা ভাবছেন, সবই কল্পনা। তারপর এমন একটা চিন্তা এই মুহূর্তে তার মাথায় কি করে এলো।

তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা ছিল এক মুহূর্তের কম্পন–চিন্তার সামান্য বিচ্যুতি–অন্য কেউ ধরতে না পারলেও একজন স্পিকার ঠিকই ধরতে পারবে। জেনডিবল যেমন খুশি ব্যাখ্যা করতে পারে।

"হ্যারি সেলডন,' তিনি আবার নরম সুরে বললেন, "ভালভাবেই জানতেন অনেক বিষয়ই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন না এবং সে কারণেই তিনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন তৈরি করেছিলেন। আমরাও মিউলের ব্যাপারটা ধরতে পারিনি, কিন্তু যখন সেই আক্রোশ আমাদের উপর এসে পড়ল সেটাকে থামিয়ে দেই। এখানে গলদটা কোথায়?"

'একটাই,' জেনডিবল বলল, 'প্রথম ফাউন্ডেশনের সাথে আমাদের লড়াই এখনো শেষ হয়নি।'

জেনডিবলের বলার স্বরে সূক্ষ্ম তারতম্য। সে ফার্স্ট স্পিকারের কণ্ঠস্বরের কম্পনকে অনিশ্চয়তা হিসেবে ধরে নিয়েছে।

ফার্স্ট স্পিকার তিরস্কারের স্বরে বললেন, "আমাকে অনুমান করতে দাও। প্রথম ফাউন্ডেশনে এমন ধরনের মানুষ রয়েছে যারা চার শতাব্দীর অস্থিরতা এবং গত বারটি দশকের শান্তির সাথে তুলনা করে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন ভালভাবেই সেলডন প্ল্যানের রক্ষণাবেক্ষণ করছে–এবং অবশ্যই তারা সঠিক উপসংহারে পৌঁছেছে। তারা হয়তো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আসলে ধ্বংস হয়নি–এবং অবশ্যই তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে প্রথম ফাউন্ডেশনের রাজধানী বিশ্বের এক তরুণ, তাদের প্রশাসনের একজন সদস্য ঠিক এমনই মনে করে–আমি অবশ্য নামটা ভুলে গেছি–"

'গোলান ট্রাভিজ,' জেনডিবল নরম সুরে বলল। 'ব্যাপারটা আমিই প্রথম খেয়াল করি এবং আপনার কাছে পাঠাই।'

'ওহ?' ফার্স্ট স্পিকার অতিরিক্ত ভদ্র গলায় বললেন। 'এই লোকের উপর তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো কেন?'

"টার্মিনাস থেকে আমাদের একজন এজেন্ট তাদের নতুন নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যদের নিয়ে রিপোর্ট পাঠায়—সম্পূর্ণ রুটিন ওয়ার্ক, তাই অন্য স্পিকাররা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমার চোখে পড়েছে কারণ এই রিপোর্টে গোলান ট্রাভিজ নামে একজন কাউন্সিলম্যানের ব্যাপারে অনেক কিছু বলা হয়েছিল। বর্ণনা থেকে তাকে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে আত্মবিশ্বাসী এবং আক্রমণাত্মক।"

'তার ভেতর নিজের মতো সাহসিকতা দেখতে পেয়েছ, তাই না?'

'মোটেই না,' জেনডিবল শক্ত গলায় বলল। "সে এমন একজন বেপরোয়া লোক যার অসম্ভব কাজ করার প্রতি আগ্রহ রয়েছে, যে বর্ণনা আমার বেলায় প্রযোজ্য নয়। যাই হোক আমি খুব ভালোভাবে স্টাডি করেছি। ছোট বেলায় তাকে রিক্রুট করা গেলে পারতো আমাদের জন্য একটা সম্পদ হতো সে।"

'হয়তো,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন," কিন্তু তুমি জানো আমরা টার্মিনাস থেকে রিক্রুট করি না।'

"ভালোভাবেই জানি। যাই হোক আমাদের প্রশিক্ষণ ছাড়াই তার ভেতর অস্বাভাবিক ইনট্যুইশন তৈরি হয়েছে। অবশ্য পুরোপুরি অগোছালো। তাই অবাক হইনি যখন সে বুঝতে পারল যে আমরা এখনো টিকে আছি। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ায় আমি আপনাকে জানাই।"

'আমি ধরে নিচ্ছি নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে।'

'আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপারটা ধরে ফেলার পর সে তার অতি উন্নত ইনট্যুইশন এমন বিশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ব্যবহার করল যার ফলে তাকে টার্মিনাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

ফার্স্ট স্পিকার ভুরু কপালে তুললেন। "তুমি আচমকা থেমে গেছ। তুমি চাও আমি বিষয়টার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলি। কম্পিউটার ব্যবহার না করে সেলডন সমীকরণের খসড়া হিসেবে প্রয়োগ করে দেখা যাক কেন টার্মিনাসের বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়র, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তরুণকে গ্যালাক্সিতে নির্বাসিত করার সুযোগ দেননি বরং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ তিনি ভালোভাবেই জানেন আমরা এখনো টিকে আছি। আমার মতে ব্যাপারটা না বোঝার ভান করে ট্রাভিজকে বের করে দেয়াই হবে টার্মিনাসের জন্য নিরাপদ।"

'তিনি ট্রাভিজকে বন্দী করে রাখতে পারতেন বা গোপনে মেরে ফেলতে পারতেন।'

"সমীকরণগুলো একক ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায় না, প্রয়োগ করতে হয় দলবদ্ধ মানুষের উপর। তাই ব্যক্তিগত আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে অনুমান করে নিচ্ছি যে মেয়র এমন একজন ব্যক্তি মানুষ যিনি মনে করেন বন্দী করা বা মেরে ফেলা অনেক বেশি নিষ্ঠুর।"

জেনডিবল চুপ। কিছুই বলছে না। তার নীরবতা ফার্স্ট স্পিকারকে অস্থির করে তোলার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তাকে রাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়।

তারপর জেনডিবল বলল, 'আমার ধারণা সেটা না, আমার মতে ট্রাভিজ, এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় হুমকি—এমনকি মিউলের চেয়েও বড় বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।'

২০

জেনডিবল সন্তুষ্ট। তার বক্তব্য বেশ জোরালোভাবে কাজ করেছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন ফার্স্ট স্পিকার। এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ জেনডিবলের হাতে। মনে কোনো সন্দেহ থাকলেও ফার্স্ট স্পিকারের পরের কথাতেই সেটা দূর হয়ে গেল।

'সেলডন প্ল্যান অর্থহীন, তোমার এই কথার সাথে কি এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে?'

জেনডিবল নিশ্চিত হয়ে জুয়া খেলল, এমনভাবে চাল দিল যেন ফার্স্ট স্পিকার সামলে উঠতে না পারেন। "ফার্স্ট স্পিকার, প্রিম পালভারই বিচ্যুতির শতকের তুমুল বিশৃঙ্খলার পর সেলডন প্ল্যানকে আবার আগের ধারায় ফিরিয়ে আনেন। প্রাইম রেডিয়্যান্ট পর্যবেক্ষণ করে আপনি দেখতে পারবেন পালভারের মৃত্যুর দুই দশক পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা বজায় ছিল, তারপর আর কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। কৃতিত্বটা পালভারের পরবর্তী ফার্স্ট স্পিকারদের দিতে হয়, কিন্তু সেটা অসম্ভব।"

'অসম্ভব? স্বীকার করছি আমরা কেউই পালভারের মতো না, কিন্তু অসম্ভব কেন?'

"আপনি কি আমাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন, ফার্স্ট স্পিকার? সাইকোহিস্টোরী গণিত ব্যবহার করে আমি আপনাকে পরিষ্কার দেখাতে পারব যে বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব। মাত্র আধঘণ্টা সময় প্রয়োজন। ইচ্ছে হলে আপনি আমাকে সুযোগ নাও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্পিকারদের মিটিং ডেকে সেখানে ব্যাখ্যা করব। কিন্তু সেজন্য আমার প্রচুর সময় নষ্ট হবে।"

'হ্যা, এবং আমি হয়তো একটা পরিচিত মুখ হারাব। —এখনি আমাকে ব্যাখ্যা করে শোনাও। কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন।' ফার্স্ট স্পিকার নিজেকে সামলানোর জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। 'তোমার কথা যদি অর্থহীন কিছু হয়, আমি সেটা ভুলব না।'

'যদি আমার কথা অর্থহীন প্রমাণ হয়,' জেনডিবল অহংকারের সাথে বলল, 'আমি সাথে সাথে পদত্যাগ করব।'

সময় লাগল আসলে আধঘণ্টারও বেশি, কারণ ফার্স্ট স্পিকার বারবার গণিত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন।

কিছুটা সময় জেনডিবল নষ্ট করল তার মাইক্রো রেডিয়্যান্ট নিয়ে। এই ডিভাইস দিয়ে বিশাল পরিকল্পনার যে কোনো অংশকে বের করে আনা যায়, তার জন্য কোনো দেয়াল বা ডেস্ক সাইজ কনসোল প্রয়োজন হয় না। মাত্র এক দশক আগে থেকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, কিন্তু ফার্স্ট স্পিকার এর ব্যবহার জানেন না। জেনডিবল এ ব্যাপারে সচেতন।

জেনডিবল যন্ত্রটা ডানহাতের বুড়ো ... র চার আঙুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার হাত চালানোতে মনে হয় যেন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে।

কথার সাথে সাথে তার তৈরি সমীকরণগুলো সাপের মতো এঁকেবেঁকে অগ্রসর হচ্ছে। ইচ্ছে করলেই সে যে কোনো ব্যাখ্যা, অনুমিতি এবং দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক গ্রাফ তৈরি করতে পারবে।

জেনডিবলের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম। ফার্স্ট স্পিকার হাল ছেড়ে দিলেন। 'আমি এমন বিশ্লেষণ কখনো দেখিনি। কার কাজ এটা?'

'ফার্স্ট স্পিকার, এটা আমার নিজের। মৌলিক গণিতগুলো আমি তৈরি করেছি।'

'চমৎকার স্পিকার, জেনডিবল। এ ধরনের গবেষণাই তোমার ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেবে, যদি আমি মারা যাই বা অবসর নেই।'

'আমি ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখিনি, ফার্স্ট স্পিকার- কিন্তু যেহেতু আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আশা করি আমি একদিন ফার্স্ট স্পিকার হব। শুধু এই পদে যে বসবে তাকে কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে, সেটা পরিষ্কার আমার কাছে।'

'হ্যাঁ' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'অপ্রয়োজনীয় ভদ্রতা বিপজ্জনক হতে পারে। কি ধরনের নিয়ম? হয়তো বর্তমান ফার্স্ট স্পিকারও সেগুলো মেনে চলতে পারে।'

মার্জিত আত্মসমর্পণ, এবং জেনডিবল হঠাৎ করেই বৃদ্ধের প্রতি নরম হয়ে পড়ল। কারণ সে ফার্স্ট স্পিকারের আসল উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে।

'ধন্যবাদ, ফার্স্ট স্পিকার, আপনার সাহায্য আমার দারুণভাবে প্রয়োজন। আপনার সুনিপুণ নেতৃত্ব ছাড়া বাকী সদস্যদের কিছুই বোঝাতে পারব না। আমার ধারণা, আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের নীতিতে বিচ্যুতির শতকরা সম্ভাবনা কমা ছিল অসম্ভব অথবা তার পরে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করা একেবারেই অসম্ভব।'

"পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'যদি তোমার গণিত যা হয় তবে সেলডন প্ল্যান আগের ধারায় ফিরিয়ে এনে সঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য ছোট মানব গোষ্ঠী- এমনকি একক ব্যক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।"

"ঠিক তাই। যদিও সাইকোহিস্টোরী গণিতে সেটা সম্ভব নয়, তারপরও বিশৃঙ্খলা নিশ্চিহ্ন হবে না এবং সবচেয়ে বড় কথা পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকতে দেখা যাবে না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেলডন প্ল্যানের নির্ভুলতাই এর সবচেয়ে বড় খুঁত বলতে আমি কি বুঝিয়েছিলাম।"

'হয় সেলডন প্ল্যানের ভেতর বড় কোনো বিশৃঙ্খলা রয়েছে, অথবা তোমার গণিতে কোনো ভুল আছে। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে সেলডন প্ল্যানে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি, তার মানে তোমার গণিতে কোনো ভুল আছে-যদিও আমি ধরতে পারছিনা।"

'আপনি ভুল করছেন,' জেনডিবল বলল, 'তৃতীয় সম্ভাবনা বাদ দিয়ে। সেলডন প্ল্যানে বিশৃঙ্খলা না থাকাও সম্ভব এবং আমার গণিতে ভুল না থাকাও সম্ভব।'

'তৃতীয় সম্ভাবনাটা দেখতে আমি ব্যর্থ হয়েছি।'

"ধরা যাক সেলডন প্ল্যান এমন এক উন্নত সাইকোহিস্টোরিক্যাল পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যার দ্বারা এমনকি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং এমন এক পদ্ধতি যা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হাতে নেই। শুধু তখনই আমার গণিতের দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব যে সেলডন প্ল্যানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য (দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন স্টান্ডার্ড অনুযায়ী) ফার্স্ট স্পিকার চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, "এমন কোনো উন্নত সাইকোহিস্টোরীক্যাল পদ্ধতির কথা আমার জানা নেই, তোমার আচরণে আমি নিশ্চিত যে তুমিও জানো না। তুমি বা আমি জানিনা, আমাদের অজান্তে দলের অন্য কারো হাতে মাইক্রোসাইকোহিস্ট্রি থাকার সম্ভাবনা খুব কম। তুমি একমত?"

'আমি একমত।'

'তাহলে হয় তোমার বিশ্লেষণ ভুল অথবা মাইক্রোসাইকোহিস্ট্রি রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের বাইরের কারো হাতে।'

'ঠিক তাই, ফার্স্ট স্পিকার, পরের সম্ভাবনাটাই ঠিক।'

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে?'

'না পারব না; কিন্তু ভেবে দেখুন-এরই মধ্যে একজন একক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সেলডন প্ল্যান প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা?'

'আমার ধারণা তুমি মিউলের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

"মিউল শুধু ধ্বংস করতে পারত। সমস্যা হচ্ছে সেলডন প্ল্যান খুব ভালোভাবে চলছে, তোমার গণিত যতটুকু শুদ্ধ করা যায় তারচেয়েও নিখুঁত ভাবে। তোমার প্রয়োজন এন্টি মিউল-যারা মিউলের মতো প্ল্যানটিকে গ্রাস করতে পারবে কিন্তু কাজ করবে বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে -ধ্বংস না করে রক্ষা করবে।"

"ঠিক, ফার্স্ট স্পিকার। মিউল কি? একটা মিউট্যান্ট। কিন্তু সে কোত্থেকে এসেছিল? কিভাবে এসেছিল? কেউ জানে না। যেখান থেকে এসেছিল সেখানে তার মতো অনেকেই থাকতে পারে?"

'অবশ্যই না। মিউলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে কথাটা জানা যায় সেটা হচ্ছে তার কোনো জোড়া নেই। নাকি তুমি ব্যাপারটা কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দিয়েছ?'

"আমি মিউলের বংশধরদের কথা বলছিনা। হয়তো মিউল এমন কোনো গোষ্ঠীর বিদ্রোহী সদস্য যাদের মিউলের মতো ক্ষমতা রয়েছে-এখন তারা দলে ভারী হয়েছে-যারা নিজেদের কোনো উদ্দেশ্যে সেলডন প্ল্যান ধ্বংস না করে সমর্থন করছে।"

'গ্যালাক্সির কসম, কেন তারা সমর্থন করবে?'

"আমরা কেন সমর্থন করি? আমরা এমন একটা দ্বিতীয় এম্পায়ারের পরিকল্পনা করেছি যেখানে আমরা অথবা আমাদের বুদ্ধিমান বংশধররা সিদ্ধান্ত নেবে। যদি অন্য কোনো দল বা গোষ্ঠী আমাদের চেয়েও দক্ষভাবে এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে,

তারা আমাদের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিতে চাইবে না। আমাদের কি দেখা উচিত না তারা কিরকম দ্বিতীয় এম্পায়ার আমাদের উপহার দিতে যাচ্ছে?'

'তুমি কিভাবে খুঁজে বের করবে?'

'বেশ, টার্মিনাসের মেয়র গোলান ট্র্যাভিজকে কেন বের করে দিলেন। তিনি একজন সম্ভাব্য বিপজ্জনক চরিত্রকে সুযোগ দিলেন গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়ানোর। তিনি মানবজাতির কল্যাণ চান, আমি বিশ্বাস করি না। ঐতিহাসিকভাবে প্রথম ফাউন্ডেশনের শাসকরা আচরণ করেন বাস্তববাদীর মতো। আসলে আমার ধারণা মেয়র এন্টি-মিউলদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেছেন। হয়ে যদি ট্র্যাভিজ তাদের এজেন্ট, আমাদের জন্য বিপজ্জনক। বিপজ্জনক।'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'সেলডনের কসম, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। বাকী সদস্যদের বোঝাবো কি করে?'

'ফার্স্ট স্পিকার, আপনি আপনার সুনামকে খাটো করে দেখছেন।'

পৃথিবী

২১

ট্র্যাভিজ রেগে আছে আর প্রচণ্ড বিরক্ত। সে আর পেলোরেট বসে আছে, ডাইনিং রুমে। কিছুক্ষণ আগে দুপুরের খাবার খেয়েছে।

পেলোরেট বলল, "দুদিন ধরে আমরা মহাকাশে রয়েছি, কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে না, যদিও বিশুদ্ধ বায়ু, প্রকৃতি ইত্যাদির অভাব রয়েছে। আশ্চর্য! এই জিনিসগুলো যখন আমার চারপাশে ছিল তখন খুব একটা খেয়াল করিনি। আমার ওয়েফার আর তোমার চমৎকার কম্পিউটারের কারণে পুরো লাইব্রেরি নিয়ে আসতে পেরেছি এখানে। এবং মহাকাশ সম্বন্ধে আমার ভয় কেটে গেছে। সত্যিই অদ্ভুত।"

ট্র্যাভিজ কোনো কথা না বলে শুধু মৃদু শব্দ করল। ভিউয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

পেলোরেট মৃদু গলায় বলল, 'তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনা, গোলান, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার কথা শুনছনা তুমি। যদিও আমি খুব একটা আকর্ষণীয় না, সব সময়ই বিরক্তিকর। তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি অন্য কিছু নিয়ে চিন্তিত। –কোনো বিপদে পড়েছি? আমাকে বলতে ভয় পেয়ো না। কিছু করতে পারব না হয়তো। কিন্তু আতঙ্কে উন্মাদও হয়ে যাবনা।'

'বিপদ?' ট্র্যাভিজ মনে হলো ফিরে আসছে অন্য এক জগৎ থেকে, ভুরু সামান্য কুঁচকে আছে।

'আমি মহাকাশযানের কথা বলছি। নতুন মডেল, তাই আমার মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।' অনিশ্চিতভাবে হাসল পেলোরেট।

ট্র্যাভিজ জোরে জোরে মাথা নাড়ল। 'তোমার মতো আমি তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখেছি, জেনভ। মহাকাশযানে সমস্যা নেই। ভালভাবেই চলছে। আসলে আমি খুঁজছি একটা হাইপার রিলে।'

'আচ্ছা, –হাইপার রিলেটা কি?'

'বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি, জেনভ। টার্মিনাসের সাথে আমরা যখন প্রয়োজন হবে তখনই যোগাযোগ করতে পারব এবং টার্মিনাসও আমাদের সাথে যখন তখন যোগাযোগ করতে পারবে। তারা মহাকাশযানের অবস্থান জানে, গতিপথ চিহ্নিত করতে পারবে। এই যদি নাও করে, তারা কাছাকাছি মহাকাশ স্ক্যান করে আমাদেরকে খুঁজে নিতে পারবে, জ্যামিং তাদেরকে সতর্ক করে দেবে মহাকাশযান বা মেটিওরাইট-এর ব্যাপারে। তাছাড়া তারা এমনকি প্যাটার্ন চিহ্নিত করতে পারে,

সেটা মহাকাশযানকে শুধু মেটিওরাইট থেকেই আলাদা করে না, বরং ... আলাদাভাবে চিহ্নিত করে, কারণ দুইটা যানের এনার্জির ব্যবহার ... না। যেভাবেই হোক আমাদের প্যাটার্নও কিছুটা আলাদা হবে, ... করলাম, কোনটা বন্ধ করলাম সেটা কোনো ব্যাপার না। আমাদের ... নতুন মডেলের, কিন্তু এর এনার্জি প্যাটার্ন অবশ্যই টার্মিনাসে ... –তাই আমাদের খুঁজে বের করে ফেলবে সহজেই।"

'আমার মনে হয়, গোলান, সভ্যতা যতই উন্নত হচ্ছে– মানুষের ... নষ্ট হচ্ছে।'

"তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ... স্পেসে চলে যাব। হাইপার স্পেস দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা ... স্পেসকে ক্রস করে যাব। এখান থেকে ওখানে যাব –কিন্তু এই দূরত্ব ... হবে একশ পারসেক-এর সমান বা তারও বেশি –সময় লাগবে মাত্র ... হঠাৎ করেই আমরা এত দূরে চলে যাব যে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।"

'আচ্ছা, তারপর।'

"যদি তারা আমাদের যানে কোনো হাইপার রিলে না বসায়। হাইপার ... হাইপার স্পেসের মধ্য দিয়েও সিগন্যাল পাঠাতে পারবে— এই ... রেজিস্টার সিগন্যাল–এবং টার্মিনাসের কর্তৃপক্ষ সবসময়ই জানবে আমরা ... রয়েছি। এটাই হচ্ছে তোমার প্রশ্নের উত্তর। গ্যালাক্সির কোনো ... লুকাতে পারব না বা এমনভাবে হাইপার স্পেসে জাম্প করতে পারব না, ... তাদের যন্ত্রপাতির হাত থেকে বাঁচা যাবে।"

'কিন্তু, গোলান,' পেলোরেট নরম সুরে বলল, 'আমাদের তো ফাউন্ডেশন ... প্রটেকশনের প্রয়োজন আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জেনভ, কিন্তু শুধু তখনই, যখন আমরা চাইব। তুমি বলেছিলে সভ্যতা ... অগ্রগতি প্রাইভেসী কমিয়ে দিচ্ছে। –বেশ, আমি অত সভ্য হতে চাই না ... স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে চাই –যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রটেকশন ... চাইব। তাতেই আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব ... এখানে কোনো হাইপার রিলে না থাকে।'

'পেয়েছ একটাও, গোলান?'

'না, পাইনি। যদি পাই তাহলে কোনো না কোনো ভাবে বন্ধ করে দিতে পারব ...'

'তুমি দেখলে চিনতে পারবে?'

'এটা একটা সমস্যা। হয়তো চিনতে পারব না। একটা সাধারণ হাইপার রিলে ... দেখতে কেমন আমি জানি এবং জানি কিভাবে সন্দেহজনক বস্তু পরীক্ষা করতে ... –কিন্তু এটা একটা আধুনিক যান, বিশেষ কাজের জন্য ডিজাইন করা। হয়তো ... নিখুঁত ডিজাইনেই একটা হাইপার রিলে বসানো হয়েছে, এমনভাবে যে খুঁজে ... পাওয়া না যায়।

'এমনও তো হতে পারে, হয়তো কোনো হাইপার রিলে নেই, সে কারণেই তুমি খুঁজে পাওনি।'

'তবুও কথাটা চিন্তা করতে পারি না আর নিশ্চিত না হয়ে হাইপার স্পেসে জাম্প করবনা।'

পেলোরেটকে আনন্দিত মনে হলো। "একারণেই আমরা মহাকাশে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছি। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম আমরা এখনো জাম্প করিনি কেন। আমি জাম্প এর কথা শুনেছি। সত্যি কথা বলতে কি কিছুটা ভয়ও পাচ্ছি –ভাবছিলাম কখন তুমি বলবে কোনো বিশেষ পোশাক পরতে বা কোনো ট্যাবলেট খেতে।"

কষ্ট করে একটু হাসল ট্রাভিজ। "কিছু করার প্রয়োজন নেই। এটা প্রাচীন যুগ না। এই ধরনের একটা যানে সব কম্পিউটারের হাতে ছেড়ে দিতে পারো। তুমি শুধু নির্দেশ দেবে, সেটা করে দেবে কম্পিউটার। বুঝতেই পারবে না কিছু ঘটেছে, শুধু মাত্র বাইরের মহাকাশের দৃশ্য বদলে যাবে হঠাৎ করে। যদি স্লাইড শো কখনো দেখে থাক তাহলে বুঝতে পারবে একটা স্লাইড সরিয়ে আরেকটা স্লাইড বসালে যেমন দেখায়। হাইপার স্পেস জাম্পও ঠিক তেমন।"

'বাহ। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না? আশ্চর্য! আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

"আমি কখনোই কিছু বুঝতে পারিনি এবং যে যানগুলোয় চড়েছিলাম সেগুলো এই যেনদাটার মতো আধুনিক ছিল না। –তবে শুধু হাইপার রিলের কারণে জাম্প দেরি করছিনা। আমাদেরকে টার্মিনাস থেকে আরো দূরে সরতে হবে–সূর্যের কাছ থেকেও দূরে সরতে হবে। বিশাল বস্তুগুলোর কাছ থেকে যত দূরে থাকব, জাম্প নিয়ন্ত্রণ করা ততো সহজ হবে, মহাকাশের নির্দিষ্ট কো-অর্ডিনেটসে পৌঁছানো নিশ্চিত হবে। প্রয়োজনের সময় ইচ্ছা করলে তুমি কোনো গ্রহের মাত্র দুইশ কিলোমিটার উপর থেকেই জাম্প করতে পারো, তারপর নিরাপদে শেষ করার জন্য তোমাকে নির্ভর করতে হবে ভাগ্যের উপর। হয়তো কোনো বিশাল নক্ষত্র বা গ্যালাটিক কোর-এ গিয়ে পড়বে এবং চোখের পলক ফেলার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মহাকাশের বিশাল বস্তুগুলোর কাছ থেকে যত দূরে সরবে এধরনের বিপদের সম্ভাবনা ততই কমবে।"

'সে ক্ষেত্রে, আমি তোমার সতর্কতার প্রশংসা করছি। আমাদের খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই।'

'ঠিক। –বিশেষ করে যেহেতু অন্য কিছু করার আগে আমি হাইপার রিলেটা খুঁজে বের করতে চাই। –অথবা যেভাবেই হোক নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চাই যে এখানে কোনো হাইপার রিলে নেই।'

ট্রাভিজ আবার ডুবে গেল তার নিজের চিন্তায় এবং পেলোরেট তাকে সচেতন করার জন্য গলার স্বর উঁচু করল, 'আমাদের হাতে সময় কত আছে?'

'কি?'

'বলতে চাচ্ছি হাইপার রিলের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে কখন তুমি জাম্প করবে, মাই ডিয়ার চ্যাপ?'

'বর্তমান অবস্থান ও গতিতে বলা যায় আমরা মহাকাশে বেড়িয়ে আসব [illegible] দিনে জাম্প করব। সঠিক সময়টা বের করব কম্পিউটারে।'

'বেশ, কৌতূহলের জন্য তোমার হাতে সময় আছে দুদিন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'বল।'

"আমার নিজের কাজের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখেছি –অবশ্যই তোমার কাজ থেকে আমার কাজ আলাদা, কিন্তু নিয়মটা হয়তো খাটানো যাবে –নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামালে লাভ হয় না। বরং আরাম কর, অন্য বিষয় নিয়ে কথা বল এবং সচেতনভাবে একাগ্র চিন্তা না করে তোমার অবচেতন মনকে সমস্যার সমাধান করতে দাও।"

ট্রেভিজ মনে হলো বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু তারপরই হেসে ফেলল। "বেশ, বেশ, প্রফেসর, পৃথিবীর প্রতি তুমি আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন? আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে একমাত্র এই নির্দিষ্ট গ্রহ থেকে, এমন অস্বাভাবিক ধারণা তোমার কেন হলো?"

'আহ!' স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পেলোরেট। "সেজন্য একটু পেছনে যেতে হবে। প্রায় ত্রিশ বছর পেছনে। যখন কলেজে ভর্তি হই, ইচ্ছা ছিল বায়োলজিস্ট হব। আমার মূল আগ্রহ ছিল বিভিন্ন গ্রহের জীব প্রজাতিগুলোর পার্থক্য নিয়ে। তুমি হয়তো জানো, তবু বলছি –পার্থক্য ছিল খুব সামান্য। সব গ্রহের জীবন –অন্তত আমরা যতগুলো চিহ্নিত করেছি–সবগুলোই একই ধরনের প্রোটিন / নিউক্লিক এসিড রসায়ন অনুসরণ করে চলে।"

'মিলিটারী কলেজে,' ট্রেভিজ বলল "নিউক্লিওনিক্স এবং গ্রাভিটিক্স পড়তে হয়। আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ হতে পারিনি। জীবনের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে খুব কমই জানি। আমাদের শেখানো হয়েছে যে পানি, প্রোটিন, এবং নিউক্লিক এসিড হচ্ছে জীবনের সম্ভাব্য উপাদান।"

"এটা আমার মতে একটা অন্যায্য সমাধান। বরং বলা ভালো যে জীবনের অন্য কোনো ধরন পাওয়া যায়নি বা আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি। যাইহোক, সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হচ্ছে স্থানীয় প্রজাতিগুলো যেগুলো শুধু নির্দিষ্ট গ্রহেই দেখা যায়– সংখ্যায়ও খুব কম। বাসযোগ্য গ্রহগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষসহ অন্যান্য জীবপ্রজাতিগুলোর মধ্যে বায়োকেমিক্যালি এবং মলেকুলারজিক্যালি খুব কাছাকাছি মিল রয়েছে। আর স্থানীয় প্রজাতিগুলো একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

'বেশ তাতে কি প্রমাণ হয়?'

"সমাধান হচ্ছে, গ্যালাক্সির একটা গ্রহ– মাত্র একটা গ্রহ– বাকীগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দশ মিলিয়ন গ্রহ রয়েছে গ্যালাক্সিতে–সঠিক সংখ্যা কেউই বলতে পারবে না–জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছে। নিচু প্রজাতির, ক্ষণস্থায়ী, [illegible] বংশবিস্তারে অক্ষম জীবন। একটা গ্রহ, মাত্র একটা গ্রহ একা মিলিয়ন প্রজাতির জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছে। যার ভেতর কয়েকটি অতি উন্নতমানের, দ্রুত বংশ বিস্তারে

সক্ষম। উন্নত প্রজাতির ভেতর আমরাও পড়ি। আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সভ্যতা স্থাপন, হাইপারস্পেশাল ফ্লাইটের উদ্ভাবন, গ্যালাক্সিতে কলোনি স্থাপনের মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান। গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ার সময় আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত লাইফ-ফর্ম বহন করে আনি।"

'এভাবে চিন্তা করা যায়ও,' ট্রেভিজ নিরাসক্ত গলায় বলল। "আমার মতে যুক্তি একটা আছে। অর্থাৎ আমরা রয়েছি একটা হিউম্যান গ্যালাক্সিতে। যদি ধরে নেই যে শুরু হয়েছিল কোনো একটা মাত্র গ্রহ থেকে, সেই একটা গ্রহ অবশ্যই হবে আলাদা। হবে না কেন? এমন দুর্লভভাবে জীবন উৎপত্তির সম্ভাবনা খুব কম –একশ মিলিয়নের এক ভাগ –কাজেই একশ মিলিয়নের মধ্যে একটা প্রাণ-বহনকারী গ্রহের সম্ভাবনা মেনে নিলে তোমার কথা ঠিক আছে।"

'কিন্তু সেটা কি, যা এই নির্দিষ্ট গ্রহকে অন্য গ্রহ থেকে আলাদা করেছে?' পেলোরেট উত্তেজিত স্বরে বলল। 'কোন ধরনের পরিবেশের কারণে এটা পরিণত হয়েছে একক বৈশিষ্ট্যের গ্রহে?'

'হয়তো কাকতালীয়ভাবে হয়ে গেছে। তাছাড়া হিউম্যান বিয়িং এবং তারা যে সকল লাইফ ফর্মগুলো নিয়ে এসেছিল সেগুলো এখন দশ মিলিয়ন গ্রহে ছড়িয়ে আছে, সবগুলোই টিকে আছে ভালভাবে, কাজেই ঐ গ্রহগুলোও যথেষ্ট ভালো।'

"না! মানবজাতি ছড়িয়ে পড়ার পর, কারিগরি উন্নয়নের পর, টিকে থাকার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর ঐসব গ্রহে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রাণের বিকাশ ঘটিয়েছে– উদাহরণ হিসেবে টার্মিনাসের কথা বলা যায়। তুমি বলতে পারবে টার্মিনাসে উন্নত প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল? এনসাইক্লোপেডিস্টদের যুগে যখন টার্মিনাসে মানুষের প্রথম পা পড়ে তখন সেখানে সবচেয়ে উন্নত উদ্ভিদ ছিল পাথরের উপর জন্মানো শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। সবচেয়ে উন্নত প্রাণী ছিল সাগরে জন্মানো প্রবালের মতো কিছু কীট এবং মাটিতে উড়তে সক্ষম কিছু পতঙ্গ। সেগুলোকে আমরা বিনাশ করে সাগর এবং মাটি মাছ, খরগোশ, ছাগল, ঘাস, শস্য, গাছপালা দিয়ে ভরিয়ে তুলি। স্থানীয়ভাবে বিকশিত প্রাণের কিছুই অবশিষ্ট নেই, যা আছে তা শুধু চিড়িয়াখানা এবং অ্যাকুরিয়ামে।"

'হুম,' ট্রেভিজ বলল।

পেলোরেট তার দিকে তাকিয়ে থাকল প্রায় এক মিনিট, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি আসলে আগ্রহী না, তাই না? স্বাভাবিক। কাউকেই আগ্রহী মনে হয়নি কখনো। বোধহয় আমারই দোষ। বিষয়টা আমার কাছে এত আকর্ষণীয় মনে হয়, কিন্তু অন্য কারো কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি নি।"

'বিষয়টা আকর্ষণীয়। বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু –কিন্তু –তাতে কি?' ট্রেভিজ বলল।

'তোমার একবারও মনে হয়নি এই গ্রহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, যে গ্রহ একাই তৈরি করেছিল একটা সমৃদ্ধ ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স, যা গ্যালাক্সির আর কোথাও হয়নি?'

'হয়তো না, যদি তুমি বায়োলজিষ্ট হও। –আমি তা নই, তুমি জানো। কাজেই মাফ করতে হবে।'

"অবশ্যই, বন্ধু। আসলে কোনো বায়োলজিষ্টও দেখিনি যে এই বিষয়ে আমি তোমাকে বলেছি, আমি বায়োলজীর ছাত্র ছিলাম। বিষয়টা নিয়ে আমার প্রফেসরের সাথে আলাপ করি। তিনি আমাকে কিছু বাস্তব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বলেন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বায়োলজি বাদ দিয়ে ইতিহাস বেছে নেই –সেটা বালক বয়স থেকেই শখে পরিণত হয়েছিল আমার –এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে "মূলগ্রহ" নিয়ে গবেষণা শুরু করি।"

'কিন্তু এটা তোমাকে সারাজীবনের একটা লক্ষ্য তৈরি করে দিয়েছে, তাই তোমার উচিত প্রফেসরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।'

'হ্যাঁ, সবাই এমনই ভাববে। আমার কাজটাও এত আকর্ষণীয় যে আমি কখনো ক্লান্ত হইনা –কিন্তু আমি চাই যে তুমিও আগ্রহী হয়ে উঠো। সবসময়ই নিজে নিজে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

পিছনে মাথা হেলিয়ে ট্রাভিজ আন্তরিকভাবে হাসল।

দুঃখের ছায়া পড়ল পেলোরেটের শান্তমুখে। 'তুমি আমাকে নিয়ে হাসছ কেন?'

'তোমাকে নিয়ে না, জেনভ,' ট্রাভিজ বলল। 'আমি হাসছি নিজের বোকামী দেখে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

'মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা বলেছি?'

'না, না। –বেশ, সেটাও আছে। –কিন্তু আমি বলতে চাই, তুমি আমাকে বলেছিলে সমস্যা নিয়ে সচেতনভাবে চিন্তা না করে মনটাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতে। তাতে লাভ হয়েছে। তুমি যখন আমাকে জীবনের বিকাশ বোঝাচ্ছিলে তখনই আমি বুঝতে পারি কিভাবে হাইপার রিলে খুঁজতে হবে –যদি থাকে।'

'ওহ্, সেটা!'

'হ্যাঁ, সেটাই! এই মুহূর্তে আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়। আমি এমনভাবে হাইপার রিলে খুঁজছিলাম যেন পুরনো প্রশিক্ষণ যানে দাঁড়িয়ে আছি। ভুলেই গেছি যে এই যান হচ্ছে হাজার বছরের কারিগরি উন্নয়নের ফসল। বুঝতে পেরেছ?'

'না, গোলান।'

'আমাদের একটা কম্পিউটার রয়েছে। কথাটা ভুলে গেলাম কি করে?'

হাত নেড়ে বলেই নিজের রুমের দিকে হাঁটা দিল, পেলোরেটকেও টেনে নিয়ে চলল।

আমাকে শুধু যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে, কম্পিউটার কনট্রোলের উপর হাত রেখে বলল।

আসলে ব্যাপারটা তাদের একহাজার কিলোমিটার পেছনে টার্মিনাসে পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

পৌঁছাও! কথা বল! যেন ছোঁয়ার জন্য নার্ভগুলোর শেষপ্রান্তে নতুন শাখাপ্রশাখা তৈরি হচ্ছে, বাইরের দিকে প্রসারিত হচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে–প্রায় আলোর গতিতে।

ট্রাভিজ স্পর্শ অনুভব করল –বেশ, হয়তো স্পর্শ না, শুধুই অনুভূতি –বা হয়তো অনুভূতিও না, কিন্তু– কোনো ব্যাপার না, যেহেতু সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য কোনো সঠিক শব্দ নেই।

সে বুঝতে পারল টার্মিনাস চলে এসেছে নাগালের মধ্যে, যদিও তাদের মাঝখানে বিশাল দূরত্ব এবং প্রতি সেকেন্ডে তা বিশ কিলোমিটার করে বাড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গ্রহ এবং মহাকাশযান এক জায়গায় স্থির এবং দূরত্ব কয়েক মিটার।

ট্রাভিজ কিছুই বলল না। চুপ করে রইল। আসলে যোগাযোগ পদ্ধতিটা সে পরীক্ষা করে দেখছিল, সত্যিকার যোগাযোগের কোনো ইচ্ছা নেই।

বাইরে আট পারসেক দূরে রয়েছে এনাক্রন, কাছাকাছির মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহ –গ্যালাক্সির ছাপ্পান্নার্ধে তাদের ঠিক পেছনে। এই মাত্র যে পদ্ধতিতে টার্মিনাসে আলোর গতিতে সংবাদ পাঠানো হলো সেভাবে উত্তর পেতে হলে সময় লাগবে বাহান্ন বছর।

এনাক্রনে পৌঁছাও! এনাক্রনের কথা চিন্তা করো! যত পরিষ্কারভাবে পার চিন্তা কর। তুমি টার্মিনাস এবং গ্যালাকটিক কোর অনুযায়ী অবস্থান জানো। প্রশিক্ষণের সময় তুমি এমন সব সামরিক সমস্যার সমাধান করেছ যেখানে এনাক্রনকে আবার দখল করা প্রয়োজন ছিল।

স্পেস! তুমি এনাক্রনে পৌঁছে গেছ।

নেশা ফুটিয়ে তোল! নেশা ফুটিয়ে তোল! চিন্তা কর যেন হাইপার রিলের মাধ্যমে তুমি সেখানে পৌঁছেছ।

কিছুই না। তার নার্ভগুলো ছুটল তীরের মতো কিন্তু কোনো লক্ষ্য পেলো না।

ট্রাভিজের হাত শিথিল হয়ে গেল। 'ফার স্টারে কোনো হাইপার রিলে নেই, জেনভ আমি নিশ্চিত। –তোমার কথা না শুনলে কতদিনে নিশ্চিত হতাম বলা মুশকিল।'

পেলোরেটের মুখের একটা পেশীও কাঁপলনা। কিন্তু চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সাহায্যে লাগতে পেরে আমি খুশী। তার মানে কি এখন আমরা জাম্প করব?'

'না, এখনো দুদিন অপেক্ষা করব, নিরাপত্তার জন্য। বিশাল বস্তুগুলোর কাছ থেকে দূরে সরতে হবে, মনে আছে?–তাছাড়া এই যানটা সম্পূর্ণ নতুন, আমার কাছে অপরিচিত, কাজেই সঠিক পদ্ধতিটা জানতে হয়তো দুদিন লাগবে–বিশেষ করে প্রথম জাম্প-এর জন্য সঠিক হাইপারথ্রাষ্ট কি হবে সেই বিষয়টা। আমার একটা অনুমান আছে, হারপরেও সব কাজ করবে কম্পিউটার নিজে।'

'বকে করো! তার মানে আরো দুটো একঘেয়ে দিন।'

'একঘেয়ে?' দাঁত বের করে হাসল ট্রাভিজ। 'একঘেয়েমীর কিছু নেই। তুমি আর আমি, জেনভ, কথা বলব পৃথিবী নিয়ে।'

'অবশ্যই? তুমি আসলে বৃদ্ধ একজন লোককে খুশী করতে চাইছ। সেটা তোমার দয়া।'

'বোকা! আমি নিজেকেই খুশী করতে চাইছি। জেনভ, তুমি আমাকে যা বলছ তার থেকে বুঝতে পারছি পৃথিবী হচ্ছে এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু।'

২২

আসলে পেলোরেট যখনই পৃথিবীর ব্যাপারে তার অনুমান ব্যক্ত করেছে তখনই সেটা ট্রাভিজের মাথায় ঢুকে গেছে। এতক্ষণ হাইপার রিলে সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে মনোযোগ দেয়নি। সমস্যার সমাধান হতেই সে মনোযোগী হয়ে উঠল।

সম্ভবত দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নিয়ে হ্যারী সেলডনের মন্তব্য 'গ্যালাক্সির বিপরীত শেষ প্রান্ত' সবচেয়ে বেশিবার উচ্চারণ করা হয়েছে। সেলডন এমনকি সেই স্থানে একটা নামও দিয়েছেন 'নক্ষত্রের শেষ প্রান্ত' বা 'স্টারস এন্ড'।

ইম্পেরিয়াল কোর্টে বিচার নিয়ে লিখিত গাল ডরনিকের বিবরণীতে এই কথাগুলোর উল্লেখ আছে। 'গ্যালাক্সির বিপরীত শেষ প্রান্ত' -ঠিক এই কথাগুলো সেলডন ডরনিকের কাছে বলেছিলেন। তারপর এগুলো নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি।

কি দিয়ে গ্যালাক্সির এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের সাথে জোড়া দেয়া যাবে? সরল রেখা, বক্র রেখা, স্পাইরাল-এর মতো প্যাচানো কিছু, বৃত্ত নাকি অন্য কিছু?

আর এখন ট্রাভিজের কাছে হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে গ্যালাক্সির মানচিত্রের উপর সরল বা বক্র কোনো রেখাই টানা যাবে না। ব্যাপারটা আরো সূক্ষ্ম।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে গ্যালাক্সির এক প্রান্ত হচ্ছে টার্মিনাস। এটা গ্যালাক্সির একেবারে প্রান্তে, হ্যাঁ-আমাদের ফাউন্ডেশনের প্রান্ত-যার ফলে 'শেষ' শব্দটার একটা আক্ষরিক অর্থ পাওয়া যায়। তাছাড়া সেলডন যে সময় কথাগুলো বলেছিলেন সে সময় এটাই ছিল গ্যালাক্সির সবচেয়ে নতুন বিশ্ব, যে বিশ্ব মাত্র স্থাপন হতে যাচ্ছিল কিন্তু কোনো অস্তিত্ব ছিলনা।

তাহলে গ্যালাক্সির অপর প্রান্ত হবে কোনটা? আরেক ফাউন্ডেশনের প্রান্ত? কোন গ্যালাক্সির সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ব? এবং না জেনেই পেলোরেট যে বক্তব্য দিয়েছে তাতে বোঝা যায় সেই বিশ্ব হচ্ছে পৃথিবী। অবশ্যই পৃথিবীতে রয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন।

যদিও সেলডন বলেছিলেন যে গ্যালাক্সির অপর প্রান্ত রয়েছে নক্ষত্রের শেষ প্রান্তে, কে বলবে যে তিনি রূপক শব্দ ব্যবহার করেন নি? পেলোরেটের মতো [illegible] মানবজাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে কতগুলো সরল রেখা টানা হয়, রেখাগুলো প্রতিটি প্ল্যানেটারী সিস্টেম, প্রতিটি নক্ষত্র যেগুলো একটি বাসযোগ্য গ্রহকে আলো দেয় সেগুলো থেকে, অন্য কোনো প্ল্যানেটারী সিস্টেম, অন্য কোনো নক্ষত্র যেখান থেকে প্রথম অভিযাত্রীরা এসেছিল, তারপর আরো আগের কোনো নক্ষত্রকে ট্রেস করবে -যতক্ষণ পর্যন্ত না সবগুলো রেখা ঐ নক্ষত্রে গিয়ে মিলিত হয়

যেখান থেকে মানবজাতির উদ্ভব হয়েছিল। এই নক্ষত্রই পৃথিবীকে আলো দেয়, এটাই হচ্ছে নক্ষত্রের শেষ প্রান্ত।'

ট্রাভিজ হেসে গদগদ কণ্ঠে বলল, 'পৃথিবী সম্পর্কে আমাকে আরো কিছু বল, জেনভ।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'যা জানি সবই বলেছি, সত্যি। ট্রানটরে হয়তো আরো কিছু জানতে পারব।'

'না, পারবেনা, জেনভ। আমরা সেখানে কিছুই পাব না। কেন? কারণ আমরা ট্রানটরে যাচ্ছিনা। এই যানের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে এবং নিশ্চিত থাক আমরা যাচ্ছিনা।'

পেলোরেট হা হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর বলল, 'ওহ, মাই ডিয়ার ফেলো!'

'শোন জেনভ। এমন করোনা। আমরা যাচ্ছি পৃথিবী নামের গ্রহ খুঁজে বের করতে।'

'কিন্তু একমাত্র ট্রানটরেই, যেখানে-'

'না। ট্রানটরে তুমি শুধু কিছু প্রাচীন ধুলিধূসর ফিল্ম আর ডকুমেন্টস দেখে দেখে নিজে আরো প্রাচীন আর ধুলিধূসর হয়ে যাবে।'

'আমার কতদিনের স্বপ্ন-'

'তুমি স্বপ্ন দেখেছ পৃথিবী খুঁজে বের করার।'

'কিন্তু শুধু-'

ট্রাভিজ উঠে দাঁড়ালো। সামনে ঝুঁকে পেলোরেটের টিউনিকের হাতা ধরে বলল, "দ্বিতীয়বার বলোনা প্রফেসর। দ্বিতীয়বার বলো না। এই যানে উঠার আগেই তুমি যখন প্রথম বলেছিলে আমরা পৃথিবী খুঁজতে যাচ্ছি, তখনই বলেছিলে আমরা পাবই, কারণ তোমার নিজের ভাষাতেই বলি, 'আমার মাথায় একটা চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে।' এখন আমি তোমার কাছ থেকে ট্রানটর শব্দটা শুনতে চাইনা। শুধু জানতে চাই চমৎকার সম্ভাবনাটা কি?"

'কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত এটা শুধুই একটা কল্পনা সামান্য আশা, সামান্য সম্ভাবনা।'

'ভালো! আমাকে বলো!'

"তুমি বুঝবে না। কিছুই বুঝবে না। এই বিষয় নিয়ে একমাত্র আমিই গবেষণা করেছি। ঐতিহাসিক, দৃঢ় বা সত্যি কোনো প্রমাণ নেই। মানুষ এমনভাবে পৃথিবী নিয়ে কথা বলে যেন এটা সত্য ঘটনা আবার কখনো মনে হয় যেন কিংবদন্তী। এ ব্যাপারে মিলিয়ন মিলিয়ন গল্পগাথা জড়িয়ে আছে-"

'বেশ তুমি কিভাবে গবেষণা চালিয়েছ?'

"আমি সবধরনের গল্প, ইতিহাস, লোককাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করেছি। এমনকি গ্যালাক্সির যেখানে পৃথিবী বা মূলগ্রহের কোনো উল্লেখ আছে সেগুলোও। ত্রিশ বছর ধরে গ্যালাক্সির সবগুলো গ্রহ থেকে আমি যা পেয়েছি সংগ্রহ

করেছি। এমন চেয়েছিলাম একলোর থেকে বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য গ্যালাকটিক লাইব্রেরি–কিন্তু তুমি শব্দটা উচ্চারণ করতে না করেছ।"

'ঠিক, বলো না। এটা বাদ দিয়ে বলো সব তথ্য থেকে কেন মাত্র একটা তোমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে এবং কেন সেটাকেই গুরুত্ব দিতে হবে?'

পেলোরেট মাথা নাড়ল। 'গোলান মুগ্ধিত, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি আসলে সৈনিক বা রাজনীতিবিদের মতো কথা বলছ। এইভাবে ইতিহাস কাজ করে না।'

ট্রেভিজ লম্বা শ্বাস নিয়ে রাগ দমন করল। 'বলো কিভাবে কাজ করে, জেনভ। হাতে দুদিন সময় আছে। আমাকে শেখাও।'

"তুমি মাত্র একটা বা এক সাথে কয়েকটা পৌরাণিক কাহিনীর উপর নির্ভর করতে পারো না। আমাকে সেগুলো একত্র করে বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, সাজিয়ে নিতে হয়েছে, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতীক তৈরি করতে হয়েছে–ধর্মীয় ভাবধারা, প্ল্যানেটারি সিস্টেমের বর্ণনা, বীরগাথা, এমন আরো শত শত বিষয় বিবেচনা করতে হয়েছে। দুদিনে কিছুই হবে না। আমার লেগেছে ত্রিশ বছর।

"তারপর সবগুলো পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে মিল খুঁজে বের করার জন্য এবং সম্ভাবনার অবাস্তব কাহিনীগুলো বাদ দেয়ার জন্য আমি একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করি। একই সাথে পৃথিবীর একটা কাল্পনিক মডেল তৈরি করি। কারণ যদি আসলেই কোনো গ্রহে মানবজাতির বিকাশ ঘটে তবে সেই গ্রহের একটা মডেল অবশ্যই সব কাহিনী, বীরগাথার মধ্যে মিল থাকবে। তুমি চাও আমি পদ্ধতির মাধ্যমে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি?'

"এখন না, ধন্যবাদ,' ট্রেভিজ বলল, 'কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার পদ্ধতি শুদ্ধ? একটা ব্যাপার খেয়াল করো, টার্মিনাসে বসতি স্থাপন করা হয় পাঁচ শতাব্দী আগে এবং সেখানে যে মানুষগুলো এসেছিল তারা এসেছিল ট্র্যানটর থেকে। ট্র্যানটরে তারা এসেছিল এক ডজনের বেশি অন্যান্য বিশ্ব থেকে। এখন যে জানে না, তারা ধরে নিতে পারে যে হ্যারী সেলডন এবং সালভর হার্ডিন, যাদের কারো জন্মই টার্মিনাসে হয়নি, এসেছিলেন পৃথিবী থেকে এবং ট্র্যানটর পৃথিবীর অপর নাম। সেলডন ট্র্যানটরের যে বর্ণনা দিয়েছেন–পুরো ভূ-পৃষ্ঠ ছিল ধাতুর ঢাকা–তাতে বলা যায়, এটা পৃথিবী না। কাজেই এটা অবাস্তব কাহিনী।"

সন্তুষ্ট দেখালো পেলোরেটকে। "সৈনিক আর রাজনীতিবিদ নিয়ে যে কথাটা বলেছিলাম সেগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তুমি খুব সহজেই ধরতে পারো। অবশ্যই আমাকে কিছু নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে হয়েছে। প্রকৃত ইতিহাস এবং ট্র্যানটর সম্পর্কিত কাহিনীগুলোর মধ্যে আমি একশোরও বেশি ভুল বের করি। তারপর সেগুলো আমার মডেলের সাথে মিলানোর চেষ্টা করি। একটা তথ্য ছিল টার্মিনাসের প্রথম যুগের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে। কম্পিউটার সবগুলো বাতিল করে দেয় সবগুলো। আসলে আমার কল্পনা শক্তির অভাব রয়েছে, তবে আমি চেষ্টা করেছি।'

'আমি জানি তুমি চেষ্টা করেছ, জেনভ। তোমার মডেল থেকে পৃথিবী সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ?'

"অনেক কিছু। এক ধরনের প্রোফাইল। যেমন গ্যালাক্সির প্রায় নব্বই শতাংশ বাসযোগ্য গ্রহের আবর্তন সময় হচ্ছে বাইশ থেকে ছাব্বিশ গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড আওয়ারস। তো–"

ট্রেভিজ বাধা দিল। "আশা করি এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাওনি, জেনভ। এখানে কোনো রহস্য নেই। যে গ্রহে বসতি করবে, তুমি নিশ্চয়ই চাইবেনা সেটি এত দ্রুত আবর্তন করুক যাতে বায়ু প্রবাহ ঝড়ো প্রকৃতির হবে বা এত আস্তে আবর্তন করুক যাতে তাপমাত্রার পার্থক্য অতিরিক্ত হবে। মানুষ সহনশীল বৈশিষ্ট্যের গ্রহে বাস করতে চায় এবং যখন সব বাসযোগ্য গ্রহের বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে যায় তখন কেউ বলতে পারে 'কি আশ্চর্য কোইনসিডেন্স' যেখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বা কোইনসিডেন্সের কিছু নেই।"

"সত্যি কথা বলতে কি,' পেলোরেট শান্ত গলায় বলল, "এটা সমাজ বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পদার্থবিজ্ঞানেরও, আমার ধারণা–তবে যেহেতু আমি পদার্থবিজ্ঞানী নই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। যাইহোক এটাকে বলা হয় 'এনথ্রপিক প্রিন্সিপল।' পর্যবেক্ষণকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বা পর্যবেক্ষণ করে বাস্তব-ঘটনায় সেগুলোর প্রতিফলন ঘটায়। প্রশ্ন হচ্ছে: সেই গ্রহটা কোথায় যেটা মডেল হিসেবে কাজ করেছে? কোন গ্রহ ঠিক চব্বিশ গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড আওয়ারের এক গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড দিনে নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে?"

চিন্তিতভাবে ট্রেভিজ নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'তোমার ধারণা সেটাই পৃথিবী? গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেও হতে পারে, তাই না?'

"ঠিক তা না। মানুষের স্বভাবের সাথে মিলে না। বার হাজার বছর ট্র্যানটর ছিল গ্যালাকটিক ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড–বিশ হাজার বছর ধরে ছিল সবচেয়ে জনবহুল বিশ্ব। তারপরও সে তার ১.০৮ স্ট্যান্ডার্ড দিনের আবর্তন সময় গ্যালাক্সির উপর চাপিয়ে দেয় নি। টার্মিনাসের আবর্তন সময় হচ্ছে ০.৯১ গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড দিন এবং আমরাও সেটা আমাদের অধীনস্ত গ্রহগুলোর উপর চাপিয়ে দেই নি। লোকাল প্ল্যানেটারী ডে সিস্টেমের জন্য প্রতিটি গ্রহই নিজস্ব হিসাব ব্যবহার করে। আন্তঃগ্রহ সমস্যার জন্য–কম্পিউটারের সাহায্যে –লোকাল প্ল্যানেটারী ডে এবং গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ডে'র সমন্বয় করা হয়। গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ডে অবশ্যই এসেছিল পৃথিবী থেকে।"

'সেটাই আবশ্যক কেন?'

"একটা কারণ, একসময় পৃথিবীই ছিল একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ, কাজেই এর দিন এবং বছরগুলো স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়েছে এবং অন্যান্য গ্রহে বসতি স্থাপন করার সময় এটাই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে রাখা হয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর যে মডেল আমি তৈরি করেছি, সেখানে দেখা গেছে যে নিজ কক্ষপথে এর আবর্তন সময় ঠিক চব্বিশ গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ঘণ্টা এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় ঠিক এক গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড বছর।"

'কোইন্সিডেন্স হতে পারে?'

পেলোরেট হাসল। 'এখন তুমি নিজেই কোইন্সিডেন্সের কথা বলছ। তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারবে যে এমন ঘটনা কাকতালীয়ভাবে ঘটে?'

'বেশ বেশ,' ট্রেভিজ ফিসফিস করে বলল।

'আরো আছে। প্রাচীন একটা হিসাব ছিল যাকে বলা হতো মাস—'

'আমি জানি।'

'হিসাবটা পুরোপুরি পৃথিবীর উপগ্রহের আবর্তনের সাথে মিলে যায়। ...'

'হুঁহ?'

'আমার মতে এর একটা অবাক ব্যাপার হচ্ছে, যে উপগ্রহের কথা বলছি সেটা অনেক বড়, প্রায় পৃথিবীর নিজস্ব ডায়ামিটারের চার ভাগের এক ভাগ।'

'কখনো শুনিনি, জেনভ। গ্যালাক্সির জনবহুল গ্রহের কোনোটারই এমন কোনো উপগ্রহ নেই।'

'সেটাই ভালো,' পেলোরেট বলল। 'যদি বিচিত্র ও বুদ্ধিমান প্রাণী নিয়ে পৃথিবী এক অনন্যসাধারণ গ্রহ হয়, তাহলে এর কিছু বাস্তব অসাধারণত্ব থাকা উচিত।'

'কিন্তু বিচিত্র ও বুদ্ধিমান প্রাণের সাথে বিশাল একটা উপগ্রহের সম্পর্ক কি?'

'এখন তুমি আমাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছ। উত্তরটা আমার জানা নেই। কিন্তু বিষয়টা বিবেচনার দাবি রাখে, তাই না?'

ট্রেভিজ বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ালো। 'তাহলে সমস্যাটা কি? বাসযোগ্য গ্রহের পরিসংখ্যান থেকে এমন একটা গ্রহ বেছে নাও যার আবর্তন এবং প্রদক্ষিণ প্রায় এক গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড দিন এবং এক গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড বছরের সমান। আর যদি এর একটা বিশাল উপগ্রহ থাকে, তাহলে তুমি যা খুঁজছ তা পেয়ে গেলে। আমার ধারণা তুমি সেই গ্রহটা পেয়ে গেছ।'

পেলোরেটকে বিব্রত দেখালো। 'বেশ, তুমি যা ভাবছ, তা হয়নি। পরিসংখ্যান আমি দেখেছি—কিন্তু এ ধরনের কোনো গ্রহ পাইনি।'

হতভম্ব হয়ে ট্রেভিজ বসে পড়ল আবার। 'তার মানে তোমার সমস্ত যুক্তি ভুল।'

'পুরোপুরি না, আমার মতে।'

'পুরোপুরি না বলতে কি বোঝাও? সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনাসহ তুমি একটা মডেল তৈরি করেছ, কিন্তু এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু খুঁজে পাচ্ছনা। তাহলে তোমার মডেল অকার্যকর। তোমাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।'

'না। আসলে বাসযোগ্য গ্রহের পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ। প্রায় দশ মিলিয়ন গ্রহ রয়েছে, তার মধ্যে কিছু আবার একেবারেই অখ্যাত। আসলে প্রায় অর্ধেক গ্রহের কোনো প্রকৃত তথ্য নেই। প্রায় ছয় লাখ চল্লিশ হাজার গ্রহের নাম বা অবস্থান ছাড়া আর কোনো তথ্য নেই। কিছু গ্যালাকটোগ্রাফার-এর মতে প্রায় দশ হাজার গ্রহের নাম আদৌ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। হয়তো তাদেরই ইচ্ছায়। ইম্পেরিয়াল যুগে এভাবে তারা হয়তো কর ফাঁকি দিত।'

'আর পরের শতাব্দীগুলোতেও,' ট্রেভিজ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'এগুলো হয়তো দস্যুদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।'

'আমি ঠিক জানি না।' পেলোরেট সন্দেহের গলায় বলল।

'একই কথা। আমার ধারণা, তালিকায় পৃথিবীর নাম অবশ্যই আছে। পৃথিবী হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন এবং গ্যালাক্সিতে সভ্যতা স্থাপনের প্রথম যুগে এই নামটা অবশ্যই বাদ পড়েনি। তালিকায় নাম উঠলে সেটা থেকেই যাবে।'

বিব্রত দেখালো পেলোরেটকে। 'আসলে, আসলে— তালিকায় পৃথিবী নামে একটা গ্রহ রয়েছে।'

ট্রেভিজ তাকিয়ে রইল। 'একটু আগেই তুমি বলেছ তালিকায় পৃথিবী নামটা নেই?'

'পৃথিবী নামে নেই। কিন্তু গায়া নামে একটা গ্রহ আছে।'

'তাতে কি? গেইয়াহ?'

'উচ্চারণটা হবে গায়া। যার অর্থ পৃথিবী?'

'গায়ার অর্থ অন্যকিছু না হয়ে পৃথিবী হবে কেন, জেনভ। নামটা আমার কাছে অর্থহীন।'

পেলোরেটের সাধারণ ভাবলেশহীন মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'বিশ্বাস করবে কি না জানি না—পৌরাণিক কাহিনীগুলো বিশ্লেষণ করে আমি জানতে পেরেছি যে পৃথিবীতে একাধিক পৃথক ভাষার প্রচলন ছিল।'

'কি?'

'হ্যাঁ। পুরো গ্যালাক্সিতে আমাদের নিজেদেরইতো কথা বলার একরকমের পদ্ধতি রয়েছে।'

'গ্যালাক্সির বিভিন্ন জায়গায় হয়তো বাচনভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সেগুলো পৃথক ভাষা না। এবং যদি কখনো বোঝার সমস্যা দেখা দেয়, আমরা গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করতে পারি।'

'অবশ্যই, কিন্তু এর কারণ অনবরত আন্তঃমহাজাগতিক ভ্রমণ। যদি কোনো গ্রহ দীর্ঘসময় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তখন?'

'তুমি বলছ পৃথিবীর কথা। যে নিজেই একা ছিল। এখানে বিচ্ছিন্নতার কি দেখলে?'

'পৃথিবী ছিল মূল গ্রহ বা প্ল্যানেট অফ অরিজিন, ভুলে যেওনা, যেখানে মানবজাতি এক সময় কল্পনাতীত নিচু জীবন যাপন করত। আন্তঃমহাজাগতিক ভ্রমণ, কম্পিউটার টেকনোলজি ছাড়াই হিংস্র পরিবেশ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।'

'একেবারেই অসম্ভব।'

এই কথায় পেলোরেট বিব্রত বোধ করল। 'এভাবে তর্ক করে কোনো লাভ নেই, ওল্ড চ্যাপ। আমি কোনোদিনই কাউকে বোঝাতে পারিনি। আমার দোষ, অবশ্যই।'

ট্রেভিজ লজ্জিত হলো। 'জেনভ, আমি দুঃখিত। না ভেবেই কথা বলছি। আসলে এই বিষয়গুলোর সাথে আমি পরিচিত না। ত্রিশ বছর ধরে তুমি যা শিখেছ

সেগুলো আমাকে শিখতে হচ্ছে একবারে। একটু সুযোগ তো দিতেই হবে... যার পৃথিবীতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি ভাষায় কথা বলত।'

'অবশ্যই,' মাধ্যাকর্ষণ পেলোরেট নিরাসক্ত গলায় বলল। 'পৃথিবী সম্ভবত ছিল বিশাল কয়েকটি ভূখণ্ড এবং প্রথমে হয়তো সেগুলোর মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। ভূ-খণ্ডগুলোর অধিবাসীরা নিজস্ব একটা ভাষা হয়তো তৈরি করে নিয়েছিল।'

সতর্কতার সাথে বলল ট্রাভিজ, 'এবং এই ভূ-খণ্ডের মানুষগুলো সবার প্রথমে অপরের ব্যাপারে জানল তখন তারাও "মূল প্রশ্নের" মুখোমুখি হলো এবং জানতে হলো প্রথম কোন মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল।'

'হয়তো, গোলান। এটাই ছিল তাদের জন্য স্বাভাবিক।'

'এবং এই ভাষাগুলোর একটাতেই গায়া মানে "পৃথিবী"। শব্দটি সেই ভাষাগুলোর একটা থেকে এসেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'এবং কোনো কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অন্য এক ভাষায় তাদের গ্রহকে "গায়া" নামে ডাকে।'

'ঠিক! তুমি খুব দ্রুত শিখছ, গোলান।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এর রহস্য করার কিছু নেই। নামের পেছনে কারণ, গায়া যদি আসলেই পৃথিবী হয় তবে এর আবর্তন সময় হবে ঠিক এক গ্যালাকটিক দিন এবং প্রদক্ষিণ সময় হবে ঠিক এক গ্যালাকটিক বছর এবং একটা উপগ্রহ থাকবে যেটা গায়াকে প্রদক্ষিণ করবে ঠিক এক মাসে।'

'হ্যাঁ, এমনই হওয়ার কথা।''

'বেশ তাহলে গায়া এই শর্তগুলো পূরণ করেছে না করেনি?'

'আমি বলতে পারবনা। তালিকায় এই তথ্যগুলো দেয়া নেই।'

'আচ্ছা? আমরা তাহলে গায়াতে গিয়ে এর আবর্তন সময় এবং উপগ্রহটি দেখতে পারি।'

'আমিও দেখতে চাই গোলান,' পেলোরেটকে মনে হলো দ্বিধাগ্রস্ত। 'সমস্যা হলো গায়ার অবস্থানের কথাও উল্লেখ নেই।'

'অর্থাৎ নাম ছাড়া আর কিছু জানোনা এবং এটাই তোমার চমৎকার সম্ভাবনা'

'একারণেই আমি গ্যালাকটিক লাইব্রেরিতে যেতে চেয়েছিলাম!'

'দাঁড়াও তুমি বলছ অবস্থানের কথা বলা নেই। অন্য কোনো তথ্য নেই?'

'গায়ার নাম সেশেল সেক্টরের অধীনে তালিকাভুক্ত করে পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেয়া হয়েছে।'

'বেশ' জেনভ- আমরা সেশেল সেক্টরে যাব এবং যেভাবেই হোক গায়াকে খুঁজে বের করব।'

কিষাণ

২৩

এখন জেনডিবল আন্তঃদেশীয় সড়ক ধরে জগিং করছে। সাধারণত দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনাররা ট্রান্টরের কৃষিপ্রধান এলাকায় যায়না। অবশ্য ইচ্ছা হলেই তারা যেতে পারে, কিন্তু খুব বেশি দূরে বা বেশি সময়ের জন্য যায়না।

জেনডিবল ব্যতিক্রম, আর যতই দিন যাচ্ছে ততই ভেবে অবাক হচ্ছে কেন সে ব্যতিক্রম। অবাক হওয়া বলতে বোঝায় নিজের মাইন্ড এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, যে কাজটা করার জন্য প্রায়ই স্পিকারদের উৎসাহিত করা হয়। তাদের মাইন্ড একই সাথে তাদের অস্ত্র এবং তাদের লক্ষ্যবিন্দু, তাই তাদেরকে ভালভাবে মাইন্ড সুরক্ষিত রাখতে হয়। কেন সে অন্য সবার থেকে আলাদা তার জন্য জেনডিবল একটা কারণ আবিষ্কার করেছে, সেটা হচ্ছে, যে গ্রহ থেকে সে এসেছে সেই গ্রহ অন্যান্য গ্রহগুলোর তুলনায় বেশি ঠান্ডা এবং বিশাল। বালক বয়সে যখন সে ট্রান্টরে আসে (দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের এজেন্টের মাধ্যমে যারা গোপনে গ্যালাক্সি থেকে মেধাবী প্রতিভা সংগ্রহ করে।) তখন এই গ্রহের হালকা মধ্যাকর্ষণ এবং উষ্ণ আরামদায়ক আবহাওয়া তার ভাল লেগে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাইরে ঘোরাঘুরি সে অন্যদের থেকে বেশি উপভোগ করে।

প্রথম প্রথম নিজের খর্বকায় শরীর নিয়ে সে বিব্রত বোধ করত, ধারণা করেছিল আরামদায়ক গ্রহের শান্ত আবহাওয়া তাকে আরো দুর্বল করে দেবে। তাই সে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম শুরু করে। এতে তার উচ্চতা না বাড়লেও দড়ির মতো পাকানো স্বাস্থ্য পেয়েছে। হাঁটা এবং জগিং করা তার ব্যায়ামেরই অংশ –যে ব্যাপারে স্পিকার টেবিলের সবাই কানাঘুষো করে। জেনডিবল অবশ্য সেসব পাত্তা দেয় না।

সে তার নিজের মতে চলে, কারণ সে হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম, সদস্যদের সবাই বৃদ্ধ, কারো ছেলেমেয়ে আছে, কারো বা নাতিনাতনী পর্যন্ত আছে।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্মেলনের সময় স্পিকারদের সবার মাইন্ড উন্মুক্ত থাকে এবং জেনডিবল জানে যে বাকী সবাই তাকে হিংসা করে। তা করুক, কিছু যায় আসে না। সে শুধু নিজেকে নিরাপদ রেখে চলে।

তাছাড়া (জেনডিবলের মন আবার তার বেশি বাইরে ঘোরার কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।) তার শৈশবকাল কেটেছে যে গ্রহে –সেটা যেমন বিশাল তেমনি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। যে উর্বর উপত্যকায় সে বাস করত তার চারপাশের

সর্বশ্রেণী জেনডিবলের মতে গ্যালাক্সির সর্বশ্রেষ্ঠ মাইন্ডহীন সেক্টর। নীরবে সমানভাবে শুধু চলাচল করে। শৈশবের স্মৃতি এখনো মনে পড়ে তার, তবু [illegible] কেউই পায় না কয়েক ডজন জনের মাইন্ডের এই প্রাচীন ট্রানটরে কেমন [illegible] কিভাবে নিজেকে মানিয়ে রেখেছে?

জগিং করতে করতে বিতৃষ্ণা নিয়ে চারপাশে তাকালো। ট্রানটর [illegible] আরামদায়ক গ্রহ হলেও কোনো সৌন্দর্য নেই। এটা যদিও একটা কৃষিপ্রধান [illegible] কিন্তু কোনো উর্বরতা নেই। অনুর্বর।

কখনো উর্বর ছিলও না। আর সম্ভবত শুধু এ কারণেই ট্রানটর [illegible] ক্রমবর্ধমান ইউনিয়ন অফ প্ল্যানেট এবং পরে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের [illegible] কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এছাড়া আর কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও [illegible]

মহাধ্বংসের পর ট্রানটরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ধাতুর পর্যাপ্ত মজুত। [illegible] এক বিশাল খনি, প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রহে ট্রানটর সস্তা মূল্যে [illegible] অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, কপার, ম্যাগনেশিয়াম সরবরাহ করত—[illegible] ফিরিয়ে দিচ্ছিল তার হাজার বছরের সঞ্চয়; যত দ্রুত সঞ্চয় করেছিল [illegible] দ্রুত গতিতে তাকে শূন্য করে ফেলেছিল।

এখনো প্রচুর ধাতু আছে, তবে সেগুলো মাটির নিচে, সংগ্রহ করা কঠিন। [illegible] জনগণ (নিজেদেরকে তারা কখনো "ট্রানটরিয়ান" বলেনা, অন্তত মনে [illegible] দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনাররাই শব্দটা ব্যবহার করে)। ধাতুর ব্যাপারে [illegible] ফেলেছে। কুসংস্কারের কারণে অবশ্যই।

বোকামী হয়ে যাচ্ছে কাজটা। ভূ-গর্ভস্থ ধাতু মাটিকে করে ফেলেছে [illegible] উর্বরতা আরো কমিয়ে দিচ্ছে। আর তাছাড়া ধীরে হলেও জনসংখ্যা বাড়ছে, [illegible] ব্যবহার বাড়ছে।

সমতল দিগন্তের উপর জেনডিবলের চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল। ট্রানটর [illegible] তাত্ত্বিকভাবে জীবিত, সবগুলো বাসযোগ্য গ্রহই তাই, কিন্তু প্রায় এক মিলিয়ন [illegible] আগে ট্রানটরের পর্বত শ্রেণীর ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের প্রধান অংশ সম্পূর্ণ হয়। [illegible] সেগুলো ছিল সেগুলো পরিণত হয় মসৃণ টিলায়। তাছাড়া ট্রানটরের ইতিহাসের [illegible] মেটাল কোটিং-এর সময় সব পাহাড় পর্বত মাটির সাথে সমান করে দেয়া হয়।

দক্ষিণে, দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে ক্যাপিটাল সে'র বেলাভূমি, তার পরে [illegible] ইস্টার্ন ওশান, দুটোই ভূ-গর্ভস্থ জলাধারগুলো ভেঙ্গে ফেলে আবার [illegible] হয়েছে আগের অবস্থায়।

উত্তরে রয়েছে গ্যালাকটিক লাইব্রেরি (যার অধিকাংশই মাটির নিচে) [illegible] দৃষ্টিসীমার ওপারে এবং আরো উত্তরে রয়েছে ইম্পেরিয়াল প্যালেসের [illegible]

বাকী দুইদিকে রয়েছে খামার আর ছড়ানো ছিটানো বাড়িঘর। মাঠে [illegible] ছাগল হাঁস-মুরগী প্রভৃতি ট্রানটোরিয়ান ফার্মে এই গৃহপালিত প্রাণীগুলো [illegible]

জেনডিবলের দিকে পশুপাখিগুলোর কোনো মনযোগ নেই।

গ্যালাক্সির যে কোনো স্থানে, যে কোনো জনবহুল গ্রহে জেনডিবল এই প্রাণীগুলো দেখতে পারবে কিন্তু যে কোনো দুইটি গ্রহের প্রাণী দেখতে পুরোপুরি একরকম হবে না। নিজের গ্রহের ছাগল এবং যে কুকুরটাকে সে একবার পুষ বাইরেছিল সেটার কথা মনে পড়ল। সেগুলো ছিল ট্রানটরের শুদ্ধ আকৃতির মাংসিকভুলক প্রাণীগুলোর চেয়ে বড় এবং সুগঠিত, সবধরনের প্রাণীর ক্ষেত্রেই পার্থক্য রয়েছে, এবং মাংস, দুধ ডিম, পশম বা অন্য যে কোনো কিছুর জন্য কোন প্রজাতি ভালো গ্যালাক্সির কেউই সেটা হলফ করে বলতে পারে না।

কোনো হ্যামিশ কে দেখা যাচ্ছে না স্বাভাবিকভাবেই। জেনডিবলের ধারণা তারা 'স্কোলারস' ('স্কলার' শব্দটাকে হয়তো ইচ্ছাকরেই বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে) দের এড়িয়ে চলতে চায়। আবারও কুসংস্কার।

জেনডিবল ট্রানটরের সূর্যের দিকে তাকালো। আকাশের মাঝখানে চলে এসেছে, কিন্তু খুব বেশি তাপ ছড়াচ্ছেনা। সূর্যের এই অবস্থান এবং অক্ষাংশে উত্তাপও বেশি হয় না, হাওয়া বেশি বাড়ে না।

মাংসপেশীতে কোনো জড়তা নেই, সারা শরীরে আরামদায়ক অনুভূতি, যথেষ্ট জগিং হয়েছে।

তাই দৌড়ানো থামিয়ে হাঁটতে লাগল, দম নিচ্ছে জোরে জোরে।

আসন্ন টেবিল মিটিং-এর জন্য সে তৈরি এবং একটু চাপ প্রয়োগ করে নীতির পরিবর্তন করতে পারলেই প্রথম ফাউণ্ডেশনের ভয়াবহ হুমকি সবাই ধরতে পারবে এবং সেটা সেলডন প্ল্যানের নিখুঁতভাবে কাজ করার উপর সবার নির্ভরতা কমাবে।

তারা কখন বুঝবে যে অতিরিক্ত নিখুঁত হওয়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদের চিহ্ন?

প্রস্তাবটা তারই এবং নিশ্চিত যে সেটা মিটিং-এ পাস হবে। এখন যেমন পরিস্থিতি তাতে সমস্যা হলেও বৃদ্ধ শ্যানডেস-এর সমর্থনের কারণে সেগুলো দূর হয়ে যাবে। তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে সে। এমন একজন ফার্স্ট স্পিকার হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখাতে চায়না সে যার অধীনে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হ্যামিশ!

জেনডিবল কেঁপে উঠল। লোকটাকে দেখার আগেই তার মাইন্ডের অস্তিত্ব সে টের পেয়েছে। হ্যামিশ মাইন্ড—একজন কৃষক, স্থূল এবং ভোঁতা। সতর্কতার সাথে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিল জেনডিবল। কোনো স্পর্শ যেন সনাক্ত করা না যায়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের নীতি বেশ শক্ত। কৃষকরা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ঢালের মতো। তাদেরকে রাখতে হবে যতদূর সম্ভব স্পর্শহীন। যারা ট্রানটরে ব্যবসা বাণিজ্য বা ভ্রমণের জন্য আসে তারা শুধু দেখে কৃষকদের, আর দেখে অতীত আঁকড়ে থাকা কিছু গুরুত্বহীন স্কলার। কৃষকদের সরিয়ে ফেললে বা তাদের নির্দোষভাবটাকে চাপা দিয়ে দিলে স্কলাররা সবার চোখে পড়বে—ফল হবে

জমাবে। (এই একটা মানসম্পন্ন কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্য শিক্ষার্থীদের নিজেদের হাতে করার জন্য স্বীকৃত ছিল। কৃষকদের মাইন্ড সামান্য স্পর্শ করলেই গ্রাহাম বেনিয়ান যে বিচ্যুতি দেখাতো তা ছিল অবাক করার মতো।)

জেনডিবল তাকে দেখতে পেল। একজন কৃষক, আপাদমস্তক হামিশ ট্রান্টোরিয়ান কৃষকের জলজ্যান্ত প্রদর্শনী –লম্বা চওড়া, বাদামী চামড়া, রুক্ষ পোশাক, খোলা বাহু, কালো চুল, কালো চোখ, বেঢপ পদক্ষেপ। জেনডিবলের মনে হলো সে যেন গোলাবাড়ির গন্ধ পাচ্ছে। (এটা অবজ্ঞা করা ঠিক না, সে ভাবল। প্রিম পালভার কৃষকের কাজ করতে দ্বিধা করেন নি, যদিও সেটা ছিল তার পরিকল্পনার অংশ। তিনি ছিলেন খর্বকায় মোটা এবং নরম মানুষ। তবে শরীর নয়, মাইন্ড দিয়ে তিনি আর্কেডিকে বোকা বানিয়েছিলেন।)

কৃষক তার দিকে এগিয়ে আসছে, দ্রুত পায়ে নামছে রাস্তা ধরে, সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে আছে –ব্যাপারটা জেনডিবলকে অবাক করল। কোনো হামিশ নারী বা পুরুষ কখনো তার দিকে এভাবে তাকায় না। এমনকি শিশুরাও দৌড়ে গিয়ে উঁকি মারে।

জেনডিবল তার নিজের হাঁটার গতি কমালো না। যথেষ্ট চওড়া রাস্তা, কাজেই কথা না বলে বা না তাকিয়েই একে অপরকে পার হয়ে যেতে পারবে। সেটাই ভালো হবে। কৃষকের মাইন্ড থেকে দূরে থাকার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল সে।

রাস্তার অপর পাশে সরে গেল জেনডিবল, কিন্তু কৃষক তা মানবেনা। সে থেমে দাঁড়ালো, দু'পা ছড়িয়ে লম্বা হাত এমনভাবে বাড়িয়ে দিল যেন রাস্তা বন্ধ করে দেবে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হো! তুমি একজন স্কোওলার?'

যতই চেষ্টা করুক, এগিয়ে আসা মাইন্ডের হিংস্র মনোভাব অনুভব করা থেকে জেনডিবল নিজেকে বিরত রাখতে পারলনা। উপায় নেই, এখন আর কথা না বলে এড়ানো যাবে না, ব্যাপারটা খারাপ হবে। সূক্ষ্ম এবং দ্রুত শব্দ, অভিব্যক্তি, চিন্তা, মানসিকতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের যোগাযোগ তৈরি হয় তাদের জন্য শুধু শব্দের সমন্বয় কঠিন ব্যাপার। অনেকটা ক্রেনবার পাশে জোর রেখে হাত আর কাঁধ দিয়ে বোল্ডার উল্টে ফেলার চেষ্টা করার মতো।

জেনডিবল শান্ত এবং নিরাবেগ গলায় বলল, 'আমি একজন স্কলার, হ্যাঁ।'

'হো তুমি একজন স্কোওলার। এখন কি অন্য ভাষায় কথা বলবা? আমি কি দেখছিনা যে তুমি তাদের একজন?' কৃষক ব্যাঙ্গ করে কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। 'তুমি বেটে, চিকন, ফ্যাকাশে আর অহংকারী।'

'তুমি কি চাও, হামিশম্যান?' জেনডিবল একটুও না নড়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে ডাকা হয় রাফিরান্ট। এবং কারল নামের প্রথম অংশ।' ভারী হামিশ উচ্চারণে সে বলল। 'র' উচ্চারণ যেন গলা থেকে গড়িয়ে বেরোচ্ছে। 'কারল'

জেনডিবল আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার কাছে কি চাও, কারল রাফিরান্ট?'

'তোমাকে কিভাবে ডাকা হয়, স্কোওলার?'

'সেটা কোনো ব্যাপার না? তুমি আমাকে "স্কলার" বলে ডাকতে পারো।'

'আমি যখন জিজ্ঞেস করব, তখন উত্তর দিতে হবে, বেটে, অহংকারী স্কোওলার'

'বেশ, আমাকে ডাকা হয় স্টর জেনডিবল এবং এখন আমি নিজের কাজে যাব।'

'তোমার নিজের কাজটা কি?'

জেনডিবলের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। আরো কয়েকটা মাইন্ডের অস্তিত্ব টের পেয়েছে সে। না তাকিয়েই বলতে পারে পিছনে আরো তিনজন হামিশ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে আরো অনেকের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। কৃষকদের গন্ধ বেশ জোরালো।

'আমার কাজ কারল রাফিরান্ট, তোমার কোনো মাথাব্যথা না।'

'তাই?' রাফিরান্ট উঁচু গলায় বলল। 'বন্ধুরাও বলছে ওর কাজটা নাকি আমাদের মাথাব্যথা না।'

হাসির শব্দ শোনা গেল আর পিছনে একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'ঠিকই বলেছে, কারণ ওর কাজ হচ্ছে বই পুস্তকের নোংরা ঘাটা, যা কোনো পুরুষ লোকের কাজ না।'

'আমার কাজ যাই হোক,' জেনডিবল দৃঢ় গলায় বলল, 'এখন আমি সেটাতে যাব।'

'তুমি কিভাবে যাবে, বেটে স্কোওলার?' রাফিরান্ট বলল।

'তোমাকে পাশ কাটিয়ে।'

'তুমি চেষ্টা করবে? আমার হাত দুটোকে ভয় পাওনা?'

'তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে? নাকি তুমি একা?' জেনডিবল হঠাৎ করে হামিশ উচ্চারণে কথা বলা শুরু করল। 'একা তোমাকে আমি ভয় পাই না।'

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা জেনডিবলের আচরণের সাথে মেলেনা, কিন্তু এর ফলে সম্মিলিত আক্রমণ ঠেকানো যাবে, তারপরও নিজেকে তার অভদ্র মনে হচ্ছে।

কাজ হয়েছে। রাফিরান্ট আরো রেগেছে। 'আমি ভয় পাইনা, পুঁচকে বাবু, তোমাকে সামলাতে আমি একাই যথেষ্ট। বন্ধুরা জায়গা করে দাও। সরে দাঁড়াও আর আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দাও। দেখুক আমি ভয় পাই কিনা।'

রাফিরান্ট তার বিশাল মুঠি সামনে বাগিয়ে ধরল। কৃষকের হিংস্র অঙ্গভঙ্গি দেখে জেনডিবল একটুও ভয় পায়নি; তবে একটা বিরাশি সিক্কার ঘুষি নেমে আসার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

জেনডিবল সতর্কভাবে এগুলো, সূক্ষ্ম গতিতে কাজ শুরু করেছে রাফিরান্ট-এর মাইন্ডের ভেতরে। বেশিনা, সামান্য একটু স্পর্শ, কিছুই বুঝতে পারবে না –কিন্তু তার রিফ্লেক্স কমিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তারপর বেড়িয়ে এল, যারা জড়ো হয়েছে তাদের উপরও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করল। জেনডিবলের স্পিকার মাইন্ড নিপুণ দক্ষতায় আগুপিছু করছে, কোনো মাইন্ডেই বেশিক্ষণ থাকছে না, যেন কোনো চিহ্ন না থাকে, কিন্তু তা প্রয়োজনীয় কোনোকিছু সনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

কৃষকের দিকে সে বিড়ালের মতো পদক্ষেপে এগোল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সতর্ক... খেয়াল করছে যে অন্যরা কেউ নাক গলাচ্ছে না।

হঠাৎ করেই আঘাত করল রাফিরান্ট, কিন্তু জেনডিবল পেশীর সঞ্চালন আগেই সেটা দেখতে পেল কৃষকের মাইন্ডে। ঘুষিটা তার কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেড়িয়ে গেছে। জেনডিবল একটুও নড়েনি। অনাক্রান্ত জোরে শ্বাস ফেলল।

জেনডিবল ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করে নি বা পাল্টা আঘাত করেনি। নিজেকে আহত না করে এই বুনো আক্রমণ সে ঠেকাতে পারবে না, আর পাল্টা আঘাত কৃষক প্রতিহত করতে পারবে অনায়াসে।

শুধু তাকে ষাঁড়ের মতো চালাতে পারবে, বাধ্য করবে ব্যর্থ হতে। এভাবে হয়তো হামিশ কৃষকের মনোবল নষ্ট করা যাবে।

রাফিরান্ট হামলা করল বুনো ষাঁড়ের মতো, জেনডিবল তৈরি হয়েই ছিল, একটু সরে গেল এক পাশে যেন হামলাটা ব্যর্থ হয়। কৃষক আবার ঘুষি চালালো এবং ব্যর্থ হলো।

জেনডিবল হাঁপিয়ে গেছে। শারীরিক পরিশ্রম বেশি হচ্ছে না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য তাকে প্রচুর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে পারবেনা।

রাফিরান্ট-এর ভেতরের চাপা দেয়া ভয় এবং স্কলারদের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টার সাথে জেনডিবল যতদূর সম্ভব শান্ত গলায় বলল, "আমি এখন আমার কাজে যাবো।"

রাগে রাফিরান্ট-এর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, এক মুহূর্তের জন্য সে স্থির হয়ে গেলো। জেনডিবল পরিষ্কার তার চিন্তা অনুভব করতে পারছে। বেটে স্কলারের কথা ভুলে গেছে একেবারে –যাদুমন্ত্রের মতো। জেনডিবল অনুভব করছে হামিশের ভেতরে জন্ম নিচ্ছে ভয় এবং এক মুহূর্তের জন্য–

তারপর হামিশ রাগ ভয়টাকে দমিয়ে দিয়ে বেড়ে উঠল।

রাফিরান্ট চিৎকার করে বলল, "বন্ধুরা! স্কোওলার এখানে নাচছে। ঘুষি এড়িয়ে গিয়ে সে হামিশদের "ঘুষির বদলে ঘুষি" এই সৎ নিয়মকে অপমান করেছে। ধরো ওকে। তারপর আমরা ঘুষির বদলে ঘুষি বিনিময় করব। ও সবাইকে আঘাত করবে, আমার তরফ থেকে উপহার, আর আমি –আমি সবার পরে আঘাত করব।"

ঘিরে জনতার মাঝখানে জেনডিবল একটা ফাঁক পেল। তার বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটা বড় ফাঁক তারপর প্রাণপণে দৌড়ানো, নিজের ক্ষিপ্রগতি এবং কৃষকদের ইচ্ছাকে দমিয়ে দেয়ার ক্ষমতাকে ভরসা করে।

সে কৌশলে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খরচ হচ্ছে। কাজ হচ্ছেনা। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি।

ধরা পড়ে গেল জেনডিবল।

অন্তত কয়েকটা মাইন্ড তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। ব্যাপারটা গ্রহণযোগ্য না এবং তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার জীবন –নিজের জীবন-বিপদের মুখে।

কিভাবে ঘটল?

২৪

স্পিকারদের টেবিল সম্পূর্ণ হয় নি। কোনো স্পিকার দেরি করলে তার জন্য অপেক্ষা করাটা নিয়ম বহির্ভূত। স্যান্ডেস এর মতে বাকীদের অপেক্ষা করার কোনো ইচ্ছা নেই। যদিও জেনডিবল সবচেয়ে তরুণ এবং নিয়মগুলো মানে না। তার ধারণা তরুণ বয়সে সব করা যায় আর বুড়োদের পাত্তা না দিলেও চলে। অন্য স্পিকারদের কাছে জেনডিবলের কোনো জনপ্রিয়তা নেই। স্যান্ডেস-এর কাছেও নেই। কিন্তু জনপ্রিয়তা এখানে বিবেচ্য বিষয় না।

ডিলোরা ডেলারমি তার কল্পনায় বাধা দিল। নীল চোখ, গোল মুখের নিষ্পাপ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব তার তীক্ষ্ণ মাইন্ড এবং নিষ্ঠুর একাগ্রতাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

ডেলারমি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'ফার্স্ট স্পিকার, আমরা কি আরো অপেক্ষা করব?' (আনুষ্ঠানিকভাবে মিটিং-এর ঘোষণা দেয়া হয়নি বলেই সে কথা বলল, কিন্তু অন্য স্পিকাররা ঠিকই অপেক্ষা করত স্যান্ডেস এর পদাধিকার বলে প্রথমে কথা শুরু করার জন্য।)

সূক্ষ্ম অসৌজন্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও ফার্স্ট স্পিকার জবাব দিলেন, 'সাধারণত অপেক্ষা করা উচিত না, স্পিকার ডেলারমি, কিন্তু যেহেতু টেবিলের সবাই একত্র হয়েছি স্পিকার জেনডিবলের কথা শোনার জন্য, তাই নিয়মটা আমরা ভাঙতে পারি।'

'সে কোথায়, ফার্স্ট স্পিকার?'

'সেটা, স্পিকার ডেলারমি, আমি জানি না।'

ডেলারমি সবার দিকে তাকালো। ফার্স্ট স্পিকার ছাড়া আরো এগার জন স্পিকার। –মাত্র বারজন। পাঁচ শতাব্দী ধরে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন তার ক্ষমতা দায়িত্ব বাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু টেবিলে স্পিকারের সংখ্যা বারোজন থেকে বাড়ানোর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সেলডনের মৃত্যুর পর থেকেই দ্বিতীয় ফার্স্ট স্পিকার (সেলডনকে ধরা হয় প্রথম ফার্স্ট স্পিকার) নিয়মটা চালু করেন এবং তারপর থেকে বারো জনেই স্পিকার টেবিল তৈরি হয়েছে।

বারোজন কেন? সংখ্যাটিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় এমন ছোট ছোট দলে ভাগ করা যাবে। একসাথে কাজ করার জন্য দলটা যথেষ্ট ছোট এবং কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করার জন্য যথেষ্ট বড়। সংখ্যাটা বেশি হলে দলটা খুব বড় হয়ে যেত, কম হলে কার্যকারিতা কমে যেত।

সবসময় এই ব্যাখ্যাটাই দেয়া হয়। আসলে কেউই বলতে পারে না কেন এই সংখ্যাটাই নির্বাচন করা হয়েছে –আর কেনই বা সেটা অপরিবর্তনীয়। তবে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনও ঐতিহ্য আর প্রথার বাঁধনে আটকা পড়ে আছে।

এক মুখ থেকে অন্য মুখে, এক মাইন্ড থেকে অন্য মাইন্ডে অনায়াসভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় পুরো ব্যাপারটা ভাবতে ডেলারমির মাত্র এক মুহূর্ত সময় লেগেছে।

সে সন্তুষ্ট যে জেনডিবলের প্রতি কারো কোনো সমবেদনা নেই। তরুণকে তার প্রায়ই কেঁচোর মতো মনে হয়। শুধু যোগ্যতা ও মেধার কারণে অন্য সবাই সরাসরি বিরোধিতা করছে না। (দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের যেমিমিলেনিয়াম ইতিহাসে মাত্র দুজন স্পিকারকে বহিষ্কার করা হয় –কিন্তু তারা দোষী সাব্যস্ত হয় নি।)

যে কারণেই থাকুক মিটিং-এ উপস্থিত হতে না পারাটা মারাত্মক অপরাধ এবং ডেলারমি এটা অনুভব করে খুশি যে সবার ভেতরেই বিচারের দাবী জোরালো হচ্ছে।

'ফার্স্ট স্পিকার,' সে বলল, 'স্পিকার জেনডিবল কোথায় আছে সেটা আপনি যদি না জানেন, আমি আপনাকে বলতে পারি।'

'বল, স্পিকার?'

'আমরা সবাই জানি এই তরুণ' (প্রত্যেকেই খেয়াল করেছে ডেলারমি কোনো সম্মানসূচক সম্বোধন করেনি।) 'প্রায়ই হ্যামিশ এলাকায় যায়। ওখানে তার কাজটা কি আমি জানি না, তবে এই মুহূর্তে সে হ্যামিশদের সাথে আছে এবং ওখানের কাজটাকে মিটিং-এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।'

'আমি যতদূর জানি,' স্পিকারদের একজন বলল, 'হাঁটতে বা জগিং করতে সে ওইদিকে যায়।'

ডেলারমি আবারও হাসল। –হাসতে সে পছন্দ করে। এর জন্য অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করতে হয় না। 'বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, প্রাসাদ এবং চারপাশের পুরো অঞ্চলটাই আমাদের। জায়গাটা গ্রহের তুলনায় অনেক ছোট, কিন্তু তারপরেও প্রচুর জায়গা আছে, অন্তত ব্যায়াম করার জন্য। –ফার্স্ট স্পিকার, আমাদের শুরু করা উচিত না?'

ভিতরে ভিতরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফার্স্ট স্পিকার। টেবিলকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার পূর্ণ ক্ষমতা তার রয়েছে –অথবা জেনডিবল উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত মিটিং তিনি দীর্ঘায়িত করতে পারবেন।

না, অন্য স্পিকারদের সমর্থন ছাড়া কোনো ফার্স্ট স্পিকারই ভালভাবে প্রশাসন চালাতে পারবেনা। কাজেই তাদেরকে খেপানো ঠিক হবে না। এমনকি প্রিম পালভারও অনেক সময় তার জটিল সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াতেন। তাছাড়া জেনডিবলের আচরণ এমনকি ফার্স্ট স্পিকারের কাছেও বিরক্তিকর। তরুণ স্পিকারের বোঝা উচিত তার ইচ্ছামতো সবকিছু চলে না।

ফার্স্ট স্পিকার হিসেবে তিনি সবার আগে বক্তব্য শুরু করলেন, "আমরা শুরু করব। স্পিকার জেনডিবল প্রাইম রেডিয়্যান্ট ডাটা থেকে বিপজ্জনক তথ্য পেয়েছে। তার বিশ্বাস কোনো একটি সংগঠন নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমাদের চেয়েও দক্ষভাবে সেলডন প্ল্যান নিয়ন্ত্রণ করছে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপারটা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বিষয়টা তোমাদের সবাইকে জানানো হয়েছে এবং আজকের মিটিংএ স্পিকার জেনডিবলকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারবে। যেন ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।"

এত কিছু বলার প্রয়োজন ছিলনা। স্যাডেস তার মাইন্ড উন্মুক্ত করে রেখেছেন, ফলে সবাই সব জানে। মৌখিকভাবে বলাটা নিতান্তই ভদ্রতা।

ডেলারমি দ্রুত চারপাশে তাকালো। বাকী দশজন বোধহয় জেনডিবলের বিপক্ষে বলার জন্য তাকেই মনোনীত করেছে। 'কিন্তু জেনডিবল নিজেও জানে না (এখনো কোনো সম্মানসূচক সম্বোধন নেই) এই সংগঠনটা কি বা কারা।'

সাধারণভাবে বললেও, বলার ভাবে খুব সূক্ষ্ম রুক্ষতা রয়েছে। যেন বলছে: আমি আপনার মাইন্ড দেখতে পারছি; কষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে হবে না।

ফার্স্ট স্পিকার রুক্ষতাটা ধরতে পারলেন এবং এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। 'স্পিকার জেনডিবল সংগঠনের ব্যাপারে কিছু জানেনা বা বলতে পারবেনা, তার মানে এই না যে তাদের অস্তিত্ব নেই। প্রথম ফাউন্ডেশন কখনোই আমাদের ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি। এখন তুমি কি বলবে আমাদের অস্তিত্ব নেই?'

'ঠিক মিলছেনা,' ডেলারমি মৃদু হেসে বলল,' এমন কোনো কথা নেই যে আমরা অপরিচিত বলেই এখনো টিকে আছি, বা কারো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে অপরিচিত হতে হবে।'

'সত্যি কথা। সে কারণেই স্পিকার জেনডিবলের ব্যাখ্যা আমাদের খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এর পেছনে শক্ত গাণিতিক যুক্তি রয়েছে, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, তোমাদেরও দেখা উচিত। তার ব্যাখ্যা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো না।'

'আর এই প্রথম ফাউন্ডেশনার, গোলান ট্রেভিজ, আপনার মাইন্ডে যার কথা ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু উল্লেখ করেন নি।'

ফার্স্ট স্পিকার কিছুটা রেগে গেলেন। 'স্পিকার জেনডিবলের মতে ট্রেভিজকে হয়তো তার অজান্তেই ঐ সংগঠন নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে –এবং তার উপরও আমাদের নজর রাখতে হবে।'

'যদি,' ডেলারমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বাদামী চুল পেছনে সরিয়ে বলল, 'সেই সংগঠন বা যাই হোক –তার অস্তিত্ব থাকে এবং যদি সেটা বিপজ্জনক রকম মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী হয়, নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে পারে তাহলে প্রথম ফাউন্ডেশনের এমন একজন সুপরিচিত উন্মাদ লোককে নিজেদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ব্যবহার করা কি ঠিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়?'

ফার্স্ট স্পিকার, গম্ভীর গলায় বললেন, 'সবাই তোমার মতো ফার্স্ট ক্লাস, কিন্তু চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু বিষয় আমার নজরে এসেছে। আমি নিজেও পুরোপুরি ভালোভাবে বুঝতে পারিনি।' অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিনি তার চিন্তা মাইন্ড থেকে প্রকাশ করে ফেললেন, লজ্জা পেলেন অন্যরা সেটা দেখেছে বলে।

প্রত্যেক স্পিকার ফার্স্ট স্পিকারের মেন্টাল এ্যাকশন খেয়াল করল এবং তার লজ্জাবোধকে সম্মান জানালো। ডেলারমি নিজেও, কিন্তু কিছুটা অধৈর্য হয়েই সে বলল, 'দয়া করে আপনার চিন্তা আমাদের জানতে দিন।'

'ঠিক আছে। কাউন্সিলম্যান ট্র্যাভিজকে সংগঠনটা তাদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর ব্যবহার করলেও তাকে নিয়ে কঠিন কাজ হবে। অথচ স্পিকার জেনডিবলকে নিশ্চিত মনে হয়েছে এবং একজন সিনিয়র স্পিকারের এরকম অন্তর্জ্ঞান কখনো অবজ্ঞা করা উচিত না। তাই আমি ট্র্যাভিজের উপর সেলডন প্ল্যান প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।'

'একজন ব্যক্তির উপর?' স্পিকারদের একজন নিচু অবাক গলায় বলল এবং পরবর্তী চিন্তাটার জন্য সে দুঃখবোধ করল। তার চিন্তা ছিল: কি বোকা!

'একজন ব্যক্তির উপর,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, "তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি আসলেই বোকা। আমি ভালোভাবেই জানি, একজন দূরে থাক, ছোট একদল মানুষের উপরেই এই প্ল্যান প্রয়োগ করা যাবে না। যাই হোক, আমি কৌতূহলী ছিলাম। প্রথমে ষোলটা ভিন্ন পথে ট্র্যাভিজের আন্তঃব্যক্তিক পারস্পরিক সম্পর্ক যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করি। এরপর তার ব্যাপারে যা কিছু জানি সব ব্যবহার করি। তারপর পুরোটা সমন্বয় করি।" তিনি থামলেন।

'বেশ?' ডেলারমি বলল, "-ফলাফল কি বেশি অবাক করার মতো?"

'কোনো ফলাফলই পাওয়া যায়নি। একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কিছুই করা যাবে না।' তারপরেও -তারপরেও-

'তার পরেও?'

"ফলাফল বিশ্লেষণ করেই আমি চল্লিশ বছর কাটিয়েছি, এখন আগে থেকেই বলে দিতে পারি ফলাফল কি হবে -আমার কখনো ভুল হয় না। এক্ষেত্রে, যদিও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি, আমার মনে হচ্ছে জেনডিবলের কথাই ঠিক এবং ট্র্যাভিজকে একা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।"

'কেন উচিত হবে না, ফার্স্ট স্পিকার?' ডেলারমি জিজ্ঞেস করল।

"আমি লজ্জিত, কারণ সেলডন প্ল্যান সম্পূর্ণ অকার্যকর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছি। আরো লজ্জিত এই কারণে যে এই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ অন্তর্জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। -আমার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। যদি জেনডিবলের কথা ঠিক হয় -যদি কোনো অজানা উৎস থেকে আমরা বিপদের মুখোমুখি হই, তখন ট্র্যাভিজই থাকবে চালকের আসনে।"

'আপনার এমন অনুভূতির পেছনে কি যুক্তি আছে?' ডেলারমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ফার্স্ট স্পিকার হতাশ হয়ে টেবিলের সবার দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকালেন, 'কোনো যুক্তি নেই। সাইকোহিস্টোরিকাল গণিত থেকে কিছু পাওয়া যায়নি, কিন্তু যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে সবকিছুর চাবি হচ্ছে ট্র্যাভিজ। এই তরুণের প্রতি অবশ্যই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।'

২৫

জেনডিবল বুঝতে পারছে মিটিং-এ সে সময়মতো পৌঁছতে পারবে না। হয়তো আর কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না।

হ্যামিশরা খুব শক্তভাবে ধরে রেখেছে আর সে পাগলের মতো একটা উপায় খুঁজছে যেন তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে সে বাধ্য করতে পারে।

রাফিরান্ট এখন দাঁড়িয়ে আছে সামনে, বিজয়ীর মতো। 'তুমি তৈরি স্কোলার? ঘুষির বদলে ঘুষি, আঘাতের বদলে আঘাত, হ্যামিশ নিয়ম। এসো তুমিই প্রথম আঘাত কর।'

'তোমাকেও তাহলে আমার মতো ধরে রাখুক।'

'একে ছেড়ে দাও,' রাফিরান্ট বলল, 'না, না। শুধু হাত দুটো। হাত দুটো ছেড়ে দাও, কিন্তু পা দুটো শক্ত করে ধরে রাখো। আর নাচ দেখতে চাই না।'

জেনডিবল টের পেল তার পা দুটো শক্ত করে মাটিতে চেপে ধরা হয়েছে। হাত দুটো এখন মুক্ত।

'মারো স্কোলার, একটা ঘুষি দাও।'

জেনডিবলের অনুসন্ধানী মাইন্ড তারপর একটা উপায় দেখতে পেল -ক্রোধ, অবিচার এবং করুণার অনুভূতি। আর কোনো উপায় নেই। ঝুঁকিটা তাকে নিতেই হবে, সরাসরি এই অনুভূতিগুলো জোরালো করে তুলতে হবে তারপর-

কোনো প্রয়োজন ছিলনা। নতুন একটা মাইন্ড সে ধরতেই পারে নি, কিন্তু সেটা একেবারে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করল।

হঠাৎ করেই একটা ছোট কাঠামো চোখে পড়ল জেনডিবলের -পাতলা, জট পাকানো কালো চুল, হাত দুটো সামনে বাড়ানো।

একটা মেয়ে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় জেনডিবল নিজের চোখে যা দেখছে সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কারল রাফিরান্ট!' মেয়েটা কৃষককে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। 'তুমি একটা ভীতু ষাঁড়! আঘাতের বদলে আঘাত, হ্যামিশ নিয়ম? তোমার সাইজ স্কোলারের দ্বিগুণ। বরং আমার সাথে মারামারি করলেও মানাবে। এর জন্য কি তোমার প্রশংসা করবে সবাই? বরং তোমাকে লজ্জা দেবে। সবাই আঙুল তুলে বলবে, "ঐ যে রাফিরান্ট, শিশু পিটিয়ে হিরো হয়েছে।" সবাই তোমাকে নিয়ে হাসবে। কোনো মর্যাদাবান হ্যামিশ পুরুষ তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করবে না -কোনো হ্যামিশ নারী তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না।'

রাফিয়ান্ট চেষ্টা করছে মুষলধারে গালি থামানোর, মেয়েটির ঘুষি থামানোর চেষ্টা করছে, দুর্বল গলায় বোঝানোর চেষ্টা করছে, 'শোন সুরা। শোন সুরা।'

জেনডিবল টের পেল তাকে কেউ ধরে রাখেনি, রাফিয়ান্ট তার দিকে তাকিয়ে নেই, মাইন্ডগুলো আর তাকে নিয়ে ভাবছে না।

সুরাও ভাবছে না; তার পুরো রাগ একা রাফিয়ান্ট-এর উপর। জেনডিবল মন ফিরে পেয়েছে, এখন সে সুরার রাগ এবং রাফিয়ান্ট-এর মাইন্ডে যে অস্বস্তিকর লজ্জাবোধ তৈরি হয়েছে, সেটাকে আরো জোড়ালো করে তুলতে চাইল। আসলে কোনো প্রয়োজন ছিল না

মেয়েটি কথা বলেই যাচ্ছে, 'সবাই সরে দাঁড়াও। দেখ রাফিয়ান্ট [illegible] যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে তার আরো পাঁচ ছয়জন বন্ধু থাকতে পারে, আর লজ্জার ভাগ নিতে পারো, তারপর ফার্মে ফিরে গিয়ে বাচ্চা ছেলে পেটানোর রোমহর্ষক কাহিনি বলতে পারবে। তুমি বলবে, "আমি লোকটার হাত ধরে রেখেছিলাম, আর তখন রাফিয়ান্ট জোরে ঘুষি মেরেছিল, যখন লোকটা ফিরতি আঘাত করে নি।" তুমি বলবে, "আমি তো লোকটার পা দুটো ধরে রেখেছিলাম, কাজেই আমাকেও একটু বাহবা দাও।" তখন রাফিয়ান্ট-জোকারটা বলবে, "আসলে লোকটাকে আমি এক জায়গায় স্থির রাখতে পারছিলাম না, তাই আমার বন্ধুরা ওকে চেপে ধরেছিল, তারপর ছয়জন মিলে ওকে পিটিয়েছি।"

'কিন্তু সুরা,' রাফিয়ান্ট প্রায় কেঁদে ফেলেছে, 'আমি স্কোলারকে প্রথম আঘাত করতে বলেছি।'

'ওর ঘুষিকে তুমি কত ভয় পাও, তাই না, রাফিয়ান্ট মোটা-মাথা। ওকে ওর কাজে যেতে দাও, আর তোমরা সবাই ফিরে যাও বাড়িতে। মনে করো না যে আজকের ঘটনা সবাই ভুলে যাবে। আমাকে যদি আরো রাগাও তাহলে আরো বেশি করে এই ঘটনা ছড়াবে।'

সবাই মাথা নিচু করে হাঁটা দিল, পিছনে তাকাচ্ছেনা।

জেনডিবল তাদের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর ঘুরে তাকালো মেয়েটির দিকে। পরনে ব্লাউজ আর ট্রাউজার, ঘরে তৈরি জুতা। মুখ ঘামে ভেজা। বড় নাক, ভারী বুক (অন্তত ঢোলা ব্লাউজের উপর থেকে জেনডিবল যতটুকু বুঝতে পারল)। উন্মুক্ত বাহুদুটো পেশীবহুল। —কারণ হ্যামিশ নারীরা মাঠে হ্যামিশ পুরুষদের সাথে সমান তালে কাজ করে।

কোমরে হাত বেঁধে মেয়েটি কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। 'বেশ স্কোলার, দেরি করছেন কেন? নিজের কাজে যান। ভয় পাচ্ছেন? আমি এগিয়ে দেব?'

অপরিষ্কার কাপড় থেকে জেনডিবল ঘামের গন্ধ পাচ্ছে, কিন্তু নাক কোঁচকালেই অভদ্রতা হবে। 'ধন্যবাদ, মিস সুরা।'

'আমার নাম নোভী,' মেয়েটি কঠিন গলায় বলল। 'সুরা নোভী। আপনি শুধু নোভী ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ নোভী। তুমি অনেক সাহায্য করেছ। আমি ভয় পাচ্ছিনা, তবে তুমি সাথে হাঁটলে আমার ভালো লাগবে।' তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণীদের যেভাবে সম্মান জানায়, সেভাবে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো। লজ্জা পেল নোভী। অনিশ্চিতভাবে নিজের আচরণ সংযত করে নিল। 'ভাল লাগবে —আমারও।' এমন ভাবে বলল যেন তার প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ খুঁজছে, তারপর হাল ছেড়ে দিল।

দুজন একসাথে হাঁটছে। জেনডিবল ভালোভাবেই জানে হাঁটার কারণে মিটিং-এ পৌঁছতে আরো দেরি হবে, কিন্তু এখন সে পুরো ঘটনা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে, এবং ইচ্ছা করেই আরো দেরী করছে।

দূরে বিশ্ববিদ্যালয় ভবন দেখার সাথে সাথেই সুরা নোভী থেমে ফিসফিসে গলায় বলল, 'মাস্টার স্কোলার?'

'হ্যা, নোভী?'

'জায়গাটা খুব সুন্দর আর অনেক স্কোলার থাকে, তাই না?'

'খুব সুন্দর।' জেনডিবল বলল।

'আমার ইচ্ছা ছিল এখানে আসার এবং —এবং স্কোলার হওয়ার।'

'কোনো একদিন,' জেনডিবল ভদ্রগলায় বলল, 'জায়গাটা আমি তোমাকে দেখাব।'

কথাটিকে নোভী শুধু ভদ্রতা হিসেবে নিল। 'আমি লিখতে পারি। স্কুলে শিখেছি। যদি আপনাকে চিঠি লিখি,' সে চেষ্টা করছে গলাটা যেন স্বাভাবিক থাকে, 'কি লিখলে আপনার কাছে পৌঁছবে?'

'শুধু লিখবে, "স্পিকার হাউজ, এপার্টমেন্ট ২৭," তাহলেই হবে। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে, নোভী।'

সে আবারো মাথা নিচু করে সম্মান জানালো, নোভীও চেষ্টা করল তাকে অনুকরণ করার। দুজন হাঁটা দিল বিপরীত দিকে। জেনডিবল সাথে সাথেই নোভীর কথা মাইন্ড থেকে বের করে দিয়েছে। এখন ভাবছে মিটিং-এর কথা, বিশেষ করে স্পিকার ডেলোরা ডেলারমীর কথা। চিন্তাগুলো ভালো কিছু ছিল না।

কিষাণী

২৬

স্পিকাররা সবাই যার যার নিজস্ব মেন্টাল শীল্ড-এ নিজেদের আড়াল করে ফেলেছে। যেন ট্র্যাজিডির ব্যাপারে ফার্স্ট স্পিকারের বক্তব্যের পরে তাকে অপমান না করার জন্য নিজেদের মাইন্ড লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। একই সাথে ধরেতে তাকিয়ে আছে ডেলারমির দিকে। সবার ভেতর ডেলারমি বেশি সাহসী এমনকি জেনডিবলও এতটা বেপরোয়া না।

ডেলারমি সবার দৃষ্টির ব্যাপারে সচেতন, জানে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা না করে তার উপায় নেই। তাছাড়া পরিস্থিতি সে এভাবে হালকা করতে চায়না। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে ভুল বিশ্লেষণের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ফার্স্ট স্পিকারকে অপসারণ করার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এখন অপসারণ করা সম্ভব। কাজেই সে পিছু হটবে না।

'ফার্স্ট স্পিকার!' সে নরম সুরে বলল, স্বাভাবিক ফর্সা মুখে শান্ত কঠিন ভাব প্রায় চোখেই পড়ে না। 'আপনি নিজেই বলেছেন যে আপনার বিশ্লেষণের পিছনে কোনো যুক্তি নেই, সাইকোহিস্টোরিক্যাল গণিত থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। তাহলে আপনি বলছেন রহস্যময় অনুভূতির উপর ভিত্তি করে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে?'

ফার্স্ট স্পিকার মুখ তুললেন, কপালে ভাঁজ। টেবিলের চারপাশে শীল্ড-এর ব্যাপারে তিনি সচেতন। এর অর্থ জানেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'যুক্তি প্রমাণের অভাব আমি গোপন করিনি। অবান্তর কোনো কথাও বলিনি। যা বলেছি সেটা হচ্ছে একজন ফার্স্ট স্পিকারের শক্তিশালী অন্তর্জ্ঞান, যার রয়েছে দীর্ঘ কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, সারাজীবন যে কাটিয়েছে সেলডন প্ল্যান গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।' সচরাচর যা করেন না, তিনি তাই করলেন, গর্বিত ভঙ্গিতে তাকালেন সবার দিকে, এবং একে একে সবার মেন্টাল শীল্ড সরে গেল। ডেলারমী (যখন তিনি তার দিকে তাকালেন) সরালো সবার পরে।

ডেলারমি এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলল যেন কিছুই ঘটেনি, 'অবশ্যই আপনার কথা মেনে নিচ্ছি ফার্স্ট স্পিকার। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আরেকবার বিবেচনা করবেন। যেহেতু শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করার জন্য এরইমধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, আপনি চাইলে আপনার বক্তব্য রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হবে-যদি সেগুলো–'

জেনডিবলের কণ্ঠস্বর বাঁধা দিল। 'কোন কথাগুলো রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হবে?'

প্রতিজোড়া চোখ একসাথে ঘুরে তাকালো। শীল্ড না থাকলে সবাই ধরতে পারত যে জেনডিবল বেশ আগে থেকেই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। 'সবাই শীল্ডের ভেতর ছিলেন? আমার কথা খেয়াল ছিল না?' জেনডিবল বলল। 'কি চমৎকার মিটিং হচ্ছে এখানে। একজনের তো লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল আমি আসি কি না আসি? নাকি ভেবেছিলেন আমি আসবই না?'

এমন আচরণ সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী। কারণ জেনডিবলের দেরিতে আসাটা ধরেই খারাপ। অনুমতি না নিয়ে ভেতরে ঢোকা তার চেয়েও খারাপ। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ফার্স্ট স্পিকারের আগে কথা বলা।

ফার্স্ট স্পিকার তার দিকে ঘুরলেন। সবকিছু বাদ। নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারটা দেখতে হবে সবার আগে।

'স্পিকার জেনডিবল,' তিনি বললেন, 'তুমি দেরি করে এসেছ। অনুমতি না নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছ, কথা বলেছ। বল, কেন তোমার আসন ত্রিশ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হবে না?'

'অবশ্যই। সাসপেনশন এর ব্যাপার পরে আসবে, প্রথমে দেখতে হবে কে আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছিল এবং কেন।' জেনডিবলের কথাগুলো ঠান্ডা এবং হিসেব করা, কিন্তু তার মাইন্ড তার চিন্তাকে রাগ দিয়ে আবৃত করে রেখেছে, এবং কে সেটা ধরতে পারল এটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

অবশ্যই ডেলারমি ধরতে পারল। সে জোর দিয়ে বলল, 'এই লোকটা পাগল হয়ে গেছে।'

'পাগল? এই মহিলা পাগল বলেই এমন কথা বলছে। নাকি নিজের দোষ ঢাকতে চাচ্ছে। –ফার্স্ট স্পিকার, আমি পারসোনাল প্রিভিলেজ চাই।'

'কি ধরনের পারসোনাল প্রিভিলেজ, স্পিকার?'

'ফার্স্ট স্পিকার, আমি এখানেই একজনকে খুনের চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করতে চাই।'

ঘরের ভেতর যেন বিস্ফোরণ ঘটল। সব স্পিকার ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, একসাথে ফিসফিস করছে, মৌখিকভাবে এবং মেন্টালি।

ফার্স্ট স্পিকার হাত তুললেন। চিৎকার করে বললেন, 'যে কোনো স্পিকারের পারসোনাল প্রিভিলেজ এর সুযোগ রয়েছে।' তিনি তার কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করলেন, মেন্টালি, পদ্ধতিটা সবার পছন্দ হবে না –কিন্তু অন্য কোনো উপায় নেই।

হৈ চৈ থেমে গেল।

সবাই স্বাভাবিক এবং মেন্টালি নীরব না হওয়া পর্যন্ত জেনডিবল অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'দূরের এক হ্যামিশ রাস্তা ধরে আমি এখানে আসছিলাম। সময়মতোই মিটিং-এ পৌঁছতে পারতাম, রাস্তায় কয়েকজন কৃষক আমাকে হামলা করে, অল্পের জন্য মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচেছি, হয়তো বা মৃত্যুর হাত

সেকেন্ড। যাই হোক দেরি হলেও আমি পৌঁছতে পেরেছি। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সাথে কোনো হ্যামিশ লোক চোখ তুলে কথা বলেছে এমন ঘটনাই ঘটেনি –গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা।"

'আমিও না,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন।

জেনারমি চিৎকার করে বলল, 'দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনাররা হ্যামিশ এলাকায় ঘোরাঘুরি করেনা। তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছ!'

'সত্যি কথা,' জেনডিবল বলল, "যে আমি হ্যামিশ এলাকায় একা ঘোরাঘুরি করি। বিভিন্ন দিকে আমার একশ বারেরও বেশি যাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এর আগে কেউ আমার সাথে যেচে কথা বলেনি। অন্য কেউ আমার মতো অতটা ঘোরাফেরা করে না, তাই বলে তারা যে বাইরে যায় না তা-ও না। তবু তাদের সাথেও কেউ কখনো কথা বলেনি। আমার মনে আছে যখন জেনারমি মাঝে মাঝে' তারপর যেন হঠাৎ করেই সম্মানসূচক সম্বোধনের কথা মনে পড়ল এবং তা করার উদ্দেশ্যে মুখ ভেংচে বলল, 'যখন স্পিকারেস জেনারমি মাঝে মাঝে হ্যামিশ এলাকায় যেতেন, তখনো কেউ তার সাথে যেচে কথা বলেনি।'

'সম্ভবত,' জেনারমি চোখ দুটো গোল করে বলল, 'কারণ আমি ওদের সাথে প্রথমে কথা বলতামনা এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। কারণ আমি এমন আচরণ করতাম যেন আমাকে শ্রদ্ধা করাই ওদের কাজ।'

'আশ্চর্য,' জেনডিবল বলল, 'অথচ আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার চেয়ে নরম ব্যবহার করেন। –কিন্তু আমাকে বোঝান দেখি সব বাদ দিয়ে আজকের দিনটাকেই তারা বেছে নিল কেন, যেদিন আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ যোগ দিতে হবে?'

'যদি তোমার ব্যবহারের কারণে না হয়, তাহলে এটা অবশ্যই একটা দৈব ঘটনা,' জেনারমি বলল। 'আমি যতদূর জানি, এমনকি সেলডনের গণিতও পারেনি থেকে দৈব সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করতে পারেনি –বিশেষ করে একজন ব্যক্তির বেলায়তো অবশ্যই না। নাকি তুমিও নিজের অন্তর্জ্ঞান থেকে কথা বলছ?' (ফার্স্ট স্পিকারকে কটাক্ষ করায় দুই একজন স্পিকার মেন্টালি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।)

'আমার ব্যবহারের কারণে ঘটনাটা ঘটেনি। সেই ঘটনাগুলো, কেউ ইচ্ছা করে ঘটিয়েছে।' জেনডিবল বলল।

'সেটা আমরা কিভাবে জানব?' ফার্স্ট স্পিকার নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন। জেনারমির শেষ মন্তব্যের পর তিনি জেনডিবলের প্রতি নরম হয়ে পড়েছেন।

'আমার মাইন্ড আপনার কাছে উন্মুক্ত, ফার্স্ট স্পিকার। আপনাকে এবং [illegible] সবাইকে আমি –ঘটনাটার স্মৃতি তুলে দিচ্ছি।'

মুহূর্তেই সবার জানা হয়ে গেল। ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'ভয়ঙ্কর! [illegible] মুখেও তুমি খুব ভালো আচরণ করেছ, স্পিকার। আমি একমত যে হ্যামিশদের আচরণ ছিল খুব বিচিত্র এবং ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে হবে। এখন সভার আলোচনায় যোগ দাও–'

'এক সেকেন্ড!' জেনারমি বাধা দিল। 'স্পিকারের স্মৃতি ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হব কি করে?'

রেগে গেলেও জেনডিবল নিজেকে সামলে নিল। 'আমার মাইন্ড উন্মুক্ত।'

'আমি এমন উন্মুক্ত মাইন্ডের কথা জানি যা আসলে উন্মুক্ত থাকে না।'

'সেই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই, স্পিকার,' জেনডিবল বলল 'যেহেতু আপনি সবসময়ই আমাদের বাকী সবাইকে নজরবন্দী করে রাখেন। যাই হোক, আমার মাইন্ড যখন উন্মুক্ত, তখন সেটা পুরোপুরিই উন্মুক্ত।'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন,' আমাদের আর–'

'বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত, কিন্তু পারসোনাল প্রিভিলেজ-এর বিষয়টা,' জেনারমি বলল।

'কি ধরনের পারসোনাল প্রিভিলেজ, স্পিকার?'

'স্পিকার জেনডিবল আমাদের একজনকে হত্যা চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। যতক্ষণ সে অভিযোগ প্রত্যাহার না করছে, ততক্ষণ আমাকে সম্ভাব্য খুনী হিসেবে ধরা হবে। আপনাকেসহ ঘরের বাকী সবাইকে তাই ধরা হবে।'

'তুমি অভিযোগ প্রত্যাহার করবে, স্পিকার জেনডিবল?' ফার্স্ট স্পিকার জিজ্ঞেস করলেন।

জেনডিবল চেয়ারে বসল, হাত দুটো পরস্পরের সাথে জোরে চেপে ধরল, যেন প্রমাণ করতে চাইছে এর আসল মালিক সেই। 'করব, যদি কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে কেন হ্যামিশ কৃষকরা আমাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য দল বেঁধে তৈরি হয়েছিল।'

'হাজারটা কারণ থাকতে পারে,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। ' আমি তো বলেছি ঘটনাটা তদন্ত করে দেখা হবে। এখন আলোচনার স্বার্থে তুমি অভিযোগ প্রত্যাহার করবে?'

'সম্ভব না ফার্স্ট স্পিকার। হ্যামিশ কৃষকের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবে, যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেভাবে তার মাইন্ড পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলো মিনিট ব্যয় করেছি। কিন্তু পারিনি, তার মাইন্ডে স্বাভাবিকতা ছিল না। তার আচরণ ছিল নির্দিষ্ট যেন বাইরের একটা মাইন্ড তাকে চালাচ্ছে।'

জেনারমি হঠাৎ মৃদু হাসি দিয়ে বলল, 'তোমার ধারণা সেই বাইরের মাইন্ড আমাদের কারো? তোমার সেই রহস্যময় সংগঠনের কারো হতে পারেনা, যারা আমাদের চেয়েও শক্তিশালী?'

'হতে পারে,' জেনডিবল বলল।

"সে ক্ষেত্রে, আমরা –যারা তোমার সেই সংগঠনের সদস্য না –তাদের কোনো দোষ নেই এবং তোমার অভিযোগ প্রত্যাহার করা উচিত। নাকি তোমার অভিযোগ এখানের কেউ একজন ওই সংগঠনের পক্ষে কাজ করছে? হয়তো আমাদের কেউ একজন দল বদল করেছে?"

'হয়তো বা,' জেনডিবল কঠিন গলায় বলল, বুঝতে পারছে ডেলারমি ফাঁদ পাতছে, ফাঁদ পড়ছে।

'মনে হয়,' ডেলারমি ফাঁদ এঁটে বসানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, 'গোপন, অজানা রহস্যময় সংগঠনের ব্যাপারটা তোমার বাবের কোনো দুঃস্বপ্ন। হামিশ কৃষকদের প্রভাবিত করা হয়েছে বা স্পিকাররা গোপন কোনো পক্ষ নিয়ে কাজ করছে, তোমার এ ধরনের কল্পনার সাথে ব্যাপারটা মিলে। বল স্পিকার, আমাদের মধ্যে কে কোন কোনো দলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে? আমি?'

'মনে হয়না, স্পিকার। যদি হতেন, তাহলে আমাকে যে পছন্দ করেন না সেটা এত খোলাখুলি প্রচার করতেন না।'

'হয়তো, ডাবল-ডাবল ক্রস?' ডেলারমি বলল। পুরোপুরি সন্তুষ্ট। 'তোমার ফ্যান্টাসীর এটাই সাধারণ সমাধান।'

'হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।'

স্পিকার লেসটিম জিয়ান্নি ক্ষিপ্ত হয়ে বাধা দিল। 'দেখুন, স্পিকার জেনডিবল, আপনি স্পিকার ডেলারমিকে অভিযুক্ত না করলে, সরাসরি আমাদের বাকী সবাইকে অভিযুক্ত করছেন। আপনাকে হত্যা করে বা দেরি করিয়ে দিয়ে আমাদের লাভ?'

জেনডিবল সাথে সাথে উত্তর দিল, যেন প্রস্তুতির জন্য সে তৈরি হয়েই ছিল, 'যখন আমি পৌঁছাই তখন ফার্স্ট স্পিকারের কোনো একটা মন্তব্য রেকর্ড থেকে দূর ফেলার আলোচনা হচ্ছিল। একমাত্র আমিই সেই মন্তব্যগুলো শুনতে পারিনি। সেগুলো জানতে পারলে হয়তো আমাকে দেরি করানোর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।'

'আমি বলছিলাম,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'যে আমার দীর্ঘদিনের অন্তর্দৃষ্টি এবং সাইকোহিস্টোরিকাল গণিতের অপ্রচলিত প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি যে পুরো পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে প্রথম ফাউন্ডেশনার গোলান ট্রাভিজের উপর। -কিন্তু স্পিকার ডেলারমি এবং অন্যরা এই কথার প্রচণ্ড বিরোধিতা করছে।'

'অন্য স্পিকাররা কি ভাবছে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত। ট্রাভিজ হচ্ছে মূল চাবিকাঠি। প্রথম ফাউন্ডেশন থেকে তাকে বের করে দেয়ার ঘটনাটা আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে।'

'তুমি বলতে চাও, স্পিকার জেনডিবল,' ডেলারমি বলল, 'ট্রাভিজ সেই রহস্যময় সংগঠনের হাতে চলে গেছে -অথবা যারা তাকে বের করে দিয়েছে তারা? হয়তো তুমি এবং ফার্স্ট স্পিকার বাদে বাকী সবাই এবং সবকিছু তাদের দখলে রয়েছে?'

'অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দরকার নেই। বরং জিজ্ঞেস করছি, এখানে এমন কোনো স্পিকার আছেন, যে আলোচ্য বিষয়ে ফার্স্ট স্পিকার এবং আমার সাথে একমত হবেন? সম্ভবত আমার যে গাণিতিক সমাধান ফার্স্ট স্পিকার সমর্থন করেছেন সেটা আপনারা পড়েছেন?'

সবাই নীরব।

'আমি আবারও অনুরোধ করছি। আছেন কেউ?'

তারপরেও সবাই নীরব।

'ফার্স্ট স্পিকার, আমাকে দেরি করানোর উদ্দেশ্য আপনি পেয়ে গেছেন।'

'বিস্তারিত বল।' ফার্স্ট স্পিকার বললেন।

'ট্রাভিজকে সামলানোর প্রয়োজনীয়তা আপনি বলেছেন। অর্থাৎ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যদি স্পিকাররা সমাধান পড়ে তাহলে সেগুলো কি হতে পারে সেটা তারা জানেন। যদি তারা একসাথে -একসাথে আপনার বিরোধিতা করে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আপনি আর এগুতে পারবেন না। যদি এমনকি একজন স্পিকারও আপনাকে সমর্থন জানায় তাহলেই আপনি নতুন পলিসি প্রয়োগ করতে পারবেন। আমি সেই একজন স্পিকার যে আপনাকে সমর্থন জানাবো। এবং যারা সমাধানটা দেখেছে তারা এটা জানে, এবং আমাকে মিটিং থেকে দূরে সরিয়ে রাখাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। কৌশলটা কাজে লেগে গিয়েছিল প্রায়, কিন্তু ফার্স্ট স্পিকারকে সমর্থন জানানোর জন্য আমি পৌঁছে গেছি। আমি তার সাথে একমত এবং বাকী এগারজন সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

ডেলারমি টেবিলে একটা ঘুষি মারল। "বোঝানো হচ্ছে যে, ফার্স্ট স্পিকার কি বলবেন সেটা কেউ আগে থেকেই জানে এবং জানে যে স্পিকার জেনডিবল সেটা সমর্থন করবে, অন্যরা করবে না। আরো বোঝানো হচ্ছে যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো স্পিকার জেনডিবলের কল্পিত সংগঠনকে ঠেকানোর জন্য এবং আমাদের এক বা একাধিক সদস্য তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"

'একেবারে সঠিক,' জেনডিবল একমত হলো। 'আপনার অনুমান শক্তি চমৎকার।'

'তুমি কাকে অভিযুক্ত করছ?' ডেলারমি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

'কাউকে না। আমি ফার্স্ট স্পিকারকে ব্যাপারটা সামলাতে অনুরোধ করছি। এটা পরিষ্কার যে আমাদের সংগঠনেরই কেউ একজন আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সবারই সম্পূর্ণ মেন্টাল বিশ্লেষণ করতে হবে। সবার, প্রত্যেক স্পিকার, আমি এমনকি ফার্স্ট স্পিকারেরও।'

কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ হয়ে গেল।

ফার্স্ট স্পিকার মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করার সাথে সাথেই, জেনডিবল -কারো সাথে কথা না বলেই ফিরে এল নিজের রুমে। সে ভালোভাবেই জানে স্পিকারদের মধ্যে তার কোনো বন্ধু নেই। ফার্স্ট স্পিকারের সমর্থন তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সে ভালোভাবে বলতে পারবে না ভয়টা কি তার নিজের জন্য না দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের জন্য। মুখটা তেতো হয়ে রয়েছে।

২৭

ভালোভাবে ঘুমাতে পারলনা জেনডিবল। শয়নে, স্বপনে, সমস্ত চিন্তা ভাবনায় সে ডেলারমির সাথে তর্ক করতে লাগল। একটা স্বপ্নে দেখল ডেলারমি তাকে ঘুষি মারার জন্য এগিয়ে আসছে, মুখে হাসি, দাঁতগুলো সুচালো।

শেষ পর্যন্ত জেগে উঠল স্বাভাবিক সময়ের একটু পরে। বিশ্রাম হয়নি। টেলিফোন উপর বাজার ঝিঁ-ঝিঁ শব্দ করছে।

কনটাক্ট চেপে ধরে সে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ। কি ব্যাপার?'

'স্পিকার!' জোর প্রকটরের গলা। 'আপনার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে।'

'দেখা করতে এসেছে?' জেনডিবল অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল পরীক্ষা করে দেখল দুপুরের আগে কিছু নেই; সময় দেখল ৮.৩২ এ, এম। ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসময় আবার কে এসেছে?'

'নাম বলেনি, স্পিকার' তারপর পরিষ্কার বিরক্তি নিয়ে বলল, 'হ্যামিশদের একজন, স্পিকার। আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে।' পরের কথাটা আরো বেশি বিরক্তি নিয়ে বলল।

'আমি না নামা পর্যন্ত রিসেপসন হলে বসাও। আমার সময় লাগবে।'

জেনডিবল তাড়াহুড়ো করলনা। তৈরি হতে হতে সে নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। বোঝা যাচ্ছে হ্যামিশদের ব্যবহার করে কেউ একজন তার চলার পথে বাধা তৈরি করছে –কিন্তু সেই একজনটা কে তাকে জানতে হবে। আর এখন তার কোয়ার্টারে একজন হ্যামিশের আগমনের কারণ কি? নতুন কোনো ফাঁদ?

গেলাচলের কসম, একজন হ্যামিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকল কি করে? কেনই বা ঢুকল?

একবার ভাবল সাথে মন্ত্র দেবে কিনা কিন্তু সাথে সাথেই চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিল। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একজন হ্যামিশ কৃষককে সামলাতে তার বেগ পেতে হবে না –কোনো চিহ্ন থাকবে না হ্যামিশ মাইন্ডে।

জেনডিবল বুঝতে পারল, আগের দিনের ঘটনাটা তাকে বেশ ভালোমতোই নাড়া দিয়েছে। –বোধহয় সেই কৃষকটাই এসেছে? এখন আর কারো দ্বারা বা কোনোকিছু দ্বারা প্রভাবিত না –হয়তো মাফ চাইতে এসেছে। –কিন্তু কোথায় যেতে হবে, তার কাছে যেতে হবে সেটা রুফিরান্ট কিভাবে জানবে?

জেনডিবল দৃঢ় পায়ে লম্বা করিডরের শেষ মাথায় ওয়েটিংরুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। তারপর ঘুরে গ্লাস কিউবিকলের ভিতরে প্রকটরের দিকে তাকালো।

'প্রকটর, একজন মহিলা দেখা করতে এসেছে, এটা তুমি বলনি।'

প্রকটর শান্ত গলায় বলল, 'স্পিকার, আমি বলেছি হ্যামিশার। আপনি আর কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'মিনিমাল ইনফরমেশন, প্রকটর। আমার মনে থাকবে।' (এবং দেখতে হবে, লোকটা জেনারমির নিয়োগ কিনা। আর এখন থেকে তার চারপাশে সতর্ক আচরণের প্রতি নজর রাখতে হবে।) 'কনফারেন্স রুম কোনোটা খালি আছে?'

'৪ নম্বরটা ব্যবহার করতে পারেন। আগামী তিনঘণ্টা ওটা খালি থাকবে।' এরপর হ্যামিশ মহিলার দিকে একবার তাকিয়েই নির্দোষ ভাব নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

'আমরা চার নম্বরটাই ব্যবহার করব এবং আমার উপদেশ হচ্ছে তোমার চিন্তাটাকে সামাল দাও।' দ্রুত আঘাত করল জেনডিবল এবং খুব ধীরে ধীরে প্রকটর

তার শীল্ড তৈরি করল। জেনডিবল জানে তার চেয়ে নিচু স্তরের কোনো মাইন্ডকে আঘাত করা মান-সম্মানের প্রশ্ন। কিন্তু যে লোক তার উর্দ্ধতনদের ব্যাপারে অযাচিত ভাবনা লুকিয়ে রাখতে পারে না কিছুটা শাস্তি তার প্রাপ্য। আগামী কয়েকঘণ্টা প্রকটর সামান্য মাথাব্যথায় ভুগবে।

২৮

নামটা জেনডিবলের মনে নেই, মনে করার আগ্রহ বোধ করছেনা। মেয়েটা হয়তো আশা করবে। জড়ানো গলায় বলল, 'তুমি–'

'আমি নোভী, মাস্টার জোওলার,' প্রায় ফিসফিস করে সে বলল। 'প্রথম নাম সুরা। কিন্তু শুধু নোভী ডাকলেই চলবে।'

'হ্যাঁ নোভী। গতকাল আমাদের দেখা হয়েছিল; এখন মনে পড়েছে। আমি কোনোদিন ভুলব না যে তুমি আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বসে সে হ্যামিশ উচ্চারণ ব্যবহার করছেনা। 'তুমি কিভাবে এসেছ?'

'মাস্টার, আপনি চিঠি লিখতে বলেছিলেন। ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন, 'স্পিকারস হাউজ, এপার্টমেন্ট ২৭,' দেখানোর জন্য আমি নিজে চিঠি নিয়ে এসেছি –আমার নিজের হাতের লেখা, মাস্টার।' লাজুক কিন্তু গর্বিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল। 'ওরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'চিঠি কার জন্য?' মাথামোটা রুফিয়ান্ট-এর কাছে আপনার নাম শুনে ওনেছি। আমি বললাম চিঠিটা স্টার জেনডিবলের, মাস্টার জোওলার।'

'ওরা তোমাকে আসতে দিল, নোভী? চিঠিটা দেখতে চায়নি?'

'আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওদের আচরণ আরেকটু ভাল হবে। আমি বলেছি, 'জোওলার জেনডিবল আমাকে এই জায়গাটা দেখাবেন বলে কথা দিয়েছেন,' ওরা হাসাহাসি শুরু করল, একজন আরেকজনকে বলল, 'নিশ্চয়ই সবকিছু দেখাবে না,' তারপর কোথায় যেতে হবে দেখিয়ে দিল, আর বলে দিল অন্য কোথাও গেলে আমাকে সাথে সাথে বের করে দেয়া হবে।'

জেনডিবলের মুখ লাল হয়ে গেল। তার কোনো বিনোদনের প্রয়োজন হলেও সেটা এত খোলাখুলি হবে না এবং আরেকটু বাছবিচার করে নেবে। ট্রানটরিয়ান মহিলার দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

মেয়েটা তরুণী, অধিক পরিশ্রমের কারণে যা মনে হয় তারপরেও কম। পঁচিশের বেশি হবে না। এই বয়সে অধিকাংশ হ্যামিশ মেয়েরা বিয়ে করে ফেলে। তার কালো চুল এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যেন বোঝা যায় সে অবিবাহিত –কুমারীত্বের প্রতীক –এবং জেনডিবল অবাক হয়নি। গতকালকেই সে যে মুখরা জ্ঞান দেখিয়েছে এর সাথে তার হাত এবং ধারালো জিভের সামনে দাঁড়ানোর মতো কোনো হ্যামিশ পুরুষ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। খুব বেশি সুন্দরীও না, তবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা আছে। কঠিন মুখ, হাতগুলো লাল, শক্তিশালী, পরিশ্রমের তৈরি শরীর।

জেনডিবলের দৃষ্টির কারণে নোভীর ঠোঁট কাঁপছে। সে মেয়েটির ভয় এক স্থিরভাবে ধরতে পারল এবং করুণাবোধ করল। আগের দিন এই মেয়ে যা সে উপকার করেছে সেটা ভোলবার না।

সদয় ভঙ্গিতে সে বলল, 'তো, তুমি এসেছ –আহ্ –স্কলাররা কোথায় থাকে সেটা দেখতে?'

চোখ বড় হয়ে গেল নোভীর (সুন্দর চোখ), 'মাস্টার, আমার উপর রাগ করবেন না, কিন্তু আমি এসেছি স্কোওলার হতে।'

'তুমি স্কলার হতে চাও?' জেনডিবল বজ্রাহতের মতো বলল। 'শোন–'

থেমে গেল। একজন সাধারণ, অশিক্ষিত ফার্মওমেনকে সে কি করে বোঝাবে যে ট্র্যান্টোরিয়ানরা যাদেরকে 'স্কোওলার' বলে সেটা হতে গেলে কি পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা, প্রশিক্ষণ, মেন্টাল স্ট্যামিনা প্রয়োজন হয়?

কিন্তু সুরা নোভী হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে। 'আমি পড়তে লিখতে পারি সব বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি। আমার ইচ্ছা স্কোওলার হব। কোনো চাষার বউ হব না। খামারের কাজ আমার জন্য না। আমি কোনো কৃষককে বিয়ে করবনা, তার ছেলেমেয়ের জন্ম দেব না।' গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে বলল, 'আমাকে অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আমি বলেছি "না।" ভদ্রভাবেই কিন্তু "না।"'

নোভী মিথ্যা কথা বলছে সেটা জেনডিবল ধরতে পারল। কেউই তাকে কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে না করে সারাজীবন কি করবে?'

নোভী টেবিলের উপর হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি স্কোওলার হব। ফার্মওমেন হব না।'

'যদি তোমাকে আমি স্কলার না বানাতে পারি।'

'তাহলে কিছুই না হয়ে মরার জন্য অপেক্ষা করব। স্কোওলার 'না' হলে আমি জীবনে কিছুই হব 'না'।'

জেনডিবলের একবার মনে হলো নোভীর মাইন্ড অনুসন্ধান করে দেখে তার উৎসাহ কতটুকু। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে না। একজন স্পিকার কখনোই নিজের আনন্দের জন্য কোনো অসহায় মাইন্ড উলটপালট করতে পারে না। মেন্টাল কন্ট্রোলের বিজ্ঞান ও পদ্ধতির একটা নিজস্ব নিয়ম রয়েছে –যাকে বলে 'মেন্টালিক'।

'ফার্মওমেন হবে না কেন, নোভী?' জিজ্ঞেস করল। একটু চেষ্টা করলেই সে কোনো হ্যামিশ তরুণকে তৈরি করে নিতে পারে তাকে বিয়ে করে সুখী হওয়ার ব্যাপারে, তাকেও তৈরি করে নিতে পারে। –কিন্তু কাজটা নিয়ম বহির্ভূত।

নোভী বলল, 'হবনা। কৃষক হচ্ছে মাটির ঢেলা। ওরা কাদামাটি নিয়ে কাজ করে করে নিজেরাও কাদামাটি হয়ে যায়। ফার্মওমেন হলে আমাকেও কাদামাটি হতে যেতে হবে। লেখাপড়ার জন্য সময় পাবো না। আমার মাথা,' আঙুল দিয়ে কপালে একপাশ দেখালো, 'খটখটে আর শুকনো হয়ে যাবে। না। স্কোওলাররা হয় অন্যরকম। চিন্তাশীল।' (জেনডিবল ধরে নিল সে বোঝাতে চাচ্ছে বুদ্ধিমান।)

'একজন স্কোওলার,' নোভী আবারো বলল, 'সবসময়ই বই নিয়ে থাকে এবং –এবং –আমি নামগুলো ভুলে গেছি।' হাতের ইশারায় কি বোঝাতে চাইল জেনডিবল বুঝল না।

'মাইক্রোফিল্ম,' সে বলল, 'মাইক্রোফিল্ম এর কথা কিভাবে জানলে?'

'বই থেকে, আমি অনেক জিনিস পড়েছি।' গর্বের সুরে বলল নোভী।

জেনডিবল আরো জানার আগ্রহটাকে আর চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না। এই হ্যামিশার বেশ অস্বাভাবিক; এমন কাউকে সে আগে কখনো দেখেনি। হ্যামিশদের কখনো দলে নেয়া হয়না, কিন্তু যদি নোভীর বয়স আরো কম হতো ধরা যাক দশ বছর– কি বিরাট অপচয়! নোভীর স্বাভাবিক অবস্থাকে সে বিঘ্নিত করবে না, কিন্তু একটা অস্বাভাবিক মাইন্ড হাতের কাছে পেয়েও যদি কোনো স্পিকার সেটা পরীক্ষা করে কিছু শিখতে না পারল, তাতে লাভ কি হবে?

তাই সে বলল, 'নোভী, এখানে শান্ত হয়ে বসো। কিছু বলবেনা। কিছু বলারও চিন্তা করবে না। শুধু চিন্তা করো তুমি ঘুমাচ্ছ। বুঝতে পেরেছ?'

'কেন করতে হবে, মাস্টার?' ভয় পেয়েছে।

'কারণ আমি ভেবে দেখতে চাই তোমাকে কিভাবে স্কলার বানানো যায়।'

যত বইই সে পড়ুক না কেন তার কোনোটিতেই লেখা নেই স্কলারের আসল অর্থ কি। তার কাছে স্কলারের অর্থ কি সেটা জানা জরুরী হয়ে পড়েছে।

অত্যন্ত সতর্কতা ও সীমাহীন সূক্ষ্মতায় জেনডিবল নোভীর মাইন্ড পরীক্ষা করতে লাগল; প্রকৃতপক্ষে সে স্পর্শ না করেই অনুভব করছে –অনেকটা পালিশ করা ধাতব পৃষ্ঠে আঙুলের ছাপ না ফেলে হাত রাখার মতো। নোভীর কাছে স্কলার হচ্ছে এমন একজন যে সবসময়ই বই পড়ে। কেন একজন বই পড়ে সে ব্যাপারে তার সামান্যতম ধারণাও নেই। তার মাইন্ডে স্কলারের যে ছবি তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কাজগুলো সে জানে –রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাচ্চা পালন করা সেগুলো করা –কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে প্রচুর বই পুস্তক রয়েছে এবং সেগুলো পড়ে সে ধীরে ধীরে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, আসলে নোভী চাকরানী হতে চায় –তার চাকরানী।

জেনডিবল ভুরু কোচকালো। হ্যামিশ চাকরানী –এবং সহজ, সাধারণ, অশিক্ষিত, শুধু লিখতে জানে। কল্পনা করা যায় না।

নোভীর মনযোগ সে বদলে দিতে পারে। কোনো একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে যাতে তার ইচ্ছাটাকে সমন্বয় করে ফার্মওমেন হিসেবে তাকে তৈরি করা যায়, এমন কোনো উপায় যাতে কোনো চিহ্ন থাকবে না, এমনকি ডেলারমিও কোনো অভিযোগ করতে পারবে না।

নাকি একে ডেলারমিই পাঠিয়েছে? পুরো ব্যাপারটাই কি জটিল কোনো পরিকল্পনার অংশ, যাতে হ্যামিশ মাইন্ড টেম্পার করার দায়ে অভিযুক্ত করে তাকে বহিষ্কার করা যায়।

অসম্ভব। এভাবে চিন্তা করতে করতে সে পাগল হয়ে যাবে। নোভীর অগোছালো মাইন্ড প্রবাহের কোনোখানে মেন্টাল কারেন্ট সামান্য একটু পরিবর্তন করা দরকার, অল্পক্ষণের ধাক্কা দিলেই হবে।

যদিও কাজটা বেআইনী, কিন্তু এতে কোনো ক্ষতি হবে না এবং কেউ ধরতে পারবে না। একটু থামল।

পিছনে। পিছনে। পিছনে।

স্পেস! প্রায় মিস করে গিয়েছিল!

সে কি কষ্ট পেয়েছে?

না। এখন সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রবাহ বিশৃঙ্খল হয়ে আছে-অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলা। অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।

সে নোভীর মাইন্ড থেকে বেরিয়ে এলো। নরম সুরে ডাকল, 'নোভী।'

'জি, মাস্টার?'

'তুমি আমার সাথে কাজ করতে পারবে। আমি তোমাকে স্কলার বানাব।'

আনন্দে তার চোখ চিকচিক করে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'মাস্টার-'

জেনডিবল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল নোভী তার পা ধরতে যাচ্ছে। দুহাতে শক্ত করে ধরে ফেলল। 'নড়বে না, নোভী। যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক -নড়বে না।'

জেনডিবল যেন অর্ধপ্রশিক্ষিত প্রাণীর সাথে কথা বলছে। যখন বুঝতে পারল নোভী তার সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তখন তাকে ছাড়ল। মেয়েটার শক্ত বাহুর ছোঁয়া এখনো সে অনুভব করতে পারছে।

'যদি স্কলার হতে চাও, তোমাকে সেরকম আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ সবসময় তুমি থাকবে শান্ত, নরম সুরে কথা বলবে, আমি যা বলি তাই করবে। আমার মত করে কথা বলা শিখতে হবে তোমাকে। অন্য স্কলারদের সাথেও মিশতে হবে। তা পারবে?'

'আমি ভয় পাবো না, মাস্টার, যদি আপনি সাথে থাকেন।'

'আমি তোমার সাথেই থাকব। কিন্তু এখন প্রথমেই -তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, ল্যাভেটরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে, ডাইনিং রুমে তোমার খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, আর পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন থেকে তোমাকে স্কলারদের মতো পোশাক পড়তে হবে, নোভী।'

'আমার শুধু একটাই আছে-' সে অসহায় গলায় বলল।

'আমরা ব্যবস্থা করে দেব।'

পোশাকের জন্য কোনো একজন মহিলাকে দরকার। আরেকজনকে দরকার যে নোভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো শেখাতে পারবে। পরনের পোশাকগুলো যদিও সে পরিষ্কার করে এসেছে, তারপরেও গা থেকে গন্ধ আসছে।

এবং দুজনের ভেতরের সম্পর্কটাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। [illegible] যদিও সবাই জানে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের পুরুষ (মহিলারাও) বিনোদনের জন্য মাঝে মাঝেই হ্যামিশদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। হ্যামিশ মাইন্ডে কোনো সমস্যা না

হলে ব্যাপারটা নিয়ে কেউ বেশি বাড়াবাড়ি করেনা। জেনডিবল কখনো এভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করে নি, কারণ তার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বিলাসের সেক্স তার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের মহিলারা হয়তো হ্যামিশদের তুলনায় নির্জীব, একঘেয়ে, কিন্তু তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চামড়া মসৃণ।

ব্যাপারটা যদি কেউ ভুল বোঝে এবং গুজব ছড়ায় যে কোনো স্পিকার একজন হ্যামিশকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছে তখন পরিস্থিতি আরো বিব্রতকর হবে। যেখানে এই কার্যক্রমে, সুরা নোভী হচ্ছে স্পিকার জেনডিবল এবং অন্যদের সাথে আসন্ন লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার চাবিকাঠি।

২১

জেনডিবল আবার নোভীকে দেখল দিনকয়েক পরে, সে মহিলাকে দায়িত্ব দিয়েছিল সেই নিয়ে এল। এই মহিলাকে সে পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছে -অন্তত মনোসেক্সুয়াল ব্যাপারটা। মহিলা বুঝেছে বা না বুঝলেও সেটা প্রকাশ করার সাহস পায়নি। নোভী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, লজ্জা, গর্বিত, বিব্রত -সব একসাথে, অসম ভাবের মিশ্রণ।

'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, নোভী।'

পোশাকগুলো গায়ে চমৎকার ফিট হয়েছে এবং মোটেই হাস্যকর দেখাচ্ছে না। আগের সাধারণ পোশাকে এতটা ভাল লাগেনি। বাইরের জীবনের রুক্ষতা সরে গেলে এবং সে নিজের ত্বকের যত্ন নেয়া শুরু করলে আরো সুন্দর হয়ে উঠবে।

[illegible], মহিলা ভেবেছে নোভী তার মিসট্রেস। সুন্দর করে সাজিয়ে তার সামনে নিয়ে এসেছে।

তারপরেই ভাবল, বেশ, মন্দ কি?

নোভীকে স্পিকার টেবিলের মুখোমুখি হতে হবে -এবং সে যত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ততই সবার মন জয় করা সহজ হবে।

এই চিন্তাটার সাথে সাথেই ফার্স্ট স্পিকারের মেসেজ তার কাছে পৌঁছল। এটা পুরোই মেন্টালিক সোসাইটিতে সাধারণ ব্যাপার। একে বলা হয় 'কোইন্সিডেন্স ইফেক্ট'। যদি দু'জন ব্যক্তি আলাদা বসে একে অপরের কথা অস্পষ্টভাবে চিন্তা করে তাহলে গতিশীল উদ্দীপনার দ্বারা দুজনের চিন্তা আরো তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট এবং এক হয়ে যায়।

যারা ব্যাপারটা বোঝেন তাদের কাছেও বিষয়টা মনে হয় অনেক জটিল, বিশেষ করে যে কোনো একদিকে বা উভয় দিকে অস্পষ্ট চিন্তাগুলো এতই হালকা থাকে যে সচেতনভাবে সেগুলো ধরা যায় না।

'আজকের সন্ধ্যা তোমার সাথে কাটাতে পারব না, নোভী,' জেনডিবল বলল, 'আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তোমাকে রুমে পৌঁছে দিচ্ছি। সেখানে অনেক বই আছে, পড়তে পারবে। কিন্তু প্রয়োজন হলে কিভাবে কাউকে ডাকবে সেটা শিখিয়ে দেব -তোমার সাথে দেখা হবে আগামীকাল।'

৩০

জেনডিবল অস্ফুটগলায় ডাকল, 'ফার্স্ট স্পিকার?'

সাডেস মাথা নাড়ল কি নাড়ল না বোঝা গেলনা। তাকে আরো ক্লান্ত এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে। পান করার অভ্যাস না থাকলেও এখন মনে হচ্ছে কড়া একটা ড্রিংক প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি তোমাকে 'ডেকেছি'।'

'কোনো ম্যাসেঞ্জার পাঠাননি। সরাসরি 'ডাক' শুনে মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু।'

'গুরুত্বপূর্ণ। ফার্স্ট ফাউন্ডেশনার ট্রাভিজের বিষয়–'

'হ্যাঁ?'

'সে ট্রানটরে আসছে না।'

অবাক হয়নি জেনডিবল। 'কেন আসবে? আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যাপককে সাথে নিয়ে বেড়িয়েছে পৃথিবী খুঁজতে।'

"হ্যাঁ, কিংবদন্তীর সেই আদিগ্রহ। এবং সে কারণেই তার ট্রানটরে আসা উচিত। প্রফেসর কি জানে পৃথিবী কোথায়? তুমি জানো? আমি জানি? আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব এই গ্রহ এখনো আছে বা কখনো ছিল। প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনের জন্য তাকে লাইব্রেরিতে আসতেই হবে। এক ঘন্টা আগেও আমার মনে হয়েছিল পরিস্থিতি ক্রাইসিস লেভেলে পৌঁছেছে –ফার্স্ট ফাউন্ডেশনার এখানে আসবে এবং আমরা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু জেনে নিতে পারব এটাই ধরে নিয়েছিলাম।"

'হয়তো সেই কারণেই তাকে এখানে আসতে দেয়া হচ্ছেনা।'

'তাহলে সে যাচ্ছে কোথায়?'

'সেটা এখনো জানা যায়নি তাহলে।'

ফার্স্ট স্পিকার চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তোমাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছে।'

'অন্য কিছু হলেই অবাক হতাম। আপনি চান সে ট্রানটরে আসুক যেন তাকে নিরাপদে রাখতে পারেন এবং সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যান। বরং তাকে তার ইচ্ছামতো কাজ করতে দেই, যেখানে খুশী যেতে দেই তাহলে আরো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পাওয়া যাবে না?'

'যথেষ্ট না!' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'তুমি আমাকে নতুন শত্রুর ব্যাপারে বিশ্বাস করিয়েছ এখন আমি আর বিশ্রাম নিতে পারি না। সবচেয়ে খারাপ যেটা নিজেকে বিশ্বাস করিয়েছি যে ট্রাভিজকে নিরাপদে রাখতে হবে নইলে আমরা হেরে যাব। ট্রাভিজই সবকিছুর চাবি –এই অনুভূতি থেকে আমি মুক্ত হতে পারছিনা।'

জেনডিবল একই সুরে বলে গেল, 'যাই ঘটুক, ফার্স্ট স্পিকার, আমরা হারব না। সেটা সম্ভব হতো যদি এন্টি মিউলরা নিজেদের গোপন রাখতে পারত। কিন্তু এখন তাদের কথা জেনে ফেলেছি। এখন আর অন্ধের মতো কাজ করব না। এই টেবিলের পরবর্তী মিটিং-এ আমরা একমত হতে পারি, তাহলেই কাউন্টার এটাক শুরু করা যাবে।'

'শুধু ট্রাভিজের কথা বলার জন্য ডাকিনি। ব্যাপারটা প্রথমেই এসেছে কারণ এটাকে আমি ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করছি। আমি পরিস্থিতির ভুল বিশ্লেষণ করেছি, এবং ক্ষমা চেয়েছি। অন্য ব্যাপার আছে।'

'আরো গুরুত্বপূর্ণ, ফার্স্ট স্পিকার?'

'আরো গুরুত্বপূর্ণ, স্পিকার জেনডিবল।' ফার্স্ট স্পিকার অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টেবিলে তবলা বাজাতে লাগলেন, জেনডিবল দাঁড়িয়ে আছে ধৈর্য ধরে।

শেষ পর্যন্ত তিনি হালকা গলায় বললেন, যেন কম ধাক্কা লাগে, 'টেবিলের এক ইমার্জেন্সী মিটিং-এ, স্পিকার ডেলারমির সভাপতিত্বে–'

'আপনার সম্মতি ছাড়াই ফার্স্ট স্পিকার?'

'সে যা চায় তার জন্য আমাকে বাদ দিয়ে তিনজন স্পিকারের সম্মতি পেলেই চলবে। সেই মিটিং-এ তোমাকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, স্পিকার জেনডিবল। স্পিকার পদের জন্য তুমি অযোগ্য ঘোষিত হয়েছ। তিন শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম কোনো স্পিকারকে অপসারণ করার বিল উত্থাপিত হলো–'

অনেক কষ্টে জেনডিবল রাগ সংবরণ করল, 'নিশ্চয়ই আপনি আমার অপসারণের পক্ষে ভোট দেবেন না।'

'দেবনা, কিন্তু আমি একা। ওরা সবাই একজোট। বিলের পক্ষে ভোট হবে দশ বিপক্ষে এক। অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট সংখ্যা তুমি জানো ফার্স্ট স্পিকারকেসহ আট জন, তাকে বাদ দিয়ে দশ জন।'

'কিন্তু আমি উপস্থিত ছিলাম না।'

'তুমি ভোট দিতে পারতে না।'

'নিজের পক্ষে কিছু বলতে পারতাম।'

'এখন কিছুই বলতে পারবে না। যা কিছু বলার বিচারের মুখোমুখি হয়ে বলবে, সেই কাজটাও স্বাভাবিকভাবে খুব দ্রুত সম্পন্ন হবে।'

চিন্তার ভারে জেনডিবলের মাথা নুয়ে পড়ল। তারপর বলল, "এই ব্যাপারটা আমাকে খুব বেশি ভাবাচ্ছে না, ফার্স্ট স্পিকার। আপনার প্রথম ইনটিউশন, আমার মতে ঠিক। ট্রাভিজের ব্যাপারটাকেই সবার আগে প্রাধান্য দিতে হবে। এর ভিত্তিতে আপনি বিচারের কাজটাকে দেরি করিয়ে দিতে পারেন না?"

ফার্স্ট স্পিকার হাত তুললেন। "পরিস্থিতি না বোঝার জন্য আমি তোমাকে দোষ দেই না, স্পিকার। ইমপিচমেন্ট একটা দুর্লভ ঘটনা, এমনকি আমাকেও আইনের খুঁটিনাটিগুলো দেখে নিতে হয়েছে। অন্য কিছুই এখন প্রাধান্য পাবে না। সবকিছু বাদ দিয়ে সরাসরি বিচারের কাজ শুরু করতে আমরা বাধ্য।"

জেনডিবল ডেস্কে ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল। 'আপনি সিরিয়াস না?'

'এটাই আইন।'

'পরিষ্কার এবং তাৎক্ষণিক কোনো বিপদের মুখে এই আইন প্রয়োগ করা যাবে না।'

'টেবিলের কাছে, স্পিকার জেনডিবল, তুমিই এখন সবচেয়ে বড় বিপদ। এবং আমার কথা শোনো। আইনে বলা হয়েছে যে একজন স্পিকারের দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।'

"কিন্তু আমার কোনো অপরাধ নেই, ফার্স্ট স্পিকার, আপনিও সেটা জানেন। ব্যাপারটা স্পিকার ডেলারমির ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ছাড়া কিছুই না। ক্ষমতার অপব্যবহার যদি হয়েই থাকে, সেটা করেছে ডেলারমি। আমার দোষ হচ্ছে নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কোনো চেষ্টা কখনো করিনি -আর বোকাগুলো, যারা উঁচুপদে থাকার মতো যথেষ্ট বৃদ্ধ কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য যথেষ্ট তরুণ -তাদের প্রতি মনযোগ দেইনি।"

'আমার মতো, স্পিকার?'

জেনডিবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'দেখুন, আবারো একই কাজ করেছি। আমি অবশ্যই আপনাকে বোঝাইনি। -বেশ, দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা হোক। আগামী কাল হোক। ভাল হয় আজকে রাতে করতে পারলে। ব্যাপারটা দ্রুত মিটিয়ে ফেলে ট্র্যান্টরের ব্যাপারে মনযোগ দিতে হবে।'

"স্পিকার জেনডিবল, মনে হয় পরিস্থিতি তুমি বুঝতে পারনি। এর আগেও ইমপিচমেন্টের ঘটনা ঘটেছে -বেশি না, মাত্র দুইটা। তাদের কেউই দোষী সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু তুমি দোষী সাব্যস্ত হবেই। তারপর তোমার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। এমনকি বার্ষিক সভায়ও তুমি ভোট দিতে পারবে না।"

'আপনি সেটা ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করবেন না?'

'আমি পারি না। সবাই আমার বিরুদ্ধে ভোট দেবে। তারপর আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। স্পিকাররা সেটাই চাইছে।'

'এবং ডেলারমি হবে ফার্স্ট স্পিকার।'

'সেরকম ঘটারই জোর সম্ভাবনা।'

'কিন্তু সেটা ঘটতে দেয়া যাবে না।'

'ঠিক। সেকারণেই আমি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করে ভোট দেব।'

জেনডিবল লম্বা শ্বাস টানল। 'তারপরেও আমি দ্রুত বিচারের দাবী জানাচ্ছি।'

'আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য তুমি তৈরি হবার সময় পাবে।'

'কিসের আত্মপক্ষ? ওরা কোনো কথাই শুনবেনা। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করুন।'

'কেস তৈরি করার জন্য টেবিলের সময় দরকার।'

'ওদের কোনো কেস নেই, প্রয়োজনও নেই। আমাকে তারা দোষী বানিয়েছে। আর কিছু দরকার নেই। আসলে কালকে হলেও আমি অপরাধী, আজকে হলেও অপরাধী। ব্যাপারটা ওদেরকে জানান।'

ফার্স্ট স্পিকার উঠে দাঁড়ালেন। ডেস্কের দুপাশে দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?'

'ট্র্যান্টরের বিষয়টা অপেক্ষা করবে না।'

'তুমি দোষী প্রমাণিত হলে, সব স্পিকার আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে, কোন লাভটা হবে?'

জেনডিবল ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পাবেন না। আমাকে কেউ দোষী বানাতে পারবে না।'

হাইপারস্পেস

৩১

'তুমি তৈরি, জেনভ?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

বই থেকে মুখ তুলল পেলোরেট। 'জাম্প-এর কথা বলছ, গুল্ড ফেলো?'

'হাইপার স্পেসাল জাম্প হ্যাঁ।'

পেলোরেট ঢোক গিলল। 'তুমি শিওর, কোনো অসুবিধা হবে না। আমি [illegible] ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যা কেউ কখনো দেখেনি সেই নিরাকার টেকিওনে নিজেকে রিডিউস করার চিন্তাটা–'

'দেখ জেনভ, ব্যাপারটা পুরোপুরি নিখুঁত। তুমিই বলেছ বাইশ হাজার [illegible] জাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আমি একটাও দুর্ঘটনার কথা শুনিনি। [illegible] হাইপারস্পেসের কোনো অস্বস্তিকর স্থানে বেড়িয়ে আসতে পারি, কিন্তু দুর্ঘটনা [illegible] যতক্ষণ টেকিওনস-এ কম্পোজড থাকব ততক্ষণ না।'

'সান্ত্বনা দিচ্ছ, মনে হয়।'

'আমরা ভুল জায়গাতেও বেড়িয়ে আসবনা। সত্যি কথা বলতে কি, [illegible] তোমাকে না জানিয়েই জাম্প করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে মনে [illegible] সচেতনভাবে ব্যাপারটা তোমার দেখা উচিত, যেন বুঝতে পারো এতে কিছু [illegible] এবং তার পরে ভুলে যেতে পারো।'

'বেশ–,' পেলোরেট সন্দেহের গলায় বলল। 'মনে হয় তুমিই ঠিক, [illegible] অনেস্টলি, আমার কোনো ব্যস্ততা নেই।'

'আমি আশ্বাস দিচ্ছি–'

'না, না, গুল্ড ফেলো। তোমাকে বিশ্বাস করেছি, আসলে ব্যাপারটা –তুমি কখনো সান্তারস্টেইল ম্যাট পড়েছ?'

'নিশ্চয়ই। আমি মূর্খ না।'

'অবশ্যই। জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি আমার। তোমার মনে আছে?'

'আমার স্মৃতিশক্তিও লোপ পায় নি।'

'অফেন্ড করার ব্যাপারে তুমি ওস্তাদ। আসলে বলতে চাইছি সেই দৃশ্যটা [illegible] আমার প্রায়ই মনে পড়ে যেখানে সান্তারস্টেইন এবং তার বন্ধু কেন [illegible] থেকে সরে এসে মহাকাশে হারিয়ে যায়। সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো, [illegible] সীমাহীন নিঃশব্দতায় ঘুরছে অলসভাবে, পরিবর্তনহীন –আমার খুব ভালো [illegible]

[illegible] কখনো বিশ্বাস করিনি। মহাকাশে এসে ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি – [illegible] জানি –কিন্তু এই জেলেমানুষিটা আমি নাম দিতে চাই না। মনে হচ্ছে [illegible] আমি সান্তারস্টেইন–'

'আর আমি কেন,' ট্রাভিজ কিছুটা অধৈর্য হয়ে বলল।

'হ্যাঁ। বাইরের অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো গতিহীন, আমাদের সূর্য ছাড়া, কিন্তু আমরা [illegible]। গ্যালাক্সি মহারাজার মতো গম্ভীর, পরিবর্তনহীন। মহাকাশ নীরব এবং [illegible] বিরক্ত করার মতো কিছু নেই–'

'আমি ছাড়া।'

'তুমি ছাড়া। –গোলান, ডিয়ার চ্যাপ, তোমার সাথে পৃথিবী নিয়ে কথা বলা এবং [illegible] আমি ইতিহাস শেখানোতে আমি আনন্দ পাচ্ছি। চাইনা এই ব্যাপারটাও [illegible] শেষ হয়ে যাক।'

'হবে না। অন্তত এখনি না। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছনা যে জাম্প শেষ করেই আমরা [illegible] গ্রহের সারফেসে পৌঁছে যাবো, তাই না? আমরা তখনো মহাকাশে থাকব [illegible] জাম্প এর জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না। কোনো সারফেসে পৌঁছতে কম [illegible] এক সপ্তাহ সময় লাগবে, কাজেই আরাম কর।'

'[illegible] বলতে নিশ্চয়ই গায়ার কথা বলছনা। জাম্পের পরে আমরা হয়তো [illegible] আকাঙ্ক্ষিত পৌঁছব না।'

'জানি জেনভ। কিন্তু আমরা আসল সেক্টরে পৌঁছব, যদি তোমার ইনফরমেশন [illegible]। যদি না হয় –তো–'

পেলোরেট মনমরা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'গায়ার কো-অর্ডিনেটসই যদি না জানি [illegible] সেক্টর আমাদের কিভাবে সাহায্য করবে?'

'জেনভ, মনে করো তুমি টার্মিনাসে রয়েছ, অর্জিরোপল শহরে যাচ্ছ, কিন্তু [illegible] সেটা কোথায়। শুধু জান যে ইসথমাসের আশেপাশে কোথাও। ইসথমাসে [illegible] তুমি কি করবে?'

পেলোরেট অনেকক্ষণ চিন্তা করল, যেন সূক্ষ্ম কোনো উত্তর দেবে। শেষ পর্যন্ত [illegible] ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হয়তো কাউকে জিজ্ঞেস করব।'

'ঠিক। আর কি করার আছে? –এখন তুমি প্রস্তুত?'

'তুমি বলতে চাও, এখনই?' ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল পেলোরেট। ভাবলেশহীন [illegible] মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। 'আমাকে কি করতে হবে? বসে থাকব? দাঁড়িয়ে থাকব? [illegible] করব?'

'[illegible], তোমাকে কিছু করতে হবে না, পেলোরেট। আমার ঘরে চল যেন [illegible] ব্যবহার করতে পারি, তারপর বস, দাঁড়াও, দৌড়াও –যা তোমার [illegible] লাগে কর। আমার পরামর্শ হচ্ছে ভিউস্ক্রিনের সামনে বসে দেখ। ব্যাপারটা [illegible] মজার। এসো।'

ছোট করিডর পার হয়ে ট্রাভিজের কমে ঢুকল দুজন। ট্রাভিজ বসল [illegible] কম্পিউটারের সামনে।

'তুমি চেষ্টা করবে, জেনভ?' সে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল। 'ফিগারগুলো আমি দিচ্ছি, তোমাকে শুধু সেগুলো চিন্তা করতে হবে। বাকী কাজ কম্পিউটার করে নেবে।'

'না, ধন্যবাদ,' পেলোরেট বলল। 'কম্পিউটার আমার সাথে ভালোভাবে কাজ করবে না। জানি তুমি বলবে যে প্র্যাকটিস প্রয়োজন। কিন্তু আমি সেটা বিশ্বাস করিনা। তোমার ভেতর এমন কিছু আছে, গোলান–'

'বোকার মতো কথা বলোনা।'

'না, না। কম্পিউটারটা বোধহয় তোমার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। যখন তুমি কন্টাক্ট স্পর্শ করো মনে হয় যেন কম্পিউটার আর তুমি এক হয়ে মিশে গেছ। কিন্তু যখন আমি কন্টাক্ট স্পর্শ করি তখন দুটো বিষয় জড়িত –জেনভ পেলোরেট এবং কম্পিউটার। ব্যাপরটা একরকম না।'

'বাজে কথা,' ট্রাভিজ বলল, কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছে। হাত টেবিলের উপর মৃদু আঙুল বোলাচ্ছে।

'কাজেই আমি শুধু দেখব,' পেলোরেট বলল। উদ্বেগ নিয়ে একবার ভিউস্ক্রীনে একবার কুয়াশাঢাকা গ্যালাক্সির অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো দেখছে। 'ব্যাপারটা কখন ঘটবে।' দেয়ালে হেলান দিয়ে বলল।

ট্রাভিজ হাসল। ডেস্ক-এর উপর হাত রাখতেই মানসিক যোগাযোগ অনুভব করছে। ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে উঠছে দিনে দিনে, যদিও তার পেলোরেটের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও –ব্যাপারটা সে আসলেই অনুভব করতে পারে। মনে হচ্ছে কো-অর্ডিনেটস সচেতনভাবে চিন্তা করার দরকার নেই। সে যা চায়, কম্পিউটার সেটা জানে, সচেতনভাবে বলার প্রয়োজন নেই। কম্পিউটার সরাসরি তার ব্রেইন থেকে ইনফরমেশন নিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু সে মুখে বলল এবং জাম্প এর আগে দুই মিনিটের বিরতির আদেশ দিল।

'ঠিক আছে, জেনভ। আমাদের হাতে দুই মিনিট সময় আছে: ১২০-১১৯-১১৮ –ভিউস্ক্রীনে তাকিয়ে থাকো।'

পেলোরেট নাকমুখ শক্ত করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঠিক সেই কাজটাই করল।

ট্রাভিজ গুনে যাচ্ছে নরম সুরে, '১৫-১০-৫-৪-৩-২-১-০।'

কোনো গতি নেই, ঝাঁকুনি নেই, কিন্তু স্ক্রীনের দৃশ্য পাল্টে গেল। [illegible] জিনিসগুলো হালকা হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে এবং অদৃশ্য হয়ে গেল গ্যালাক্সি।

'হয়ে গেল?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'কি হয়ে গেল? তুমি পিছিয়ে পড়েছ। সেটা তোমার দোষ। স্বীকার কর কিছুই বুঝতে পারনি।'

'স্বীকার করছি।'

'তাহলে হয়ে গেছে। যখন হাইপারস্পেসাল ট্রাভেল ছিল একেবারে নতুন পুরনো অভিজ্ঞতা এবং রিপোর্ট অনুযায়ী –তখন কেউ জড়তা বা অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু

বৃহস্পতির কল্যাণে সেগুলো অনেক কমে এসেছে। একরকম একটা কম্পিউটার ব্যবহারেতো কোনো অসুবিধাই অনুভব করা যাবে না, আমি তাই মনে করি।'

'আমাকেও মানতেই হচ্ছে। আমরা কোথায় রয়েছি, গোলান?'

'মাত্র এক ধাপ সামনে। কালগানিয়ান রিজিওনে। আরো অনেক দূর যেতে হবে কিন্তু তার আগে জাম্পের একুরেসী পরীক্ষা করে নিতে হবে।'

'আমাকে যা ভাবাচ্ছে– গ্যালাক্সিটা কোথায়?'

'আমাদের চারপাশে, জেনভ। আমরা এখন এর ভেতরে সুরক্ষিত। সঠিকভাবে ভিউস্ক্রীন ফোকাস করলে, দূর দূর অংশগুলো দেখতে পারব, মনে হবে যেন উজ্জ্বল ফিতা দিয়ে আকাশ ঘিরে রাখা হয়েছে।'

'মিল্কিওয়ে!' পেলোরেট খুশীতে চিৎকার করে উঠল। 'প্রায় প্রতিটা গ্রহই আকাশে এটা দেখতে পারে, কিন্তু আমরা টার্মিনাস থেকে দেখতে পারি না। আমাকে দেখাও, ওল্ড ফেলো!'

ভিউস্ক্রিন সামান্য উঁচু হলো, মনে হচ্ছে যেন সীমাহীন শীতল কাটিয়ে, তারপর মুক্তার মতো উজ্জ্বল একটা পাতলা আভা ভিউস্ক্রীনকে প্রায় ঢেকে ফেলল। স্ক্রীন সেটাকে অনুসরণ করছে চারপাশ থেকে, সেটা একবার পাতলা হচ্ছে আবার ফুলে ফেঁপে উঠছে।

'গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছে জিনিসটা সবচেয়ে পাতলা,' ট্রাভিজ বলল। 'তবে যতটুকু পাতলা এবং উজ্জ্বল হওয়ার কথা ততটুকু না, কারণ স্পাইরাল বাহুর কাছের অংশে বেশিরভাগ বাসযোগ্য গ্রহ থেকে তুমি এই দৃশ্য দেখতে পারবে।'

'এবং পৃথিবী থেকেও।'

'এটা কোনো পার্থক্য হলোনা। কোনো সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।'

'অবশ্যই না। কিন্তু তুমি জানো –তুমি নিশ্চয়ই হিস্ট্রি অফ সায়েন্স পড়নি, তাই না?'

'ভালোভাবে পড়িনি, তবে কিছু কিছু বিষয় জানা আছে। অবশ্য প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দিতে পারব না।'

'আসলে একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার প্রায়ই ধাঁধা লাগত। এমন একটা মহাবিশ্বের বর্ণনা দেয়া সম্ভব যেখানে হাইপার স্পেশিয়াল ট্রাভেল অসম্ভব এবং যেখানে গতির ব্যাপারটা জড়িত সেখানে শূন্যের ভেতর দিয়ে আলোর গতিতে চলা এবসলিউট ম্যাক্সিমাম।'

'অবশ্যই।'

'এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের জ্যামিতিক কারণে-আলোকরশ্মি যে সময়ে স্থান পরিবর্তন করে তার চেয়ে কম সময়ে যে জাম্পটা এইমাত্র শেষ করলাম সেটা সম্ভব হতো না। এবং যদি আলোর গতিতে কাজটা করি তাহলে আমাদের সময় অতিবাহিত হওয়ার অভিজ্ঞতা মহাবিশ্বের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে মিলবে না। ধরো এই বিন্দুটি টার্মিনাস থেকে চল্লিশ পারসেক দূরে, যদি আমরা সেখানে আলোর গতিতে পৌঁছাই

তাহলে মনেই হবে না যে কোনো সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু টার্মিনাস বা পুরো গ্যালাক্সিতে একশ ত্রিশ বছর পার হয়ে যাবে। এই ট্রিপটা আমরা ফিরে আসলে দেখবো হাজার গুণ বেশি পরিবর্তন এবং কোথাও সময় একটুও আগে যায়নি, অন্তত আমি তাই আশা করি।"

'তুমি আশা করোনা যে,' ট্রাভিজ বলল, 'গুলানজাম হাইপারস্পেশিয়াল থিওরির পুরো গণিত আমি তোমাকে বলতে পারব। শুধু বলতে পারি যে যদি তুমি সাধারণ স্পেসে আলোর গতিতে ছোটো তাহলে সময় প্রতি সেকেন্ডে ১ সেকেন্ডে প্রায় বছর এগোবে। তথাকথিত রিলেটিভিস্টিক মহাবিশ্ব, সেই আদি যুগ থেকে মানুষ যেটার বোঝে -যাই হোক এটা তোমার ডিপার্টমেন্ট, আমার মতে সেটার নিয়মগুলো পাল্টাবে না। হাইপারস্পেশিয়াল জাম্পে আমরা যে শর্তগুলো মেনে চলি সেখানে রিলেটিভিটি কাজ করে কিন্তু নিয়মগুলো পাল্টে যায়। হাইপারস্পেসে গ্যালাক্সি শুধু একটা বস্তু -প্রকৃতপক্ষে নন-ডাইমেনশনাল ডট -এবং কোনো রকম রিলেটিভিস্টিক ইফেক্ট থাকে না।

'কসমোলজীর গাণিতিক সূত্রে গ্যালাক্সির জন্য দুটো প্রতীক ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ রিলেটিভিস্টিক গ্যালাক্সি, যেখানে আলোর গতি সর্বোচ্চ এবং ... হাইপার স্পেশাল গ্যালাক্সি, যেখানে আলোর গতি কোনো ... হাইপারস্পেসের গতির মান শূন্য এবং আমরা আসলে স্থান পরিবর্তন ... স্পেস-এর ভিত্তিতে গতি অসীম। আমি এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

পেলোরেট গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর বিষয়টা ... বলল, 'কিন্তু কোনটা আসল গ্যালাক্সি?'

"নির্ভর করছে তুমি কি করবে তার উপর। টার্মিনাসে মাটির উপর দূরত্ব পার হওয়ার জন্য তুমি গাড়ি ব্যবহার করবে, সাগর পথে দূরত্ব পার হওয়ার জন্য জাহাজ ব্যবহার করবে। দুই পথের শর্তগুলো কিন্তু আলাদা, কাজেই কোনটাকে তুমি আসল বলবে? টার্মিনাস বলবে, মাটি না সাগর।"

পেলোরেট মাথা নাড়ল। 'যুক্তিতর্ক সবসময়ই খারাপ,' সে বলল 'কিন্তু হাইপারস্পেস নিয়ে আরো বেশি ভাবনা চিন্তা করার চেয়ে একটা যুক্তি ধরে নেব। এখন নিজের কাজে মনোযোগ দেয়া যাক।'

ট্রাভিজ বলল, 'এটাই পৃথিবীর পথে প্রথম পদক্ষেপ।'

তারপর নিজের চিন্তায় ডুবে গেল, কি চিন্তা সেই জানে।

৩২

'বেশ,' ট্রাভিজ বলল। 'একটা দিন নষ্ট করলাম।'

'ওহ?' ইনডেক্স থেকে চোখ তুলল পেলোরেট। 'কিভাবে?'

ট্রাভিজ দুহাত ছড়িয়ে দিল। 'কম্পিউটারকে আমি বিশ্বাস করিনি। সাহস হয়নি। তাই এখনকার অবস্থান আর জাম্পের সময় যে অবস্থান নির্ধারণ করেছিলাম সেটা মিলিয়ে দেখি। কোনো পার্থক্য নেই। কোনো ভুল নেই।'

'বেশ ভালো, তাই না?'

"ভালোর চেয়েও ভালো। একেবারে অবিশ্বাস্য। এক নিখুঁত কখনো দেখিনি। এর আগেও জাম্প করেছি, সেগুলো পরিচালনা করেছি, সবদিকে এবং সবরকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে। স্কুলে একবার হাতে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করেছিলাম তারপর হাইপার রিলে পাঠিয়ে ফলাফল জানতে পেরেছিলাম। আসল জাহাজ ব্যবহার করতে পারিনি কারণ খরচ বাদ দিলেও- আমি হয়তো সেটা কোনো নক্ষত্রের মাঝখানে নিয়ে ফেলতাম।

'এতবার অবশ্য আর কখনো এক খারাপভাবে করিনি,' ট্রাভিজ বলে যাচ্ছে, 'ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু ভুল হবেই। এমনকি বিশেষজ্ঞ হলেও কিছু ভুল থাকবেই। থাকতেই হবে, যেহেতু ভেরিয়েবলের পরিমাণ খুব বেশি। মহাশূন্যের জ্যামিতি অনেক বেশি জটিল, আর হাইপারস্পেসে এই জটিলতা পুরোটাই রয়েছে, সেইসাথে রয়েছে তার নিজস্ব জটিলতা যেগুলো আমরা সহজে ধরতেও পারিনা। সেকারণেই এখান থেকে সেশেল পর্যন্ত বড় একটা জাম্প না দিয়ে ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। দূরত্ব বেশি হলে ভুলের পরিমাণও বেশি হবে।'

'কিন্তু তুমি বলছ কম্পিউটার কোনো ভুল করেনি।'

"কম্পিউটার বলছে যে সে কোনো ভুল করেনি। আমি তাকে আসল অবস্থান এবং পূর্বের হিসাব করা অবস্থান চেক করতে বলি -"কি চেয়েছি" এবং "কি পেয়েছি" সেটাই আর কি। তো কম্পিউটার বলছে যে কোনো ভুল হয়নি এবং আমি ভাবছি, যদি সে মিথ্যা বলে তখন কি হবে?"

কথাটা বলার আগ পর্যন্ত পেলোরেট তার প্রিন্টার হাতে ধরে রেখেছিল। এখন নামিয়ে রাখল, চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'ঠাট্টা করছ? কম্পিউটার মিথ্যা বলতে পারে না। যদি না কোনো গোলমাল দেখা দেয়।'

'না, সেটা ভাবছি না। শোনো আমি ভেবেছিলাম এটা মিথ্যা বলছে। এই কম্পিউটার এত বেশি উন্নত যে আমি এটাকে হিউম্যান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিনা -হয়তো সুপার হিউম্যান। অহংকার করার মতো এবং মিথ্যা বলার মতো যথেষ্ট হিউম্যান। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম হাইপারস্পেসের মাধ্যমে সেশেল ইউনিয়নের রাজধানী সেশেল গ্রহের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছানোর কোর্স তৈরি করতে। তৈরি করেছে, উনত্রিশ ধাপের একটা কোর্স, তৈরি করেছে, যা আমার কাছে মনে হয়েছে খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ।'

'ঔদ্ধত্যপূর্ণ কেন?'

"প্রথম জাম্পের ভুল দ্বিতীয় জাম্পকে করে তুলবে অনিশ্চিত, তারপর ধারাবাহিক ভুলগুলো তৃতীয় জাম্প আরো বেশি অনিশ্চিত এবং অবিশ্বাস্য করে তুলবে, এভাবে চলতেই থাকবে। উনত্রিশটা ধাপ তুমি একবারে হিসাব করবে কি করে? উনত্রিশতমটা গ্যালাক্সির যে কোনো জায়গাতে গিয়ে শেষ হতে পারে, যে কোনো জায়গায়। তাই আমি শুধু প্রথম ধাপ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেই। যেন অগ্রসর হওয়ার আগে সেটা চেক করে নিতে পারি।"

'যথেষ্ট সতর্কতা,' পেলোরেট আন্তরিক গলায় বলল, 'আমি সমর্থন করছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রথম ধাপ শেষ করার পর, আমার অবিশ্বাসের কারণে কম্পিউটার হয়তো দুঃখ পেয়েছে? তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম, তখন নিজের অহংকার রক্ষার জন্য সে কি বলতে পারেনা কোনো ভুল হয়নি? সে কি ভুল স্বীকার করতে অস্বস্তি বোধ করে? যদি তাই হয়, আমাদের কোনো কম্পিউটার দরকার নেই।'

পেলোরেটের ভালমানুষের মতো মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। 'তাহলে আমরা কি করতে পারি, গোলান?'

'আমি যা করছি তাই করতে পারি –একটা দিন ব্যয় করতে পারি। আমি আশেপাশের অনেকগুলো নক্ষত্রের অবস্থান প্রাচীনকালের সম্ভাব্য সবরকম পদ্ধতিতে চেক করেছি: টেলিস্কোপিক অবজার্ভেশন, ফটোগ্রাফি, ম্যানুয়াল হিসাব। প্রতিটি প্রকৃত অবস্থান, ভুল না হলে প্রত্যাশিত যে অবস্থান হতো তার সাথে তুলনা করে দেখেছি। কাজটা করতে সারাদিন লেগেছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ঘটেছে কি?'

'দুটো বড় রকমের ভুল পাই এবং সেগুলো পাই আমার হিসাবের মধ্যে। ভুলগুলো শুদ্ধ করে নিয়ে কম্পিউটারে ঢুকাই –শুধু দেখার জন্য যে আলাদাভাবে একই ফলাফল আসে কিনা। আমার হিসাবে কোনো ভুল হয়নি এবং কম্পিউটারও কোনো ভুল করেনি।'

পেলোরেট লম্বা শ্বাস নিল। 'বেশ, সেটাতো ভালো।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! কাজেই এখন বাকী আটাশটা ধাপও শেষ করব।'

'সবগুলো একসাথে? কিন্তু–'

'একসাথে না। চিন্তার কিছু নেই। পাগল হয়ে যাইনি। একটার পর একটা করে –কিন্তু প্রতিটা ধাপের পর ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখব এবং পার্থক্য যদি নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকে তাহলে পরবর্তী ধাপে এগোব। যে কোনো সময় বড় রকমের ভুল হয়ে যেতে পারে– তখন বন্ধ করে নিয়ে বাকী ধাপগুলো আবার হিসাব করে নেব।'

'কখন শুরু করবে?'

'কখন? এখনই। –তুমি তো তোমার লাইব্রেরি ইনডেক্সিং করছ–'

'ওহ, এখনই সুযোগ, গোলান। অনেকদিন থেকেই করব করব ভাবছি, কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে দাঁড়িয়েছে।'

'কোনো অসুবিধা নেই। তুমি ইনডেক্সিং-এ মন দাও। বাকীগুলো আমি সামলাচ্ছি।'

পেলোরেট মাথা ঝাঁকালো। 'বোকার মতো কথা বলোনা, পুরো ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাবো না।'

'তোমাকে বলা উচিত হয়নি, তাহলে –কিন্তু কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে আর এখানে তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। খোলাখুলিই বলি বরং। [illegible]

সম্ভাবনা আছে যে আমরা মহাকাশের কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছব বা এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছব যেখানে একটা দ্রুতগতির মেটিওরয়েড এগিয়ে আসছে বা কোনো ছোট ব্ল্যাকহোলে গিয়ে পড়ব। তাত্ত্বিকভাবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা খুব ছোট। তুমি হয়তো নিজের বাড়িতে বসেছ, জেনভ –পড়ালেখা করছ, কাজ করছ, ঘুমাচ্ছ– এমন সময় একটা মেটিওরয়েড টার্মিনাসের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তোমার মাথায় আঘাত করল, তুমি মারা গেলে। কিন্তু এরকম ঘটার সম্ভাবনা খুব কম।

"হাইপারস্পেসাল জাম্পে প্রাণনাশক কোনো বস্তুর গতিপথ ভেদ করে যাওয়ার সম্ভাবনা নিজের বাড়িতে বসে মেটিওর-এর আঘাতে মারা যাওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কম। হাইপারস্পেসাল ট্রাভেলে এভাবে কোনো জাহাজ ধ্বংস হয়েছে বলে কখনো শুনিনি। অন্য ধরনের বিপদ –যেমন কোনো নক্ষত্রের মাঝখানে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা আরো কম।'

'তাহলে আমাকে এগুলো কেন শোনাচ্ছ গোলান?'

ট্রাভিজ থামল, চিন্তায় মাথা নুয়ে আছে, শেষে বলল, 'আমি জানিনা। –হ্যাঁ, জানি। আমার যা মনে হয়, যদি যথেষ্ট লোক যথেষ্ট সুযোগ নেয়, তাহলে বিপর্যয় ঘটবেই। যতই নিশ্চিত হই যে কোনো বিপদ ঘটবে না, আমার ভেতরে কে যেন চিকন সুরে বলছে 'হয়তো এখনই ঘটবে,' সেই কারণে নিজেকে মনে হচ্ছে অপরাধী। আমার মতে কারণ এই একটাই। জেনভ, যদি কোনো বিপদ হয় আমাকে ক্ষমা করো!'

'কিন্তু গোলান, মাই ডিয়ার চ্যাপ, কোনো বিপদ হলে দুজনেই সাথে সাথে মারা যাব। তোমাকে ক্ষমা করার জন্য আমি থাকবনা, তুমিও সেটা গ্রহণ করার জন্য থাকবে না?'

পেলোরেট হাসল। "জানিনা কেন, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে আনন্দিত করেছে। এর ভেতর মজার একটা কিছু আছে। গোলান, আমি তোমাকে মাফ করব। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে হাজারো রকম কাহিনী রয়েছে। যদি সত্যিই সেরকম কোনো জায়গা থাকে এবং তুমি আমি একই জায়গায় পৌঁছতে পারি, তাহলে আমি সাক্ষ্য দেব যে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ এবং আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী নও।"

'ধন্যবাদ। এখন আমি ভারমুক্ত। আমি ঝুঁকি নিতে চাই, কিন্তু সেই ঝুঁকিটা তোমাকেও নিতে হবে ভেবে আমার ভালো লাগছেনা।'

ট্রাভিজের হাত জড়িয়ে ধরল পেলোরেট। "তুমি জানো, গোলান, তোমাকে আমি চিনি এক সপ্তাহেরও কম সময়, জানি এত অল্প সময়ে কারো ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না, কিন্তু আমার মতে তুমি চমৎকার একজন মানুষ। –এখন কাজটা শুরু কর এবং তাড়াতাড়ি শেষ কর।"

'নিশ্চয়ই! আমাকে শুধু ওই ছোট কন্টাক্ট স্পর্শ করতে হবে। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগেই, এখন শুধু আমার "স্টার্ট" বলার অপেক্ষায় আছে –তুমি বলবে–'

'কখনোই না। এটা তোমার কম্পিউটার।'

'খুব ভালো কথা। এবং এটা আমার দায়িত্ব। দেখছই তো আমি এখনো যন্ত্রের মতো কাজটা করছি, স্ক্রীনে নজর রাখো।'

অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং মুখে অকৃত্রিম হাসি নিয়ে ট্রাভিজ কন্ট্রোল স্পর্শ করল।

সবকিছু থেমে রইল এক মুহূর্ত তারপর স্টারফিল্ড পরিবর্তন হতে লাগল –বারবার-বারবার। নক্ষত্রগুলো দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে শাওলা হচ্ছে আবার উজ্জ্বল হচ্ছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে গুনছে পেলোরেট। ১৫ তে এসে একবার থেমে গেল, যেন কোনো যন্ত্র হঠাৎ জ্যাম হয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, যেন ভয় পাচ্ছে জোরে কথা বললে সবগুলো কলকব্জা একসাথে বিকল হয়ে যাবে, 'কি ব্যাপার? কি ঘটেছে?'

ট্রাভিজ কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমার মনে হয় রিক্যালকুলেশন। মহাকাশের কোনো বস্তু হয়তো সামগ্রিক গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের সাধারণ কাঠামোতে একটা ধাক্কা দিয়েছে –কোনো বস্তু হয়তো হিসাবে ধরা হয়নি –অজানা কোনো বামন নক্ষত্র বা কোনো উন্মুক্ত গ্রহ–'

'বিপজ্জনক?'

'এখনো যখন বেঁচে আছি, তখন নিশ্চয়ই বিপজ্জনক না। একটা গ্রহ হয়তো একশ মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে এত ব্যাপক গ্র্যাভিটেশনাল মডিফিকেশন তৈরি করছে, ফলে রিক্যালকুলেশন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একটা বামন নক্ষত্র হতে পারে দশ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এবং–'

থেমে গেল ট্রাভিজ, কারণ স্ক্রীনের দৃশ্য আবার বদলাচ্ছে। ক্রমাগত বদলাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যখন পেলোরেট বলল, '২৮', তারপর আর কোনো পরিবর্তন নেই। কম্পিউটার পরীক্ষা করে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

'প্রথম জাম্পটাকে আমি গুনেছি "১" এবং তারপরে যখন ধারাবাহিকভাবে শুরু হলো আমি "২" থেকে গোনা শুরু করেছি। সব মিলিয়ে আটাশটা জাম্প। তুমি বলেছিলে উনত্রিশটা।'

"পনেরতম জাম্পের রিক্যালকুলেশন হয়তো একটা জাম্প কমিয়ে দিয়েছে। তুমি চাইলে কম্পিউটার থেকে পুরো হিসাব বের করে দিতে পারি কিন্তু তার আসলে প্রয়োজন নেই। আমরা সেশেল গ্রহের সীমানায় পৌঁছে গেছি। কম্পিউটার তাই বলছে এবং কোনো সন্দেহ নেই আমার। যথাযথ স্ক্রীন করলে বাইরে তুমি চমৎকার উজ্জ্বল একটা সূর্য দেখতে পাবে, কিন্তু বিনাপ্রয়োজনে সেটা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সেশেল হচ্ছে চতুর্থ গ্রহ এবং আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে ৩.২ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। আমরা সেখানে পৌঁছব তিনদিনে, খুব বেশি তাড়াহুড়ো করলে দুই দিনে।"

লম্বা শ্বাস নিয়ে ট্রাভিজ টেনশন কমানোর চেষ্টা করল।

'এর অর্থ কি তুমি বুঝতে পারছ, জেনভ?' সে জিজ্ঞেস করল, "এর আগে আমি যতগুলো মহাকাশযানে ছিলাম বা চালিয়েছি –সেগুলোতে কম্পিউটার থাকলেও এরকম একটা জাম্প শেষ করতে লাগত প্রায় একমাস। অথবা সপ্তাহ দুই বা তিন লাগত, যদি তারা বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করত। আমরা করেছি মাত্র আধঘণ্টায়। যখন প্রত্যেকটা মহাকাশযানে এমন একটা কম্পিউটার থাকবে–"

'আমি অবাক হচ্ছি মেয়র কেন এত আধুনিক মহাকাশযান আমাদের হাতে তুলে দিলেন। এটা নিশ্চয়ই খুব দামী।'

'এটা পরীক্ষামূলক,' ট্রাভিজ শুকনো গলায় বলল। 'হয়তো ভদ্রমহিলা চান আমরা এটাকে চালিয়ে সমস্যাগুলো বের করি।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'ভয়ের কিছু নেই। আমরা কোনো সমস্যা পাইনি। এটা মেয়রকে আমি ফিরিয়ে দেবনা। তাছাড়া আমাদেরকে তিনি নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র দিয়ে বিশ্বাস করেননি, ফলে খরচ অনেক কমে গেছে।'

পেলোরেট চিন্তামগ্ন স্বরে বলল, 'আমি ভাবছি কম্পিউটারের কথা। তোমার সাথে খুব ভালোভাবে খাপ খেয়েছে –এবং সবার সাথে একইরকম খাপ খাওয়ানোর জন্য তৈরি হয়নি। এটা হয়তো আমার সাথে কাজ করবে না।'

'আমাদের জন্য ভালো যে এটা শুধু একজনের সাথে কাজ করে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা কি শুধু একটা দৈব ঘটনা?'

'তাছাড়া আর কি, জেনভ?'

'মেয়র তোমাকে খুব ভালভাবে চেনেন।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তিনি হয়তো কম্পিউটারটা শুধু তোমার জন্য তৈরি করেছেন?'

'কেন?'

'আমি অবাক হব যদি কম্পিউটার যেখানে চায় সেখানে আমরা না পৌঁছাই।'

ট্রাভিজ তাকিয়ে রইল। 'তুমি বলতে চাও আমি যখন কম্পিউটারের সাথে যুক্ত, তখন আমি নই –আসল চার্জে থাকে কম্পিউটার।'

'আমি অবাক হব না।'

'সেটা অসম্ভব, জেনভ।'

ট্রাভিজ কম্পিউটারের দিকে ঘুরে সেশেল গ্রহে পৌঁছানোর একটা নরমাল-স্পেস কোর্স তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু পেলোরেট কেন তার মাথায় এই চিন্তাটা ঢোকাল?

টেবিল

৩৩

মুন্দিন পার হয়ে গেছে এবং জেনডিবল যতটা না বিমর্ষ তার চেয়ে বেশি রাগান্বিত। কোনো কারণ নেই দ্রুত হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা না করার। তার সময় না প্রস্তুতি কোনোটারই দরকার নেই। নিশ্চিত ছিল ওরা দ্রুত একটা হিয়ারিং-এর ব্যবস্থা করবে।

তবু যেখানে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন মিউলের চেয়েও ভয়ানক বিপদের মুখোমুখি সেখানে তারা অযথা সময় নষ্ট করছে —কারণ শুধু তাকে উত্যক্ত করা।

ওরা অবশ্যই তাকে উত্যক্ত করেছে এবং এর ফলাফল ভালো হবে না, সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল।

নিজের চারপাশে তাকালো জেনডিবল, এন্টিরুমটা খালি। দুদিন ধরেই খালি পড়ে আছে। এখন সে বর্তমান লোক, একজন স্পিকার যার ব্যাপারে সবাই ভয় পায়। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসে প্রথমবার অভিযুক্ত হয়ে —দ্রুত পদচ্যুত হতে যাচ্ছে। তার আসন কেড়ে নেয়া হবে, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার থেকে সাধারণ লোকে পরিণত হবে, সহজ সরল ব্যাপার।

দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের কাছে একটা সম্মানজনক ব্যাপার, বিশেষ করে যদি পরিপূর্ণ পদটি পায়। আবার স্পিকার থেকে পদাবনতি ঘটাও একটা ব্যাপার।

ব্যাপারটা ঘটবেনা, জেনডিবল মনে মনে ভাবল, যদিও দুদিন থেকে সবাই তাকে এড়িয়ে চলছে, একমাত্র সুরা নোভী তার সাথে আগের মতো আচরণ করে। যদিও পরিস্থিতি বোঝার মতো বুদ্ধি তার নেই। তার কাছে জেনডিবল এখনো 'মাস্টার'।

নোভীর এধরনের আচরণে জেনডিবল আনন্দ পায়। সে খেয়াল করেছে নোভী যখন তার দিকে শ্রদ্ধা নিয়ে তাকিয়ে থাকে তখন তার উদ্যম আর কর্মস্পৃহা অনেক বেড়ে যায়। ব্যাপারটা তাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছে।

একজন ক্লার্ক চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে তাকে জানালো যে টেবিল তার কথা শোনার জন্য তৈরি। ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল জেনডিবল। সবাই টেবিলের চারপাশে গম্ভীর মুখে বসে আছে, পরনে বিচারকের কালো পোশাক। ফার্স্ট স্পিকার আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা অস্বস্তিতে ভুগছেন, কিন্তু মুখে বন্ধুত্বের কোনো আভাস নেই। ডেলোরা —বাকী তিন স্পিকারের মধ্যে একমাত্র মহিলা —তারদিকে তাকালো না পর্যন্ত।

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'স্পিকার জেনডিবল, তোমাকে অশিষ্টাচারমূলক আচরণের কারণে ইমপিচ করা হয়েছে। তুমি সকলের উপস্থিতিতে টেবিলকে —কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাসঘাতকতা এবং হত্যা চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করেছ। তুমি বলেছ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সবার —স্পিকার এবং ফার্স্ট স্পিকারসহ সবারই —পূর্ণ মেন্টাল এনালাইসিস করা প্রয়োজন যেন বের করা যায় আমাদের মধ্যে কাকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। তোমার এই মন্তব্যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের একাত্মতার ভাঙন ধরেছে যা ছাড়া আমরা কোনোদিনই জটিল এবং সম্ভাব্য বিরূপ গ্যালাক্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবনা এবং যা ছাড়া হয়তো কোনোদিনই আরেকটা শক্তিশালী সম্রাজ্য গড়ে তোলা যাবে না।

'যেহেতু আমরা সবাই অভিযোগগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী, আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছি। এখন সরাসরি পরবর্তী কাজে হাত দেব। স্পিকার স্টর জেনডিবল, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তোমার কিছু বলার আছে?'

জেনডিবল বলল, "যদি সত্য কথাটাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলতে পারি। নিরাপত্তা ভঙ্গ হয়েছে এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর কারণ সম্ভবত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের-এখানে যারা রয়েছে তাদের মন নিয়ে —মেন্টালি কন্ট্রোল করা হচ্ছে এবং এর ফলে ভয়ানক বিপদ এগিয়ে আসছে। যদি আপনি বিচারের কাজটা সংক্ষিপ্ত করেন তাহলে চূড়ান্তভাবে বিপদের মাত্রা আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু তারপরেও বলতে বাধ্য যে অনুরোধ করার পরেও কেন আপনারা দুইটা দিন নষ্ট করলেন। আমিতো স্বীকার করেছি যা বলেছি তা এই ভয়ানক বিপদের কারণেই বলতে বাধ্য হয়েছি। অশিষ্টাচারমূলক আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি।"

'একই কথা আবারো বলছে, ফার্স্ট স্পিকার।' ডেলারমি নরম সুরে বলল।

জেনডিবলের চেয়ার রাখা হয়েছে সবার কাছ থেকে দূরে —পরিষ্কার পদাবনতি। সে চেয়ারটা আরো দূরে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনারা কি কিছু না শুনেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে আইনের হাতে তুলে দেবেন না বিস্তারিত বলব?'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, "এটা কোনো বেআইনী অধিবেশন না, স্পিকার। আমাদের অতিমানবিক ক্ষমতা যেন কোনো অবিচার না করে সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী না বানিয়ে বরং একজন অপরাধীকে স্বাধীনভাবে চলে যেতে দেব। তবে বর্তমান বিষয়টা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে দোষী ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। তোমাকে ইচ্ছা মতো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি। যত সময় লাগে নাও, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সবাই একমত হচ্ছি যে তোমার কাছ থেকে যথেষ্ট শোনা হয়েছে।"

'তাহলে বিস্তারিত বলছি,' জেনডিবল বলল, 'গোলান ট্রেভিজ —যে প্রথম ফাউণ্ডেশনারকে টার্মিনাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যার ব্যাপারে আমি

তার ফার্স্ট স্পিকার একমত হয়েছিলাম যে সেই হচ্ছে আসন্ন বিপদের মোকাবেলা যার -হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিত দিকে যাত্রা করেছে।'

'ফার্স্ট অফ ইমপ্যাক্টেশন,' জেনারমি আবারো নরম সুরে বলল, 'স্পিকার কিভাবে জানলে?'

'আমাকে জানিয়েছেন ফার্স্ট স্পিকার। কিন্তু আমি নিজের উৎস থেকেও নিশ্চিত হয়েছি। তবে সেখানের নিরাপত্তার অবস্থা চিন্তা করে আমার তথ্যের উৎস আমি বাধ্য হচ্ছি গোপন রাখতে।'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'এ ব্যাপারে আলোচনা আমি থামাতে বলছি, বরং এই কথাটা ছাড়াই এগোই। কিন্তু যদি টেবিল মনে করে কথাটা জানা প্রয়োজন তবে স্পিকার জেনডিবল সেটা জানাতে বাধ্য থাকবেন।'

জেনারমি বলল, 'আমার মতে একজন এজেন্ট স্পিকারের পক্ষে কাজ করছে -যে এজেন্ট তার ব্যক্তিগত নিয়োগ এবং যে এই টেবিলের কাছে দায়বদ্ধ না। আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবনা যে এই এজেন্ট দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের নিয়ম মেনে চলছে।'

ফার্স্ট স্পিকার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি জানি, স্পিকার জেনারমি সব কিছু আমাকে বলে দিতে হবে না।'

'আমি শুধু রেকর্ড রাখার জন্য বলেছি, ফার্স্ট স্পিকার, যেহেতু বিষয়টি ইমপিচমেন্ট বিলে অন্তর্ভুক্ত নেই। আমি চাই অন্তর্ভুক্ত করা হোক।'

'সে ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। -স্পিকার জেনডিবল, তোমার বক্তব্য থেকে দূরে সরে এসেছি। শুরু করো।'

জেনডিবল শুরু করল, 'ট্রেভিজ শুধু অপ্রত্যাশিত দিকেই চলে যায়নি, তার গতিও ছিল অস্বাভাবিক দ্রুত। আমার তথ্য অনুযায়ী ফার্স্ট স্পিকার যা এখনো জানেন না, একদিনেই সে প্রায় দশহাজার পারসেক দূরত্ব অতিক্রম করেছে।'

'এক জাম্পে?' একজন বয়স্ক স্পিকার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'দুই ডজনেরও বেশি জাম্প দিয়ে। একটার পর একটা, মাঝখানে বিরতি প্রায় ছিলইনা। এমন জাম্প থেকেও ব্যাপারটা বেশি জটিল। এখন যদি তাকে খুঁজে পাওয়াও যায়, অনুসরণ করে যেতে সময় লাগবে। সে যদি আমাদের খুঁজে পায় এবং সত্যি সত্যিই আঘাত করতে চায়, আমরা তাকে বাধা দিতে পারব না। আর আপনি এখানে ইমপিচমেন্টের খেলা খেলে দুদিন সময় নষ্ট করেছেন।'

ফার্স্ট স্পিকার নিজের রাগ সামলালেন। 'দয়া করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল, স্পিকার জেনডিবল।'

'ব্যাপারটা ফার্স্ট স্পিকার, প্রথম ফাউন্ডেশনের কারিগরি অগ্রগতির ইঙ্গিত। তারা এখন গ্রীম পালভারের সময়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। ওদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে পারব না।'

স্পিকার জেনারমি উঠে দাঁড়ালো। 'ফার্স্ট স্পিকার, আমরা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা দিয়ে সময় নষ্ট করছি। আমরাতো কচি খোকা না যে ঠাকুরমার গল্প বলে ভয় দেখাবে

হবে। প্রথম ফাউন্ডেশন যত খুশি কারিগরি উন্নতি করুক, কোনো ব্যাপার না, যদি যে কোনো বিপদের সময় তাদের মাইন্ড আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।"

'তোমার কি বলার আছে, স্পিকার জেনডিবল?' ফার্স্ট স্পিকার জিজ্ঞেস করলেন।

'শুধু এইটুকু যে, মাইন্ড-এর ব্যাপারে আমি পরে আসব। এই মুহূর্তে আমি শুধু প্রথম ফাউন্ডেশনের কারিগরি দক্ষতার উপর জোর দিচ্ছি।'

'পরের পয়েন্টে আসা যাক, স্পিকার জেনডিবল।' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'তোমার প্রথম পয়েন্ট, আমার মতে, ইমপিচমেন্ট বিলের সাথে জড়িত না।'

সবাই একমত হলো।

জেনডিবল বলল, 'ঠিক আছে। এই যাত্রায় ট্রেভিজের একজন সঙ্গী আছে। জেনভ পেলোরেট, সাধারণ একজন স্কলার, যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে পৃথিবী সম্পর্কে যাবতীয় উপকথা এবং কিংবদন্তী সংগ্রহের কাজে।'

'তুমি তার ব্যাপারে সব জানো? তোমার গোপন উৎস, আমার ধারণা।' জেনারমি বলল। স্বচ্ছন্দে প্রসিকিউটরের ভূমিকা পালন করছে।

"হাঁ, তার ব্যাপারে আমি সব জানি," জেনডিবল ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'টার্মিনাসের মেয়র ব্যাপারী বুদ্ধিমতি এবং দক্ষ। কয়েকমাস আগে পরিষ্কার কোনো কারণ ছাড়াই তিনি এই স্কলারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন, তাই আমিও আগ্রহী হয়ে উঠি। ব্যাপারটা আমি চেপে রাখিনি। যত তথ্য পেয়েছি সব ফার্স্ট স্পিকারকে জানিয়েছি।"

'আমি তার সাক্ষী,' ফার্স্ট স্পিকার নিচু স্বরে বললেন।

একজন বয়স্ক স্পিকার বললেন, 'এই পৃথিবীটা কি গল্পে শোনা সেই মূল গ্রহ? প্রাচীন ইমপেরিয়াল যুগে যার ব্যাপারে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল?'

জেনডিবল মাথা নাড়ল। 'স্পিকার জেনারমি যে ঠাকুরমার গল্পের কথা বলেছেন সেগুলোই। -আমার ধারণা পেলোরেটের ইচ্ছা ট্রানটরে এসে গ্যালাকটিক লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, যে তথ্যগুলো টার্মিনাসের ইন্টারগ্যালাকটিক লাইব্রেরি সার্ভিস থেকে সে পাবেনা।

"যখন সে ট্রেভিজের সাথে টার্মিনাস ত্যাগ করে হয়তো তখন আশা করেছিল তার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমরাও নিশ্চিত ছিলাম যে দুজনকে হাতে পাবো। ব্যাপারটা উল্টে গেছে -এখন আপনারা জানেন -তারা আসছে না। চলে গেছে অন্য গন্তব্যে এবং কেন গেছে কোনো কারণে সেটা এখনো জানা যায় নি।"

কথা বলার সময় জেনারমির গোলাকার মুখ আরো সুন্দর হয়ে গেল, "এতে চিন্তিত হওয়ার কি আছে? ওরা না আসলে আমরা নিশ্চয়ই আরো বিপদে পড়বনা। বরং যেহেতু এত সহজে আমাদের কথা ভুলে গেছে, তাতে ধরে নেয়া যায় যে প্রথম ফাউন্ডেশন ট্রানটরের আসল ব্যাপারটা ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, সেজন্য গ্রীম পালভারকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।"

'বেশি চিন্তাভাবনা না করলে, এমন একটি সহজ সমাধানে পৌঁছানো যায়।' জেনভিকল বলল, 'এটাও তো হতে পারে যে ট্র্যান্টরের আসল গুরুত্ব কমানোর [illegible] পারে আবহাওয়া তারা অন্যদিকে চলে যায়নি? হতে পারে দুর্দান্তে পরীক্ষা [illegible] পৃথিবীর ব্যাপারে আমরা কেন যেন যাচ্ছি অন্যদিকে চলে গেছে?'

টেবিলের চারদিকে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'যে কেউ,' জেনারভ ঠান্ডা গলায় বলল, 'তার উর্বরতা অনুযায়ী সুন্দর গল্প তৈরি নিয়ে পারে। কিন্তু তোমার কথার কোনো অর্থ আমার দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন পৃথিবী সম্পর্কে কি ভাবতে সেটা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে [illegible] "মূল প্রশ্নটা তার অর্থ কি?" অথবা শুধুই একটি গল্প অথবা এমন কোনো একক [illegible] নেই যেখান থেকে সবকিছু শুরু হয়েছিল। অবশ্যই বিষয়টা শুধু মিস্টিসিজম অনুসন্ধিৎসু এবং শেষ পর্যন্ত সমাধানের আকর্ষণ করবে, যেমন লোকেরা যে করবে। আমরা আগ্রহী হব কেন?'

'কেন হবেন?' জেনভিকল বলল, 'যদি নাই হই, তাহলে লাইব্রেরিতে পৃথিবী সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই কেন?'

এই প্রশ্নটার সাথে টেবিলের চারপাশের আবহাওয়া থেকে বিরক্ত ভাব দূর হয়ে গেল।

জেনারভ জিজ্ঞেস করল, 'নেই?'

জেনভিকল শান্ত গলায় বলল, 'যখন প্রথম শুনলাম যে ট্র্যান্টর এবং লোকেরা পৃথিবীর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে এখানে আসছে, তখন আমি লাইব্রেরি কম্পিউটারকে এই বিষয়ে যত ডকুমেন্টস আছে তার তালিকা তৈরি করতে বলি। আমার অবাক হতে হয় যখন কম্পিউটার জানায় যে কিছু নেই –একেবারেই কিছু ছিল না।

'তারপর আপনারা দুজন সমস্যা নিয়ে [illegible] একই সময়ে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল যখন শুনলাম প্রথম ফাউন্ডেশনাররা এখানে আসছে না। আপনারা সব বসে বসে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন, সেই সময় আমি আমার নিজের সময়ে কিছু ইতিহাসের বই পড়ি। সেখানে বেশ কয়েক জায়গায় ইম্পেরিয়াল যুগের শেষ পর্যায়ে "মূল প্রশ্ন" নিয়ে অনুসন্ধানের ব্যাপারটা চোখে পড়ে। এই বিষয়ে [illegible] এবং বিশু-সুনতনের নির্দিষ্ট কিছু ডকুমেন্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে গিয়ে এবার আমি নিজে সেগুলো খুঁজে দেখি। কিছু পাইনি।'

জেনারভ বলল, 'না পেলে অবাক হওয়ার কি আছে। যদি পৃথিবী আসলেই একটা লোককাহিনী হয়–'

'তাহলে মিথলজিক্যাল রেফারেন্সে পাওয়া যেত। যদি ঠাকুরমার গল্প হয় তাহলে ফোকলোরের বইয়ে এর নাম থাকত। যদি কোনো অসুস্থ মনের কল্পনা হয় তাহলে সাইকোপ্যাথলজীর কোনো না কোনো জায়গায় এই বিষয়ের উল্লেখ থাকত। আসলে পৃথিবীর ব্যাপারে কোনো না কোনো বর্ণনা অবশ্যই আছে। নইলে আপনারা সবাই

এই ধারণাটা জানতেন না বা অন্তত মানব প্রজাতির বিকাশের মূল গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারতেন না। তাহলে কেন লাইব্রেরি বা অন্য কোথাও এই বিষয়ে কোনো রেফারেন্স নেই?'

জেনারভ চুপ করে গেল এই ফাঁকে কথা বলল আরেকজন স্পিকার। তার নাম [illegible] চ্যাং, রোগাপাতলা মানুষ, সেলডন প্ল্যানের খুঁটিনাটি বিষয়ে অসম্ভব জ্ঞান থাকলেও আসল ব্যক্তিগত ব্যাপারে উদাসীন। যখন কথা বলে চোখ দুটো অনবরত পিট পিট করতে থাকে। 'সবাই জানে যে সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে সবার মনযোগ [illegible] ইম্পেরিয়াল যুগের প্রতি আগ্রহী করে একটা রহস্য তৈরি করার চেষ্টা করেছিল।'

জেনভিকল মাথা নাড়ল। "সংক্ষেপে বলা যায় মনযোগ সরানো হয়েছিল, স্পিকার চ্যাং। কিন্তু তার মানে এই না যে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। আপনি অন্যদের চেয়ে ভাল জানেন যে সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে ওঠে প্রাথমিক যুগের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠা। আমি এইমাত্র হারি সেলডনের সময়ে "মূল প্রশ্নের" প্রতি আগ্রহের কথা বলেছি।"

চ্যাং গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'আমি ভাল করেই জানি, ইয়ং ম্যান, এবং তুমি যা বলছ তার চেয়ে, সাম্রাজ্যের পতনের এই সামাজিক সমস্যাগুলোর ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। "ইম্পেরিয়ালাইজেশন" প্রক্রিয়া পৃথিবী সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ক্লিয়ন-এর অধীনে সাম্রাজ্যের সর্বশেষ পুনরুত্থানের সময়, সেলডনের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে ইম্পেরিয়ালাইজেশন-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের কারণে পৃথিবী নিয়ে সকল চিন্তা ভাবনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্লিয়নের সময়ে এক নির্দেশে এই বিষয়ে বলা হয়েছিল, "নীরস এবং নিষ্ফল গবেষণা যা রাজশক্তির উপর থেকে মানুষের ভালবাসা কমিয়ে দিচ্ছে।"'

জেনভিকল হাসল। 'তাহলে স্পিকার চ্যাং, আপনি বলছেন দ্বিতীয় ক্লিয়নের সময় পৃথিবীর সকল রেফারেন্স ধ্বংস করা হয়েছে?'

'আমি কোনো উপসংহার টানছিনা। শুধু যা ঘটেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছি।'

'আপনি বেশ হুঁশিয়ার। যাই হোক, ক্লিয়নের সময়ে হয়তো সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইব্রেরি অন্তত আমাদের বা আমাদের পূর্বসূরীদের হাতে ছিল। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের স্পিকারদের অজান্তে কোনো জিনিস সরিয়ে ফেলা ছিল অসম্ভব। আসলে কাজটার জন্য স্পিকারদের দায়ী করা যায়।'

জেনভিকল থামল, চ্যাং কিছু বলল না, জেনভিকলের মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার শুরু করল জেনভিকল, 'সেলডনের সময়ে লাইব্রেরি থেকে পৃথিবী সম্পর্কিত দলিল প্রমাণ সরানো সম্ভব ছিলনা, যেহেতু "মূলপ্রশ্ন" ছিল সেই সময়ের আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। পরবর্তী সময়েও সরানো সম্ভব ছিলনা, কারণ দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের হাতে। অথচ লাইব্রেরি থেকে প্রমাণগুলো সরানো হয়েছে। বিষয়ে?'

ডেলারমি অধৈর্য স্বরে বলল, 'জেন্ডিবল উক্ত সংকট তৈরি না করে পরও এই ঘটনার সমাধানে কি বল। তুমি নিজেই ডকুমেন্টগুলো সরিয়েছ?'

'অবধারিতভাবেই ডেলারমি, আপনি একেবারে আসল জায়গায় হাত দিয়েছেন?'

জেন্ডিবল বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। 'একটা সমাধান হচ্ছে ডকুমেন্টগুলো সরিয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কোনো স্পিকার যে জানে কিভাবে কম্পিউটারকে ব্যবহার করলে তার স্মৃতিতে কিছু থাকবে না এবং কম্পিউটারে কোনো রেকর্ড থাকবে না।'

ফার্স্ট স্পিকার সশব্দে হেসে ফেললেন। "উদ্ভট কথা, স্পিকার জেন্ডিবল। আমি কল্পনাও করতে পারি না কোন স্পিকার কাজটা করেছে। কেন করবে? এমনকি যদি কোনো কারণে পৃথিবী সম্পর্কিত প্রমাণগুলো কেউ সরিয়ে ফেলে, টেবিলের অন্য থেকে সেটা গোপন রাখবে কেন? যেখানে ধরা পড়ে যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে সেখানে কেন একজন তার ক্যারিয়ার নষ্ট করার ঝুঁকি নেবে? তাছাড়া আমার মতে সবচেয়ে দক্ষ স্পিকারের পক্ষেও প্রমাণ না রেখে কাজটা করা সম্ভব না।"

'তাহলে, ফার্স্ট স্পিকার, আপনি নিশ্চয় স্পিকার ডেলারমির সাথে একমত নন যে কাজটা আমি করেছি।'

'অবশ্যই,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'তোমার বিচার বুদ্ধির উপর মাঝে মাঝে সন্দেহ হলেও আমি তোমাকে পুরোপুরি পাগল মনে করিনা।'

'তাহলে এটা কখনোই ঘটিত না, ফার্স্ট স্পিকার। পৃথিবীর তথ্য প্রমাণগুলো এখনো লাইব্রেরিতে থাকা উচিত, যেহেতু সেগুলো সরানোর সম্ভাব্য সবগুলো উপায় আমরা বাতিল করে দিয়েছি—অথচ সেগুলো নেই।'

ডেলারমি ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বেশ, শেষ করা যাক। আবারো জিজ্ঞেস করছি, সমাধান কি হবে? আমি নিশ্চিত যে তোমার কাছে একটা সমাধান আছে।'

'আপনি নিশ্চিত হলে, স্পিকার, আমরা সবাই নিশ্চিত হতে পারি। আমার মতে লাইব্রেরি থেকে তথ্য প্রমাণগুলো সরিয়েছে আমাদেরই কেউ যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের বাইরের কোনো সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যাপারটা কারো চোখে পড়েনি কারণ সেই একই শক্তি চেয়েছে যেন এটা গোপন থাকে।'

ডেলারমি হাসল। 'যতক্ষণ না তোমার চোখে পড়ে। যদি এই রহস্যময় শক্তি থাকে তাহলে তুমি কিভাবে ধরতে পারলে যে লাইব্রেরিতে তথ্য প্রমাণগুলো নেই? কেন তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি?'

জেন্ডিবল গম্ভীর গলায় বলল, "হাসির কোনো ব্যাপার না, স্পিকার। আমাদের মতো ক্ষমতা যাদের তারা মনে করে যে নিয়ন্ত্রণ যত কম হবে ততই ভালো। কিছুদিন আগে যখন বিপদে পড়েছিলাম তখনো নিজেকে রক্ষা করার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলাম কোনো হ্যামিশ মাইন্ড নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকার প্রতি। হয়তো প্রতিপক্ষ মনে করেছে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেয়াই হবে নিরাপদ। এখানেই সবচেয়ে বড় বিপদ। আসলে ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়েছে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছে যে তারা জিতে গেছে। আর আমরা এখনো আমাদের খেলা চালিয়ে যাচ্ছি।"

'কিন্তু কেন তারা এগুলো করছে? কি উদ্দেশ্যে?' ডেলারমি চোখের পাতা না তুলে জিজ্ঞেস করল। সে বুঝতে পারছে টেবিলের সবাই আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং তার কথা শুনে যাচ্ছে।

'প্রথম ফাউন্ডেশন তার ব্যাপক শক্তি নিয়ে পৃথিবী অনুসন্ধান করছে। মনে করছে যে তারা দুজন বোকাসোকা লোককে মহাকাশে পাঠিয়েছে এবং আশা করছে আমরাও ঠিক তাই মনে করব। অথচ তাদেরকে এমন একটা মহাকাশযান দিয়েছে যেটা মুহূর্তে দশহাজার পারসেক যেতে পারে।

'আর আমরা পৃথিবী খুঁজতে যাইনি এবং আমাদের জানামতেই এই স্থানের পথ তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম ফাউন্ডেশন অনেকদূর এগিয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিছুই করতে পারিনি, সেটা—'

জেন্ডিবল থামল এবং ডেলারমি বলল, 'সেটা কি তোমার ছেলেভুলানো গল্পটা শেষ কর। তুমি কিছু জানো নাকি জানো না?'

'আমি সবকিছু জানি না, স্পিকার। চারপাশে ছড়ানো জাল আমি ভেদ করতে পারিনি, কিন্তু জানি একটা জাল ছড়ানো হয়েছে। পৃথিবীর গুরুত্ব কি হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চিত যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়েছে সেই সাথে সেলডন প্ল্যান এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ।'

ডেলারমি উঠে দাঁড়ালো। মুখ গম্ভীর। কঠিন কিন্তু নিয়ন্ত্রিত গলায় বলল, 'আবর্জনা। ফার্স্ট স্পিকার ব্যাপারটা শেষ করা উচিত। সে যা বলছে সেগুলো শুধু ছেলে ভুলানো নয় অপ্রাসঙ্গিকও। কল্পিত জাল তৈরি করে সে তার অপরাধের মাত্রা কমাতে পারবে না। ব্যাপারটা নিষ্পত্তির জন্য আমি ভোটের মাধ্যমে সবাইকে একমত হওয়ার দাবী করছি।'

'দাঁড়ান,' জেন্ডিবল ধারালো গলায় বলল। 'আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিয়েছেন, এবং আরেকটা ব্যাপার বাকি রয়েছে—শুধু একটা। সেটা বলতে দিন তারপর ভোটাভুটির ব্যাপারে আমি আর কোনো আপত্তি করব না।'

ফার্স্ট স্পিকার তার ক্লান্ত চোখ দুটো বুজে নিলেন। "তুমি বলে যাও স্পিকার জেন্ডিবল। টেবিলের কাছে পরিষ্কার করে দেয়া উচিত যে একজন স্পিকারকে অভিযুক্ত করে অপসারণ করার ঘটনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া উচিত। আরো মনে রাখবেন আজকে আমরা সন্তুষ্ট হলেও আমাদের পরে যারা আসবে তারা সন্তুষ্ট নাও হতে পারে এবং আমি বিশ্বাস করি না যে স্পিকাররা ছাড়াও—যে কোনো স্তরের দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নেই। কাজেই অন্যান্য স্তরের স্পিকারদের সমর্থন যেন পাই সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।"

ডেলারমি রুক্ষ গলায় বলল, 'ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে নিজেদের হাস্যস্পদ করে তোলার ঝুঁকি আমরা নেব, ফার্স্ট স্পিকার। অভিযুক্তকে কথা চালিয়ে যেতে দেয়ার সিদ্ধান্ত আপনার।'

জেন্ডিবল কথা বন্ধ নিল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে, ফার্স্ট স্পিকার, আমি একজন সাক্ষীকে ডাকতে চাই—একজন রমণী, কিছুদিন আগে তার সাথে আমার পরিচয় এবং তার সাহায্য ছাড়া আমি সেদিন টিটি-এ পৌঁছতে পারতাম না।'

'মেয়েটি কি ইউনিভার্সিটিতে পরিচিত?' ফার্স্ট স্পিকার জিজ্ঞেস করলেন।

'না, ফার্স্ট স্পিকার। সে এই গ্রহের স্থানীয় বাসিন্দা।'

ডেলার্মি চোখ বড় করে বলল : 'হ্যামিশ মেয়ে?'

'হ্যাঁ তাই।'

'তাহলে একজনকে নিয়ে আমরা কি করব? ওরা যা বলবে তার কোনো গুরুত্ব নেই। ওদের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

ঠোঁট পেছনে সরে গেল জেন্ডিবলের, কিন্তু সেটিকে কোনোভাবেই হাসি বলা যাবে না। শান্তভাবে বলল, 'হ্যামিশদের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। তারা মানুষ এবং সেলডন প্ল্যানে তাদের ভূমিকা পালন করছে। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সাথে এবং সেলডন প্ল্যানে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্পিকার ডেলার্মির অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্তগুলো আমাদের প্রতি আমার সমর্থন নেই এবং আশা করছি তার মন্তব্য রেকর্ডে রাখা হবে আমাদের সামনে স্পিকার পদের জন্য তার অযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। —আমি জানি কি স্পিকারের অনুমোদন সাথে একমত এবং আমার সাক্ষীকে কথা বলতে দেবেন?'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'তোমার সাক্ষীকে ডাকো, স্পিকার।'

জেন্ডিবল স্মিত হেসে বলল। তার মাইন্ড সে শান্ত নিয়ে রেখেছে, কিন্তু নিরাপদ দেয়ালের পেছনে থেকেও সে বুঝতে পারল অনেক বিপদ কেটে গেছে এবং সে জিতেছে।

৫৪

ভয় পেয়েছে সুরা নোভী। চোখ দুটি বড় হয়ে গেছে, নিচের ঠোঁট কাঁপছে। হাত জড় করে মুঠি করছে আবার খুলছে। ঢোলা পোশাক ফিতা দিয়ে বাঁধা। থেকে থেকে কাঁপছে সর্বাঙ্গে শক্ত হওয়া মুখ। চারদিকে চোখ ঠিক করতে নিরুপায় পারছে। জিজ্ঞাসাভরে টেবিলের চারপাশে স্পিকারদের দিকে তাকাচ্ছে—বড় বড় চোখে শুধু বিস্ময় ভয়।

সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে ঘৃণা ও অবজ্ঞা নিয়ে। ডেলার্মি নোভীর মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। যেন তার উপস্থিতির ব্যাপারে সে সচেতন নয়।

সতর্কভাবে সাথে জেন্ডিবল নোভীর মাইন্ড-এর মুক্ত স্পর্শ করে তাকে শান্ত ও শিথিল করে তুলল। একই কাজ সে হাত ধরে বা চিবুকে হাত বুলিয়ে করতে পারত, কিন্তু এখানে এই পরিস্থিতিতে সেটা অসম্ভব।

'ফার্স্ট স্পিকার, আমি এই মহিলার সচেতন অনুভূতি অসাড় করে দিচ্ছি, যেন এখানে তার সাক্ষ্য বিঘ্নিত না হয়। দয়া করে লক্ষ্য করুন—ইচ্ছা হলে আপনারা দেখতে পারেন যে আমি কোনোভাবেই তার মাইন্ড মডিফাই করিনি।'

জেন্ডিবলের গলা শুনে নোভী আতঙ্কে ফিরে তাকালো। অবাক হলো না জেন্ডিবল। জানে নোভী কখনো উচ্চপদস্থ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের নিজেদের ভেতর কথা বলতে দেখেনি বা শোনেনি। শব্দ, কণ্ঠস্বর, অনুভূতি এবং চিন্তার দ্রুত অদ্ভুত সংমিশ্রণের কোনো অভিজ্ঞতা তার নেই। তবে আতঙ্কটা খুব দ্রুত এসেছিল, দ্রুত সরে গেল, তার মাইন্ড শান্ত করে দেয়ার কারণে।

শান্ত ভাব দেখা দিল নোভীর চেহারায়।

'তোমার পেছনে একটা চেয়ার আছে, নোভী,' জেন্ডিবল বলল, 'বসো দয়া করে।'

অনভ্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সে চেয়ারে বসল।

কথা বলল পরিষ্কারভাবে, কিন্তু হ্যামিশ উচ্চারণের কারণে জেন্ডিবল তাকে আবার তাকে পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করল এবং প্রয়োজনে তার বক্তব্যগুলো পুনরাবৃত্তি করল।

রুফিরান্ট এবং তার সাথে লড়াইয়ের বর্ণনা খুব ভালোভাবে দিল।

জেন্ডিবল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পুরো ঘটনা নিজের চোখে দেখেছ, নোভী?'

'না, মাস্টার। দেখলে আগেই থামাতে পারতাম। রুফিরান্ট খুব ভালো মানুষ, তবে বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।'

'কিন্তু তুমি পুরোটাই বর্ণনা করেছ। না দেখলে সেটা কি করে সম্ভব হলো?'

'রুফিরান্টকে প্রশ্ন করে জেনেছি। সে লজ্জিত।'

'লজ্জিত? তুমি বলতে পারবে এর আগে সে এমন আচরণ করেছে কিনা?'

'রুফিরান্ট? না, মাস্টার। শরীরটা বিশাল হলেও মানুষ হিসেবে মহান এবং দয়াবান।'

'আমার সাথে যখন দেখা হলো তখন একবারও চিন্তা করে নি কেন?'

'অদ্ভুতই বলতে হবে। কারণটা বুঝতে পারিনি। সে নিজের মধ্যে ছিলনা। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি বোকা-মাথা। তোমাদেরকে অপমান করেছিস কেন?" সে বলেছিল, "জানিনা এটা কিভাবে ঘটল। মনে হচ্ছিল যেন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দেখছিলাম।"'

স্পিকার হ্যাঁ বাধা দিল। 'ফার্স্ট স্পিকার, একজন লোক এই মহিলাকে কি বলেছে সেটা জানার কোনো দরকার আছে? প্রশ্ন করার জন্য সেই লোকটিকে হাজির করা হয়নি?'

'হয়েছে। যদি এই মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণের পর টেবিল আরো তথ্যপ্রমাণ চায়, আমি তাহলে রুফিরান্টকে ডাকতে পারি। যদি না চায়, এখনই টেবিল সবগুলো বিষয়ের কাজ শুরু করতে পারে।'

'খুব ভালো,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'তোমার কাজ চালিয়ে যাও।'

জেন্ডিবল বলল, 'আর তুমি, নোভী? দুজন পুরুষের ঝগড়ার মাঝে নাক গলানো কি তোমার জন্য স্বাভাবিক?'

একমুহূর্ত চুপ করে থাকল নোভী, মুখ আবারো বাঁকা হয়ে আবার সোজা হয়ে গেল। 'জানি না। আমি চাই না কোনো লোকদের কোনো ক্ষতি হোক। কোনো চিন্তা না করেই আমি হাতপায়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রয়োজন হলে আবারো করব।'

'নোভী, তুমি এখন ঘুমাবে। কিছু চিন্তা করবেনা। কোনো স্বপ্ন দেখবে না।'

নোভী কিছুক্ষণ বিড়বিড় করল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। চেয়ারের হেডরেস্টে মাথা এলিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জেনডিবল বলল, 'ফার্স্ট স্পিকার, আমার সাথে এই মহিলার মাইন্ডে প্রবেশ করুন। আপনার কাছে খুব সরল এবং প্রতিসম মনে হবে, কিন্তু যা দেখবেন সেজন্য নিজেকে আপনার ভাগ্যবান মনে হবে। –এখানে–এখানে দেখেছেন।'

'–যদি বাকী আপনারাও প্রবেশ করেন –ভালো হবে একজন করে দেখলে।'

টেবিলের চারপাশে গুঞ্জন শুরু হলো।

'আরো মনে কোনো সন্দেহ আছে?' জেনডিবল জিজ্ঞেস করল।

ডেলারমি বলল, 'আমার আছে, কারণ–' কথা শেষ না করেই থেমে গেল। তার হয়ে জেনডিবলই বলল, "আপনার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ হাজির করার জন্য আমি ইচ্ছা করেই এই মহিলার মাইন্ড সমন্বয় করেছি? আপনি বলতে চান আমি এত সূক্ষ্ম এডজাস্টমেন্ট করার মতো দক্ষ –একটা মেন্টাল ফাইবার এমনভাবে সরিয়ে দিয়েছি যেন বাকীগুলোর কোনো সমস্যা না হয়। যদি করতে পারতাম তাহলে কি আপনাদের সাথে তর্ক করার কোনো প্রয়োজন ছিল? কেন নিজেকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাব? আপনাদের রাজী করানোর চেষ্টা করব? এই মহিলার মাইন্ড-এ যা দেখা যাচ্ছে সেটা যদি আমি করতে পারতাম, তাহলে আপনারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া আমার সামনে অসহায় হয়ে পড়তেন –সত্যি কথাটা হচ্ছে আপনারা কেউই এই মহিলার মতো কোনো মাইন্ড ম্যানিপুলেট করতে পারেন না। আমিও পারিনা। অথচ করা হয়েছে।"

থেমে প্রত্যেক স্পিকারের দিকে একবার তাকালো। তারপর ডেলারমির দিকে দৃষ্টি স্থির করে ধীর গলায় বলল, 'যদি আরো কিছু জানার থাকে, আমি হ্যামিশ কৃষক কারল রাফিরান্টকে ডেকে আনতে পারি। তাকেও আমি পরীক্ষা করেছি এবং তার মাইন্ডও একইভাবে সমন্বয় করা হয়েছে।'

'তার কোনো দরকার নেই,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। 'যা দেখেছি, সেটা যথেষ্ট ভয়ংকর।'

'সে ক্ষেত্রে এই হ্যামিশ মহিলাকে বিদায় করে দেয়া যায়? ওর শুশ্রূষার জন্য বাইরে কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

আলতোভাবে নোভীর কনুই ধরে জেনডিবল তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল, তারপর ফিরে এসে বলল, দ্রুত সংক্ষেপে বলছি। 'আমাদের ক্ষমতার চেয়েও সূক্ষ্মভাবে মাইন্ড পরিবর্তন করা সম্ভব এবং হয়েছেও। ঠিক একভাবেই কিউরেটরদের

লাইব্রেরি থেকে পৃথিবীর অবস্থান তথ্য সরিয়ে ফেলার জন্য প্রভাবিত হয়েছে। আমরা দেখেছি আমাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল, তারপর উদ্ধার করা হয়েছিল। ফলাফল হচ্ছে আমার অনুপস্থিতি। হয়তো আমি তাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তাই আমাকে সরানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।'

ডেলারমি সামনে ঝুঁকল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। 'এই গোপন সংগঠন যদি এতটা চালাক হয়, তুমি এত কিছু জানলে কি করে?'

জেনডিবল এখন মন খুলে হাসতে পারছে। 'আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।' 'অন্য স্পিকারদের চেয়ে আমি বেশি জানি তাও বলছিনা। যাই হোক, এন্টি-মিউলরা এখনো দিতেছেন ফার্স্ট স্পিকার –সম্ভবত জানী বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্ত না। সম্ভবত এই হ্যামিশ মহিলাকে তারা হাতিয়ার হিসাবে নির্বাচন করেছিল কারণ তার অন্তরে শুধু এডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন ছিল। তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এরকম ছিল, অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অনুগত।

"কিন্তু তারপর, সব শেষ হওয়ার পর, আমার স্বল্প সময়ের সংস্পর্শে তার জ্ঞানী হওয়ার স্বপ্নকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরেরদিন সে আমার কাছে আসে। তার এই ব্যতিক্রমী উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে আমি কৌতূহলী হয়ে তার মাইন্ড পরীক্ষা করি –অন্য অবস্থায় সেটা অবশ্যই করতামনা –এবং প্রায় দুর্ঘটনাবশত এই এডজাস্টমেন্ট-এর উপর চোখটা পড়ে এবং এর গুরুত্বটা চোখে পড়ে। অন্যান্য হওয়ার জন্যে নেই এমন কাউকে নির্বাচন করলে হয়তো এডজাস্টমেন্টের জন্য এন্টি-মিউলদের আরো বেশি পরিশ্রম করতে হতো, কিন্তু আমি ধরতে পারতাম না। ধরা পড়ে যাবে এই ব্যাপারটা এন্টি-মিউলরা হিসাব করে নি।"

ডেলারমি বলল, 'ফার্স্ট স্পিকার এবং তুমি এই সংগঠনের নাম দিয়েছ– 'এন্টি-মিউল,' কারণ বোধহয় তারা মিউলের মতো কাজ না করে, সেলডন প্ল্যানকে সঠিক পথে রাখতে চাচ্ছে। তাহলে আর এন্টি মিউলদের ভয় কি?'

"তারা কাজ করছে কেন যদি কোনো উদ্দেশ্য না থাকে? কি উদ্দেশ্য, সেটা জানি না। একজন হতাশাবাদী বলতে পারে তারা হয়তো ভবিষ্যতের কোনো সময়ে ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে দেবে। হতাশাবাদীরা সন্তুষ্ট হলেও আমরা হতে পারি না। স্পিকার ডেলারমি কি মনে করেন এতগুলো মহাজাগতিক পরোপকারী, কেউ একজন আমাদের কাজগুলো করে দিচ্ছে, প্রতিদানের আশা না করেই।"

এই কথায় সবাই হেসে ফেলল এবং জেনডিবল জানে যে সে জিতেছে। এবং ডেলারমি জানে যে সে হেরে গেছে, কারণ তার বাকানো মেন্টালিক কার্টেনের ভিতর দিয়েও রাগের প্রবাহ ধরা পড়ল, অনেকটা যেন গাছের পাতার আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে সূর্যের হঠাৎ এক ঝলক আলো।

জেনডিবল বলল, 'হ্যামিশ কৃষকের মুখোমুখি হয়ে ভেবেছিলাম এর পেছনে কোনো স্পিকারের হাত রয়েছে। হ্যামিশ মহিলার মাইন্ডে এডজাস্টমেন্ট যখন ধরা পড়ল, তখন বুঝতে পারলাম যে পরিকল্পনাটা আমি ঠিকই ধরেছি কিন্তু

পরিকল্পনাতীত ব্যাপারে ভুল করেছি। সে জন্য আমি দুঃখিত এবং অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ভুলে যেতে অনুরোধ করছি।"

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, "আমার মতে তার বক্তব্য ক্ষমাপ্রার্থনার—"

ডেলারমি বাধা দিল। অনেক শান্ত হয়ে গেছে —চেহারায় বন্ধুত্বের আভাস। "ফার্স্ট স্পিকার, ইমপিচমেন্টের ব্যাপারটা আমরা বাদ দিতে পারি। এই মুহূর্তে আমি দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে ভোট দেবনা এবং আমার মনে হয় কেউই দেবে না। আমি বরং পরামর্শ দেব যে স্পিকারদের রেকর্ড থেকে ইমপিচমেন্টের কথাটা মুছে ফেলা হোক। স্পিকার জেনডিবল নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। সে কারণে তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি —এবং আসল বিপদ দেখিয়ে দেয়ার জন্য। আমার প্রথম দিককার আচরণের জন্য আমি স্পিকারের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।"

ডেলারমি তাকিয়ে আছে জেনডিবলের দিকে। নিজের পরাজয় টের পেয়ে অত্যন্ত দ্রুত আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল, সেটা দেখে জেনডিবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশংসা না করে পারল না। এটাও জানে যে এই সবকিছু হচ্ছে নতুন দিক থেকে আক্রমণ করার পায়তারা।

সে নিশ্চিত, যা আসবে সেটা আনন্দদায়ক কিছু হবে না।

৩৫

নিজের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে স্পিকার ডেলোরা ডেলারমি স্পিকার টেবিল প্রভাবিত করতে পারে। মৃদু কণ্ঠস্বর, মনভোলানো হাসি, চকচকে চোখ, সবকিছু দিয়ে চমৎকার। এই মুহূর্তে তাকে বাধা দেয়ার সাহস কারো নেই।

"স্পিকার জেনডিবলকে ধন্যবাদ, আমার বিশ্বাস, এখন আমরা জানি আমাদেরকে কি করতে হবে। এন্টি-মিউলদের আমরা দেখিনি, তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না, শুধু এখানে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের নিজস্ব গণ্ডির ভেতর অসাধারণ সাবলীল মানুষের মাইন্ডে তাদের অনুপ্রবেশ ছাড়া। আমরা জানিনা প্রথম ফাউন্ডেশন কি পরিকল্পনা করছে। হয়তো আমাদের এন্টি-মিউল এবং প্রথম ফাউন্ডেশনের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা জানি না।

"আমরা জানি যে গোলান ট্রেভিজ এবং তার সঙ্গী সহযাত্রী এই মুহূর্তে জানা নেই, অজানা কোনো গন্তব্যে রওয়ানা হয়েছে —এবং ফার্স্ট স্পিকার আর জেনডিবল মনে করছে আসন্ন সমস্যার সমাধান রয়েছে ট্রেভিজের হাতে। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি? অবশ্যই ট্রেভিজের ব্যাপারে আমাদেরকে সবকিছু জানতে হবে: সে কোথায় যাচ্ছে, কি ভাবছে, কি উদ্দেশ্য, আদৌ তার কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে কি না; আসলে সে কোনো বিশাল শক্তির একটা হাতিয়ার মাত্র।"

"তাকে নজরে রাখা হয়েছে।" জেনডিবল বলল।

ডেলারমি প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। "কে নজরে রেখেছে? বহির্বিশ্বের আমাদের কোনো এজেন্ট? সেই এজেন্ট এখানে শক্তির যে নমুনা দেখেছি তার বিরুদ্ধে

দাঁড়াতে পারবে? অবশ্যই না। মিউলের সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়েও, যখন কোনো উপায় ছিল না তখন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন তার শ্রেষ্ঠ লোকদের উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে নি। সেলডন প্ল্যান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রিম পালভার নিজে ট্রানটরিয়ান বণিকের ছদ্মবেশে গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর্কেডিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। যেখানে বিপদ আগেরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক, আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এজেন্ট এবং মেসেঞ্জারদের উপর নির্ভর করতে পারি না।"

"আপনি এই মুহূর্তে ফার্স্ট স্পিকারকে ট্রানটর ত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন না নিশ্চয়?"

"অবশ্যই না। এখানে তাকে আমাদের প্রয়োজন। অন্যদিকে রয়েছ তুমি, স্পিকার জেনডিবল। তুমিই বিপদের গুরুত্ব ধরতে পেরেছ। লাইব্রেরি এবং হ্যামিশ মাইন্ডে বাইরের সূক্ষ্ম হস্তক্ষেপ তুমি ধরতে পেরেছ। টেবিলের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও তুমি জয়ী হয়েছ। এখানে কেউ নেই যে আসল ব্যাপার তোমার মতো পরিষ্কার বুঝতে পারবে। আমার মতে তোমারই গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা উচিৎ। আমি কি সবার অনুমতি জানতে পারি?"

সবার অনুমতি প্রকাশ করার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ভোটের প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেক স্পিকার প্রত্যেকের মাইন্ড বুঝতে পারেন এবং জেনডিবল হঠাৎ আতঙ্কের সাথে বুঝতে পারল ঠিক তার বিজয় এবং ডেলারমির পরাজয়ের মুহূর্তে, এই মহিলা তাকে এমন একটা কাজে জড়িয়ে ফেলেছে যেটা তাকে অনির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাইরে রাখবে, যখন ডেলারমি থেকে যাবে পিছনে স্পিকারদের টেবিল নিয়ন্ত্রণ করতে —তারপর দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন —তারপর গ্যালাক্সি। আর যদি জেনডিবল বর্তমান সমস্যা থেকে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের মুক্তি পাবার তথ্য সংগ্রহ করতে পারে কৃতিত্ব পাবে ডেলারমি, তার সফলতা শুধু ডেলারমির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। সে যত দ্রুত সফল হবে, তত দ্রুত তার ক্ষমতা বাড়বে।

চমৎকার চাল, অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন।

টেবিলকে প্রভাবিত করে এখন সেই ফার্স্ট স্পিকারের ভূমিকা পালন করছে। জেনডিবলের ভাবনা ঢাকা পড়ে গেল ফার্স্ট স্পিকারের প্রচণ্ড রাগের প্রবাহ অনুভব করতে পেরে।

ভুল সে। ফার্স্ট স্পিকার তার ক্রোধ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করছেন না —এবং ব্যাপারটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে গেল যে একটা সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আরেকটা অভ্যন্তরীণ সমস্যা তৈরি হয়েছে।

৩৬

কুইন্টর স্যানডেস, পঁচিশতম ফার্স্ট স্পিকার, নিজেকে তিনি অসাধারণ কিছু মনে করেন না।

অন্য কয়েক জনের মতো তিনি সেই কয়েকজন শক্তিশালী ফার্স্ট স্পিকারের মতো নন, যারা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের শীর্ষ গৌরবের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রয়োজনও নেই। আন্তঃনক্ষত্র দীর্ঘমেয়াদী শান্তির যুগে তিনি টেবিল নিয়ন্ত্রণ করেছেন, আর সংকটের শক্তি প্রদর্শনের সময় না।

'তুমি কোনো অ্যাকাডেমিশিয়ান নও, একজন স্পিকার,' চব্বিশতম ফার্স্ট স্পিকার তাকে বলেছিলেন। 'তুমি ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে, যেখানে একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান সেটা জানে বলে জেনেছে। যুক্তি তোমার টেবিলের জন্য এটিই বেশ হয় বুদ্ধিমত্ত।'

তিনি সেটা ভেবেছেন, কিন্তু তার অর্থ একটা অসাড় ফার্স্ট স্পিকারশীপ এবং হাতে হাতে সেটাকে দুর্বলতা হিসেবে ধরা হয়েছে। বর্তমানে গুজব শোনা যাচ্ছে যে তিনি শীঘ্রই অবসর নেবেন স্পিকার নির্বাচন এবং তার উত্তরাধিকারী নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে।

আরেকজন-এর মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ডেলারমিই বিরোধী পক্ষের নেতা। সে-ই টেবিলে সবচেয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ, জেন্ডিবলের চেয়েও। আচরণের দিক থেকে সাহস থাকা সত্ত্বেও জেন্ডিবল তার সামনে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু শেফার্ডের কথায়, হয়তো তিনি দুর্বল, কিন্তু এমন কোনো ফার্স্ট স্পিকার নেই যে কখনো হাল ছেড়ে দিয়েছে বা দেবে।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের সবাই থেমে গেল। যখন ফার্স্ট স্পিকার কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন কোনো রকম বাধা দেয়া যাবে না। এমনকি ডেলারমি বা জেন্ডিবলও বাধা দিতে সাহস পেল না।

তিনি বললেন, 'স্পিকারগণ। আমি একমত যে আমরা একটা ভয়ানক বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং সেটা মোকাবেলার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। আমারই বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা উচিত। কিন্তু এখানে আমার প্রয়োজন আছে এই কথা বলে স্পিকার ডেলারমি আমাকে সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সত্যি কথা হচ্ছে আমাকে এখানে বা ওখানে কোনোখানেই প্রয়োজন নেই। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, দুর্বল হয়ে পড়ছি। দীর্ঘদিন থেকে সবাই আশা করছে আমি অবসর নেব, এবং নেয়া উচিত। সফলভাবে বর্তমান সমস্যা মোকাবেলা করার পর আমি অবসর নেব।

"কিন্তু নিজের উত্তরাধিকার নির্বাচনের অধিকার অধিকাংশ ফার্স্ট স্পিকারের রয়েছে। এখন সেই কাজটাই করতে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে এমন একজন স্পিকার আছে যে দীর্ঘদিন থেকে টেবিলের কার্যপ্রণালী প্রভাবিত করছে। একজন স্পিকার যার প্রখর ব্যক্তিত্ব দ্বারা দৃঢ় নেতৃত্ব দিতে পারবে। বুঝতেই পারছ আমি স্পিকার ডেলারমির কথা বলছি।"

থেমে একটু দম নিলেন, তারপর বললেন, 'শুধু তুমি একা, স্পিকার জেন্ডিবল, বিরোধিতা করে যাচ্ছ। জিজ্ঞেস করতে পারি কেন?' তিনি বসলেন, যেন জেন্ডিবল উত্তর দিতে পারে।

'আমি বিরোধিতা করিনি, ফার্স্ট স্পিকার,' জেন্ডিবল নিচু গলায় বলল। 'উত্তরাধিকার নির্বাচন করা আপনার বিশেষ অধিকার।'

'সেটাই করছি আমি। যখন তুমি ফিরে আসবে —এই সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া সফলভাবে শুরু করার পর —আমার অবসর নেয়ার সময় হবে। তখন আমার উত্তরাধিকারী সরাসরি সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব নেবে। —তোমার কিছু বলার আছে, স্পিকার জেন্ডিবল?'

জেন্ডিবল শান্তস্বরে বলল, 'আপনি যখন স্পিকার ডেলারমিকে নির্বাচন করেছেন, ফার্স্ট স্পিকার, আশা করি আপনি তাকে উপদেশ দিবেন—'

তার গলায় বাধা দিলেন ফার্স্ট স্পিকার। 'আমি স্পিকার ডেলারমির কথা বলেছি, কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার নাম বলিনি। এখন তোমার কি বলার আছে?'

'ক্ষমা চাইছি, ফার্স্ট স্পিকার। বলা উচিত, এই মিশন থেকে ফেরার পর স্পিকার ডেলারমিকে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন—'

'অনিবার্যভাবে কোনো অবস্থাতেই আমি তাকে উত্তরাধিকার নির্বাচিত করবনা। এখন তুমি কি বলবে?' ডেলারমির দিকে ছুরির মতো ঘোষণাটা ছুঁড়ে দেয়ার আগে ফার্স্ট স্পিকার তার সন্তুষ্টি গোপন রাখতে পারলেন না। এর চেয়ে অপমানজনকভাবে কাজটা তিনি করতে পারতেন না।

'বেশ, স্পিকার জেন্ডিবল,' তিনি বললেন, 'তুমি কি বলবে?'

'শুধু বলব যে, আমি বিস্মিত।'

ফার্স্ট স্পিকার আবার উঠে দাঁড়ালেন। 'সবাইকে প্রভাবিত করার মতো এবং নেতৃত্ব দেয়ার মতো গুণাবলী স্পিকার ডেলারমির রয়েছে, কিন্তু ফার্স্ট স্পিকার পদের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট নয়। আমরা যা দেখতে পারিনি স্পিকার জেন্ডিবল সেটা দেখতে পেয়েছে। সবার সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে সে আমাদেরকে বিষয়টা পুনর্বিবেচনা এবং তার সাথে একটা চুক্তি করতে বাধ্য করেছে। জানিনা কেন স্পিকার ডেলারমি গোলান ট্রাভিজকে অনুসরণ করার দায়িত্ব স্পিকার জেন্ডিবলের উপর চাপিয়েছে, কিন্তু দায়িত্বটা তাকেই দেয়া উচিত। আমি জানি সে সফল হবে, —যখন সে ফিরে আসবে, স্পিকার জেন্ডিবল হবে ছাব্বিশতম ফার্স্ট স্পিকার।'

ফার্স্ট স্পিকার বসলেন, আর প্রত্যেক স্পিকার শব্দ, কণ্ঠস্বর, চিন্তা, ইঙ্গিত ইত্যাদির হট্টগোল দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ফার্স্ট স্পিকার সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাজ শেষ হয়েছে, তিনি বুঝতে পারলেন —অবাক হয়ে ভাবলেন —দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও আনন্দ আছে। কাজটা আরো আগে করা উচিত হলেও তিনি করতে পারেন নি।

ঠিক এই মুহূর্তের আগে তিনি জানতেন না কার হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।

তখনই তার মাইন্ড ডেলারমির মাইন্ড ধরতে পারল এবং তিনি চোখ তুললেন।

জেলারমি শান্ত এবং হাসছে সে। তার বেপরোয়া ক্রোধ প্রকাশ পায়নি — হয়নি। সে তার কি করতে পারে?'

৫৭

প্রয়োজন হলে জেলেরা জেলারমি তার বেপরোয়া ক্রোধ আর বিরক্তি বেপরোয়া প্রকাশ করতে পারে।

যে বুড়োটা টেবিলকে চালাচ্ছে বা কম বয়সের ইডিয়ট যার কারণে তার ভবিষ্যত নষ্ট হতে গেছে, তাদেরকে একটা ধাক্কা দিতে পারলে সে সন্তুষ্ট হতো কিন্তু সে শুধু সন্তুষ্টি পেতে চায় না। তার আরো কিছু প্রয়োজন।

সে চায় ফার্স্ট স্পিকার হতে।

তার এখন একটা হাত তুলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। বাকী সবাই পুরোপুরি স্বাভাবিক এবং শান্ত না হওয়া পর্যন্ত হাতটা তুলে রাখল।

'ফার্স্ট স্পিকার, স্পিকার জেনডিবলের মতো আমিও আপনার সিদ্ধান্ত বিরোধিতা করি না। উত্তরাধিকার নির্বাচন করা আপনার বিশেষ অধিকার। আমার কথাগুলো হয়তো স্পিকার জেনডিবলের মিশনের সাফল্যের ব্যাপারে অবদান রাখবে। ব্যাখ্যা করে বলব, ফার্স্ট স্পিকার?'

'বল,' ফার্স্ট স্পিকার কাটা কাটা গলায় বললেন। স্পিকারকে তার অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

জেলারমি গম্ভীর ভাবে মাথা নিচু করল। এখন আর হাসছে না। 'আমাদের মহাকাশযান ভাল, যদিও প্রথম ফাউন্ডেশনের মতো এত উন্নত না। স্পিকার জেনডিবল জানে সেগুলো কিভাবে চালাতে হয়। গ্যালাক্সির প্রধান প্রধান গ্রহগুলোতে আমাদের এজেন্টরা রয়েছে, সবজায়গাতেই সে সুবিধা পাবে। আমাদের লোকেরা বিপদের ব্যাপারে সচেতন, এন্টি-মিউলদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। পুরোপুরি না জানলেও, আমার ধারণা তারা নিচু শ্রেণী এমনকি হ্যামিশ কৃষকদের নিয়ে কাজ করে। অবশ্যই স্পিকারসহ সকল দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার মাইণ্ড পরীক্ষা করে দেখা হবে, তবে আমি নিশ্চিত যে তারা নিরাপদ। এন্টি মিউলরা আমাদের বাড়িতে সাহস পাবে না।

'তাই হোক, স্পিকার জেনডিবলের অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বিপজ্জনক কাজ করার অভ্যাস তার নেই। ভাল হবে সে যদি ছদ্মবেশ ধারণ করে, হ্যামিশ বণিকের ছদ্মবেশ নিয়ে যায়। আমরা জানি প্রিম পালভার, বণিকের ছদ্মবেশ নিয়ে গ্যালাক্সিতে বেরিয়েছিলেন।'

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'প্রিম পালভারের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু স্পিকার জেনডিবলের তা নেই। আর যদি কোনো ধরনের ছদ্মবেশ নিতে হয়, আমি নিশ্চিত কিছু একটা করার মতো বুদ্ধি তার আছে।'

'ঠিক সেরকম, ফার্স্ট স্পিকার, আমি নির্দিষ্ট একটা ছদ্মবেশের কথা বলছি। আপনার নিশ্চয় মনে আছে, প্রিম পালভার তার দীর্ঘদিনের সঙ্গী, তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো ছদ্মবেশ তার চরিত্রের সাদাসিধা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারতনা। ফলে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়।'

জেনডিবল বলল, "আমার স্ত্রী নেই। কয়েকজন সঙ্গী ছিল, কিন্তু তারা কেউ স্বেচ্ছায় স্ত্রীর ভূমিকা পালন করবে না।"

'সেটা সবাই জানে, স্পিকার জেনডিবল,' জেলারমি বলল। 'স্বেচ্ছাসেবক একজন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র তোমাকে সংগ্রহ করে দেয়া হবে। আমার মতে অন্তত একজন মহিলা তোমার সাথে আসবেই।'

একমুহূর্তের জন্য জেনডিবলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সে নিশ্চয়ই—

তার সাফল্যের অংশীদার হওয়ার জন্য কোনো কূটচাল? সে কি যুক্তভাবে ফার্স্ট স্পিকারশীপের জন্য চেষ্টা করছে?

জেনডিবল হাসিমুখে বলল, 'স্পিকার জেলারমির বোঝা উচিত যে তিনি—'

জেলারমি হেসে ফেলল এবং জেনডিবলের দিকে সত্যিকার স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালো। ফাঁদে পা দিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে আছে জেনডিবল। টেবিল সেটা ভুলবে না।

'স্পিকার জেনডিবল, এই কাজে অংশ নেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমার ধারণা ছিলনা যে তুমি আমাকে চাও। সত্যি, স্পিকার, এই বয়সে, নিজেকে আর আকর্ষণীয় মনে হয় না—'

সবাই হাসছে এমনকি ফার্স্ট স্পিকারও চেষ্টা করছেন হাসি লুকানোর।

জেনডিবল চেষ্টা করল ব্যাপারটাকে হালকা করার। যতদূর সম্ভব হালকা গলায় বলল, 'তাহলে আপনার পরামর্শ কি? আমার সাথে আপনি যাবেন সেটা আমি চিন্তাও করিনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। টেবিলে আপনি সেরা, কিন্তু গ্যালাক্সির ব্যাপারে কিছু জানেন না।'

'মেনে নিচ্ছি, স্পিকার জেনডিবল, মেনে নিচ্ছি,' জেলারমি বলল। 'আমার পরামর্শ হচ্ছে তোমার হ্যামিশ বণিকের ভূমিকা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে, সঙ্গী হিসেবে একজন হ্যামিশ মহিলার চেয়ে আর কে ভাল হবে?'

'হ্যামিশ মহিলা?' দ্বিতীয়বারের মতো জেনডিবল অবাক হলো। বাকী সবাই ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

'হ্যামিশ মহিলা,' জেলারমি বলে যাচ্ছে। 'যে তোমাকে পিটুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তোমার দিকে দেবতার মতো ভক্তি নিয়ে তাকায়। যার মাইন্ড তুমি পরীক্ষা করেছ এবং যে তোমাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো বড় অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমার পরামর্শ তাকে সাথে নিয়ে যাও।'

জেনডিবল প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু জানে জেলারমি সেটাই চায়। ফলে টেবিলের কাছে ব্যাপারটা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠবে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ফার্স্ট স্পিকার জেলারমিকে থামানোর জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে জেনডিবলের নাম বলে ভুল করেছেন—

জেনডিবল সবচেয়ে কম বয়সের স্পিকার। টেবিলের সবাইকে সে রেগিয়েছে এবং তারপর নিজেকে সে নির্দোষ প্রমাণ করতে পেরেছে। ফার্স্ট স্পিকার হিসেবে কেউ তাকে সহজে মেনে নেবে না।

এখন তার সাফল্যের কোনো উপায় নেই, কিন্তু তারা মনে রাখবে জেনডিবল কত সহজে তাকে হাস্যকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। পরে সবাইকে সে বুঝাতে পারবে যে ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার জন্য জেনডিবলের বয়স এবং অভিজ্ঞতার অভাব আছে। তাদের সম্মিলিত চাপের মুখে —যখন সে মিশন নিয়ে বাইরে থাকবে— ফার্স্ট স্পিকার হয়তো তার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবেন। আর যদি নাও বদলান জেনডিবল অবশ্যই সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে অসহায় হয়ে পড়বে।

সবগুলো চিন্তা জেনডিবলের মাথায় একসাথে ধরা পড়ল এবং সে দ্বিধা না করে সুন্দর উত্তর দিল। 'স্পিকার ডেলারমি, আপনার যুক্তির প্রশংসা না করে পারছি না। জেনডিবলের সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে দেন। আপনি বলার আগেই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম হামিশ মহিলাকে সাথে নেব। তার মাইন্ড-এর কারণেই আমি তাকে নিতে চাই। আপনারাও তার মাইন্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন। বুদ্ধিমতি, অসাধারণ বড় কথা, পরিষ্কার, সহজ সরল এবং নির্দোষ।

'তবে কেউ খেয়াল করেছেন কি না জানি না, এই হামিশ মহিলা আমার একটি … হিসেবে কাজ করবে। তার মাইন্ডের সাহায্যে আমি … এর উপস্থিতি সহজেই ধরতে পারব।'

অবাক হয়ে গেছে সবাই। জেনডিবল বলল, 'ও কেউ খেয়াল করেননি। ঠিক আছে, তেমন একটা গুরুত্ব নেই। এখন আমি যাব। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই।'

'দাঁড়াও,' ডেলারমি বলল, … তার পরিষ্কার চেহারা থেকে … 'তুমি কি করতে চাও?'

জেনডিবল ছোট করে কাঁধ ঝাঁকালো। 'বিস্তারিত জানার দরকার কি? টেবিলে যত কম জানবে এটি মিউলের চর্চা যাদেরকে কম বিরক্ত করবে।'

এমনভাবে বলল যেন টেবিলের নিরাপত্তাই তার কাছে প্রধান বিষয়। এই অনুভূতি দিয়ে সে তার মাইন্ড ভরিয়ে তুলল এবং সবাইকে সেটা দেখতে দিল।

১৮

পরদিন সকালে ফার্স্ট স্পিকার জেনডিবলের সাথে একা কথা বললেন।

'তোমার কথাই ঠিক,' তিনি বললেন। 'তোমার মাইন্ড সাবধানে এ কৌশলে … আমার চালটাকে তুমি যা মনে করে ভুল পদক্ষেপ। আসলেই তাই। আমি ডেলারমির মুখের ভাব দেখে … চেয়েছিলাম।'

জেনডিবল নরম সুরে বলল, 'ভালো হতো শুধু আমাকে জানালে … আমার দিকে না তাকিয়ে শক্তি অপেক্ষা করেছেন।'

'তাহলে তো দুর্ভিক্ষের দেখা হতো না। কারণটা ফার্স্ট স্পিকারের পক্ষে শোভা পায় না, আমি জানি।'

'এখনো তাকে বাধাতে পারবেন না, ফার্স্ট স্পিকার। সে এখনো এই পদে … হয়নি। আমি নিশ্চিত সে অনেকেই বলবে আমার উচিত আপনার … হওয়া। ডেলারমি টেবিলের সেরা মাইন্ড এবং সেরা ফার্স্ট স্পিকার হতে পারবে।'

'সেরা মাইন্ড, স্বীকার করছি,' শ্যানডেস শান্তভাবে বললেন। 'স্পিকারদের মধ্যে সে অন্য কাউকে শত্রু মনে করে না। তাকে স্পিকার বানানোই উচিত হয়নি। এখন, হামিশ মহিলাকে সাথে নেয়ার ব্যাপারটা কি আমার বলা সেরা উচিত? আমি জানি তুমি বাধ্য হয়েছ।'

'না, না, তাকে সাথে নেয়ার যে কারণটা বললাম সেটা সত্য। আসলেই সে একটি … হিসেবে কাজ করবে এবং বাধা করার জন্য আমি স্পিকার ডেলারমির প্রতি কৃতজ্ঞ। হামিশ মহিলাকে নিয়ে অনেক কাজ হবে।'

'ঠিক আছে। ভাল কথা, আমিও মিথ্যা কথা বলছি না। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য যা করা প্রয়োজন সব তুমি করবে —যদি আমার অবস্থানের উপর ভরসা করতে পারো।'

'আমার মনে হয়, সে কারণেই তো আপনার সাথে একমত হয়েছি। কথা দিচ্ছি, যাই ঘটুক না কেন আমি ফিরে আসব। আমি ফিরে আসব ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার জন্য, এটি মিউলের বা স্পিকার ডেলারমি যা ইচ্ছা করতে পারে।'

কথা বলতে বলতেই জেনডিবল নিজেকে পরীক্ষা করল। সে এত আনন্দিত কেন, কেন মহাকাশে যেতে এত আগ্রহী। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অবশ্যই। কিন্তু পারলে ঠিক এই কাজটাই করতেন —এবং সে প্রমাণ করে দেবে নীল জেনডিবলও করতে পারে। তারপর ফার্স্ট স্পিকারের পদ কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এছাড়াও আরেকটা ব্যাপার রয়েছে। লড়াইয়ের আগ্রহ। সে … জীবনের পুরোটাই কাটিয়েছে অদ্ভুত গ্রহের অন্ধকার কুঠুরিতে তার জন্য উত্তেজনা তৈরি করেছিল। —পরিষ্কার সব বলতে পারবে না, তবে এটুকু বলতে পারবে যে মহাকাশে যেতে সে তীব্রভাবে আগ্রহী।

সেশেল

৩৯

জেনভ পেলোরেট জীবনে প্রথমবারের মতো দৃশ্যগুলো দেখছে। ট্রাভিজের ভাষায় একটা 'মাইক্রোজাম্পের' পর নক্ষত্র পরিণত হয়েছে উজ্জ্বল গোলকে। চতুর্থ গ্রহ –যেটাতে মানুষ বাস করে, তাদের পরবর্তী গন্তব্য –ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রহের একটা মানচিত্র তৈরি করে পোর্টেবল স্ক্রিনিং ডিভাইসে প্রদর্শন করছে কম্পিউটার। জিনিসটা রয়েছে পেলোরেটের কোলের উপর।

এর আগে বেশ কয়েকটি গ্রহে নেমেছে ট্রাভিজ। আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'এখনই এত ভালভাবে দেখতে শুরু করোনা, জেনভ। প্রথমে আমাদেরকে এন্ট্রি স্টেশনে যেতে হবে। বেশ বিরক্তিকর একটা ব্যাপার।'

পেলোরেট চোখ তুলল। 'নিশ্চয়ই শুধু আনুষ্ঠানিকতা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিরক্তিকর।'

'কিন্তু এখন তো শান্তির সময়।'

'অবশ্যই। তার মানে আমরা এন্ট্রি স্টেশন পার হতে পারব। প্রথমে রয়েছে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের ব্যাপারটা রয়েছে। প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব ইকোলজী রয়েছে। সেটা তারা নষ্ট করতে চায়না। তাই আমাদের মহাকাশযান পরীক্ষা করে দেখবে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অর্গানিজম বা ইনফেকশন আছে কিনা।'

'আমার মনে হয় সেরকম কিছু নেই।'

'নেই, পরীক্ষা করলেই ওরা বুঝতে পারবে। আরেকটা কথা মনে রাখবে, সেশেল ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত না। তাদের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের সম্মান জানাতে হবে।'

ইন্সপেকশনের জন্য একটা ছোট যান এগিয়ে এল। সেখান থেকে একজন কাস্টমস অফিসিয়াল উঠল তাদের যানে। নিজের সৈনিক জীবনের কথা মনে পড়ায় ট্রাভিজ চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

'ফার স্টার, টার্মিনাস থেকে এসেছে,' সে বলল। 'জাহাজের কাগজপত্র। কোনো অস্ত্র নেই। ব্যক্তিগত ভেসেল। আমার পাসপোর্ট। একজন যাত্রী আছে। তার পাসপোর্ট। আমরা ট্যুরিস্ট।'

কাস্টমস অফিসিয়ালের পরনে উজ্জ্বল ইউনিফর্ম, সেটাতে গাঢ় লাল রং-এর আধিক্য বেশি। গাল এবং উপরের ঠোঁট মসৃণভাবে কামানো কিন্তু চিবুকের দুইপাশে ছোট ছোট দাড়ি আছে। 'ফাউন্ডেশন শিপ?' সে জিজ্ঞেস করল।

উচ্চারণ করল 'ফাউন্ডেইসানশিপ,' কিন্তু ট্রাভিজ হাসলনা বা উচ্চারণ ঠিক করে দিলনা। গ্যালাক্সিতে অনেক রকম উচ্চারণ রয়েছে। সবাই যার যার ভঙ্গিতে কথা বলে। যতক্ষণ বোঝা যাবে ততক্ষণ কেউ এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না।

'হ্যাঁ,' ট্রাভিজ বলল। 'ফাউন্ডেশন শিপ। ব্যক্তিগত।'

'খুব সুন্দর। –আপনার লোডিং।'

'আমার কি?'

'আপনার লোডিং। কি বহন করছেন?'

'ও, আমার কার্গো। এই যে আইটেম অনুযায়ী তালিকা। সবই ব্যক্তিগত ব্যবহার। বিক্রি করতে আসিনি। আগেই বলেছি, আমরা সাধারণ ট্যুরিস্ট।'

কাস্টমস অফিসিয়াল কৌতূহলী হয়ে চারপাশে তাকালো। 'ট্যুরিস্টদের জন্য অনেক বড় ভেসেল।'

'ফাউন্ডেশন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী না,' ট্রাভিজ কৌতুক করে বলল। 'আর আমার খরচ করার সামর্থ্য রয়েছে।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন যে আমি ধনী হতে পারি?' অফিসার তার দিকে চোখ ছোট করে তাকালো, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

শব্দটার অর্থ নিয়ে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ট্রাভিজ, তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত গেল পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার জন্য। 'না, আপনাকে ঘুষ দেয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই,' সে বলল 'ঘুষ দেয়ার কোনো কারণ নেই –তাছাড়া ইচ্ছা থাকলেও দেখে মনে হয়না যে আপনি ঘুষ খান। প্রয়োজন মনে করলে মহাকাশযান পুরোটা দেখতে পারেন।'

'প্রয়োজন নেই,' অফিসার তার পকেট রেকর্ডার একপাশে সরিয়ে বলল। 'এরই মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে কোনো ক্ষেত্রাইটী ইনফেকশন আছে কিনা। নেই। একটা রেডিও ওয়েভলেংথ দিচ্ছি। এপ্রোচ বীমের কাজ করবে।'

লোকটা চলে গেল। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে মাত্র পনের মিনিট লেগেছে।

পেলোরেট নিচু গলায় বলল, 'লোকটা ঝামেলা করতে পারত, তাই না? সত্যিই ঘুষ আশা করছিল?'

কাঁধ ঝাঁকালো ট্রাভিজ। 'কাস্টমসের লোকদের ঘুষ দেয়া গ্যালাক্সির মতো পুরনো ব্যাপার। দেয়ার জন্য আমি তৈরিই ছিলাম। যাই হোক সে হয়তো ফাউন্ডেশন শিপ থেকে সুযোগ না নেয়াটাই উচিত মনে করেছে। মেয়র ব্রানো বলেছিলেন, যেখানেই যাই ফাউন্ডেশনের নাম আমাদের রক্ষা করবে। ভুল বলেননি –ব্যাপারটা শেষ হতে অনেক সময় লাগতে পারত।'

'কেন? যা জানা দরকার সেটাতো সে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অভদ্রতা করে কাজ সেরেছে বিমোট রেডিও স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে। ইচ্ছা করলেই সে হাত মেশিন দিয়ে মহাকাশযান পরীক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

লাগিয়ে দিতে পারত। আমাদেরকে কোনো কিছু হসপিটালে নিয়ে সারা দিন আটকে রাখতে পারত।'

'কি যাই ডিয়ার ফেলো!'

"বেশি উত্তেজিত হয়োনা। আমি বলেছি করতে পারত, কিন্তু করেনি। তার বদলে আমরা এখন লাভ করতে পারি। আমি চাই গ্রাভিটিকালি নিচে নামতে –বার পনের মিনিট লাগবে। কিন্তু ল্যান্ডিং সাইটটা কোথায় জানি না। চাই না কোনো ঝামেলা হোক। অর্থাৎ রেডিও বীম অনুসরণ করেই নামতে হবে –অনেক সময় লাগবে –কারণ এটমোস্ফিয়ার পেরিয়ে নিচে নামতে হবে।"

পেলোরেটকে উৎফুল্ল মনে হলো। 'সেটাইতো ভালো, গোলান। আমরা কি দৃশ্য দেখতে পাবার মতো যথেষ্ট ধীরে নিচে নামব?' পোর্টেবল ভিউক্লিনসহ দুহাত উপরে তুলে সে জিজ্ঞেস করল।

'কিছুটা। মেঘের স্তর পেরিয়ে আমাদেরকে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক কিলোমিটার করে নামতে হবে। বেলুনে ওড়ার মতো না হলেও, প্লানেটোগ্রাফি স্পষ্ট করতে পারবে।'

'চমৎকার! চমৎকার!'

ট্রাভিজ চিন্তিত স্বরে বলল, 'যদি সেশেল গ্রহে অনেকদিন থাকতে হয় তাহলে স্থানীয় সময়ের সাথে জাহাজের ঘড়ি মিলিয়ে নেয়া উচিত।'

'ব্যাপারটা নির্ভর করছে আমাদের পরিকল্পনার উপর। আমরা কি করব, গোলান?'

'আমাদের কাজ হচ্ছে গায়া খুঁজে বের করা, তার জন্য কতদিন লাগবে আমি জানিনা।'

'হাত ঘড়ির সময় মিলিয়ে নেই, জাহাজের ঘড়ি যেমন আছে থাক।'

'ভাল বুদ্ধি,' ট্রাভিজ বলল। চোখ নামিয়ে তাকালো গ্রহের দিকে, তাদের নিচে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। 'এখানে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। জো –চল নিচে নামা যাক, জেনভ, দেখি এখানে কি পাই।'

চিন্তিতভাবে ট্রাভিজ গ্রহের দিকে তাকিয়ে আছে। এর আগে সে কখনো সেশেল ইউনিয়নে আসেনি, কিন্তু জানে গত এক শতাব্দী ধরে এটা ফাউন্ডেশনের সাথে দূরত্ব বজায় রেখেছে। অবাক হলো –কিছুটা হতাশ হলো –কারণ তারা খুব তাড়াতাড়ি কাস্টমস পেরিয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না।

৪০

কাস্টমস অফিসারের নাম জেঞ্জ শোভাধার্য। জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছে সে এই স্টেশনে।

এই জীবনে সে খুশী, কারণ প্রতি তিন মাস অন্তর একমাসের জন্য সে নিজের বইগুলো পড়ার পছন্দের গান শোনার এবং স্ত্রী ও ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকার সুযোগ পায়।

অবশ্য, গত দুই বছরের সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান কাস্টমস হেড একজন স্বপ্নচারী। নিজের অদ্ভুত কাজের কৈফিয়ত হিসেবে যে লোক বলে যে সে স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছে তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে না।

ব্যক্তিগতভাবে শোভাধার্য এগুলো কোনোটাই বিশ্বাস করে না, যদিও ব্যাপারটা সে প্রচার করেনি। অধিকাংশ সেশেলিয়ান এন্টিসাইকিক সন্দেহ পছন্দ করে না। কিন্তু মেটাফিজিসিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রচার করলে পেনশন পেতে সমস্যা হবে।

দুহাত দিয়ে চিবুকের দুপাশের দাড়ি ঘষল সে, কাশল, তারপর অস্বাভাবিক জড় গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটাই সেই মহাকাশযান, হেড?'

কাস্টমস হেডেরও একটা কঠিন সেশেলিয়ান নাম রয়েছে– নামারাথ গড়িসাওট। কম্পিউটারের তৈরি কিছু ডাটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কিসের মহাকাশযান?'

'ফার স্টার। ফাউন্ডেশন শিপ। এইমাত্র নিচে পাঠালাম। বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে যে হলো গ্রাফ আমাদের দেখানো হয়েছে। আপনি কি এটারই স্বপ্ন দেখেছিলেন?'

গড়িসাওট এবার তাকালো। ছোটখাটো মানুষ, কালো চোখ, চোখের চারপাশে স্পষ্ট বলিরেখা। 'তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন?'

সুর টান করে দাঁড়ালো শোভাধার্য, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'আরোহীরা বলছে যে তারা টুরিস্ট, কিন্তু আমি আগে এরকম মহাকাশযান দেখিনি। আমার মতে ওরা ফাউন্ডেশনের এজেন্ট।'

গড়িসাওট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। 'শোন, আমি তোমার মতামত জানতে চাইনি।'

'কিন্তু হেড, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে–'

বুকের উপর দুহাত ভাঁজ করে গড়িসাওট কড়া চোখে অধীনের দিকে তাকালো। শোভাধার্য (দৈহিক আকৃতিতে অনেক বড়) উপরওয়ালার কড়া দৃষ্টির সামনে হার মানল।

'যাই হোক, তোমার জন্য কোনটা ভালো হবে সেটা তোমার জানা উচিত,' গড়িসাওট বলল। 'কোনো প্রশ্ন না করে নিজের কাজ করবে –নইলে আমি দেখব অবসরের পর তুমি যেন পেনশন না পাও, বেশি ছোক-ছোক করলে অবসরও নিতে হতে পারে।'

নিচু স্বরে, শোভাধার্য বলল, 'ইয়েস স্যার।' তারপর অনুগত গলায় বলল, 'আমাদের আওতায় আরেকটা মহাকাশযান দেখা যাচ্ছে, সেটা রিপোর্ট করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?'

'ধরে নাও রিপোর্ট করা হয়েছে,' গড়িসাওট বিরক্ত স্বরে বলল, আবার ব্যস্ত হতে গেল নিজের কাজ নিয়ে।

'সেটা,' শোভাধার্য আরো আন্তরিক গলায় বলল, 'ঠিক আগেরটার মতো।'

ডেস্কে ভর দিয়ে গড়িসাওট উঠে দাঁড়ালো। 'দ্বিতীয় আরেকটা?'

সোভাবার্ট মনে মনে হাসল। আশাবাদী লোকটা দুইটা হাস অগুন দেখেছি।
'পুরোপুরি সারা' সে বলল। 'আমি এখন পোর্টে ফিরে গিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি। আর আশা করি, আর–'

'হ্যাঁ'

সোভাবার্টের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সে ঠেকাতে পারলনা, 'আশা করি, আর আমরা ভুল মহাকাশযানটাকে ছাড়িনি।'

৪১

তার সাথে দ্রুতগতিতে সেশেল গ্রহের মুখের দিকে এগোচ্ছে। পেলোরেট আকর্ষিত আর মুগ্ধ চোখে। এখানে মেঘের স্তর টার্মিনাসের চেয়েও অনেক বেশি পাতলা এবং ছড়ানো। মানচিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে ল্যান্ড সারফেস ঠিক তেমনই বিস্তৃত এবং বিস্তৃত –রঙিন-রং দেখে মনে হচ্ছে মহাদেশের অধিকাংশই মরুভূমি।

জীবনের কোনো অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন ধূসর সমতল, সীমাহীন পর্বতশ্রেণী, মহাসাগর এবং নিষ্প্রাণ মরুভূমির গ্রহ।

'প্রাণহীন মনে হচ্ছে,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল।

'এই উচ্চতা থেকে তুমি কোনো লাইফ-সাইন দেখতে পারে না।' ট্রেভিজ বলল। 'আরো নিচে নামলে সবুজের ছোঁয়া দেখতে পাবে। তার আগে দেখো চোখে পড়বে রাতের অংশের ঝলমলে ল্যান্ডস্কেপ। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে যখন অন্ধকার নামে, তখন নিজেদের দুনিয়াটাকে আলোকিত করে তোলা। এমন কোনো গ্রহ দেখিনি যেটা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, জীবনের প্রথম উৎস হিসেবে তুমি কোনো মানুষকে দেখবে না বরং তোমার চোখে পড়বে টেকনোলজী।'

পেলোরেট চিন্তিতস্বরে বলল, 'আমার মনে হয় কারিগরি উন্নয়নের সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে রাতকে দিনে রূপান্তরিত করা। যে কোনো গ্রহের অন্ধকার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধির পরিমাণ দ্বারা সেটার কারিগরি উন্নয়ন পরিমাপ করতে পারে। তোমার কি মনে হয় অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে কত সময় লাগতে পারে?'

ট্রেভিজ হাসল। 'তোমার চিন্তা ভাবনা বেশ অদ্ভুত, তবে আমার মনে হয় মিথলজিস্ট হওয়ার কারণেই এমন হয়েছে। আমার বিশ্বাস কোনো বিশ্বই আর অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে পারে নি। আলোর ব্যাপারটা নির্ভর করে জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর, সেই কারণেই মহাদেশগুলোকে তুমি কালো ফিতার মাঝে আলোর বিন্দুর সারির মতো ঝলমল করতে দেখবে। এমন কি ট্রানটর যখন একটা বিশাল নগরী ছিল তখনো শুধু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোকে আলোর বিস্ফুরিত ছিল।'

ট্রেভিজের কথামতো নিচে সবুজের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে, ভূ-পৃষ্ঠের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার সময় শহরগুলো পেলোরেটকে দেখিয়ে দিল। 'এই গ্রহ খুব একটা নগর কেন্দ্রিক না। সেশেল ইউনিয়নে আগে কখনো আসিনি, কিন্তু অভিজ্ঞতা

ধরা অনুযায়ী এরা প্রাচীনপন্থী। গ্যালাক্সির চোখে টেকনোলজী শুধু ফাউন্ডেশনের একক অধিকার এবং যেখানে ফাউন্ডেশন জনপ্রিয় না, তাদের প্রবৃত্তি হচ্ছে অতীত আঁকড়ে রাখা –শুধু অস্ত্রের ব্যাপার বাদ দিয়ে। নিশ্চিত থাক সেশেলিয়ানরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে আছে।'

'গ্রিভার মি, গোলান, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জটিল হয়ে উঠবে না, তাই না? যত যাই হোক, আমরা ফাউন্ডেশনার এবং শত্রু এলাকায় রয়েছি–'

'এটা শত্রু এলাকা না, জেনভ। ফাউন্ডেশন এখানে জনপ্রিয় না, ব্যাস এইটুকুই। সেশেল ফাউন্ডেশন ফেডারেশনে যোগ দেয়নি। নিজেদের স্বাধীনতা নিয়ে সেশেলিয়ানরা গর্বিত। তবে কখনোই মনে করতে চায় না যে ফাউন্ডেশনের তুলনায় তারা অনেক দুর্বল এবং আমরা চেয়েছি বলেই এখনো স্বাধীন রয়েছে। এই কারণেই আমাদেরকে পছন্দ না করার বিলাসিতা তারা দেখাতেই পারে।'

'আমার এখনো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠবে,' পেলোরেট অস্বস্তির সাথে বলল।

'মোটেই না,' ট্রেভিজ বলল। 'শোন, জেনভ। আমি বলছি সেশেল গভর্নমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গির মনোভাবের কথা। সাধারণ মানুষ পুরোপুরি সাধারণ। যদি তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করি এবং ভাব না দেখাই যে আমরাই গ্যালাক্সির লর্ড, তাহলে তারাও ভদ্র আচরণ করবে। সেশেলে আমরা ফাউন্ডেশনের প্রভুত্ব বিস্তার করতে আসিনি। আমরা টুরিস্ট। এমন সব প্রশ্ন করব যা যে কোনো টুরিস্টই জিজ্ঞেস করতে পারে।

'পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে, আমরা কিছু আইনগত সুবিধা পাব। কয়েকদিন থেকে এই প্রাচীন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের হয়তো একটা আকর্ষণীয় সংস্কৃতি রয়েছে, রয়েছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য, মজাদার খাবার, আর –এগুলো না থাকলেও সুন্দরী মেয়েতো থাকবেই। খরচ কোনো ব্যাপার না।'

পেলোরেটের ভুরু কুঁচকে গেল, 'ওহ্, মাই ডিয়ার চ্যাপ।'

'কাম অন,' ট্রেভিজ বলল। 'সে রকম বুড়ো তো হওনি। তোমার একটুও আগ্রহ হচ্ছে না?'

'একসময় যথাযথভাবে এই ভূমিকা পালন করেছিলাম, অস্বীকার করব না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি সেরকম নেই। আমাদের একটা মিশন রয়েছে। আমাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। সময়টা আনন্দে কাটানোর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই –কিন্তু নিজেদেরকে অন্য বিষয়ের সাথে জড়িত করে ফেললে ঠিকমতো কাজ করতে পারব না।' মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আমার ধারণা তুমি ভয় পেয়েছিলে ট্রানটরের গ্যালাকটিক লাইব্রেরিতে আমি ভালো সময় কাটাবো এবং সহজে নড়াচড়া করব না। অবশ্য লাইব্রেরি আমার কাছে কালো চোখের কুমারী মেয়ের মতো –তোমারও তাই মনে হতো।'

'আমি তো পুরোপুরি সন্ন্যাসী না, জেনভ,' ট্রেভিজ বলল, 'কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছাও আমার নেই। ঠিক আছে কথা দিচ্ছি পাওয়ার ব্যাপারেই গুরুত্ব দেব, তবে,

উপভোগ করার মতো কিছু যদি পেয়েই যাই, গ্যালাক্সিতে এমন কোনো আইন নেই যে আমি স্বাভাবিক আচরণ করব না।'

'যদি তুমি গায়াকে প্রথম গুরুত্ব দাও—'

"বেশ। যাইহোক, মনে রাখবে, কাউকে বলবে না আমরা ফাউণ্ডেশন থেকে এসেছি। ওরা জানবে ঠিকই, কারণ খরচ করার জন্য আমাদের হাতে রয়েছে ফাউণ্ডেশন ক্রেডিট এবং কথা বলছি টার্মিনাসের এ্যাকসেন্টে, কিন্তু [illegible] দিয়ে দেখিয়ে না দিলে, ওরা ধরে নেবে আমরা [illegible]। তখন ভালো আচরণ করবে। যদি বলি যে আমরা ফাউণ্ডেশনার, তাহলে ওরা আরো ভদ্র আচরণ করবে কিন্তু কিছুই বলবে না, কিছুই দেখাবে না, কোথাও নিয়ে যাবে না। আমাদের একা ফেলে রাখবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেলোরেট। 'মানুষকে আমি কখনো বুঝতে পারব না।'

'তেমন কঠিন কিছু না। নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে বাকী সবাইকে বুঝতে পারবে। আমাদের ভেতর খুব বেশি পার্থক্য নেই। মানুষকে বুঝতে না পারলে সেলডন কিভাবে তার প্ল্যান তৈরি করেছেন?'

'আমি আসলে এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। কারণ বেশ আত্মকেন্দ্রিক এবং সংকীর্ণ জীবন কাটিয়েছি। হয়তো কখনো নিজেকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করিনি। কাজেই তুমি হবে আমার পথপ্রদর্শক এবং পরামর্শদাতা।'

'চমৎকার। এখন আমার উপদেশ মতো বসে বসে বাইরের দৃশ্য দেখো। একটু পরে ল্যান্ড করব কিন্তু বিশ্বাস করো কিছুই টের পাবে না। কম্পিউটার আর আমি পুরো ব্যাপারটা সামলাচ্ছি।'

'গোলান, কিছু মনে করো না। যদি কোনো তরুণী—'

'ভুলে যাও। আমাকে বরং ল্যান্ডিং এর ব্যাপারটা সামলাতে দাও।'

পেলোরেট ঘুরে মনিটর দিকে তাকালো। এটাই প্রথম বিদেশী গ্রহ যার বুকে তার জীবনে প্রথমবারের মতো সে পা রাখবে। নিজের জন্য তার করুণা হলো, সে জানে যে গ্যালাক্সির কয়েক মিলিয়ন গ্রহে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাতেই মানুষের জন্ম হয়নি।

তবু একটা বাদে।

৪২

ফাউণ্ডেশনের চেয়ে সেশেলের স্পেসপোর্ট অনেক বেশি ছোট, কিন্তু বেশ [illegible] এবং সুরক্ষিত। তাদের সামনেই মহাকাশযান একটা বার্থে ঢুকিয়ে [illegible] করা হয়েছে। তাদেরকে একটা বিস্তারিত কোড করা রিসিপ্ট দেয়া হলো।

পেলোরেট নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এটাকে এখানেই রেখে যাবো?'

মাথা নেড়ে আশ্বাসের ভঙ্গিতে অপরজনের কাঁধে হাত রাখল ট্রেভিজ। 'চিন্তা করোনা,' সেও নিচু স্বরে কথা বলছে।

দুজন ভাড়া করা গ্রাউন্ড কারে উঠল। ট্রেভিজের হাতে শহরের একটা ম্যাপ। এখান থেকে শহরের উঁচু টাওয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে।

'সেশেল সিটি,' সে নির্দেশ দিল, 'গ্রহের রাজধানী। শহর—গ্রহ—নক্ষত্র—সবকিছুর নাম সেশেল।'

'মহাকাশযান নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে,' পেলোরেট আবারো বলল।

"চিন্তার কিছু নেই। রাতেই আবার ফিরে আসছি যদি বেশি সময় থাকতে হয় তাহলে এখানেই ঘুমাতে হবে। একটা ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করো, স্পেসপোর্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ইন্টারস্টেলার কোড রয়েছে। আমার জানামতে সেই কোড কেউ কখনো ভঙ্গ করেনি, এমনকি যুদ্ধের সময়েও না। যে মহাকাশযানে শান্তি বজায় রাখবে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না। নইলে কেউ নিরাপদ বোধ করবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো গ্রহ যদি নিয়মটা ভঙ্গ করে, গ্যালাক্সির সব মহাকাশযান চালক সেই গ্রহকে বয়কট করবে। বিশ্বাস করো এমন ঝুঁকি কেউ নেবে না। তাছাড়া—"

'তাছাড়া?'

"বেশ, তাছাড়া, আমি কম্পিউটারকে দিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছি। আমাদের চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের সাথে মেলে না এমন কেউ যদি যানে উঠার চেষ্টা করে সাথে সাথে মারা যাবে। স্পেসপোর্ট প্রধানকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেছি। তাকে বলেছি যে নতুন মডেলের যান বলেই আমি জানিনা কিভাবে যন্ত্রটা বন্ধ করতে হয়।"

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেনি।'

"অবশ্যই না। কিন্তু ভাব দেখিয়েছে করেছে, অন্যথায় তার অপমানিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাজেই আমাকে বিশ্বাস করার সহজ পথটাই সে বেছে নিয়েছে।"

'মানব চরিত্রের আরেকটা উদাহরণ?'

'হ্যাঁ।'

'গ্রাউন্ড-কারে কোনো ছারপোকা নেই, তুমি নিশ্চিত?'

"ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। তাই ওরা যখন একটা কার নিতে বলল, আমি সাথে সাথে অন্য আরেকটা বাছাই করি। যদি সবগুলোতেই ছারপোকা বসানো থাকে—বেশ, আমরা এমন কি ভয়ানক কথা বলে ফেলেছি?"

পেলোরেটকে অখুশী মনে হলো। 'কিভাবে বলব বুঝতে পারছিনা। অভিযোগ করা উচিত না, কিন্তু গন্ধটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'গ্রাউন্ড কারের?'

'স্পেসপোর্টেই গন্ধটা পেয়েছিলাম। তখন মনে করেছিলাম সব পোর্টেই বোধহয় একই রকম গন্ধ থাকে। কিন্তু এখন এখানেও পাচ্ছি। জানালাগুলো খুলে দেয়া যায় না?'

ট্রেভিজ হাসল। 'হয়তো যায়, কিন্তু কোনো লাভ হবে না, গ্রহটা বেশ [illegible]। বেশি খারাপ গন্ধ?'

'জোরালো না, তবে টের পাওয়া যাচ্ছে –বিরক্তিকর। পুরো গ্রহেই এরকম গন্ধ রয়েছে?'

'আমার মনেই থাকে না যে এর আগে তুমি অন্য কোনো গ্রহে যাওনি। প্রতিটা বাসযোগ্য গ্রহের নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। প্রধানত গাছপালার, তবে আমার ধারণা মানুষ এবং পশু পাখির কিছুটা অবদান রয়েছে। নতুন কোনো গ্রহে অবতরণ করার পর প্রথম অবস্থায় কেউই গন্ধগুলো সহ্য করতে পারেনা। তবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, জেনত। কয়েক ঘণ্টা পর আর কিছুই টের পাবে না।'

'সব গ্রহে নিশ্চয় একরকম গন্ধ নেই।'

'না। প্রত্যেকের নিজস্ব গন্ধ রয়েছে। যদি একটু মনোযোগ দেই এবং আর আরেকটু তীক্ষ্ণ হয় –অনেকটা এনাক্রেনিয়ান কুকুরের মতো –তাহলে গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারব কোন গ্রহে দাঁড়িয়ে আছি। নেভীতে যখন প্রথম ঢুকি, তখন নতুন কোনো গ্রহে নেমে প্রথমদিন খেতে পারতামনা। পরে বুড়ো স্পেসাররা আমাকে একটা কৌশল শেখায়। নতুন গ্রহে নামার আগে রুমালে সেই গ্রহের গন্ধ ছিটিয়ে বারবার শুঁকতে হবে। মাটিতে নামার পর আর কিছুই টের পাবে না। –খারাপ দিকটা ছিল বাড়িতে ফেরা।'

'কেন?'

'তোমার ধারণা টার্মিনাসের কোনো গন্ধ নেই?'

'তুমি বলছ আছে?'

'অবশ্যই আছে। অন্য কোনো গন্ধের সাথে, মনে করো এই সেশেল-এর গন্ধের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর টার্মিনাসের কটু গন্ধে তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

পেলোরেট অবাক হয়ে গেছে।

অনেক কাছে চলে এসেছে শহরের টাওয়ারগুলো, কিন্তু পেলোরেটের দৃষ্টি এখনো কাছাকাছি দৃশ্যের উপর। আরো অনেক গ্রাউন্ড-কার দুদিকে যাওয়া আসা করছে। উপরে মাঝে মাঝে এক আধটা বায়ুযান চোখে পড়ছে, কিন্তু পেলোরেট দেখছে গাছপালা।

'প্লান্ট লাইফগুলো অদ্ভুত মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয় কোনো স্থানীয় প্রজাতি রয়েছে এর মধ্যে?'

'আমার সন্দেহ আছে,' ট্রাভিজ অন্যমনস্ক গলায় বলল। হাতের [illegible] সাথে গ্রাউন্ড কারের কম্পিউটার প্রোগ্রাম ঠিক করার চেষ্টা করছে। 'মানুষ যেখানে বসতি স্থাপন করেছে সেখানে স্থানীয় প্রজাতির কোনো অস্তিত্ব থাকেনি। বসতিস্থাপনকারীরা নিজেদের উদ্ভিদ, প্রাণী সাথে করে নিয়ে এসেছে।'

'তারপরেও মনে হচ্ছে অদ্ভুত।'

'একই রকম প্রজাতি তুমি কোনো গ্রহেই দেখবে না। একবার [illegible] এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা প্রস্তুতকারীরা বিভিন্ন প্রজাতির যে তালিকা তৈরি করেছিল তার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সাতাশিটা মোটামোটা কম্পিউটার [illegible] –তালিকাটা যখন শেষ হয়, তখনই সেটা পুরনো হয়ে গেছে।'

গ্রাউন্ড কার পৌঁছে গেছে শহরের সীমান্তে। 'ভাল কথা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'বেশ,' ট্রাভিজ বলল অধৈর্য স্বরে, 'আমি কম্পিউটারের সাহায্যে চেষ্টা করছি এই জিনিসটাকে কোনো টুরিস্ট সেন্টারে নিয়ে যেতে। আশা করি কম্পিউটার রাস্তাঘাট চেনে, ট্রাফিক আইনগুলো জানে।'

'সেখানে গিয়ে আমরা কি করব, গোলান?'

'প্রথম কথা, আমরা টুরিস্ট, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেখানে যাব, নিজেদের যতদূর সম্ভব সন্দেহমুক্ত এবং স্বাভাবিক রাখতে চাই। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর ব্যাপারে তথ্য পেতে হলে তুমি কোথায় যাবে?'

'কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে –অথবা কোনো এনথ্রোপলজিকাল সোসাইটিতে –অথবা জাদুঘরে –অবশ্যই টুরিস্ট সেন্টারে যাবো না।'

'ভুল। টুরিস্ট সেন্টারে গিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর বা অন্য কোনো কিছুর তালিকা চাইতে পারব। প্রথমে কোথায় যাবো সেটা আমরাই ঠিক করব এবং সেখানে হয়তো প্রাচীন ইতিহাস, গ্যালাকটোগ্রাফী, মিথলজী বা অন্য কোনো বিষয়ে জ্ঞান রাখে এমন কাউকে পাবো। –কিন্তু শুরু করতে হবে টুরিস্ট সেন্টার থেকে।"

পেলোরেট কোনো কথা বলল না। গ্রাউন্ড কার এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে যেন ট্রাফিক প্যাটার্নে যুক্ত হয়ে গেছে। যে সাবরোড ধরে চলছে তার পাশে অনেক সাইনবোর্ড, হয়তো পথ নির্দেশ লেখা। কিন্তু বর্ণগুলো কঠিন, তাই পড়া যাচ্ছেনা।

তবে গ্রাউন্ডকার জানে কোথায় যেতে হবে, তাই যখন সেটা একটা পার্কিং স্পটে থামল, তার সামনে একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। সেখানে কঠিন বর্ণমালায় লেখা রয়েছে: সেশেল আউট ওয়ার্ল্ড মিনিস্ট্রি, ঠিক তার নিচেই সরাসরি গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় লেখা রয়েছে: সেশেল টুরিস্ট সেন্টার।

দুজন হেঁটে বিল্ডিং এর ভেতরে ঢুকল, বাইরে থেকে যত বড় মনে হয়েছিল, তত বড় না বিল্ডিংটা। ভেতরে কোনো ব্যস্ততা নেই।

পাশাপাশি অনেকগুলো ওয়েটিং বুথ। তার প্রথমটাতে একজন লোক বসে ছোট্ট ইমেজারে খবর দেখছে। আরেকটাতে দুজন মহিলা কার্ড এবং টাইলস দিয়ে জটিল কোনো গেম খেলছে। একটা বিশাল কাউন্টারের উপর জটিল ধরনের অনেকগুলো কম্পিউটার। কাউন্টারের পেছনে একঘেয়ে চেহারার একজন সেশেলিয়ান বসে আছে, পরনের পোশাক বহুরঙা চেকারবোর্ডের মতো।

পেলোরেট ফিসফিস করে বলল, 'এই গ্রহ নিঃসন্দেহে বহির্জগতের দৃষ্টি কেড়ে নেবে।'

'হ্যাঁ,' ট্রাভিজ বলল, 'আমিও খেয়াল করেছি। আসলে বিভিন্ন গ্রহের ফ্যাশন বিভিন্ন রকম হয়, এমনকি একই গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলেও বিভিন্ন রকম হতে পারে। সময়ের সাথেও ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো সেশেলের সবাই কালো রং ব্যবহার করত। যেভাবে আছে সেভাবেই মেনে নাও।"

'অন্যরে তো হবেই : তবে নিজের ভাষ্যটাই আমার বেশি পছন্দ। সেটা অন্তত চোখের জন্য পীড়াদায়ক হবে না।'

'আসলে, কাউকেশনের রুচিহীনতার কারণেই সম্ভবত এরা অতিরিক্ত রং ব্যবহার করে –শুধু নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব দেখানোর জন্য, আর কিছু না। যাই হোক এসো, জেনভ।'

দুজন কাউন্টারের দিকে এগোতেই, যে লোকটা প্রথম বুথে বসে খবর পড়ছিল, সে খবর পড়া বাদ দিয়ে উঠে তাদের দিকে এগিয়ে এলো, মুখে হাসি। খুশির ঝলক লোকের।

ট্রাভিজ প্রথমে লোকটাকে দেখেনি, কিন্তু যখন দেখল মরার মতো শক্ত হয়ে গেল।

বড় করে দম নিল সে, 'বাই দা গ্যালাক্সি –আমার বেঈমান দোস্ত!'

এজেন্ট

৪৩

মন-লি-কম্পর, টার্মিনাসের কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে আছে।

ট্রাভিজ বাড়ানো হাতটা ধরলনা, যেন বাতাসের সাথে কথা বলছে এমনভাবে বলল, 'কোনো বিদেশী গ্রহের শান্তি নষ্ট করে জেলে যেতে চাইনা, তবে এই লোকটা যদি আর এক পাও এগোয়, আমি ঠিক তাই করব।'

ব্রেক কষল কম্পর, ইতস্তত করছে, পেলোরেটের দিকে একবার অনিশ্চিতভাবে তাকিয়ে বলল, 'কথা বলার একটা সুযোগ পাবনা? ব্যাখ্যা করার জন্য? একটু শুনবে?'

পেলোরেট বারবার দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। 'ব্যাপার কি, গোলান? এত দূর আসার পর হঠাৎ করেই পরিচিত কারো দেখা পেলে নাকি?'

ট্রাভিজ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে কম্পরের দিকে, কিন্তু শরীরটা একটু ঘুরিয়ে নিল যেন পরিষ্কার বোঝা যায় সে পেলোরেটের সাথে কথা বলছে, "এই যে –আকার আকৃতিতে যাকে মানুষ বলে মনে হয় –একসময় আমার বন্ধু ছিল। অভ্যাস মতো তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। নিজের মতামত তাকে জানিয়েছিলাম, যেগুলো জনসমক্ষে বলা সম্ভব ছিলনা। কর্তৃপক্ষকে সে সব জানিয়ে দেয়, কিন্তু কথাটা আমাকে বলার প্রয়োজন মনে করেনি। সেই কারণে আমি সরাসরি একটা ফাঁদে পা দেই এবং নির্বাসিত হই। আর এখন সে চায় আমি তাকে বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দেই।"

এবার সে কম্পরের দিকে ঘুরল। আঙুল চালিয়ে কোঁকড়ানো চুলগুলো আরো এলোমেলো করে ফেলল। 'শোন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি। তুমি এখানে কি করছ? গ্যালাক্সির অন্য গ্রহগুলো বাদ দিয়ে এখানেই আসলে কেন? আর ঠিক এই সময়েই কেন?'

কম্পর বাড়ানো হাতটা নামালো এতক্ষণে, হাসি মুছে গেছে। সহজাত আত্মবিশ্বাসী ভাবটা এখন আর নেই। ফলে আরো কমবয়সী এবং ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। 'সব বলব,' সে বলল, 'কিন্তু একেবারে প্রথম থেকে।'

চারপাশে তাকালো ট্রাভিজ। 'এখানে? সত্যি এখানে কথা বলতে চাও? এরকম খোলা জায়গায় যেন একগাদা মিথ্যা কথা শোনার পর সবার সামনে তোমাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতে পারি?'

কম্পর এবার দুহাত তুলে বলল, 'জায়গাটা নিরাপদ, বিশ্বাস করো।' হালকা সুরে যোগ করল, "বিশ্বাস না করলেও কিছু যায় আসে না। আমি সত্যি কথা বলছি। আমি এসেছি তোমার অনেক আগেই, খোঁজখবর নিয়েছি। আজকে সেশেলের একটা বিশেষ দিন। কোনো কারণে তারা আজকের দিনটা মেডিটেশন করে কাটাবে। -সবাই সম্ভবত ঘরের ভেতরে রয়েছে। -জায়গাটা কেমন খালি। প্রতিদিন এমন থাকে না।"

মাথা ঝাঁকিয়ে পেলোরেট বলল, 'আমিও অবাক হয়ে ভাবছিলাম চারপাশ এত খালি কেন।' তারপর ট্রাভিজের কানে ফিসফিস করে বলল 'ওকে কথা বলতে দিচ্ছনা কেন, গোলান? আমার খুব মায়া হচ্ছে। হয়তো সে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করছে। একটা সুযোগ দেয়া উচিত।'

'ড. পেলোরেট তোমার কথা শুনতে আগ্রহী,' ট্রাভিজ বলল। 'ঝামেলা করার জন্য আজকের দিনটা হয়তো ভালো। সবাই যেহেতু মেডিটেশন নিয়ে ব্যস্ত, আইনের রক্ষকরা হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ্য করবে না। আগামীকাল তারা ভালো নাও হতে পারে। সুযোগটা নষ্ট করব কেন?'

কম্পর কাষ্ঠ গলায় বলল, 'দেখ যদি আমাকে মারতে চাও, মারো। বাধা দেব না। মারো -কিন্তু কথাগুলো শোন।'

'ঠিক আছে বল। কিছুক্ষণ তোমার কথা শোনা যাক।'

'প্রথম কথা, গোলান-'

'দয়া করে আমাকে ট্রাভিজ, বলে ডাকবে। প্রথম নাম ধরে সম্বোধন করার অধিকার তোমার নেই।'

'প্রথম কথা, ট্রাভিজ তোমার মতামতগুলো আমাকে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলে-'

'ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিলে বেশ ভালোভাবেই। হলফ করে বলতে পারি যে আমার কথা শুনে তুমি মজা পেতে।'

"চেষ্টা করেছি, অন্তত নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি যে তুমি মানুষটা বেশ বিরক্তিকর। -চল দেয়ালের ওদিকটায় গিয়ে বসি। জায়গাটা খালি হলেও যে কোনো সময় যে কেউ চলে আসতে পারে। খামোখা কারো সন্দেহ জাগিয়ে লাভ নেই।"

তিনজন ধীরপায়ে হেঁটে লম্বা রুমের শেষ মাথায় পৌঁছল। কম্পর আবার হাতে কিন্তু খেয়াল রাখছে যেন ট্রাভিজের হাতের বাইরে থাকে।

প্রত্যেকেই একটা করে আসনে বসল, সাথে সাথে আসনগুলো নিজে নিজেই রূপান্তরিত হলো তাদের কোমর এবং পশ্চাৎদেশের আকৃতিতে। পেলোরেট অবাক হয়ে চেষ্টা করল উঠে দাঁড়ানোর।

'বিশ্রাম, প্রফেসর,' কম্পর বলল। 'এরই মধ্যে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে, ছোটখাটো আরাম আয়েশের প্রতি বেশি নজর দেয়।'

ট্রাভিজের দিকে ঘুরল। একটা হাত পেছনে চেয়ারের উপরে রেখেছে। কথা বলছে সহজ গলায়। "তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন টিকে আছে। যদি টিকে থাকত অবস্থাটা কি হতো চিন্তা করে দেখো। যেভাবেই হোক তারা তোমাকে থামাতো। আমাদের মতো উপড়ে ফেলত। আমি যদি ভাব দেখাতাম যে তোমাকে বিশ্বাস করেছি, তাহলে আমাকেও সরিয়ে ফেলত। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?"

'আমি একটা কাপুরুষকে দেখতে পাচ্ছি।'

'বীর হওয়ার চেষ্টা করলে কোনো লাভ হতো?' রেগে গেলো কম্পর, নীল চোখ দুটো জ্বলছে। 'তুমি বা আমি এমন কোনো সংগঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতাম যারা অনায়াসে আমাদের মন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। লড়াই করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমরা যা জানি সেটা গোপন রাখা।'

'কাজেই ব্যাপারটা গোপন রেখে নিজেকে বাঁচালে। -কিন্তু মেয়র ব্রানোর কাছ থেকে গোপন করলে না, তাই না? ঝুঁকিতো থেকেই গেল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এর প্রয়োজন আছে। নিজেদের ভেতর আলাপ করলে হয়তো তেমন কোনো ক্ষতি হতো না। তুমি তো জানোই মেয়র আমার বাবাকে চিনতেন। আমরা স্মির্নো থেকে ইমিগ্রান্ট হয়ে এসেছিলাম আর মেয়রের এক নানী-'

'জানি, জানি,' ট্রাভিজ অধৈর্য স্বরে বলল, 'আরো অনেক পুরুষ আগে তোমরা ছিলে সিরিয়াস সেক্টরের বাসিন্দা। পরিচিত সবাইকে তুমি বলেছ। তারপরে কি হলো বল, কম্পর?'

"বেশ, আমি মেয়রের কানে কথাগুলো তুললাম। বিপদের কথাটা তাকে বুঝাতে পারলে ফেডারেশন হয়তো একটা পদক্ষেপ নিত। মিউলের সময় যতটা দুর্বল ছিলাম এখন আর আমরা ততটা দুর্বল নই -ব্যাপারটা সবাই জানে এবং আমরা হয়তো বিপদ এড়িয়ে যেতে পারতাম।"

'ফাউন্ডেশনের বিপদ হয় তো হোক, নিজেরা নিরাপদ থাকলেই হলো। চমৎকার দেশপ্রেম।' ট্রাভিজের গলায় তিরস্কার।

'খারাপ কিছু ঘটলে সেটাই ঘটত। কিন্তু আমি সবচেয়ে ভালটাই আশা করেছিলাম।'

কম্পরের কপালে ভাঁজ পড়ল কয়েকটা। মনে হচ্ছে যেন ট্রাভিজের বাক্যবাণ ঠেকাতে ঠেকাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'আর তোমার এই চমৎকার পরিকল্পনার কথা আমাকে জানাওনি, তাই না?'

'না, সেজন্য আমি দুঃখিত। মেয়র নির্দেশ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তুমি যা জানো তার সবটুকু জেনে নিতে। তুমি যেমন মানুষ, যদি টের পেতে যে তোমার কথা ফাঁস হয়ে গেছে তাহলে একেবারে চুপ মেরে যেতে।'

'আমার ব্যাপারে মেয়রের ধারণা কতখানি ঠিক ছিল?'

'আমি জানি না –অনুমান করতে পারিনি –ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে তিনি তোমাকে গ্রেফতার করে টার্মিনাস থেকে বের করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন।'

'তিনি সঠিক রাজনৈতিক মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যখন কাউন্সিলম্যান হিসেবে আমার মর্যাদা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি ধরতে পারনি?'

'কি করে পারব? তুমি পেরেছিলে?'

'যদি জানতাম যে তিনি আমার সব কথা জেনে ফেলেছেন, তাহলে পারতাম।'

কম্পর হঠাৎ উদ্ধত স্বরে বলল, 'বলাটা অনেক সহজ।'

'তুমি এখন আমার কাছে কি চাও? যা ঘটানোর সেটাতো ঘটিয়েছই।'

'সংশোধন করতে চাই। অনিচ্ছাকৃতভাবে তোমার যে ক্ষতি করেছি সেটার ক্ষতিপূরণ করতে চাই।'

'ভালো কথা,' ট্রাভিজ শুকনো গলায় বলল। 'তোমার দয়া। কিন্তু এখনো আমার আসল প্রশ্নের উত্তর দাওনি। এখানে কিভাবে এলে, ঠিক আমি যে গ্রহে এলাম সেখানে?'

'সোজা কথায় আমি তোমাকে অনুসরণ করেছি।'

'হাইপার স্পেসের মধ্যে? আমিতো মহাকাশযান নিয়ে পরপর অনেকগুলো জাম্প দিয়েছি?'

মাথা নাড়ল কম্পর। "এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। তোমার মতোই একটা মহাকাশযান এবং কম্পিউটার আমারও আছে। জানোইতো হাইপার জাম্প দিয়ে একটা যান কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সেটা বের করার কৌশল আমি জানি। খুব ভালো কৌশল না। তিনবারের মধ্যে দুইবারই ভুল হয়। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে কাজটা সহজ হয়েছে। তাছাড়া শুরু করার আগে তুমি ছিলে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে হাইপার স্পেসে ঢোকার আগে তোমার লক্ষ্য এবং গতি পরীক্ষা করার সুযোগ পাই। এই তথ্যগুলোর সাথে আমার নিজস্ব অনুমান কম্পিউটারে ঢোকাই। বাকী কাজটা কম্পিউটারই করেছে।"

'আসলেই তুমি আমার আগে শহরে পৌঁছেছ?'

'হ্যাঁ। তুমি গ্র্যাভিটিকস ব্যবহার করোনি, আমি করেছি। ধরে নিয়েছিলাম রাজধানী শহরে আসবে, আমি সরাসরি এখানেই নেমেছি আর সেখানে তুমি–' কম্পর মাথার উপর আঙুল ঘুরিয়ে ডাইরেকশনাল বীম অনুসরণ করে ট্রাভিজ যেভাবে মহাকাশযান নিয়ে অবতরণ করেছে তা নকল করে দেখাল।

'সেশেলিয়ান অফিসিয়ালদের ব্যাপারে ঝুঁকি নিয়েছ।'

'বেশ,' কম্পর এত সুন্দরভাবে হাসল যে ট্রাভিজ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। 'সব ক্ষেত্রেই আমি কাপুরুষ না।'

নিজেকে সামলে নিল ট্রাভিজ। 'আমারটার মতো একটা মহাকাশযান তুমি কিভাবে পেলে?'

'তুমি যেভাবে পেয়েছ, ঠিক সেভাবেই। এক লেডী –মেয়র ব্র্যানো –তিনিই আমাকে দিয়েছেন।'

'কেন?'

'সোজাসুজিই সব বলছি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাকে অনুসরণ করা। মেয়র জানতে চান তুমি কোথায় যাও, কি কর।'

'আর তুমি বিশ্বাসের সাথে তার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছ। –নাকি মেয়রের সাথে বেঈমানী করেছ?'

'আমি রিপোর্ট পাঠিয়েছি। উপায় ছিল না। মহাকাশযানে একটা হাইপার রিলে বসানো আছে, যে জিনিসটা আমার খুঁজে পাওয়ার কথা না, কিন্তু পেয়ে গেছি।'

'তো?'

'দুর্ভাগ্যবশত জিনিসটা এমনভাবে বসানো যে সেটা সরাতে গেলে আমার যান পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। অন্তত আমি সেটা সরানোর জন্য কোনো উপায় জানি না। ফলে মেয়র সবসময়ই জানবেন আমি কোথায় রয়েছি –এবং জানবেন তুমি কোথায় আছ।'

'ধরো তুমি আমাকে অনুসরণ করতে পারলে না। তাহলে তিনিও জানবেন না তুমি কোথায় রয়েছ। ভেবে দেখেছিলে?'

'অবশ্যই ভেবেছি। মনে করেছিলাম যে জানিয়ে দেব তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু মেয়র সেটা বিশ্বাস করবেন না, করবেন? আমিও আর টার্মিনাসে ফিরতে পারবো না। আমি তো তোমার মতো না, ট্রাভিজ। আমার অনেক দায়িত্ব আছে। টার্মিনাসে আমার স্ত্রী রয়েছে –সন্তানসম্ভবা –আমি তার কাছে ফিরতে চাই। তোমার শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে। কিন্তু আমার চলবে না। –তাছাড়া আমি এসেছি তোমাকে সতর্ক করে দিতে। সেলডনের কসম, আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু তুমি কোনো কথাই শুনছ না।"

"হঠাৎ করে আমাকে এত দয়া দেখানোর কারণটা বুঝলাম না। কার কাছ থেকে তুমি আমাকে সতর্ক করে দেবে? আমার মনে হয় তোমার কাছ থেকেই আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। একবার বেঈমানী করেছ, পিছু নিয়ে এতদূর এসেছ আবার বেঈমানী করার জন্য। অন্য কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে না।"

কম্পর আন্তরিক গলায় বলল, "সেগুলো ভুলে যাও। ট্রাভিজ, তুমি এখন গরম টোপ। তোমাকে পাঠানো হয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য –যদি সেরকম কিছু সত্যিই থাকে। আমার অনুমান শক্তি বেশ ভালো। মেয়রের পরিকল্পনাও বুঝতে পারছি। যদি তুমি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন বের করার চেষ্টা কর তারাও তোমাকে বাধা দেবে। সেটা করতে গিয়ে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করে ফেলবে। আর তখন মেয়র ব্র্যানো তাদেরকে ধরবেন।"

'ব্র্যানো যখন আমাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেছিল তখন তোমার অনুমান শক্তি কাজ করে নি। দুঃখজনক।'

কম্পর লজ্জা পেল। 'জানোই তো, সবসময় কাজ করে না।'

'আর এখন এই অনুমান শক্তি দিয়ে তুমি বলছ যে তিনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন। ভয় পাচ্ছেন না।'

'আমার মনে হয় পারেন। কিন্তু সেটা ব্যাপার না। আসল ব্যাপার হল তোমাকে বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

'কেন?'

'কেন, মহাকাশের পর গ্রাকেয়োলের কসম, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন খোঁজার চেষ্টা করোনা। তুমি মরলে না বাঁচলে তাতে মেয়রের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার যায় আসে। এজন্য আমার নিজেকে দায়ী মনে হবে।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' ট্রাভিজ শুকনো গলায় বলল। 'আসলে আমার হাতে এই মুহূর্তে অন্য আরেকটা কাজ রয়েছে।'

'অন্য কাজ?'

'পেলোরেট এবং আমি পৃথিবী নামের গ্রহটা খুঁজছি, কারো মতে যে গ্রহ হিউম্যান রেস-এর আসল বাসস্থান। তাই না, জেনভ?'

পেলোরেট মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক এবং আমার অনেকদিনের গবেষণা ক্ষেত্র।'

কম্পর হতভম্ব হয়ে গেল। 'পৃথিবী খুঁজছ? কিন্তু কেন?'

'দেখার জন্য,' পেলোরেট বলল। 'এই একটা গ্রহেই মানব প্রজাতির বিকাশ ঘটেছিল –এখনকার মতো তৈরি অবস্থায় না, বরং খুব নীচু স্তরের জীবন থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করেছিল।'

'এবং,' ট্রাভিজ বলল, 'এই গ্রহেই আমি হয়তো দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারব।'

'কিন্তু পৃথিবী নামের কোনো গ্রহ নেই,' কম্পর বলল। 'তোমরা সেটা জান না?'

'পৃথিবী নেই?' পেলোরেট আরো হতভম্ব হয়ে পড়েছে। 'তুমি বলছ যে সেই কোনো গ্রহ নেই, যার বুকে মানব প্রজাতির জন্ম হয়েছিল?'

'আরে না। পৃথিবী একটা সত্যিই ছিল, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আর নেই। বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।'

'অনেকগুলো গল্প রয়েছে–'

'দাঁড়াও, জেনভ,' ট্রাভিজ বলল। 'তুমি এতকিছু কিভাবে জানলে কম্পর?'

'কি বলতে চাও? ব্যাপারটা আমার বংশগত। আমার পূর্বপুরুষরা সিরিয়ান সেক্টরে বাস করত। সেখানে আমরা সবাই পৃথিবীর ব্যাপারে সব জানি। গ্রহটা ঐ সেক্টরে অবস্থিত, তার মানে ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত না। সেজন্যই টার্মিনাস এটাকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পৃথিবী ওখানেই।'

'এটা একটা যুক্তি,' পেলোরেট বলল। 'সাম্রাজ্যের যুগে এটাকে বলা হত সিরিয়ান অলটারনেটিভ'।'

কম্পরের মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, 'কিন্তু এটা কোনো অলটারনেটিভ না। এটা ঘটনা।'

'আমি তোমাকে গ্যালাক্সির এমন অনেক জায়গার নাম বলতে পারব যেখানকার অধিবাসীরা সেই জায়গাগুলোকে পৃথিবী নামে ডাকে বা ডাকত।'

'কিন্তু আসল ঘটনা তো এটাই,' কম্পর বলল। 'সিরিয়ান সেক্টর গ্যালাক্সির সবচেয়ে প্রাচীন বসতি।'

'সিরিয়ান অবশ্য তেমন দাবী করে।'

কম্পরকে হতাশ দেখাচ্ছে। 'আমি বলছি–'

ট্রাভিজ বাধা দিল, 'পৃথিবীর কি হয়েছে, সেটা বল। তুমি বলছ সেখানে এখন আর কেউ বাস করেনা। কেন?'

'রেডিওএকটিভিটি। প্ল্যানেটারি সারফেসের পুরোটাই রেডিও একটিভ হয়ে পড়েছে, পারমানবিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে বা পারমানবিক বিস্ফোরণের কারণে ঠিক জানি না –তবে এখন আর সেখানে জীবন ধারণ সম্ভব না।'

তিনজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। কম্পর আবার মরিয়া হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, পৃথিবী নেই। খুঁজে কোনো লাভ হবে না।'

৪৪

এই প্রথমবারের মতো জেনভ পেলোরেটের মুখে কিছু ভাবের খেলা দেখা গেল। তবে রাগ বা দুঃখের ভাব না। শুধু তার চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল– সেই সাথে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা তিক্ততা।

নরম গলায় বলল, কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা হারিয়ে গেছে, 'তুমি কিভাবে জানলে?'

'বললামই তো,' কম্পর বলল, 'বিষয়টা আমার বংশগত।'

'ওভাবে কথা বলো না। তুমি একজন কাউন্সিলম্যান। তার মানে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কোনো গ্রহে তোমার জন্ম হয়েছে। স্মির্নো, বোধহয় এই নামটাই একটু আগে বলেছিলে।'

'ঠিক।'

'বেশ, বংশগত বলতে কি বোঝাচ্ছ। তুমি বলতে চাও গায়ে সিরিয়ান রক্ত থাকার কারণেই পৃথিবী সম্পর্কিত সমস্ত সিরিয়ান প্রাচীন কাহিনীগুলো তুমি জেনে ফেলেছ?'

কম্পর একটু দমে গেল। 'না, অবশ্যই না।'

'তো, কি বলতে চাও?'

কম্পর একটু থেমে নিজের ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিল। শান্তস্বরে বলল, "সিরিয়ান ইতিহাসের কিছু প্রাচীন বই আমার পরিবারের কাছে ছিল। বাইরের কারো সাথে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করিনা, বিশেষ করে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য তো অবশ্যই না। বিশ্বাস করো ব্যাপারটা শুধু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলেছি।"

গলার স্বরে একটু তিক্ততা ছিল। 'তাত্ত্বিকভাবে ফাউন্ডেশনের নাগরিকরা একইরকম, কিন্তু ফেডারেশনের বাইরের গ্রহগুলোর সাথে কোনো মিল নেই। যারা

যোগ, বইয়ে পড়ার পর আমি একবার প্রাচীন গ্রন্থগুলো ভ্রমণ করেছিলাম। ট্রাভিজ
–এই–'

ট্রাভিজ চলে গেছে ঘরের এক কোণায়, তিনকোনা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। জানালাটা এমনভাবে তৈরি যেন শহরের তুলনায় আকাশ বেশি দেখা যায় –আলো বেশি এবং প্রাইভেসীও বেশি। উঁকি দিয়ে ট্রাভিজ নিচে দেখার চেষ্টা করল।

ফিরে আসতে আসতে বলল, 'জানালার ডিজাইনটা চমৎকার। আমাকে চেনো, কাউন্সিলম্যান?'

'হ্যাঁ। কলেজ শেষ করে আমি একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'গ্র্যাজুয়েশনের পর? ভালই মনে আছে। তখন আমরা তরুণ। ফাউন্ডেশনের প্রতি বিশ্বাসী। কোনো কিছুর পরোয়া নেই। তুমি ট্যুরে গেলে। আমি কেটিতে রয়ে গেলাম। তোমার সাথে যাওয়ার কথা একবারও মনে হয়নি –ভেতর থেকে কিছু একটা বাধা দিয়েছিল।'

কম্পর অপমানটা গায়ে মাখলনা। "আমি কম্পরেলনে গিয়েছিলাম। পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে জানি আমার পূর্বপুরুষরা সেখান থেকেই এসেছিলেন –অন্তত আমার বাবার দিকের পূর্বপুরুষরা। সাম্রাজ্যের হাতে চলে যাওয়ার আগে প্রাচীন সময়ে আমরাই ছিলাম সেখানকার শাসক। কমপরেলন যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার একটা চমৎকার পুরনো কাব্যিক নাম রয়েছে –এপসিলন ইরিডানি।"

'অর্থটা কি?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল কম্পর। "কোনো অর্থ আছে কিনা জানিনা। শুধুই ঐতিহ্য। সেখানকার সবাই ঐতিহ্য ভালবাসে। অনেক প্রাচীন গ্রহ। তাদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক রেকর্ড রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো কথা বলে না। পৃথিবী শব্দটা উচ্চারণ করে দুহাত উপরে তুলে প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুল ক্রস করে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন দেখায়।"

'ফিরে আসার পর কথাগুলো কাউকে বলেছিলে?'

'অবশ্যই না। কে শুনবে। জোর করে কাউকে শোনাতে চাইনি।'

'উপগ্রহের কি হলো? পৃথিবীর উপগ্রহের বর্ণনা দাও,' পেলোরেট ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করল।

'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না,' কম্পর অবাক হয়ে বলল।

'কোনো উপগ্রহ আছে?'

'এ ব্যাপারে কিছু পড়েছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ছেনা। তবে কমপরেলনের রেকর্ড থেকে আমি নিশ্চিত তোমরা কিছু একটা পাবে।'

'তুমি কিছুই জান না?'

'উপগ্রহের ব্যাপারে কিছুই জানি না। মনে পড়ছে না।'

'হায়! পৃথিবী কিভাবে রেডিও একটিভ হয়ে পড়ল?'

কম্পর শুধু মাথা নাড়ল, কিছু বলল না।

'ভেবে দেখ। কিছু একটা নিশ্চয়ই শুনেছ।'

'সাত বছর আগের ঘটনা, প্রফেসর। তখন জানতাম না আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন। একটা লোককাহিনীর কথা মনে পড়ছে –অবশ্য সেখানকার সবাই এটাকে বলে খাঁটি ইতিহাস–'

'কাহিনীটা কি?'

'পৃথিবী ছিল রেডিওএকটিভ –সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে। জনসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল –এবং সে কোনোভাবে সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল।'

'একটা মরণশীল গ্রহ পুরো সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল।' ট্রাভিজ বলল অবাক হয়ে।

'আমিতো বলেছিই, এটা একটা লোককাহিনী,' কম্পর আত্মরক্ষার সুরে বলল। 'বিস্তারিত কিছু জানি না। শুধু জানি কাহিনীর মূল চরিত্র বেল আর্ভারডান।'

'কে সে?' জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

'একটা ঐতিহাসিক চরিত্র। সাম্রাজ্যের প্রথম যুগের একজন সৎ আর্কিওলজিস্ট। তার মতে পৃথিবী সিরিয়াস সেক্টরে অবস্থিত।'

'নামটা শুনেছি।' পেলোরেট বলল।

'কমপরেলনের লোককাহিনীর একটা চরিত্র। দেখ, যদি আরো কিছু জানতে চাও তোমরা কমপরেলনে চলে যাও। এখানে ঘোরাঘুরি করে লাভ হবে না।'

'পৃথিবী কিভাবে সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল?'

'জানিনা।' কম্পরের গলায় চাপা ক্রোধ।

'এর সাথে রেডিয়েশনের কোনো সম্পর্ক আছে?'

'জানি না। শোনা যায় পৃথিবীর বুকে মাইন্ড –এক্সপ্যান্ডার-এর বিস্তৃতি ঘটেছিল- সিনাপসিফায়ার বা সেধরনের কিছু।'

'তারা সুপারমাইন্ড তৈরি করতে পেরেছিল?' পেলোরেটের গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'বোধহয় না। যতদূর মনে আছে এতে কোনো কাজ হয়নি। মানুষের বুদ্ধিমত্তা বেড়েছিল বহুগুণ, কিন্তু মারা যাচ্ছিল দ্রুত।'

'সম্ভবত মোরালিটি মিথ,' ট্রাভিজ বলল। 'যত জানার চেষ্টা করবে ততই গুলিয়ে যাবে।'

পেলোরেট বিরক্ত হয়ে ট্রাভিজের দিকে ঘুরল। 'মোরালিটি মিথ সম্পর্কে কি জানো?'

ভুরু কপালে উঠে গেছে ট্রাভিজের। 'আমি তোমার মতো জ্ঞানী না, তাই বলে একেবারে মূর্খও না।'

'সিনাপসিফায়ার সম্বন্ধে তোমার কি মনে আছে, কাউন্সিলম্যান কম্পর?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'কিছুই না। আর কিছু বলতে পারব না। শেষ মেয়েদের কথা ... তোমাদের অনুসরণ করে এসেছি। তোমাদের সাথে যোগাযোগ করতে ... বন্ধু করেছি, শুধু জানানোর জন্য যে তোমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ... তোমাদের ব্যবহার করছেন। আলোচনার কিছু ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে পৃথিবীর কথা তুলে আমাকে অবাক করে দিয়েছ। আসলে যা ছিল সবই এখন অতীত ... আর্টিফ্যাক্ট, সিনাপেন্সিফায়ার এগুলোর সাথে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই। আবারো বলছি: পৃথিবী একটা মৃত গ্রহ। তোমরা কমনপ্লেনেসে চলে যাও, ... কিছু জানতে পারবে। শুধু এখান থেকে চলে যাও।'

'তারপর মেয়রকে জানাবে যে আমরা কমনপ্লেনেসে যাচ্ছি – নিশ্চিত হবার জন্য তুমিও যাবে পেছন পেছন। হয়তো মেয়র এরই মধ্যে জেনে ফেলেছেন। আমার ধারণা তিনিই তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। ঠিক?'

কম্পরের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গলা স্বাভাবিক রাখার জন্য ... যুদ্ধ করতে হচ্ছে। 'আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সাহায্য করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শুনলে না। যাও গিয়ে ব্ল্যাকহোলে ঝাঁপ দাও, ট্রেভিজ।' তারপর দ্রুত পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল, একবারও পিছনে তাকালো না।

পেলোরেট থমকে গেছে। 'কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হলো না, ট্রেভিজ। ও... কাছ থেকে আরো কিছু জানা যেত।'

'না, পারতেনা,' ট্রেভিজ গম্ভীর গলায় বলল। 'সে না চাইলে তার কাছ থেকে তুমি কিছুই জানতে পারতে না। জেনভ, জান না সে কি – আজকের আগে আমিও জানতাম না সে কি।'

৪৫

ট্রেভিজ গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। পেলোরেট আমতা আমতা করে শেষপর্যন্ত বলে ফেলল, 'আমরা কি সারারাত এখানেই বসে থাকব, গোলান?'

'না, ঠিকই বলেছ। মানুষের ভিড়েই আমরা ভালো থাকব। চল।'

উঠে দাঁড়ালো পেলোরেট। 'চারপাশে কোনো মানুষজন নেই। কম্পর ... আজকে কোনো এক ধরনের মেডিটেশনের দিন।'

'সে তাই বলেছিল? আসার পথে রাস্তায় ট্রাফিক চোখে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, সামান্য।'

'আমার মনে হয় বেশিই ছিল। তারপর, যখন শহরে ঢুকি, সেটা কি ... ছিল?'

'পুরোপুরি না। – তবে তোমাকে মানতেই হবে এই জায়গাটা একেবারে ...'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে এই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে। – ঠিক ... দিকে গেছে। আমার একটা জায়গা দরকারই পাওয়া যাবে। ... জায়গা দরকারই পারে যেখানে সেকেন্ডিয়ানে অতিথিদের ...

চারপাশে মানুষ থাকলে নিরাপদ বোধ করব, তখন তোমাকে বলতে পারব আসলে এখানে কি ঘটেছে।'

৪৬

রেস্টুরেন্টটা বেশি বড় না, তবে বেশ আরামদায়ক। ঘর গরম রাখার জন্য একপাশে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনেই খাবার তৈরি করা হয়। ঝাল সসে মেশানো মাংসের ছোট ছোট টুকরো – খেতে হয় হাত দিয়ে। হাতের আঙুল তেল মসলা এবং গরমের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাংসগুলো সবুজ ঠান্ডা পাতা দিয়ে ঢাকা। পাতাগুলোর স্বাদ ঝাঁঝালো।

প্রতিটা মাংসের টুকরা একটা করে পাতা দিয়ে ঢাকা, পুরোটা একসাথে মুখে দিতে হবে। ওয়েইটার যত্নের সাথে ব্যাপারটা ট্রেভিজ আর পেলোরেটকে দেখিয়ে দিল, বোঝাই যাচ্ছে বাইরের গ্রহের অতিথি সামলাতে অভ্যস্ত। দুজনের অবাক ভাব দেখে সে পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে হাসছে।

'চমৎকার!' ট্রেভিজ বলল। তারপর আবার অর্ডার দিল। পেলোরেটও দিল।

খাবার পরে হালকা মিষ্টি এবং এককাপ কফি নিয়ে বসল দুজন। কফির স্বাদে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল দুজন। তার সাথে সিরাপ মেশানোতে ওয়েইটারও সম্মতির সাথে মাথা নাড়ল।

'এবার বল, ট্যুরিস্ট সেন্টারে কি ঘটেছিল?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'কম্পরের সাথে?'

'আর কেউ ছিল সেখানে?'

ট্রেভিজ চারপাশে তাকালো। তারা বসেছে একদিকের বর্ধিত অংশে, প্রাইভেসী ... রেস্টুরেন্টে যথেষ্ট ভিড়। তবে মানুষের স্বাভাবিক গুঞ্জনে স্বস্তি বোধ করছে।

নিচু স্বরে বলল, 'আমাদের পিছু নিয়ে কম্পর সেশেল পর্যন্ত এসেছে, অবাক ব্যাপার না?'

'সারেই তো, তার অনুমান শক্তি খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, হাইপারস্ট্রাকিং-এ সে ছিল আন্তঃকলেজ চ্যাম্পিয়ন। একটু দক্ষ হলে তুমিও করতে পারবে। কিন্তু বুঝতে পারছিনা একজন অনুসরণকারী কিভাবে পরপর অনেকগুলো জাম্প ট্র্যাক করতে পারে। তুমি প্রথমটার জন্য তৈরি হলে, কম্পিউটার সব কাজ শেষ করল। অনুসরণকারী শুধু প্রথমটাই ধরতে পারবে, কিন্তু কোন সময়ে সে সবগুলো ধরে ফেলল?'

'সে কিন্তু পেরেছে, গোলান।'

'অবশ্যই পেরেছে,' ট্রেভিজ বলল। 'আমার ধারণা সে আগেই জানত আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে না, জেনেই করেছে।'

পেলোরেট কথাটা বিবেচনা করল। 'অসম্ভব, ভাই বল। কিভাবে জানবে। আর সীয়ার উঠার আগে তো আমরা ঠিক করিনি কোথায় যাবো।'

'ঠিক। –এই মেডিটেশনের ব্যাপারটা কি?'

'কম্পর মিথ্যে কথা বলেনি। ওয়েইটারও বলেছে, আজকে মেডিটেশন করার দিন।'

"হ্যাঁ, বলেছে, কিন্তু সে বলেছে যে রেস্টুরেন্ট খোলা থাকবে। কোনোদিক থেকে পিছিয়ে নেই। লোকজন মেডিটেট করবে ছোট শহরগুলোতে, যেখানে অধিবাসীরা কিছুটা অশিক্ষিত। এই গ্রহে ছোট শহর নেই বললেই চলে। সে জন্যই রাস্তাঘাটে ট্রাফিক চোখে পড়েছে, ব্যস্ততা রয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো না হলেও –ব্যস্ততা ছিল।"

'কিন্তু গোলান, ট্যুরিস্ট সেন্টারে কেউ ঢোকেনি। আমি খেয়াল করেছি। একটা লোকও ঢোকেনি।'

"আমিও খেয়াল করেছি। কিন্তু জানালা দিয়ে যখন বাইরে তাকালাম, তখন দেখলাম যে সেন্টারের চারপাশের রাস্তায় প্রচুর লোকজন পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে চলাচল করছে, কিন্তু কেউ ভিতরে ঢুকছে না। মেডিটেশন চমৎকার কভার তৈরি করেছে। আগে থেকে ঐ ক্যারজটিকে অবিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত না নিলে আমাদের মনে কোনো প্রশ্নই জাগত না।"

'ঘটনাগুলো থেকে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'খুব সহজ, জেনভ। আমাদের আশেপাশে এমন একজন আছে যে জেনে ফেলেছে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং সুবিধামতো কথা বলার জন্য চারপাশে প্রচুর মানুষ থাকার পরেও একটা পাবলিক বিল্ডিং খালি রাখতে পারে।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে সে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে?'

'অবশ্যই। ব্যাপারটা সম্ভব হবে যদি কম্পর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট হয় এবং মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারে; যদি আরেকটি মহাকাশযানে বসে সে তোমার আর আমার মাইণ্ড ধরতে পারে; যদি কাস্টমস স্টেশনকে প্রভাবিত করে সে ভেতরে ঢুকতে পারে; বর্ডার প্যেট্রোল ফাঁকি দিয়ে গ্র্যাভিটিক্যালি ল্যাণ্ড করতে পারে; এমন ভাবে মানুষের মাইণ্ড প্রভাবিত করতে পারে যেন সে যেখানে চায়না সেখানে কেউ ঢোকে।'

'বাই অল দ্যা স্টারস,' ট্রেভিজ করুণ স্বরে বলল, 'মনে হয় গ্র্যাজুয়েশনের সময় থেকেই সে বদলে গেছে। তার সাথে আমি ট্যুরে যাইনি। ইচ্ছা হয়নি। এটাও কি তার প্রভাব? সে একা থেকে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল?'

সামনের থালাবাসন ঠেলে সরিয়ে দিল পেলোরেট, যেন ভাবনা চিন্তা করার জন্য বেশি জায়গা প্রয়োজন। সংকেত পেয়ে একটা স্বয়ংচালিত টেবিল সামনে এসে দাঁড়ালো প্লেট চামচ নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আবার একা হওয়ার পর পেলোরেট বলল, 'পাগলামী। যা ঘটেছে সবই স্বাভাবিক। যদি একবার মাথায় ঢুকে যায় যে কেউ ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কাম অন, ওল্ড ফেলো, তোমার নিজের গল্প ছাড়া কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। জটিলতা বাড়িয়ো না।'

'কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না।'

'বেশ, যুক্তি দিয়ে বিচার করা যাক। ধরো সে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট। ট্যুরিস্ট সেন্টার খালি রেখে কেন সে আমাদের সন্দেহ বাড়িয়ে তুলবে। আমাদের কি বলেছে সে বা অন্য কেউ শুনলে সমস্যা হবে?'

'সহজ উত্তর, জেনভ। আমাদের মাইণ্ড সে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিল। চায়নি অন্য কোনো মাইণ্ড বাধা দেয়। কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।'

"আবারো তোমার নিজের ব্যাখ্যা। আমাদের সাথে কি এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছে সে? যে কেউ শুনলেই বলবে যে কম্পর একদম ছুটে এসেছে সে যা করেছে তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য, ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য। এর বেশি ভাবার দরকার কি?"

টেবিলের শেষ মাথায় কার্ড ঢোকানোর ছোট যন্ত্র বেরিয়ে এল, খাবার খাওয়ার দাম জ্বলজ্বল করছে। সাশ-এর পকেট থেকে ট্রেভিজ ফাউণ্ডেশন ক্রেডিট কার্ড বের করল। গ্যালাক্সির যে কোনো জায়গায় এই কার্ড গ্রহণযোগ্য। বিল মিটিয়ে কার্ডটা পকেটে রাখার আগে ব্যালেন্সটাও একবার দেখে নিল।

রেস্টুরেন্টে অল্প কিছু লোক হয়ে গেছে। ট্রেভিজ একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল তার প্রতি কেউ অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখাচ্ছে কি না। তারপর বলল, 'এর বেশি ভাবার প্রয়োজন কি? সে তো শুধু এই কথাগুলোই বলেনি। পৃথিবী নিয়ে কথা বলেছে। জোর দিয়ে বলেছে আমরা যেন কম্পলেলনে চলে যাই। যাবো আমরা?'

'এটা নিয়ে আমিও ভাবছি গোলান,' পেলোরেট স্বীকার করল।

'এখান থেকে চলে যাবো?'

'দিনকয়েক সেখানে খোঁজ-খবর নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে পারি।'

'তোমার মনে হয় না এত কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে সেশেল থেকে সরানো? যে কোনো জায়গায় যেতে পারব, কিন্তু সেশেলে থাকা যাবে না।'

'কেন?'

'জানিনা। দেখ, ওরা আশা করেছিল আমরা ট্র্যান্টরে যাবো। তুমি যেতে চেয়েছিলে বলেই আমাদের ট্র্যান্টরে যাওয়ার ব্যাপারটা ওরা হিসেবে রেখেছিল। সেশেলে এসে আমি তাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছি, এটা তারা আশা করেনি। তাই এখন আমাদেরকে এখান থেকে সরাতে চাইছে।'

পেলোরেটকে মনে হলো চরম অখুশী। 'কিন্তু, গোলান, তুমি শুধু মন্তব্য করে যাচ্ছ। কেন ওরা আমাদেরকে সরাতে চাইছে?'

'আমি বলতে পারব না, জেনভ। কিন্তু সরাতে চাইছে এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি এখানেই থাকছি। কোথাও যাচ্ছিনা।'

'কিন্তু-কিন্তু-দেখ গোলান, যদি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আমাদেরকে এখান থেকে সরাতে চায়, তাহলে আমাদের মাইণ্ড প্রভাবিত করেই সরাতে পারে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে যাবে কেন?'

'এতক্ষণে আসল কথায় এসেছ, তোমার বেলায় সেরকম ঘটেছে কি না [illegible] করেছ?' হঠাৎ সন্দেহে ট্রাভিজের চোখ ছোট হয়ে গেছে। 'তুমি দেখে [illegible] না?'

পেলোরেট অবাক হয়ে ট্রাভিজের দিকে তাকালো। 'আমার শুধু মনে হচ্ছে [illegible] পিছনে যুক্তি রয়েছে।'

'অবশ্যই তোমার তাই মনে হবে, যদি তুমি প্রভাবিত হয়ে থাকো।'

'কিন্তু আমি হইনি–'

'অবশ্যই তুমি হলফ করে বলতে পারবে যে তুমি প্রভাবিত হওনি।'

'আমাকে এভাবে ফাঁদে আটকে ফেললে তোমার অনুমানের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না। তুমি কি করতে চাও?'

'আমি সেশেলে থাকব। তুমিও থাকবে। আমাকে ছাড়া তুমি মহাকাশযান চালাতে পারবে না। কাজেই কম্পর যদি তোমাকে প্রভাবিত করে, তাহলে ভুল লোককে করেছে।'

'বেশ ভালো, গোলান। স্বাধীন কোনো কারণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সেশেলে থাকব। এর মধ্যে আমাদের কাছাকাছি থাকতে হবে। এস, এক [illegible] যদি প্রভাবিত হই তাহলে কি স্বেচ্ছায় তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ক্ষমতা আমার থাকবে?'

ট্রাভিজ একমুহূর্ত চিন্তা করে হাত বাড়িয়ে দিল। 'চল জেনভ, [illegible] ঘুমাই। আগামীকাল নতুন করে শুরু করব। –যদি বেঁচে থাকি।'

৪৭

মান কী কম্পরের মনে নেই কখন তাকে রিক্রুট করা হয়েছিল। এর একটা কারণ, [illegible] সময় সে ছিল একেবারে শিশু; আরেকটা কারণ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের এজেন্টরা তাদের চিহ্ন যতদূর সম্ভব মুছে ফেলেছিল।

কম্পর একজন 'অবজারভার' এবং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের কাছে সে এভাবেই পরিচিত।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারদের মেন্টালিকস ক্ষমতার কিছু কম্পরের আছে, কিন্তু তার অবস্থান শিকলের সবচেয়ে নিচে। সে মাইন্ডের ঝলক ধরতে পারে, [illegible] সেগুলোকে এডজাস্ট করতে পারে না। এতদূর শিক্ষা সে পায়নি। সে একজন অবজারভার, সক্রিয় কর্মী না।

এর ফলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর সেবাতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো দুঃখ নেই। পুরো ব্যবস্থায় নিজের গুরুত্ব সে বোঝে।

দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এধরনের কাজগুলো অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। ধারণা ছিল যে এর সদস্যরা গ্যালাক্সি মনিটর করতে পারবে এবং [illegible] প্ল্যান ফলপ্রসূ করতে পারবে, হয়তো এখানে সেখানে একটু সমন্বয় করতে হবে।

মিউল তাদের এই বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। অজানা কোনো স্থান থেকে এসে সে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে অরক্ষিত অবস্থায় ধরে ফেলে। প্রতিআক্রমণ করতে সময় লেগেছে পাঁচ বছর, সেটাও সম্ভব হয়েছে অনেকগুলো জীবনের বিনিময়ে।

চরম মূল্য দিয়ে পালভার তাদেরকে উদ্ধার করেন এবং তিনিই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো প্রসারিত করতে হবে, কিন্তু ধরা পড়া চলবে না। তাই তিনি একটা অবজারভার বাহিনী তৈরি করেন।

কম্পরের জানা নেই গ্যালাক্সিতে কতজন অবজারভার রয়েছে। এমনকি জানে না ট্রান্টরে কতজন রয়েছে। জানাটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সাধারণত অবজারভারদের মধ্যে কখনো যোগাযোগ হয় না, যেন একজন ধরা পড়লে অন্যদের কোনো বিপদ না হয়। সমস্ত যোগাযোগ থাকে ট্রান্টরের উপর মহলের সাথে।

কম্পরের আশা একদিন সে ট্রান্টরে যাবে। যদিও সে মনে করে সেটা অসম্ভব। জানে মাঝে মধ্যে একদু'জন অবজারভারকে ট্রান্টরে নিয়ে গিয়ে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু খুব কম। একজন ভালো অবজারভারের গুণাবলী টেবিলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট নয়।

জেনডিবলের কথা মনে হলো। তার চেয়ে চার বছরের বড়। নিশ্চয়ই তাকেও কম্পরের মতো বালক বয়সে রিক্রুট করা হয়, কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরাসরি ট্রান্টরে। এখন সে একজন স্পিকার। এটা নিয়ে কম্পরের কোনো মাথা ব্যথা নেই। পরবর্তীকালে জেনডিবলের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে এবং এই তরুণের মাইন্ডের ক্ষমতা সে দেখেছে। এক সেকেন্ডের জন্যও তার সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না।

নিজের নিচু পদ নিয়ে কম্পরের কোনো ভাবনা নেই। সুযোগও নেই। তাছাড়া ট্রান্টরের মান অনুযায়ী তার অবস্থান অনেক নিচে। কিন্তু তাদের নন-ট্রান্টোরিয়ান বিশ্বে, নন-মেন্টালিক সমাজে একজন অবজারভার সহজেই সমাজের উঁচুতলায় উঠতে পারে।

যেমন ভালো স্কুল বা ভালো বন্ধু পেতে কম্পরের কখনো সমস্যা হয় নি। নিজের মেন্টালিক ব্যবহার করে সে তার স্বাভাবিক অনুমান ক্ষমতাকে (সম্ভবত এই অনুমান ক্ষমতার কারণেই তাকে রিক্রুট করা হয়) বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল। এর সাহায্যেই সে হাইপার স্পেশাল অনুসরণে দক্ষতা অর্জন করে, কলেজে হিরো হিসেবে পরিচিতি পায়। এ ব্যাপারটাই তার রাজনীতিতে আসার সুযোগ করে দেয়। বর্তমান সমস্যা সমাধানের পর সে আরো কত উপরে উঠবে, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।

সমস্যাটা সফল সমাধানের পর, হবে তো নিশ্চয়ই, সবার অবশ্যই মনে পড়বে যে এই কম্পরই ট্রাভিজকে আবিষ্কার করেছিল –হিউম্যান বিয়িং হিসেবে না (সেটা সবাই পারবে), একটা মাইন্ড হিসেবে।

কলেজে থাকতেই সে ট্রাভিজের ভেতর ঢুকেছিল। প্রথমে তাকে মনে হয়েছিল বেপরোয়া অস্থির মনের সঙ্গী হিসেবে। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেলে জড়ানো

নিষ্প্রভ চোখে সে তাকিয়েছিল ট্রাভিজের দিকে। সেই সময় অজান্তে সাবধানতাবশত সে বুঝতে পারে ট্রাভিজকে বিচ্যুতি না করে কি হারিয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন।

ট্রাভিজকে অবশ্য বিচ্যুতি করা যেতনা কারণ তার জন্ম টার্মিনাসে, কম্পরের মতো অন্য গ্রহের অধিবাসী না সে। তাছাড়া অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। শুধু অল্প বয়সীরাই মেন্টালিকস শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক। এটা শিক্ষার চেয়েও অনেক বড় কিছু। পূর্ণবয়স্ক ব্রেইনে এই শিক্ষার যন্ত্রণাদায়ক প্রবেশন সম্ভব হতো না।

যদি তাকে দলে নাই নেয়া যায় তাহলে তার কোন ব্যাপারটা কম্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পরের সাক্ষাতেই কম্পর ট্রাভিজের মাইন্ডে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে দেখল কি তাকে বিরক্ত করছিল। ট্রাভিজের মাইন্ডের বৈশিষ্ট্য তার শেখা শিক্ষার সাথে মেলে না। বার বার ব্যাপারটা তার চোখ এড়িয়ে যেতে লাগল। এর কারণ ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে সে কিছু ফাঁক পেল না, সেগুলো ফাঁক হতে পারে —এবং অস্তিত্বহীনতা। ঠিক এই জায়গাগুলোতেই ট্রাভিজের মাইন্ডের আচরণ পরিভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, ফলে অনুসরণ করা যাচ্ছেনা।

কম্পরের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। তবে যা পেয়েছে তার ভিত্তিতে সে ট্রাভিজের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তখন থেকেই তার সন্দেহ হয়, আপাতদৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার একটা অস্বাভাবিক দুর্লভ ক্ষমতা ট্রাভিজের রয়েছে।

ফাঁকা জায়গাগুলোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে? এ ধরনের মেন্টালিজম তার ক্ষমতার বাইরে —হয়তো স্পিকারদেরও। অস্বস্তির সাথে বারবার মনে হতে লাগল, ট্রাভিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার কথা হয়তো কারো জানা নেই, ফলে সে হয়তো—

কি করবে সে? কম্পরের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ট্রাভিজের যে গুণাবলী রয়েছে সেটার অর্থ সে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা বুঝতে পারছে। শুধু অনুমান করতে পারে যে ট্রাভিজ হয়তো একদিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই ঝুঁকি নিতে হবে। যদি সেটা ঠিক হয়েই যায়-

পিছনের কথা চিন্তা করে সে এখনো বুঝতে পারে না এত সাহস কোথায় পেয়েছিল। টেবিলের প্রশাসনিক বাধা সে দূর করতে পারে নি। তার সুনাম নষ্ট হয়ে গেল। বেপরোয়া হয়ে সে সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করল এবং শেষ পর্যন্ত স্টর জেনডিবল তার সাথে যোগাযোগ করে।

জেনডিবল ধৈর্য ধরে সব কথা শোনে। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। জেনডিবলের পরামর্শেই কম্পর ট্রাভিজের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেন ট্রাভিজকে নির্বাসন দেয়া হয়। এবং হয়তো জেনডিবলের মাধ্যমেই কম্পর স্বপ্নের ট্রানটরে পৌঁছতে পারবে।

সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়েছিল ট্রাভিজকে ট্রানটরে টেনে আনার জন্য। কিন্তু সে আসেনি। কম্পর হতবাক হয়ে যায় এবং তার ধারণা জেনডিবলও ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারে নি।

যাই হোক দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসছে জেনডিবল এবং কম্পরের মতে এতে পরিস্থিতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

কম্পর তার হাইপাররিলেশনাল পাঠালো।

১৮

মাইন্ডে স্পর্শ পেয়ে জেনডিবল ঘুম থেকে জেগে উঠল। ব্যাপারটা কার্যকরী কিন্তু বিরক্তিকর না। কারণ সেটা ঠিক জাগরণ কেন্দ্রে টোকা দেয়। সে সহজভাবে জেগে উঠল।

উঠে বসল বিছানায়, পাতলা চাদর তার পেশীবহুল শরীর বেয়ে পিছলে নেমে গেছে। চিনতে পারছে স্পর্শটা। মৌখিক শব্দ দ্বারা যারা যোগাযোগ করে তাদের দুজনের কণ্ঠে যেমন পার্থক্য, মেন্টালিস্টদের ক্ষেত্রেও তেমন পার্থক্য থাকে।

জেনডিবল একটা স্ট্যান্ডার্ড সিগন্যাল পাঠালো, জিজ্ঞেস করল একটু দেরী করা যাবে কি না, উত্তরে 'নো ইমার্জেন্সী' কল আসল।

ধীরে সুস্থে সকালের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করল জেনডিবল। গোসলের জন্য শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো —ব্যবহৃত পানিই আবার রিসাইকলড হয়ে নেমে আসছে। তখনই সে আবার যোগাযোগ করল।

'কম্পর?'

'জি, স্পিকার।'

'ট্রাভিজ এবং অন্য লোকটার সাথে কথা বলেছ?'

'পেলোরেট, জেনভ পেলোরেট। জি স্পিকার।'

'পাঁচ মিনিট সময় দাও, তারপর ভিজুয়ালের ব্যবস্থা করছি।'

কন্ট্রোল রুমে যাওয়ার পথে সুরা নোভী প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করিয়ে দিল তাকে। এখনো তার মাইন্ডের আলো এবং শ্রদ্ধা জেনডিবলকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, কিন্তু ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সহ্য হয়ে যাচ্ছে।

তার মাইন্ডের ছোট একটা ধারা সে নোভীর মাইন্ডের সাথে যুক্ত করে দিল। এখন আর মেয়েটার মাইন্ড না ছুঁয়ে তার মাইন্ড কেউ ছুঁতে পারবে না। তার অজান্তে অন্য কোনো বহিরাগত মাইন্ড ফিল্ড তাদের আশেপাশে ঢুকতে পারবেনা।

'কম্পর?' সে জিজ্ঞেস করল।

'জি, স্পিকার।'

'শান্ত হও। তোমার মাইন্ড পরীক্ষা করতে হবে। বাধা দিওনা।'

'আপনি যা চান,স্পিকার। জিজ্ঞেস করতে পারি কেন?'

নিশ্চিত হতে হবে যে তোমাকে কনভার্ট করা হয়নি।'

'আমি জানি টেবিলে আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই–'

'চিন্তা করোনা, কম্পর। বিশ্রাম। –হ্যাঁ, তোমাকে কনভার্ট করা হয়নি। এখন তুমি একটু সহযোগিতা করলেই ভিজুয়াল কন্টাক্ট করা যায়।'

এরপরে যা ঘটল, সাধারণ শব্দে সেটিকে বলা যায় মায়া বা ইন্দ্রজাল, কারণ সুপ্রশিক্ষিত দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার ছাড়া আর কারো পক্ষে সেটা ধরা সম্ভব না। অনুভূতি দিয়ে তো নাই, অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও ধরা যাবে না।

ব্যাপারটা হচ্ছে মুখের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে মাইন্ডে সেটাকে ফুটিয়ে তোলা। এমনকি সবচেয়ে ভালো মেন্টালিস্টও ঝাপসা কাঁপাকাঁপা অবয়ব ছাড়া কিছু তৈরি করতে পারে না। কম্পরের মুখ মাঝখানে ভাসছে, যেন পাতলা কাঁপাকাঁপা ক্লেশময় পর্দার ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। জেনডিবল জানে তার নিজের চেহারাও কম্পরের সামনে ঠিক একইভাবে উপস্থিত হয়েছে।

হাইপারওয়েভে যোগাযোগ করলে, যোগাযোগকারী হাজার পারসেক দূরে থাকলেও মনে হবে যেন মুখোমুখি বসে কথা বলছে। জেনডিবলের আয়োজনে এই সুযোগ রয়েছে।

মেন্টালিস্ট ভিশনের কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রধান সুবিধা, প্রথম ফাউন্ডেশন কোনো যন্ত্র দিয়েই সেটা ধরতে পারবে না। আরেকজন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার ধরতে পারবে না। মাইন্ডের ছুটাছুটি ধরতে পারবে, কিন্তু মুখভঙ্গির যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন যোগাযোগ তৈরি করে সেটা ধরতে পারবে না।

এন্টি-মিউলের ব্যাপার –বেশ, তোড়ীর মাইন্ডের বিশুদ্ধতাই সেটা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট।

'সংক্ষেপে বল, কম্পর, ট্রাভিজ এবং পেলোরেটের সাথে তোমার কি কথা হয়েছে। সংক্ষেপে, মাইন্ড লেভেল পর্যন্ত।'

'অবশ্যই, স্পিকার,' কম্পর বলল।

বেশি সময় লাগল না। শব্দ, মুখের ভঙ্গি, মেন্টালিজম-এর সমন্বয় বিষয়টাকে যথেষ্ট সংকুচিত করেছে, অথচ সাধারণভাবে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য আদানপ্রদান হয়েছে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে জেনডিবল। মেন্টালিস্ট ভিশনে কোনো ধরনের নেই। দক্ষিভার দৃষ্টিক্ষেত্রে বা হাইপারভিশনের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত নষ্ট ইনফরমেশন বিট চলাচল করে। ফলে যে কেউ ইচ্ছা করলে প্রচুর বিট মিস করতে পারে।

মেন্টালিস্ট ভিশনের রেশম পর্দার মধ্য দিয়ে নিখুঁত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, তাই কোনো বিট মিস করা যায় না। প্রতিটি বিট গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রানটরে তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোসংযোগের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকরা নানা ধরনের গল্প বলতেন। সবচেয়ে বেশি যে গল্পটা বলা হতো সেটা ছিল অবিশ্বাস্য

সেই গল্পে বলা হয়েছে, কালগান দখল করার আগে মিউলের অগ্রযাত্রার খবর একজন নিম্নপদস্থ অফিসারের হাতে পৌঁছায়। সেই লোকটার অনুভূতি ছিল ঘোড়ার মতো। কারণ রিপোর্টে 'ব্যক্তিগত নাম' তকমাটা তার চোখে পড়েনি। সে ধরে নেয় একটা ট্রানটরে পাঠানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এর মধ্যে দ্বিতীয় সংবাদ এসে পৌঁছায়, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না, কাটাতে হয় ঠিক পাঁচটা বছর।

ঘটনা অবশ্য সেভাবে ঘটেনি, কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার না। গল্পটা ছাত্রদের মনোসংযোগের অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছে। ছাত্রজীবনে জেনডিবল নিজেও একটা ভুল করেছিল। তখন তার শিক্ষক, বৃদ্ধ কেনড্রাস্ট –অত্যন্ত কড়া ছিলেন –বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'ঘোড়ার মতো প্রাণী, তরুণ জেনডিবল?' সেটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কম্পর শেষ করল।

'ট্রাভিজের আচরণ সম্পর্কে তোমার মতামত। তুমি তাকে আমাদের সবার চেয়ে ভালো চেন।' জেনডিবল জিজ্ঞেস করল।

'একেবারে পরিষ্কার,' কম্পর বলল। 'মেন্টালিক ইন্ডিকেশন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার কথা ও কাজে সে মনে করেছে আমি তাকে ট্রানটরে বা সিফিয়াস সেক্টরে সরিয়ে দিতে উদ্বিগ্ন। অর্থাৎ আমার মতে সে যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে। তার সরে যাওয়ার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট জোর দিয়েছি, যখন সে বুঝতে পেরেছে তার আগ্রহ আমার আগ্রহের বিপরীত, তখন সে যা আমার ইচ্ছা বলে মনে করেছে তার বিপরীত কাজ করবে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।'

জেনডিবল বুঝতে পারছে কম্পরের কথা ঠিক। 'আমি সন্তুষ্ট। দারুণ কাজ দেখিয়েছ। পৃথিবীর রেডিও একটিভিটি নিয়ে তোমার গল্পটা আমাদেরকে সরাসরি মাইন্ড ম্যানিপুলেশন-এর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। চমৎকার!'

মনে হলো কম্পর কষ্ট করে নিজেকে সামলাচ্ছে। 'স্পিকার' সে বলল, "আমি আপনার প্রশংসা গ্রহণ করতে পারছি না। গল্পটা আমি তৈরি করিনি। এটা সত্য। সিরিয়াস সেক্টরে সত্যিই পৃথিবী নামে একটা গ্রহ রয়েছে যাকে মানব সভ্যতার আসল জন্মস্থান হিসেবে ধরা হয়। হয়তো গ্রহটা প্রথম থেকেই রেডিও একটিভ ছিল, সেটা ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়ে এর মৃত্যু হয়। আমার পূর্বপুরুষদের মাতৃগ্রহে এগুলো সবই বিবেচিত হয় প্রকৃত ইতিহাস হিসেবে।"

'তাই? বেশ মজার!' জেনডিবল বলল নিরুৎসাহিত গলায়। 'খুশীর কথা হচ্ছে সত্য কথা বলা হয়েছে, যেখানে একটা অসত্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা যায়। পালভার বলেছিলেন, 'সত্যের হাত কাছাকাছি হবে, মিথ্যা তত শক্ত হবে, এবং সত্য নিজেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা।'

'আরেকটা কথা। আপনি আমার আগ পর্যন্ত ট্রান্টিজকে সেশেলে বাধার জন্য আমাকে সাংঘাত অতীত কাজ করতে হয়েছে। এতে সে সন্দেহ করে ফেলেছে যে, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অধীন।'

জেনডিবল মাথা নাড়ল। 'আমার মতে সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ না। তার মনের যে অবস্থা তাতে এখন সে সবখানেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন দেখবে।'

স্পিকার, যদি আপনি আমার আগ পর্যন্ত ট্রান্টিজকে এখানে আটকে রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি বরং আপনার কাছে আসি। আমার জাহাজে আপনাকে তুলে নেই। মাত্র একদিন লাগবে–'

'না, অবজারভার,' জেনডিবল খাদের গলায় বলল। 'তুমি সেটা করবে না। তোমার জাহাজে একটা হাইপার রিলে রয়েছে, তুমি সেটা সরাতে পারবে না, তাই না?'

'হ্যাঁ স্পিকার।'

'যদি টার্মিনাস জানে যে তুমি সেশেলে ল্যান্ড করেছ, সেশেলে উপস্থিত আম্বাসেডরও সেটা জানবে –আম্বাসেডর এটাও জানবে যে ট্রান্টিজও এখানে ল্যান্ড করেছে। তোমার হাইপার রিলে টার্মিনাসকে জানাবে যে তুমি এখন পারসনেল নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে ফিরে এসেছ; আর আম্বাসেডর জানাবে যে ট্রান্টিজ কোথাও যায়নি। এর থেকে তারা কি অনুমান করবে? টার্মিনাসের মেয়র যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণ, তাকে সতর্ক করে দিতে চাই না। চাইনা সে তার ফ্লীট নিয়ে এখানে চলে আসুক।'

'উইথ রেসপেক্ট, স্পিকার –যদি একজন কমান্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে ভয় পাবার কি আছে?'

'হয়তো কারণটা খুব ছোট, আর যদি ফ্লীট না আসে তাহলে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো, অবজারভার। আমি পৌঁছে তোমার সাথে যোগ দেব এবং তারপর–'

'এবং তারপর, স্পিকার?'

'কেন, তারপর আমি দায়িত্ব নেব।'

৪৯

মেন্টালিস্ট-ভিশন শেষ করে জেনডিবল অনেকক্ষণ সেখানেই বসে রইল –চিন্তিত।

তার মহাকাশযান ফাউণ্ডেশনের যানগুলোর মতো মোটেই আধুনিক না, পুরনো। সেশেলে আসার জন্য তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে লম্বা পথ। এই সময় সে ট্রান্টিজের উপর সমস্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করেছে, প্রায় দশ বছরের সমস্ত রিপোর্ট।

সামগ্রিক এবং বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি পালভার টার্মিনাসে জন্মগ্রহণকারীদের নিয়োগ বন্ধ না করতেন, তাহলে ট্রান্টিজ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের জন্য অসাধারণ একটা সম্পদ হতো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কতগুলো সেরা লোককে নিযুক্তি [illegible] থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেটা বলা অসম্ভব। গ্যালাক্সির জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনসংখ্যা

প্রত্যেককে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কেউ হয়তো ট্রান্টিজের চেয়েও সেরা, কেউ তার চেয়েও নিচু মানের।

জেনডিবল আস্তে করে মাথা নাড়ল। টার্মিনাস না সেশেলেই জন্ম হোক, ট্রান্টিজের ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। সেটা দেখিয়ে দেয়ার কৃতিত্ব অবজারভার কম্পরের।

ট্রান্টিজকে অবশ্য এখন আর কাজে লাগানো যাবে না। পড়া-লিখা শেখার জন্য বয়স বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো তার ভেতরে রয়ে গেছে জন্মগত অন্তর্জ্ঞান, সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত তথ্য থেকে সমাধান বের করার দুর্লভ ক্ষমতা, এবং–

বৃদ্ধ সাক্সেস –বয়স হলেও এখনো ফার্স্ট স্পিকার এবং সেরাদের একজন –কিছু একটা ধরতে পেরেছিলেন। এখানে আসার পথে জেনডিবল যে বিশ্লেষণ তৈরি করেছে সেটা না দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, ট্রান্টিজই হচ্ছে সমস্যার চাবি।

এবং তাকে স্পর্শ করা যাবে না। এই বিষয়ে জেনডিবল নিশ্চিত। যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ট্রান্টিজের আসল ভূমিকা কি, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনোভাবেই মোকাবেলা করা যাবে না। যেখানে এন্টি-মিউলরা রয়েছে, সেখানে একটা ভুল পদক্ষেপ তাদের মুখের উপর একটা মাইক্রো সূর্যের বিস্ফোরণ ঘটাবে।

তার মাইন্ডের ভেতর আরেকটা মাইন্ড জেগে রয়েছে বুঝতে পারল। অন্যমনস্কভাবে সেটাকে একটা ধাক্কা দিল যেন ট্রান্সটোরিয়াম পোকামাকড় তাড়াচ্ছে –যদিও মাইন্ড [illegible] হাত দিলেনা। অন্য দিকের ধাক্কা বুঝতে পেরে তাকালো চোখ তুলে।

সুরা নোভী হাতের তালু দিয়ে কোঁচকানো ভুরু ডলছে। 'মাফ করবেন, মাস্টার, হঠাৎ করে মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে।'

জেনডিবল সাথে সাথে অনুতপ্ত হলো। 'দুঃখিত, নোভী। আমি কিছু ভাবছিলাম, খুব গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম।' দ্রুত –এবং আলতোভাবে সে মাইন্ডের মোচড়ানো অংশ মসৃণ করে দিল।

হঠাৎ করেই হাসল নোভী। 'চলে গেছে। আপনার দয়ালু কথাবার্তা, মাস্টার, আমার উপর খুব ভালো কাজ করে।'

'ভালো। কি হয়েছে? তুমি এখানে কেন?' নিজেই জানার জন্য সে তার মাইন্ডের আরো গভীরে ঢোকার উদ্যোগ নিল। কিন্তু বারবার মেয়েটার গোপনীয়তা ভাঙতে তার ইচ্ছা হচ্ছে না।

নোভী আমতা আমতা করছে। জেনডিবলের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছু দেখছেন না, শব্দ করছেন, মুখ নড়ছে। ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম –ভয় পেয়েছিলাম, আপনার বোধহয় কিছু হয়েছে –অসুস্থ –বুঝতে পারছিলাম না কি করব।'

'তেমন কিছু না, নোভী। ভয় পেয়ো না।' আলতোভাবে মেয়েটার একটা হাত ধরল সে। 'ভয়ের কিছু নেই। বুঝতে পেরেছ?'

তা —নাকি কাজ কোনো আবেগ —তার মাইণ্ড এর ভারসাম্যে এই কথায় নোভীর মাইণ্ড সে শান্ত করে তুলতে চায় কিন্তু বাইরের প্রভাবে সেটা করতে হবে ভেবে তার দ্বিধা হচ্ছে। বরং শুধু কথা বলে দেখা যাক।

'নোভী, আমি তোমাকে সুরা বলে ডাকতে পারি?'

খুশীটা মলিন হয়ে গেল নোভীর। 'ওহ্‌, মাস্টার, এমন করবেন না।'

'কিন্তু রাফিরান্ট সেদিন তোমাকে এভাবে ডেকেছিল। আমি ভাবি-'

'হ্যাঁ, ডেকেছিল, মাস্টার। এভাবেই পুরুষরা একটা মেয়েকে ডাকে যার কোনো পুরুষ সঙ্গী নেই —যার বাগদান হয়নি —পরিপূর্ণ হয়নি। আপনি আমাকে "নোভী" বলে ডাকলেই আমার সম্মান বাড়বে, আমি খুশী হবো। আশা করি "নোভী" ডাকতে কোনো সমস্যা হবে না।'

'অবশ্যই না, নোভী।'

এই কথায় তার মাইণ্ড একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেল এবং এতে জেনডিবলও খুশী হলো, খুব বেশি খুশী। কেন সে এত খুশী হবে?

মিউল প্রথম ফাউণ্ডেশনের সেইটা জেনিসকে না থামানোর আগেই ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল তার পরিকল্পনা। কিন্তু এই ব্যাপারটা আলাদা। এই হ্যামিশ মহিলাকে সে এলিয়েন মাইণ্ডের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যবহার করছে।

না, এটা সত্য না —স্পিকার হিসেবে তার দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হবে না যতক্ষণ সে নিজের মাইণ্ড ভালোভাবে বুঝতে না পারছে বা সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছে। সত্য হচ্ছে যখন মেয়েটা তার সাহায্য ছাড়াই আনন্দে এবং সুখে থাকে সে তাকেও আনন্দিত করে তোলে। এবং (তার মতে) এতে কোনো দোষ নেই।

'বসো, নোভী।'

রুমের শেষ মাথায় একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। মাইণ্ড পুরো ভরপুর।

'যখন দেখেছিলে আমি শব্দ করছিলাম, নোভী, সেই সময় আমি কথা বলছিলাম দূরের একজনের সাথে। স্পিকারদের নিয়মে।'

চোখ নিচু করে করুণ সুরে নোভী বলল, 'মাস্টার, স্পিকারদের অনেক নিয়ম আমি বুঝতে পারছি না। কাজটা পাহাড়ে চড়ার মতো কঠিন। আপনার কাছে তার জন্য আমার লজ্জা লাগছে। আপনি হাসছেন না তো, মাস্টার?'

'সবাই সবকিছু পারে না। এতে লজ্জার কিছু নেই। আমার মতো স্পিকার বানানোর জন্য তোমার বয়স বেশি। কিন্তু তুমি যা জানো বা করতে পারো তার চেয়ে বেশি কিছু জানার বা করার বয়স পার হয়ে যায়নি। আমি তোমাকে এই মহাকাশযানের ব্যাপারে শিখিয়ে দেব। গন্তব্যে পৌঁছার আগেই অনেক কিছু শিখে ফেলবে।'

নোভীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সব ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করব, মাস্টার।'

'আমি জানি তুমি করবে,' সে বলল —তারপর একটু দ্বিধা। তার মনে হলো সঙ্গীর ব্যাপারে কোনো আলোচনার সময় কম্পর বুঝতে পারেনি সে একা না।

ভাবলেই দেখেনি। সঙ্গে মহিলা থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না। কম্পর এতে অবাক হবে না। কিন্তু হ্যামিশ মহিলা? তারপরই মনে পড়ল যে কম্পর কখনো ট্র্যান্টরে যায়নি। কাজেই নোভীকে সে হ্যামিশ বলে চিনতে পারবে না।

মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল। কম্পর জানুক বা না জানুক —কিছু যায় আসে না। জেনডিবল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের একজন স্পিকার। সেলডন প্ল্যানের ভিতরে থেকে সে যা খুশী তাই করতে পারে —কেউ বাধা দিতে পারবে না।

'মাস্টার, গন্তব্যে পৌঁছার পর আমরা কি আলাদা হয়ে যাবো?'

জেনডিবল মুখ তুলে প্রয়োজনের চেয়ে জোর দিয়ে বলল, 'আমরা কখনো আলাদা হবো না, নোভী।'

নোভী লজ্জিত হয়ে হাসল ঠিক গ্যালাক্সির আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো।

বিশ্ববিদ্যালয়

৫০

[illegible] পেলোরেট।

ট্রেভিজ কাঁধ ঝাঁকাল। 'মানুষের শরীর কড়া গন্ধ তৈরি করে। [illegible] কৃত্রিম সুগন্ধী শুধু একটু প্রলেপ দেয় —গন্ধ পুরো দূর করতে পারে না।'

'আমার ধারণা, দুটো মহাকাশযানের গন্ধ কখনোই এক হবে না, [illegible]'

'ঠিক, এখন [illegible] তুমি [illegible] কোনো গন্ধ পেয়েছ?'

'না,' পেলোরেট স্বীকার করল।

'দেখ, [illegible] এখানেও কোনো গন্ধ পাবে না। যদি অনেকদিন এই মহাকাশযানে [illegible] তোমাকে বাড়ি ফেরার অনুভূতি দেবে। [illegible] তোমাকে মনে রাখতে হবে [illegible] মহাকাশযান বা গ্রহের গন্ধের ব্যাপারে [illegible] নিজেদের ভেতর সেটা কোনো ব্যাপার না।'

[illegible]

[illegible] ফাউন্ডেশন [illegible]

[illegible]

ট্রেভিজ [illegible] ফাউন্ডেশন [illegible]

[illegible]

'হ্যাঁ।'

'তুমি ঘুমাচ্ছ না?'

'[illegible] ঘুমাবো কেমন করে?'

'[illegible]'

'[illegible],' ট্রেভিজ [illegible] বলল।

'[illegible] পৃথিবীর কথা [illegible] রেডিও একটিভিটি?'

ট্রেভিজ [illegible] মাথা তুলল। 'দেখ, জেনভ, পৃথিবী [illegible]'

পেলোরেট [illegible]

[illegible]

'[illegible] আমরা এটাকে বলি '[illegible]'। [illegible]'

[illegible]

'তুমি বলতে চাও, [illegible]' ট্রেভিজ বলল। '[illegible]'

পেলোরেট [illegible] পৃথিবী [illegible]

'[illegible]'

'[illegible] বিশ্বাস করে না।'

'[illegible]'

'কিন্তু, জেনভ, পৃথিবীর রেডিও একটিভিটির ব্যাপারটা [illegible]'

'[illegible]'

'দেখ, রেডিও একটিভ একটা গ্রহ [illegible]'

ঘটনা ঘটেছিল। হলেও এই রেডিও-বিস্ফোরক অস্বাভাবিক কারণেই পৃথিবীর ভূত্বক দূষিত হতে শুরু করেছিল এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। হয়তো পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়ে রেডিও একটিভ হয়ে পড়ে। এর থেকে ধারণা করা যায় যে কোনো কারণে সেটি রেডিও একটিভ হয়ে পড়েছিল—অনাকাঙ্খিতভাবে বা ইচ্ছাকৃত।'

ট্রেভিজ একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'প্রথমত কম্পরকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমাদেরকে সাহায্যের জন্য সে হয়তো মিথ্যা কথা বলেছে। আর সত্যি কথা বললেও সে হয়তো ভেবেছে যে সেখানে জীবন ধারণ অসম্ভব।'

পেলোরেট হতাশার ভঙ্গি করল। 'পৃথিবীতে এত বেশি রেডিও একটিভিটি ছিল না যে প্রাণের বিকাশে বাধা দেবে। অথচ পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়েছে। কারণ জীবনের সাথে রেডিও একটিভিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে বরং বদলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।'

'পারমাণবিক বিস্ফোরণ?' ট্রেভিজ বলল।

'এই কথা আসছে কেন?'

'কারণ হয়তো পৃথিবীতে হয়তো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল?'

'পৃথিবীর সম্ভাবনা অসম্ভব। গ্যালাক্সির ইতিহাসে এমন কোনো রেকর্ড নেই, কোনো সমাজ কখনোই এত বোকা ছিলনা যে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে পারমাণবিক বিস্ফোরক ব্যবহার করবে। ট্রেলিংয়ান প্রজা বিদ্রোহের সময় যখন দুপক্ষই প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়েছিল, তখন জেনফিগুরান যোবটি মিউশন বিক্রিয়া সহজেই দেয়া—'

'কিন্তু ট্রেলিং লোকেরা তাকে কাঁদিয়ে ঘুরিয়েছিল। গ্যালাক্সির ইতিহাস খুঁজি। আমি দুর্ঘটনার কথা ভাবছিলাম।'

'এমন কোনো দুর্ঘটনার রেকর্ড নেই যার ফলে কোনো গ্রহের রেডিও একটিভিটি অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার মনে হচ্ছে এখানে সময় নষ্ট না করে সিরিয়াস সেক্টরে গিয়ে খোঁজ খবর করা উচিত।'

'হয়তো একদিন যাবো, কিন্তু এখন—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কথা বন্ধ করছি।'

অন্ধকারে ট্রেভিজ আরো একঘণ্টা জেগে রইল। মনে হচ্ছে হয়তো সে খানিকটা অস্বস্তি করতে পেরেছে। ভালো হবে সিরিয়াস সেক্টর ঘুরে শাসনে ফিরে যাওয়া—অথবা মনোযোগ থাকবে অন্যদিকে।

কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। দুঃস্বপ্ন দেখল ঘুমের মধ্যে।

৫১

পরদিন মধ্যাহ্নের আগে তারা আর শহরে আসতে পারল না। ট্রেভিজ সেটাকে একদম রাজ কিছু। তবে তারা একটা রেফারেন্স লাইব্রেরির ঠিকানা যোগাড় করতে পারল, সেখানে গিয়ে জুনিয়র টাচ-প্যাডিং কম্পিউটার চালানো শিখল।

অতুলনীয় সাথে যুক্ত অনুমোদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুর্লভ, তবু আরেও কাছেরগুলো নিয়ে। অ্যাস্টোরেল নিয়ে দেখতে প্রত্নতাত্ত্বিক, মানুষতাত্ত্বিকী, বা প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারে কিছু পাওয়া যায় কি না।

'আহ!' পেলোরেট বলল।

'আহ?' ট্রেভিজ একটু কঠিন সুরে বলল। 'আহ কি?'

'এই নামটা, কুইন্টেসেটজ। পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'তুমি চেনো?'

'অবশ্যই না, তবে হয়তো তার লেখা পড়েছি। আমাকে ফিরে হয়তো—'

'এখন ফিরছিলা, জেনভ। নামটা পরিচিত মনে হলে এটাই হবে সীমিত পছন্দ। সে আমাদের সাহায্য না করতে পারলেও পথ বাতলে দিতে পারবে।' ট্রেভিজ উঠে দাঁড়ালো। 'চল দেখেশুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথটা জেনে নেই। যেহেতু লাঞ্চ টাইম আগে খাওয়ার কাজটা সেরে নিতে হবে।'

তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলো দুপুরের পরে। জটিল গোলকধাঁধা পেরিয়ে এফিসে বসে থাকা তরুণীকে তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে এখন অপেক্ষা করছে।

'জানি,' পেলোরেট অস্থিরতার সাথে বলল, 'কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তুমি কাজ হয়ে গেছে।'

যেন পেলোরেটকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্যই আধঘণ্টা আগে দেখা মেয়েটিকে তাদের দিকে দ্রুতপায়ে আসতে দেখা গেল। পায়ের জুতোর রং লাল এবং বাদামী, চলার সময় মাটিতে আঘাত লেগে বিচিত্র সুরের উঁচু সুর বাজছে।

সংকুচিত হয়ে গেল পেলোরেট। তার ধারণা ছিল মানুষের অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, যেমন প্রত্যেকটিরই নিজস্ব শব্দ আছে। শব্দটা সহ্য হয়ে গেছে দেখে সে অবাক। আশা করছে আধুনিক তরুণীদের বেসুরো শব্দগুলোও সে মেনে নিতে শিখবে।

মেয়েটি পেলোরেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'আপনার পুরো নাম, প্রফেসর?'

'জেনভ পেলোরেট, মিস।'

'কোনো গ্রহ থেকে এসেছেন?'

ট্রেভিজ হাত তুলে চুপ করতে বলল, কিন্তু পেলোরেট সেটা হয়তো দেখল না বা পাত্তা দিল না। বলল, 'টার্মিনাস।'

মুখভরে দিয়ে চওড়া তরুণীর হাসি। 'প্রফেসর কুইন্টেসেটজকে যখন বলেছিলাম প্রফেসর পেলোরেট নামে একজন আপনার সাথে দেখা করতে চান, তিনি বলেছিলেন এই লোক যদি টার্মিনাসের প্রফেসর পেলোরেট হয় তাহলেই দেখা করব নইলে করব না।'

পেলোরেটের মুখের রং দ্রুত কয়েকবার বদল হলো। 'তুমি বলছ, তিনি আমাকে চেনেন?'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

ট্রাভিজের দিকে ঘুরে পেলোরেট বোকার মতো হাসল। 'আমাকে ক্ষমা, ভাবতেই পারছি না –আসলে আমি মাত্র কয়েকটা আর্টিকেল লিখেছি, আর কেউ–' সে মাথা নাড়ল। 'সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

ট্রাভিজ একটু হেসে বলল, 'নিজেকে অযথাই প্রমাণ করা বাদ দিতে হবে।' তারপর তরুণীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিশ্চয়ই কোনো বাহনের ব্যবস্থা আছে?'

'হাঁটা দূরত্ব। বিল্ডিং এর বাইরে যেতে হবে না। –পুরুষেরা কি টার্মিনাস থেকে এসেছেন?' বলেই তরুণী হাঁটা শুরু করল।

পুরুষ দুজন তাকে অনুসরণ করছে। ট্রাভিজ বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কোনো সমস্যা?'

'আরে না, কোনো সমস্যা নেই। সেশেলের অনেকেই ফাউন্ডেশনারদের পছন্দ করেনা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অনেক বেশি আধুনিক। আমি বলি বাঁচো এবং বাঁচতে দাও। অর্থাৎ ফাউন্ডেশনাররাও তো মানুষ। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি। আমাদের এখানেও অনেকেই বলে সেশেলিয়ানরাও মানুষ।'

'সেরকমই হওয়া উচিত। আমি কখনো টার্মিনাসে যাইনি। নিশ্চয়ই অনেক বড় শহর?'

'আসলে না,' ট্রাভিজ নিরাসক্ত গলায় বলল। 'আমার মনে হয় সেশেল শহরের চেয়েও ছোট।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন। এটা ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের রাজধানী তাই না? আরেকটা টার্মিনাস নিশ্চয়ই নেই?'

'না, যতদূর জানি, টার্মিনাস একটাই, সেখান থেকেই আমরা এসেছি –ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের রাজধানী।'

'নিশ্চয়ই সেটা একটা বিশাল শহর। –আর আপনারা এতদূর এসেছেন প্রফেসরের সাথে দেখা করতে। তাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। গ্যালাক্সির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি আমরা তাকে।'

'সত্যিই?' ট্রাভিজ বলল। 'কিসের জন্য?'

'আপনি সত্যিই রসিক। তিনি প্রাচীন ইতিহাস খুব ভালো জানেন। আমি যতটুকু আমার পরিবারকে জানি, তার চেয়েও বেশি জানেন।'

মেয়েটা খুব সহজেই তাকে ফাজিল হিসেবে ধরে নিয়েছে। ট্রাভিজ বলল, 'প্রফেসর নিশ্চয়ই পৃথিবীর ব্যাপারে সব জানেন?'

'পৃথিবী?' একটা অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো।

'সেই গ্রহ যেখান থেকে মানব জাতি যাত্রা শুরু করেছিল।'

'ও, আপনি প্রথম গ্রহের কথা বলছেন। মনে হয়। মনে হয় তিনি এ ব্যাপারে সব জানেন। কারণ, গ্রহটা সেশেল সেক্টরে অবস্থিত। সবাই জানে। –এটাই তার অফিস। আমি খবর দিচ্ছি।'

'না, একমিনিট দাঁড়ান,' ট্রাভিজ বাধা দিল। 'আমাকে পৃথিবীর কথা বলুন।'

'আসলে আমি এটাকে কখনো পৃথিবী নামে ডাকতে শুনিনি। বোধহয় ফাউন্ডেশনের তৈরি শব্দ। এখানে আমরা এটাকে বলি গায়া।'

ট্রাভিজ দ্রুত আড়চোখে একবার পেলোরেটের দিকে চাইল। 'আচ্ছা? সেটার অবস্থান?'

'কোথাও না। হাইপারস্পেসে হারিয়ে গেছে, কেউ সেখানে যেতে পারে না। ছোটবেলায় দাদীর কাছে শুনেছি, গায়া একসময় সত্যিকার মহাকাশে ছিল, কিন্তু এত অভিমানে–'

'মানুষের অন্যায়, অবিচার, বোকামী দেখে,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল, 'সে মহাকাশ থেকে চলে যায় এবং মানুষ হিসেবে সে সন্তানদের যে গ্যালাক্সিতে পাঠিয়েছিল তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।'

'আপনি গল্পটা জানেন? –আমার বান্ধবী বলেছিল এগুলো সব কুসংস্কার। এখন তাকে বলতে পারব। ফাউন্ডেশনের একজন প্রফেসর–'

দরজার উপরে ঝাঁপসা কাঁচে কর্কশ সেশেলিয়ান বর্ণমালায় লেখা রয়েছে সিমোন কুইনটেসেটজ, এ.বি.টি, তার নিচে লেখা প্রাচীন ইতিহাস বিভাগ।

মেয়েটা একটা ধাতব চাকতির উপর আঙুল রাখল। কোনো শব্দ হলোনা, কিন্তু দরজার ঝাপসা ভাব কেটে গিয়ে দুধ সাদা রং ধারণ করল। অন্যমনস্ক গলায় কেউ বলল, 'দয়া করে পরিচয় দিন।'

'জেনভ পেলোরেট, টার্মিনাস থেকে,' পেলোরেট বলল, 'সাথে রয়েছে একই গ্রহের গোলান ট্রাভিজ।' সাথে সাথে দরজা খুলে গেল।

৫২

মধ্যবয়সী মানুষ। গায়ের চামড়া হালকা বাদামী। মরিচা রঙের কোঁকড়ানো চুল। ডেস্ক ঘুরে তাদের দিকে এগিয়ে এল। এক হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি এস. কিউ। আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম, প্রফেসর বৃন্দ।'

'আমার কোনো একাডেমিক টাইটেল নেই,' ট্রাভিজ বলল। 'প্রফেসর পেলোরেটের সঙ্গী মাত্র। শুধু ট্রাভিজ ডাকলেই চলবে, প্রফেসর এবিটি।'

কুইনটেসেটজ বিব্রত হয়ে একটা হাত তুলল। 'না, না। এবিটি শুধু একটা উপাধি, সেশেলের বাইরে এর কোনো গুরুত্ব নেই। শুধু এস. কিউ বলে ডাকবেন। সেশেলে আমরা সামাজিক যোগাযোগের জন্য শুধু নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করি। দুজনের সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হয়েছি, যদিও একজনকে আশা করেছিলাম।'

একটু দ্বিধা করে ট্রাভিজের ডান হাত মুছে সে বাড়িয়ে দিল। ট্রাভিজ সেটা ধরে ভাবল সেশেলিয়ানদের অভ্যর্থনার রীতিটা বড় অদ্ভুত।

'অদ্ভুত,' কুইনটেসেটজ বলল। 'আমার চেয়ারগুলো প্রাণহীন, ঝামেলা কমাতে। কারণ চাইনা কোনো চেয়ার আমাকে জড়িয়ে ধরুক।'

ট্রেভিজ হাসল। 'কে চায় বলুন? আপনার এস. কিউ, মনে হচ্ছে সীমান্তবর্তী কোনো গ্রহের নাম। সেশেলিয়ান মনে হচ্ছে না? মাফ চাইছি, অন্যভাবে বলে ফেললাম।'

'কিছু মনে করিনি। ঠিকই ধরেছেন। পাঁচ প্রজন্ম আগে আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন এসকন-এর বাসিন্দা। ফাউণ্ডেশন-এর সীমানা বাড়ানোর সময় তারা সেখান থেকে চলে আসেন।'

পেলোরেট বলল, 'ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমা চাইছি।'

আন্তরিকভাবে হাত নাড়ল কুইনটেসেটজ। 'পাঁচ পুরুষ আগে কি ঘটেছে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আপনারা কিছু খাবেন? পান করবেন? কোনো মিউজিক শুনবেন?'

'যদি কিছু মনে না করেন,' পেলোরেট বলল, 'সরাসরি কাজের কথায় চলে যাই, অবশ্য সেশেলিয়ান রীতিনীতি যদি বাধা না দেয়।'

'কোনো ব্যাপার না। আসলে কতখানি খুশী হয়েছি, বলে বোঝাতে পারব না, ড. পেলোরেট। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে আর্কিওলজিকেল রিভিউতে আপনার অরিজিন মিথ নিয়ে লেখা আর্টিক্যাল পড়লাম। সংক্ষেপে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

পেলোরেট লজ্জা পেল। 'আপনি পড়েছেন সেজন্য আমি খুব আনন্দিত। সংক্ষেপ করতে হয়েছে কারণ রিভিউ পুরোটা ছাপতে চায়নি।'

'লেখাটা পড়েই আপনার সাথে দেখা করার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এমনকি টার্মিনাসে যাওয়ারও চিন্তাভাবনা শুরু করি, অবশ্য সেটা সহজে হতো না।'

'কেন?' ট্রেভিজ জিজ্ঞেস করল।

'আসলে, ফাউণ্ডেশন টেরিটোরিতে যোগ দেয়ার কোনো ইচ্ছা সেশেল-এর নেই এবং তাদের সাথে যে কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগ নিরুৎসাহিত করা হয়। আমরা নিরপেক্ষ থাকতেই পছন্দ করি। এমনকি মিউলও আমাদের ঘাঁটায়নি। সে কারণেই ফাউণ্ডেশন টেরিটোরী -বিশেষ করে টার্মিনাস -ভ্রমণের যে কোনো আবেদন সন্দেহের চোখে দেখা হয়। গবেষক হিসেবে আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেতাম -কিন্তু এখন আর প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই চলে এসেছেন, খুব অবাক হয়েছি। আমি যেমন পড়েছি, আপনিও কি আমার কোনো লেখা পড়েছেন?'

'আমি আপনার লেখা পড়েছি। আপনার কাজের ব্যাপারে জানি এস. কিউ, সেজন্যই এসেছি। আমি আসলে দুটো ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি, পৃথিবী -মানবজাতির সর্বস্বীকৃত মূল গ্রহ এবং গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপনের প্রথম যুগ। আর বিশেষ করে এখানেই এসেছি সেশেল গ্রহে কিভাবে বসতি স্থাপন শুরু হয় সেটা জানতে।'

'আর্টিক্যাল পড়ে আমার মনে হয়েছে আপনি বিশেষ করে পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবদন্তীর ব্যাপারে আগ্রহী।'

'তার চেয়েও বেশি আগ্রহী ইতিহাস -সত্য ঘটনা- যদি থাকে, সেগুলো নিয়ে। অন্যথায় পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী হলেও চলবে।'

কুইনটেসেটজ ছোট অফিস ঘরে পায়চারী শুরু করল। থামছে, পেলোরেটের দিকে তাকাচ্ছে, আবার পায়চারী করছে।

'তো, স্যার।' অধৈর্য গলায় বলল ট্রেভিজ।

'অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত। মাত্র গতকালকেই-'

'গতকালকে কি?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'আমি বলেছি, ড. পেলোরেট -আপনাকে জে.পি. বলতে পারি? পুরো নাম উচ্চারণ অভ্যাস নেই।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি বলেছি জে.পি. আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। কারণ গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন নিয়ে কিংবদন্তীর এক বিশাল সংগ্রহ রয়েছে আপনার, অথচ আমাদের গ্রহেরটা নেই। সেটাই আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম।'

'এর সাথে গতকালকের সম্পর্ক কি, এস. কিউ?' ট্রেভিজ জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের একটা কিংবদন্তী আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের সমাজের সবচেয়ে পবিত্র বিষয় মনে করা হয়-'

'পবিত্র?' ট্রেভিজ বলল।

'আমি ধাঁধা বা এই ধরনের কোনো কিছুর কথা বলছিনা। গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একরকমই একটা অর্থ হয়। কিন্তু এখানে শব্দটার একটা বিশেষ অর্থ হয়েছে। এর অর্থ "অত্যন্ত গোপন," এতই গোপন যে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই এর পূর্ণ অর্থ জানে, এতই গোপন যে বাইরের কাউকে সেটা বলা যাবে না। এবং গতকালকেই ছিল সেই দিন।'

'কিসের দিন, এস. কিউ.?'

'গতকাল ছিল ডে অফ ফ্লাইট।'

'আচ্ছা, মেডিটেশনের দিন। লোকজন চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে।'

'সেরকমই, বড় শহরগুলো বাদ দিয়ে। গ্রাম্য এলাকায় কিছু উৎসব পালন করা হয়। -কিন্তু আপনারা ব্যাপারটা জানেন দেখছি।'

ট্রেভিজের বিরক্ত ভাব দেখে পেলোরেট এতক্ষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার দ্রুত বাধা দিল। 'গতকাল এখানে এসে কিছু কিছু শুনেছি।'

'সারাদিনই শুনেছি,' মুখ বাঁকা করে বলল ট্রেভিজ। 'শুনুন এস. কিউ, আমি পণ্ডিত লোক না, কিন্তু একটা প্রশ্ন করছি। আপনি একটা পবিত্র ব্যাপারের কথা বলছেন, যা বাইরের কারো কাছে বলা যাবে না। তাহলে আমাদের বলছেন কেন? আমরা তো বাইরের লোক।'

'ঠিক, কিন্তু আমার কোনো কুসংস্কার নেই। জে. পির লেখা আমার দীর্ঘদিনের একটা বিশ্বাসকে আরো মজবুত করেছে। পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী এমনিই

তৈরি হয়না। সময়ের সাথে সবই বিকৃত হোক, তার পেছনে কিছু না কিছু আছে। আর ডে অফ ক্রাইটের পিছনে যে সত্যটা আছে, সেটা নিয়েই আমার আগ্রহ।'

'সেটা নিয়ে কথা বলা নিরাপদ?' ট্রেভিজ জিজ্ঞেস করল।

কুইনটেসেটজ কাঁধ ঝাঁকালো। 'পুরোপুরি নিরাপদ না। সময়ের সাথে সাথে আঁকড়ে উঠবে। তাদের হাতে অবশ্য কোনো ক্ষমতা নেই। আমরা ইতিহাস গবেষণার প্রয়োজনেই এর কথা বলছি। যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় বিজ্ঞানীদের সমিতি আমার পেছনে দাঁড়াবে।'

'সে ক্ষেত্রে,' পেলোরেট বলল, 'আপনাদের গোপন বিষয়টা আমাদের জানাবেন, এস. কিউ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে নিশ্চিত হতে হবে কেউ আমাদের কথা শুনছে না।' টেবিলের উপর একটা যন্ত্র বন্ধ করল সে। 'এখন আর কেউ আমাদের কথা শুনতে পারবে না।'

'এখানে কোনো ছাড়পোকা নেই তো?' ট্রেভিজ জিজ্ঞেস করল।

'ছাড়পোকা?'

'একটা যন্ত্র। যা দিয়ে দূরে বসেই কেউ আমাদের দেখতে পারবে, কথা শুনতে পারবে বা দুটোই করতে পারবে।'

'সেশেলে এমন কিছু ঘটে না।' কুইনটেসেটজ বলল আহত স্বরে।

ট্রেভিজ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনি যা বলেন।'

'বলে যান, এস. কিউ।' পেলোরেট বলল।

কুইনটেসেটজ হাঁটু ভাঁজ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। হাতের আঙুল মাথাগুলো এক করে চিন্তা করছে কি বলবে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রোবট কি আপনি জানেন?'

'রোবট?' পেলোরেট বলল, 'না।' ট্রেভিজও মাথা নেড়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল।

'কম্পিউটার কি সেটাতো জানেন?'

'নিশ্চয়ই,' ট্রেভিজ অধৈর্য স্বরে বলল।

'বেশ, একটা মোবাইল কম্পিউটারাইজড যন্ত্র–'

'যন্ত্র তো যন্ত্রই।' ট্রেভিজ এখনো অধৈর্য। 'বিভিন্ন ধরনের হয় এবং এদের অন্য কোনো নাম আছে কিনা আমি জানি না।'

'যেগুলো দেখতে ঠিক মানুষের মতো সেগুলোই হচ্ছে রোবট।' কুইনটেসেটজ একই সুরে তার কথা শেষ করল। 'যন্ত্রের সাথে পার্থক্য হচ্ছে রোবট দেখতে ঠিক মানুষের মতো।'

'কেন মানুষের মতো?' পেলোরেট নিখাদ বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'জানি না। খুব একটা কার্যকরী কিছু ছিলনা, নিশ্চয়ই। "রোবট" প্রাচীন ভাষার খুব প্রাচীন একটা শব্দ, আমাদের বিজ্ঞানীদের মতে "কাজ" শব্দটার সাথে এর একটা যোগসূত্র রয়েছে।'

'আমি এমন কোনো শব্দ কখনো শুনিনি,' ট্রেভিজ বলল সন্দেহের গলায়, 'যা শুনতে প্রায় "রোবট" এর মতো এবং "কাজ" এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে।'

পেলোরেট বলল, 'হয়তো ভিনগ্রহীয় কোনো শব্দ। যন্ত্রগুলো সম্ভবত বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত হতো, তাই "কাজ" শব্দের পরিবর্তে এটি ব্যবহার হয়েছিল। —যাই হোক, আমাদেরকে এগুলো বলছেন কেন?'

'কারণ, যখন পৃথিবী ছিল একক গ্রহ, গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপন শুরু করারও আগে, ঠিক সেই সময় রোবট আবিষ্কার হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে বিকাশ হলো [illegible] যান্ত্রিক, কৃত্রিম, জৈবিক, যান্ত্রিক, জটিল, সরল–'

একটু দম নিয়ে কুইনটেসেটজ আবার শুরু করল, 'দুঃখিত। ডে অফ ক্রাইট থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে রোবট এর ব্যাপার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সোজা কথা হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ রোবট তৈরি করল।'

'কেন তৈরি করেছিল?' ট্রেভিজ জিজ্ঞেস করল।

'এতদিন পর কে বলতে পারে। হয়তো মানুষের সংখ্যা কম ছিল বলে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপনের মতো বিশাল কাজটা সম্পন্ন করার জন্য।'

'এই কথার পিছনে যুক্তি আছে। গ্যালাক্সিতে কলোনী স্থাপন করার পরপরই রোবটের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। একারণেই এখন আর চিন্তামানবের যন্ত্র দেখা যায় না।'

'সে যাই হোক, সহজ সরল ভাষায় আমি আপনাদের গল্পটা বলছি। পৃথিবীর আশপাশে প্রতিবেশী নক্ষত্রগুলোকে প্রদক্ষিণরত বিভিন্ন গ্রহে মানুষ কলোনী গড়ে তুলল। নতুন কলোনীগুলোর হাতে পৃথিবীর চেয়ে বেশি রোবট ছিল। অন্যদিকে পৃথিবী রোবটের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ করল।'

'তারপর কি ঘটল?' পেলোরেটের প্রশ্ন।

"কলোনীগুলো ছিল শক্তিশালী। নিজেদের রোবটের সাহায্যে শিশু গ্রহগুলো পৃথিবী–মাদার প্ল্যানেটকে–পরাজিত করল। কিন্তু কিছু লোক সক্ষম হলো পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে। তাদের কাছে ছিল আরো উন্নত মহাকাশযান এবং আধুনিক হাইপারস্পেসাল ট্রাভেল। তারা যাত্রা করল আরো দূরের নক্ষত্র এবং সৌরজগতের দিকে, প্রথম যুগে স্থাপিত কলোনীগুলো থেকে সীমাহীন দূরত্বে এসে তারা তৈরি করল রোবটহীন নতুন কলোনী–যেখানে মানুষ বাস করতে পারবে ইচ্ছামতো। সেটাই হচ্ছে তথাকথিত টাইমস অফ ক্রাইট এবং ঠিক যেদিন সেশেল সেক্টরে–মূলত সেশেল গ্রহের মাটিতে পৃথিবী থেকে আসা প্রথম মানুষ পা ফেলে, প্রতি বছর সেই দিনটিকেই ডে অফ ক্রাইট হিসেবে পালন করা হয়। এই নিয়ম চলে আসছে হাজার বছর ধরে।"

'মাই ডিয়ার চ্যাপ,' পেলোরেট বলল, 'আপনি বলতে চান সেশেলের গোড়াপত্তন হয়েছিল সরাসরি পৃথিবীর মানুষের দ্বারা।'

কুইনটেসেটজ দ্বিধা করছে, একটু চিন্তা করে বলল, 'অতিশিহরণকারী সেটার [illegible] করা হয়।'

'কিন্তু আপনি মানতে পারছেন না।' ট্রাভিজ বলল।

'আমার মনে হয় –এর গ্রেট স্টোরস, আমি মানি না। একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সরকারকে না খেপানোর জন্য মুখে স্বীকার করতেই হয়। তেমনি, আপনার আর্টিকেল পড়ে মনে হয়েছে, গল্পটা আপনি জানেন না –তেমনি [illegible] কলোনাইজেশনের দুটো স্রোত। একটা স্রোত রোবটসহ কিন্তু ছোট, অন্যটা রোবটবিহীন কিন্তু বিশাল।"

'না জানতাম না। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম, সেজন্য কৃতজ্ঞ। অবাক [illegible] এই জিনিসগুলো কোথাও পাইনি।'

'বুঝতেই পারছেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কত শক্তিশালী। এটা সেশেলের গোপন ব্যাপার –পবিত্র বিষয়।'

'হয়তো,' ট্রাভিজ শুকনো গলায় বলল। 'কিন্তু কলোনাইজেশন-এর দ্বিতীয় স্রোত-রোবটবিহীন স্রোত –নিশ্চয়ই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন এটা শুধু সেশেলেরই গোপন ব্যাপার হবে?'

'অন্য জায়গাতেও নিশ্চয়ই আছে, তারা গোপন রেখেছে। রক্ষণশীলদের মতে পৃথিবীর মানুষ প্রথম পা রাখে সেশেলে। এখান থেকেই তারা গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ে।'

'এটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।' পেলোরেট বলল। 'আমি আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যে প্রশ্নটা করব সেটার উত্তর পেলে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে–'

ট্রাভিজ বাধা দিল। 'একটু থামুন, ভালোমানুষ এস. কিউ. তার গল্প এখনো শেষ করেননি। পুরনো কলোনী এবং তাদের রোবটের কি হলো? গল্পে কিছু বলা নেই?'

'খুব সামান্যই। স্বভাবতই মানুষ এবং হিউম্যানয়েড বেশিদিন একসাথে টিকতে পারেনি। রোবটসহ গ্রহগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।'

'আর পৃথিবী?'

'মানুষ সেই গ্রহ ত্যাগ করে এখানে বসতি স্থাপন করে এবং [illegible] (রক্ষণশীলরা বিশ্বাস করে না) অন্যান্য গ্রহে।'

'নিশ্চয়ই সব মানুষ পৃথিবী ত্যাগ করেনি। সেটাকে মরুভূমি বানিয়ে রেখেছি?'

'বোধহয়, আমি জানি না।'

'পৃথিবী কি রেডিও একটিভ ছিল?'

কুইনটেসেটজকে অবাক দেখালো। 'রেডিও একটিভ?'

'সেটাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমার জানা নেই। কখনো শুনিনি।'

একটু চিন্তা করে ট্রাভিজ বলল 'এস. কিউ. আপনার সময় নষ্ট করলাম।' (পেলোরেট চেষ্টা করল বাধা দেয়ার, কিন্তু ট্রাভিজ হাঁটুতে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।)

কুইনটেসেটজ বলল, 'সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি।'

'কুইনটেসেটজ আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয়, শুধু নামটা বলুন।'

'ভবিষ্যতে আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয়, শুধু নামটা বলুন।' কুইনটেসেটজ আন্তরিকভাবে হাসল। 'যদি জে. পি. আজকের আলোচনা নিয়ে আর কোনো লেখায় আমার নামটা না বলেন, তাহলেই যথেষ্ট প্রতিদান দেয়া হবে।'

'আপনাকে পুরস্কৃত করা উচিত। যদি টার্মিনাসে আসতে পারেন তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং স্কলার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। সেশেল হয়তো ফাউন্ডেশনকে পছন্দ করে না, কিন্তু টার্মিনাসে প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কোনো সেমিনারে অংশগ্রহণ করার সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।'

পেলোরেট অর্ধেক উঠে দাঁড়ালো। 'আপনারা সেই ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'জে. পি. ঠিকই বলেছে। এবং আমাদের যত খুশী করবেন, চেষ্টাও হবে তত জোরালো।'

ভুরু কুঁচকালো কুইনটেসেটজ। 'কি বলতে চান, স্যার?'

'গায়া সম্পর্কে আমাদের সব কিছু বলুন।' ট্রাভিজ বলল।

কুইনটেসেটজ এর মুখের সব আলো নিভে গেল দপ করে।

৫৩

মাথা নিচু করে বসে আছে কুইনটেসেটজ। অন্যমনস্কভাবে আঙুল চালাচ্ছে ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুলে। মুখের ভাব দেখে মনে হয় প্রতিজ্ঞা করেছে কথা না বলার।

ট্রাভিজ ভুরু উপরে তুলে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত কুইনটেসেটজ চাপা গলায় বলল, 'দেরী হয়ে গেছে –বেশ অন্ধকার।'

একটু আগেও সে চমৎকার গ্যালাকটিক ভাষায় কথা বলছিল, এখন বলছে সেশেলের অদ্ভুত ভাষায়।

'অন্ধকার, এস. কিউ?'

'পুরোপুরি রাত হয়ে গেছে।'

ট্রাভিজ মাথা নাড়ল। 'আর ভাবতে পারছিনা। খিদা পেয়েছে। চলুন এস. কিউ. আমাদের সাথে খাবেন। তারপর গায়া নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

কুইনটেসেটজ দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। বাকী দুজনের থেকে সে লম্বা, কিন্তু বয়স্ক আর দুর্বল। এখন আরো দুর্বল মনে হচ্ছে। লজ্জা পেয়ে বলল, 'আতিথেয়তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনারা অতিথি। আমাকে খাওয়াবেন, সেটা শোভা পায় না। আমার বাড়িতে চলুন, খুব বেশি দূরে না। বাড়িতেই আলোচনা ভালো হবে। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বেশি কিছু খাওয়াতে পারবনা। আমি আর আমার স্ত্রী নিরামিষভোজী।'

'আমি আর জে. পি. একটা ব্যবসায়ী চুক্তি করব। আপনাদের কিছু সুবিধে হবে বলে আশা করি।'

'আপনাদের যদি হোক, চমৎকার ব্যবসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ... সেন্টেনিয়াম দুজনা আপনারা হুকুম করতে পারেন।'

'আমি আপনার সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি, এস. কিউ।' ট্রাভিজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে। কবিতাগুলোর বেশ কোনো শেষ নেই। ... কুইনটেসেটজ। সহকর্মীরা এবং সেন্টেনিয়াম ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে ... কিন্তু তারা দুজনের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। ... ট্রাভিজের পাশে এ দিকে তাকিয়ে আছে।

শেষ পর্যন্ত তারা বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। আকাশটাই ... উঁচুতে পাহাড়। পাহাড়গুলো বেশ দূরে দূরে। কুইন্টাসের দুপাশে ...

পেলোরেট থমকে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে ছিটকে ... এবং আশেপাশের কুইন্টাসের সারিবদ্ধ অনুজ্জ্বল শিখায় সিঁদুর মিশানো উজ্জ্বল ... আছে।

তাকিয়ে আছে সোজা উপরের দিকে।

'চমৎকার!' সে বলল। বিড়বিড় করে এক জনপ্রিয় কবির কবিতা আওড়াল।

ট্রাভিজ মুগ্ধ হয়ে গেল, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আমরা এসেছি টার্মিনাস থেকে। আমার বন্ধু এর আগে অন্য কোনো গ্রহের আকাশ দেখেনি। টার্মিনাসে আমরা শুধু গ্যালাক্সির ঝাঁপসা কুয়াশা এবং অল্প কয়েকটা তারা দেখতে পাই। আমাদের সাথে বাস করলে নিজেদের আকাশকে আরো বেশি করে মূল্যায়ন করতে পারবেন।'

গম্ভীর গলায় কুইনটেসেটজ বলল, 'আমরা এটাকে পুরোপুরি মূল্যায়ন করি। গ্যালাক্সির এই অংশ বেশ জনবহুল, কিন্তু নক্ষত্রের বণ্টন যথাযথ। গ্যালাক্সির এমন কোনো জায়গার কথা বলতে পারবেন না যেখানে সমান উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমান বণ্টন হয়েছে অথচ সংখ্যা খুব কম। এমন অনেক আকাশ দেখেছি, টার্মিনাসের মতো, ভিতরে শয়ে শয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। এতে অন্ধকার রাতের আকাশের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।'

'আমি একমত।' ট্রাভিজ বলল।

'প্রায় সমান উজ্জ্বল নক্ষত্র দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম পঞ্চভুজটা দেখেছেন। পাঁচ বোন আমরা বলি। ওদিকে, গাছগুলোর ঠিক উপরে। দেখেছেন?'

'দেখেছি। বেশ আকর্ষণীয়।'

'হ্যাঁ। এগুলোকে প্রেমের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটা প্রেমপত্রই পঞ্চভুজের কোনো না কোনো চট দিয়ে শেষ হয়। পাঁচটা নক্ষত্র প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় প্রকাশ করে। এই নিয়ে প্রচুর রসালো এবং আবেগময় কবিতা লেখা হয়েছে।

তরুণ বয়সে আমিও অনেক কবিতা লিখেছি এবং জানিনা কখন থেকে পাঁচ ... একেকটার প্রেমে পড়ে গেছি —সবার বেলায়ই তাই ঘটে অবশ্য। পাঁচ বোনের ... অনুজ্জ্বল নকশাটা দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটা,' কুইনটেসেটজ বলল, 'ব্যর্থ প্রেমের প্রতিনিধি। প্রচলিত আছে যে এই ... একসময় তারাগুলোর মতো উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু শোকের কারণে দীপ্তিহীন হয়ে গেছে।' বলেই দ্রুত হাঁটতে লাগল।

১৫

ট্রাভিজ স্বীকার করতে বাধ্য হলো, চমৎকার হয়েছে। বেশ কয়েক রকমের ... এবং রকম মশলা ব্যবহৃত হয়েছে।

'এই খাবারগুলোর মধ্যে,' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল, 'নিশ্চয়ই দুএকটা স্থানীয় ... হয়েছে, এস. কিউ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। যখন প্রথম বসতকারী এখানে পা রাখে তার আগে থেকেই ... অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়। ফলে নিজস্ব প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। কিছু কিছু স্থানীয় ... আমরা সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমাদের প্রাকৃতিক উদ্যানে গেলে এখনো ... সেগুলোর উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল দেখতে পারবেন।'

পেলোরেট দুঃখিত স্বরে বলল, 'এখানেই আপনারা আমাদের চেয়ে এগিয়ে ... এস. কিউ। টার্মিনাসে যখন মানুষ বাস করতে শুরু করে, তখন স্থলভাগে জীবন বলতে কিছুই ছিলনা। সামুদ্রিক জীবন বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই নেয়া হয়নি, ... এই সাগরই অক্সিজেন তৈরি করে টার্মিনাসকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। টার্মিনাসের একেবারে ইকোলজী পুরোপুরি গ্যালাকটিক।'

'হ্যাঁ,' কুইনটেসেটজ অহংকারী হাসি দিয়ে বলল, 'প্রাণ সংরক্ষণে সচেষ্ট।'

ট্রাভিজ ঠিক এই মুহূর্তটাই বেছে নিল। 'আমার মনে হয় এস. কিউ, অফিস থেকে বেরোনোর সময় কথা দিয়েছিলেন, আমাদের ডিনার খাওয়াবেন এবং গায়ার ব্যাপারে কথা বলবেন।'

কুইনটেসেটজের স্ত্রী বেশ অমায়িক-একটু মোটাসোটা। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলেননি —এইবারে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'আমার স্ত্রী,' অস্বস্তির সাথে কুইনটেসেটজ বলল, 'অনেক বেশি রক্ষণশীল। গায়ার নাম শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। কিছু মনে করবেন না। কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কারণ, এগুলো জেনির গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

'কিন্তু আমাকেই জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমরা কথা বলছিলাম, পৃথিবী, রোবট, সোশাল বসতি স্থাপন নিয়ে। সবগুলোর সাথে এর সম্পর্কটা কোথায়?'

'হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই, তারপরও ব্যাপারটার মধ্যে অনেক অস্বাভাবিকতা আছে। কেন গায়ার নাম শুনে আপনার স্ত্রী অস্বস্তি বোধ করছেন? কেন আপনি

অস্বীকারোক্তি করছেন। কিন্তু কথা আপনি সহজেই আমাদের দিকে পাঠিয়ে [illegible] আমরা জানতে পেরেছি যে আসলে গায়াই হচ্ছে পৃথিবী এবং মানুষের [illegible] হয়ে হাইপারস্পেসে হারিয়ে গেছে।'

'এসব আজেবাজে কথা কে বলেছে আপনাকে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বলেছে।'

'কুসংস্কার।'

'আপনি যে গল্পটা বলেছেন তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই?'

'না, অবশ্যই না। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচলিত [illegible] কিছুই না এটা।'

'আপনি নিশ্চিত?' ট্রেভিজ চাপা গলায় বলল।

কুইনটেসেটজ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে উচ্ছিষ্ট খাবারের দিকে তাকিয়ে [illegible] তারপর বলল, 'চলুন, লিভিংরুমে গিয়ে বসি। এখানে বসে এসব [illegible] আমার স্ত্রী আর রুমটা পরিষ্কার করতে পারবে না।'

'এগুলো আসলেই রূপকথা?' পাশের ঘরে বসতে বসতে ট্রেভিজ [illegible] বলল। আকাশের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। ঘর অন্ধকার, কুইনটেসেটজ [illegible] অবয়ব ছায়ার মতো দেখাচ্ছে।

'কি মনে হয় আপনার?' কুইনটেসেটজ বলল। 'কোনো গ্রহ [illegible] হাইপারস্পেসে হারিয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন সাধারণ মানুষের [illegible] ধারণাও নেই হাইপারস্পেস আসলে কি?'

'সত্যিকথা বলতে কি,' ট্রেভিজ বলল, 'আমি নিজে অনেকবার হাইপারস্পেসে [illegible] গেছি। অথচ আমারই কোনো ধারণা নেই সেটা কি।'

'আসল কথা হচ্ছে, পৃথিবী আর যেখানেই হোক, –সেশেল ইউনিয়নের [illegible] কাছেও নেই, যে গ্রহের কথা বলছেন সেটা পৃথিবী না।'

'পৃথিবী কোথায় সেটা যদি নাও জানেন, এস. কিউ. যে গ্রহের নাম [illegible] সেটা কোথায় রয়েছে নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। এটা সেশেল ইউনিয়নের [illegible] ভেতরেই রয়েছে। আমরা জানি, তাই না পেলোরেট?'

পেলোরেট অন্যমনস্কভাবে বসেছিল, নিজের নাম শুনে চমকে উঠল, '[illegible] জানি, গোলান, গায়া কোথায়।'

'কখন জানলে, জেনভ?'

'আজকে সন্ধ্যায়। এখানে আসার পথে আপনি পাঁচ লোককে দেখিয়েছেন, [illegible] কিউ। শকুন্তের মাঝখানে একটা অনুজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। আমার মনে হয় [illegible] গায়া।'

কুইনটেসেটজ আমতা আমতা করছে, অন্ধকারে মুখের ভাব বোঝা [illegible] 'বেশ, আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। এছাড়া এই নক্ষত্রটি [illegible] করে।'

'বেশ, ওটার সম্বন্ধে বলুন। কো-অর্ডিনেটস জানেন?'

'আমি? না।' কুইনটেসেটজ প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল। 'সৌরজগতের কো-অর্ডিনেটস পাবেন আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে, তবে সহজে পাবেন না। এই নক্ষত্রে যাওয়ার কোনো অনুমতি দেয়া হয় না।'

'কেন? আপনাদের টেরিটোরীর ভিতরেই রয়েছে এটা।'

'মহাকাশের মানচিত্র অনুযায়ী, হ্যাঁ, রাজনৈতিকভাবে না।'

আরো কিছু শোনার জন্য ট্রেভিজ অপেক্ষা করছে। কেউ কিছু না বলায় সে উঠে দাঁড়াল। 'প্রফেসর কুইনটেসেটজ, এই তথ্যগুলো আমার জন্য না, দরকার ফাউন্ডেশনের জন্য। জোর করে আমি কিছু জানতে পারব না। আপনি স্বেচ্ছায় না জানালে আমি বাধ্য হব আমাদের অ্যাম্বাসেডরের কাছে যেতে। চাইলে ব্যাপারটা আন্তঃনাক্ষত্রিক কোনো ঘটনার জন্ম দেয়। সেশেল ইউনিয়নও নিশ্চয়ই চাইবে না।'

'ফাউন্ডেশনের কেন দরকার?'

'সেটা আপনাকে আমি বলতে পারব না। ঘটনা সরকারী পর্যায়ে চলে গেলে সেশেলের জন্য খারাপ হবে, আমার জন্যও। কারণ আমাকে কঠিন নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তথ্যগুলো সরকারকে বিব্রত না করে সংগ্রহ করি। বলুন তাহলে, কেন আপনারা গায়ার কথা আলোচনা করেন না। কথা বললে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে, নাকি অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে? সরাসরি বলুন আমাকে কি উপর মহলে যেতে হবে?'

'না, না,' কুইনটেসেটজ বলল, পুরোপুরি বিভ্রান্ত। 'সরকারী ব্যাপারে কিছু জানতে পারবেন। আমরা শুধু ঐ গ্রহ নিয়ে কথা বলি না।'

'কুসংস্কার?'

'হ্যাঁ, তাই। কুসংস্কার! –সেশেলের কসম, আমিও ওদের মতোই বোকা, যারা আপনাকে বলেছে গায়া হাইপারস্পেসে চলে গেছে –বা আমার স্ত্রীর মতো, যে নামটা শোনামাত্রই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, এমনকি হয়তো বাড়ি থেকেও–'

'বজ্রপাতের ভয়ে?'

'অনেকটা। এমনকি নামটা উচ্চারণ করতে আমারও ভয় হয়। গায়া! গায়া! শব্দটা আমার কোনো ক্ষতি করেনি। তারপরও অস্বস্তি হয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন গায়ার সূর্যের কো-অর্ডিনেটস আমি জানিনা, তবে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। ইউনিয়নের কেউ এই গ্রহ নিয়ে কথা বলি না। নামটা মুছে ফেলেছি মন থেকে। সামান্য যতটুকু জানি– প্রকৃত ঘটনা, কোনো অনুমান না –সেটা আপনাকে বলতে পারি। মনে হয় না এর বেশি কিছু কেউ বলতে পারবে।

'আমরা জানি গায়া বেশ প্রাচীন গ্রহ। কেউ কেউ মনে করেন এটা গ্যালাক্সির এই অংশের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহ, তবে আমরা নিশ্চিত না। দেশপ্রেম বলে সেশেল সবচেয়ে প্রাচীন, ভয় বলে গায়া সবচেয়ে প্রাচীন। দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের একমাত্র উপায়, যদি ধরে নেয়া হয় গায়াই হচ্ছে পৃথিবী, কারণ সবাই জানে সেশেলে বসতি শুরু করেছিল সরাসরি পৃথিবীর মানুষ।

"অনেক ইতিহাসবিদের ধারণা –গায়া গ্রহের গোড়াপত্তন হয়েছিল ফাউন্ডেশনের আগে। এটা আমাদের ইউনিয়নের কোনো কলোনী না বা আমাদের ইউনিয়নকে শাসন করেনি। বয়স শুনে বলা যাবে না গায়াকে বসতি স্থাপন, সেশেল বসতি স্থাপনের আগে না পরে হয়েছিল।"

'বোঝা যাচ্ছে, আপনি নিজে কিছু জানেন না। যা বলছেন সবই অন্যের ধারণা আর বিশ্বাস।'

কুইনটেসেটজ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। 'ঠিক তাই। আসলে গায়ার ব্যাপারে আমরা অনেক পরে সচেতন হয়ে উঠি। প্রথমে আমরা ব্যস্ত ছিলাম ইউনিয়ন গঠন করা নিয়ে, গ্যালাকটিক এম্পায়ারের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে, সাম্রাজ্যের প্রদেশ হিসেবে নিজেদের ভূমিকা এবং ভাইসরয়দের ক্ষমতা নির্ধারণ নিয়ে।

ইম্পেরিয়াল শাসন যখন অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে এক ভাইসরয় হঠাৎ গায়ার অস্তিত্ব ধরতে পারেন। বুঝতে পারেন দীর্ঘদিন থেকেই গায়া সেশেল প্রদেশ এবং এমনকি সাম্রাজ্যের কাছ থেকেও স্বাধীন হয়ে আছে। গায়া নিপুণভাবে নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং গোপন করে রেখেছিল, ফলে অন্য কারো পক্ষে বেশি কিছু জানা যায়নি। তিনি এটা দখল করার সিদ্ধান্ত নেন। বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে তার অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধযানগুলো ফিরে এসেছিল বিধ্বস্ত অবস্থায়।

"ভাইসরয়কে ধরা হতো সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি। কাজেই তার পরাজয়ে আমরা খুশী হয়েছিলাম। কারণ এর ফলেই আমরা পাই স্বাধীনতা, মুক্ত হই ইম্পেরিয়াল শাসন থেকে। এখনো সেই দিনটাকে ইউনিয়ন ডে হিসেবে পালন করা হয়। কৃতজ্ঞতাবশতই প্রায় এক শতাব্দী আমরা গায়াকে ঘাটাইনি। একসময় আমরা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা শুরু করি। গায়া দখল করার সিদ্ধান্ত নেই। একটা ছোট বাহিনী পাঠানো হয়। ধ্বংস হয়ে যায় সেটা।

'এরপর, কয়েকবার বাণিজ্য করার চেষ্টা করি –সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। গায়া পুরোপুরি তার একাকীত্ব বজায় রেখেছিল এবং আমাদের মত কোনো গ্রহের সাথে কখনোই বাণিজ্য বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। কারো বিরুদ্ধে কোনো সামান্যতম ব্যবস্থা নেয়নি। তারপর–"

সোফার হাতলে একটা বোতাম টিপে কুইনটেসেটজ আলো জ্বালল। দৃশ্যমান হল তার। 'আপনারা যেহেতু ফাউন্ডেশনের নাগরিক, মিউলের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে?'

ট্রেভিজের চোখ মুখ গরম হয়ে উঠল। পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসে একমাত্র মিউলই ফাউন্ডেশনকে পরাজিত করতে পেরেছিল। যারা ফাউন্ডেশনকে শাসন করেছে, খোঁচা দেয়ার জন্য মিউলের নামটা বলে। কুইনটেসেটজ আলো জ্বেলেছে দুজনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

'হ্যাঁ, মিউলের কথা মনে আছে।' ট্রেভিজ বলল।

'মিউল,' কুইনটেসেটজ বলল, "এক সময় ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের মতো একটা বিশাল সাম্রাজ্য চালাতো। কিন্তু আমাদেরকে কখনো শাসন করেনি। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তার সাথে আমরা নিরপেক্ষ ও শান্তি চুক্তি করি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে আমাদের কাছ থেকে আর বেশি কিছু চায়নি। সে অত্যাচারী ছিলনা, ছিল মানবিক।"

'তারপরেও সে যুদ্ধবাজ দখলদার,' ট্রেভিজ তিরস্কারের সুরে বলল।

'ফাউন্ডেশনের মতো?' কুইনটেসেটজ এর দ্রুত জবাব।

ট্রেভিজ কোনো তাৎক্ষণিক জবাব দিতে না পেরে বিরক্ত সুরে বলল, 'গায়ার ব্যাপারে আর কিছু বলার আছে?'

'মিউলের একটা মন্তব্য। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, মিউল এবং ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কালেলের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্মেলনে, চুক্তিতে সই করার সময় কলমে কলম ঠেকিয়ে মিউল বলেছিল, 'এই চুক্তির ফলে তোমরা গায়ার প্রতিও নিরপেক্ষ থাকবে। ভালো হবে তোমাদের জন্য। এমনকি আমিও গায়ার দিকে এগোব না।'"

ট্রেভিজ মাথা নাড়ল। 'কেন এগোবে। সেশেল নিরপেক্ষ থাকতে আগ্রহী, গায়া কখনো কারো সাথে লড়াই করেনি। মিউল চেয়েছিল পুরো গ্যালাক্সি দখল করতে, ক্ষুদ্র বিশ্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়।'

'হয়তো, হয়তো,' কুইনটেসেটজ বলল, 'কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী লোকটা আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার মতে, মিউল বলেছিল, 'এমনকি আমিও গায়ার দিকে এগোব না। তারপর শোনা যায়না এমন নিচু স্বরে বলেছিল, 'আবার'।'

'শোনা যায় না এমনভাবে বললে, সে শুনল কিভাবে?'

'কারণ, সেই সময় মিউলের কলম নিচে পড়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে সেটা তুলে নেয়ার সময় সেশেলিয়ানের কান চলে গিয়েছিল তার মুখের কাছে। তখনই শুনতে পায় 'আবার'। মিউলের মৃত্যুর আগে সে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

'তার বানানো গল্প হতে পারে।'

'না লোকটাকে আমরা বিশ্বাস করি।'

'যদি বানানো হয়?'

'চুক্তিতে সই করার সময় ছাড়া, মিউল কখনই সেশেল সেক্টরের ভেতরে বা কাছাকাছি আসেনি, অন্তত গ্যালাকটিক নাটকে তার আবির্ভাবের পর। তার আগে হয়তো এসেছিল।'

'তো?'

'কে, কোথায় জন্মেছিল মিউল?'

'কোথায় কেউ জানে না।' ট্রেভিজ বলল।

'সেশেলে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি, মিউল জন্মেছিল গায়ায়।'

'একটা শব্দ শুনেই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন?'

'আংশিক। মিউলকে কখনো পরাজিত করা যায়নি, কারণ তার ছিল অদ্ভুত মেন্টাল পাওয়ার। গায়াও কখনো পরাজিত হয়নি।'

'তারা পরাজিত হয়নি, তার মানে এই না যে পরাজিত করা যাবে না।'

'এমনকি মিউলও সেদিকে এগোয়নি। রেকর্ড থেকে দেখতে পারেন, ঘুরে আর কোনো সেক্টর এত স্বাধীন ছিল কি না। আর আপনি জানেন, কতিপয় উদ্দেশ্যে যারা গায়ায় গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছিল কি না, আমরা এর কিছু জানি কেন?'

'মনে হচ্ছে আপনিও কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?' ট্রেভিজ বলল।

'না ইচ্ছা হয় তাই বলেন। মিউলের পর থেকেই আমরা গায়ার কথা চিন্তা করাও বন্ধ করে দিয়েছি। যদি ভাবি যে মহাকাশে কী নেই, তাহলে বিশ্বাস করি। গায়া হাইপারস্পেসে চলে গেছে—এই গল্পটা হয়তো সবজায়গায় ছড়িয়েছে কারণে যেন মানুষ ভুলে যায় এই নামে সত্যিই একটা নক্ষত্র আছে।'

'আপনি মনে করেন গায়া হলো অনেক মিউলের গ্রহ?'

'হতে পারে। তাদের জন্য একটা পরামর্শ দিচ্ছি। যাবেন না ওখানে। আর ফিরতে পারবেন না। ফাউন্ডেশন গায়াকে ঘাটালে মিউলের চেয়েও বড় বিপদে পড়বে। আপনাদের আমাদেরকে কথাটা বলতে পারেন।'

'আমাকে গায়ার কো-অর্ডিনেটস এনে দিন, এখনি আপনাদের এর থেকে মুক্ত করবো। আমি গায়ায় যাবো, দিয়ে ফিরেও আসব।'

'বেশ। অ্যাস্ট্রোনমী ডিপার্টমেন্ট রাতেও কাজ করে। পারলে এখনি এনে দেব —কিন্তু আবারো বলছি গায়াতে পৌঁছার চেষ্টা করবেন না।'

'আমি চেষ্টা করতে চাই।'

কুইনটেসেটজ ম্লান গলায় বলল, 'আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।'

ফরওয়ার্ড

৫৫

জেনভ পেলোরেটের মন খারাপ। অনিশ্চিত বোধ করছে। তাকিয়ে আছে দূরের ল্যান্ডস্কেপের দিকে।

'সেইশিলে থাকা হলোনা, গোলান। চমৎকার আকর্ষণীয় গ্রহ। আরো অনেক কিছু জানার ইচ্ছা ছিল।'

কম্পিউটার থেকে চোখ তুলে ট্রেভিজ হতাশ ভাবে হাসল। 'ইচ্ছা কি আমারো ছিলনা? কি চমৎকার স্বাদের খাবার। আরো অনেক কিছু দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, কি করা যাবে।'

পেলোরেট নাক কুঁচকালো। 'ওহ আই ডিয়ার চ্যাপ। পশুর চর্বির মতো জুতা আর রা-এর এই পোশাকের কথা ভাবলেই ভয় হয়। আর আইনলাম। যোগাযোগ করেছ?'

'না যোগাযোগ করিনি, জেনভ। পুরো ব্যাপারটাই বাহুল্য। মুখ বুজে বিদেয় হলেই চলবে। কম্পিউ আর ভুতের ব্যাপারেও একই কথা।'

'তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। যাই হোক আমি পৃথিবীর ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের কথা ভাবছিলাম। যদ্দুর জেনেছি সেটা অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী —একজন বলছে রেডিয়েশনের কথা অন্যজন বলছে রোবটের কথা।'

'তার নয়তো মৃত্যু।'

'ঠিক,' পেলোরেট বিমূঢ় গলায় বলল। 'কিন্তু হতে পারে একটা ঠিক, একটা ভুল বা দুটোই কিছু পরিমাণ ঠিক বা দুটোই ভুল। আসলেই গোলান, যখনই কোনো বিষয়ে রহস্যের ঘন কুয়াশা তৈরি হবে, সেটা অনুসন্ধান করার আগ্রহ তোমার হবেই, খুঁজে দেখবেই তুমি।'

'দেখব,' গোলান বলল, 'গ্যালাক্সির প্রতিটি নক্ষত্র খুঁজে দেখব। কিন্তু বর্তমান সমস্যা হচ্ছে গায়া। এটার সমাধান করেই আমরা যাবো পৃথিবীতে বা ফিরে আসব সেখানে, বেশি সময় নিয়ে। কিন্তু প্রথমে গায়া।'

মাথা নাড়ল পেলোরেট। 'প্রথম কাজ প্রথমে। কুইনটেসেটজ এর কথা মেনে নিলে গায়াতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মরণ। যাওয়া উচিত হবে?'

'প্রস্তুতি আমারো। তুমি ভয় পাচ্ছ?'

পেলোরেট নিজের অনুভূতি যাচাই করে নিল। তারপর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল 'হ্যাঁ। ভীষণ।'

ট্রেভিজ চেয়ার ঘুরিয়ে অন্যজনের মুখোমুখি হলো। শান্ত নিচুস্বরে বলল, "জেনভ, তোমার ঝুঁকি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বললেই কম্পিউটার ... আর অর্ধেক ক্রেডিট দিয়ে তোমাকে এখানে নামিয়ে দেব। ফিরে এসে, তুমি ... তোমাকে নিয়ে সিরিয়াস সেক্টরে যাবো। ফিরতে না পারলে সেশেলের ... কর্তৃপক্ষ তোমার টার্মিনাসে ফেরার ব্যবস্থা করবে। থেকে গেলে আমি কিছু মনে করব না, ওল্ড চ্যাপ।"

পেলোরেট কয়েকবার মিটমিট করল চোখ, ঠোঁট দুটি পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে। তারপর কর্কশ গলায় বলল, 'ওল্ড চ্যাপ। কতদিন হলো আমরা ... ছিলাম? এক সপ্তাহ? তারপরেও অদ্ভুত না যে আমি জাহাজ ত্যাগ করে ... প্রত্যাখ্যান করছি? ভয় পেয়েছি, কিন্তু তোমার সাথেই থাকব।'

ট্রেভিজ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'কিন্তু কেন?'

'জানি না কেন, নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করেছি। মনে হয় —মনে হয় —... আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সবসময় মনে হয় তুমি কি করছ সেটা তুমি জানো। আমি ট্রানটরে যেতে চেয়েছিলাম —এখন জানি, সেখানে গিয়ে কিছুই হতো না। নিয়ে আসলে এখানে। দেখা যাচ্ছে তুমিই ঠিক। কি চমৎকার ভাবে কুইনটেসেটিক্স-এর কাছ থেকে গায়ার খবর বের করে নিলে। প্রশংসা করার মতো।'

'তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো।'

'হ্যাঁ, করি।'

পেলোরেটের বাহুতে হাত রেখে মনে মনে কথা গুছিয়ে নিল ট্রেভিজ। 'জেনভ, যদি আমার হিসাবে কোনো ভুল হয় এবং তার জন্য কোনো বিপদ হয় —তুমি আমাকে ক্ষমা করবে?'

'ওহ্ মাই ডিয়ার ফেলো, কেন জিজ্ঞেস করছ? সিদ্ধান্তটা আমি নিজেই নিয়েছি, তোমার জন্য না। এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি কর। নিজেকে নিয়ে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। বাকী জীবন লজ্জায় কাটাতে চাই না।'

'তুমি যা বলো, জেনভ। কম্পিউটার অনুমতি দিলে যত দ্রুত সম্ভব ... এখন প্র্যাকটিক্যালি সোজা উপরে উঠছি —যখন দেখা যাবে উপরে অন্য কোনো মহাকাশযান নেই এবং চারপাশের অ্যাটমোস্ফিয়ার ক্রমেই পাতলা হচ্ছে —... আরো দ্রুত ছুটব। একঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছব খোলা মহাকাশে।'

'চমৎকার,' বলল পেলোরেট। তারপর একটা প্লাস্টিক কফি কন্টেইনার ... করল। গরম ধোঁয়া উঠছে। নিপল মুখে ঢুকিয়ে পেলোরেট কফি টানছে, সেই সাথে বাইরে বাতাস টানছে, যেন কফি ঠান্ডা হয়।

ট্রেভিজ দেখে হাসল। 'জিনিসগুলি চমৎকার ব্যবহার করতে শিখেছ। আসলেই তুমি অভ্যস্ত মহাকাশচারী।'

কন্টেইনারের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পেলোরেট বলল, 'যে মহাকাশযান যে প্র্যাকটিক্যালি চলতে পারে। তাহলে আমরা সাধারণ কাপটাই ব্যবহার করতে পারি না?'

'অবশ্যই। কিন্তু যারা মহাকাশে চলাচল করে তাদের কাছ থেকে জিনিসগুলো আলাদা করতে পারবেনা। তাহলে আর সাধারণ ভূ-বাসীর সাথে তার পার্থক্য থাকল কোথায়। দেয়াল আর সিলিং-এ ঝুলন্ত রিংগুলো দেখেছ। বিশ্বয়কর খবর ... মহাকাশযানে বসানো হচ্ছে, অথচ প্র্যাকটিক্যালি এর কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে সবকিছুরই একটা সামাজিক নিয়ম থাকে, কারিগরি উন্নয়নও এর ব্যতিক্রম না।'

পেলোরেট চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে কফি খেতে লাগল। তারপর বলল, 'আমরা কখন ঠিক জাম্প করব?'

ট্রেভিজের হাসি হলো আন্তরিক। 'ধরা খেয়েছ। যখন দেয়ালের রিং-এর কথা বলছিলাম ঠিক তখনই ঠিক জাম্প করেছি। প্রায় আধমাইল উপরে চলে এসেছি।'

'সত্যি?'

'বাইরে দেখ।'

পেলোরেট দেখল। 'আমি বুঝতেই পারিনি।'

'বোঝার কথা না।'

'আমরা নিয়ম ভেঙেছি? উপরে ওঠার সময় রেডিও বীকন অনুসরণ করা উচিত ছিল নিশ্চয়ই। নামার সময় যেমন করেছি।'

'দরকার নেই, জেনভ। কেউ আমাদের থামাবে না। কেউ না।'

'নামার সময় তুমি বলেছিলে—'

'সেটা ছিল ভিন্ন। ওরা আমাদের আসার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। যাওয়ার ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই।'

'একথা বলছ কেন, গোলান? একমাত্র কুইনটেসেটিক্স আমাদের সাহায্য করেছে তথ্য দিয়ে। আর সে থাকার জন্য প্রায় হাতে পায়ে ধরেছে।'

'বিশ্বাস করো না জেনভ। এটা একটা কায়দা। সে নিশ্চিত হয়েছে আমরা যেন থাকতে পারি। —কুইনটেসেটিক্স এর কাছ থেকে চুরি করে খবর বের করার জন্য তুমি প্রশংসা করেছ আমার। দুঃখিত, প্রশংসা নিতে পারছিনা। আমি কিছু না করলেও সে জানাতো। কানে তুলো দিয়ে রাখলেও চিৎকার করে বলত।'

'পাগলামী!'

'জানেন? আমি জানি।' তারপর কম্পিউটারের দিকে ঘুরে অনুভূতি আরো প্রখর করে তুলল। 'আমাদের থামানো হবে না। কাছাকাছি দূরত্বে কোনো মহাকাশযান নেই। কোনো সতর্ক সংকেত নেই।'

তারপর চেয়ারটা আবার পেলোরেটের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'বল, জেনভ, গায়ার ব্যাপারে কিভাবে জানলে। টার্মিনাসে থাকতেই জানতে। জানতে এটা সেশেল সেক্টরে। জানতে নামটা পৃথিবীর সমার্থক। এতকিছু কিভাবে জানলে?'

পেলোরেট একটু শক্ত হয়ে গেল। 'টার্মিনাসে থাকলে ফাইল দেখে বলতে পারতাম। সব সাথে আনিনি —বিশেষ করে এই মিনিট কথাগুলো কবে কোন ভাবে পেয়েছি সেগুলো।'

'বেশ, চেষ্টা করো। মনে করো সেশেলিয়ানরা কিছুই বলেনি। তারা ইচ্ছা করে একটা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে যেন সাধারণ মানুষ ভুলে যায় মহাকাশে একটা গ্রহ আছে। তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

ট্রাভিজ কম্পিউটারের হাত-রেস্টের উপর হাত রাখল। সেকেন্ডের উষ্ণ আর আলিঙ্গন তাকে আমোদিত করে তোলে। বুঝতে পারে তার ইচ্ছা শক্তি হয়ে যাচ্ছে বহুগুণ।

'কম্পিউটারে তৈরি গ্যালাকটিক ম্যাপ, সেশেলে ল্যান্ড করার আগে মেমোরি ব্যাংকে এটাই ছিল। তোমাকে এখন সেশেলের শরৎকাল রাতের আকাশের দৃশ্য দেখাচ্ছি।'

ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। রাতের আকাশের দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ল স্ক্রীনে।

'চমৎকার, ঠিক সেশেলে যেমন দেখেছি।' পেলোরেট নিচু গলায় বলল।

'তারচেয়েও সুন্দর,' ট্রাভিজের গলায় অধৈর্য। 'এখন অ্যাটমোস্ফিয়ারিক বাধা নেই, মেঘ নেই, নেই দিগন্তের বাধা। একটু দাঁড়াও ঠিক করে দেই।'

দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে সামনের দৃশ্য। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করছে। মনে হচ্ছে যেন তারাই পড়ছে, আর সবকিছু স্থির। পেলোরেট অজান্তেই নিজেকে স্থির রাখার জন্য চেয়ারের হাতল চেপে ধরল।

'এই যে' ট্রাভিজ বলল। 'চিনতে পারছ?'

'নিশ্চয়ই। পাঁচ বোন — পাঁচ নক্ষত্রের পঞ্চভুজ। না চেনার কোনো কারণ নেই।'

'হ্যাঁ। কিন্তু গায়া কোথায়?'

পেলোরেট চমকে উঠল। মাঝখানে কোনো অনুজ্জ্বল নক্ষত্র নেই। 'এটা'

'না, নেই। কারণ এর অবস্থান কম্পিউটারের ডাটা ব্যাংকে নেই। ধরে নিচ্ছি ইচ্ছা করেই ডাটা ব্যাংকটা রাখা হয়েছে অসম্পূর্ণ বা ফাউন্ডেশনের গ্যালাকটোগ্রাফাররা যারা এটা তৈরি করেছে এবং যাদের হাতে প্রচুর ডাটা রয়েছে — তারাও গায়ার কথা জানে না।'

'তোমার কি মনে হয় ট্রানটরে গেলে—' পেলোরেট শুরু করল।

'ওখানে গেলেও গায়ার ব্যাপারে কিছু জানতে পারবো না। এর কারণ সেশেলিয়ানরা গোপন রেখেছে — এবং এমনকি গায়ানরা নিজেরাও। কিছুদিন আগে তুমি বলেছিলে ট্যাক্স এড়ানোর জন্য অনেক গ্রহ নিজেদের আড়াল করে রাখে।'

'স্বাভাবিক,' পেলোরেট বলল, 'মানচিত্র প্রস্তুতকারী বা পরিসংখ্যানবিদরা দেখত যে এই গ্রহগুলো গ্যালাক্সির জনমানবহীন অঞ্চলে অবস্থিত। এই নির্জনতা নিজেদের গোপন রাখতে সাহায্য করত। কিন্তু গায়াতো নির্জন না।'

'ঠিক। এটা আরেকটা অস্বাভাবিকতা। ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দুজনে চেষ্টা করে দেখি গ্যালাকটোগ্রাফারদের অজ্ঞতা দূর করা যায় কিনা। আমি জিজ্ঞেস করছি, যেখানে সবচেয়ে জ্ঞানী লোকগুলোই কিছু জানে না, সেখানে তুমি কিভাবে গায়ার কথা জানলে?'

'আমি ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী, ইতিহাস সংগ্রহ করছি। সম্পূর্ণ রেকর্ড ছাড়া আমি সমুদ্রক—'

'আমরা কোনো এক জায়গা থেকে শুরু করতে পারি, জেনভ। ব্যাপারটা কখন তোমার নজরে আসে, গবেষণার প্রথম দশের বছরে না শেষ দশের বছরে?'

'অনেক পরের দিকে।'

'আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে পারবে। ধরো আমি বলে দিচ্ছি গায়ার ব্যাপারে তুমি জানতে পেরেছ গত দু-এক বছরের মধ্যে।'

ট্রাভিজ পেলোরেটের দিকে ঘুরল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলো বাড়ালো, সেই সাথে স্ক্রীনে ম্লান হয়ে গেল রাতের আকাশের দৃশ্য। পেলোরেটের মুখে কোনো ভাব নেই।

'কেন?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'চিন্তা করছি।' হালকা গলায় বলল পেলোরেট। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। জোর দিয়ে বলতে পারব না। লিয়ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জিমবর এর কাছে যখন চিঠি লেখি তখন গায়ার কথা বলিনি, অথচ বলা উচিত ছিল। সেটা ছিল — উহ্। তিনবছর আগের কথা। মনে হয় ঠিকই বলেছ, গোলান।'

'কিভাবে জেনেছিলে? কোনো যোগাযোগ? বই? বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র? — প্রাচীন কোনো সঙ্গীত? কিভাবে — বল।'

পেলোরেট বুকে হাত বেঁধে হেলান দিয়ে বসল। গভীর চিন্তায় মগ্ন। ট্রাভিজ অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে।

অবশেষে পেলোরেট বলল, 'ব্যক্তিগত যোগাযোগ। — কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ হবে না, মনে নেই।'

'মনে করতে চেষ্টা করো।'

'লাভ নেই। একাডেমিক সার্কেল ছাড়াও বাইরের দু-একজন আমার কাছে মাঝেমধ্যে কথা পাঠাতো, সেখানে অনেক সময় কারো নাম থাকত না। এখন বলতেও পারছি না এই তথ্যটা আমি নামহীন কারো কাছ থেকে পেয়েছিলাম কি না।'

'বুঝলাম। কিন্তু এটা একটা সম্ভাবনা, তাইনা?'

'হতে পারে। এত কিছু জানতে চাইছ কেন?'

'আমার কথা শেষ হয়নি। তথ্যগুলো তুমি কোনো গ্রহ থেকে পেয়েছিলে — কোন গ্রহ থেকে?'

পেলোরেট কাঁধ ঝাঁকালো। 'আমার কোনো ধারণাই নেই।'

'হয়তো সেশেল থেকে পেয়েছিলে?'

'বললামতো, জানিনা।'

'আমার মনে হয় সেশেল থেকেই পেয়েছিলে।'

'তোমার মনে হলেই তো হবে না।'

'দাঁড়াও। কুইনটেসেটজ যখন পাঁচ বোনের কেন্দ্রের অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের কথা বলল, তখনই তুমি ধরে ফেললে ওটাই গায়া। মনে আছে? কিভাবে ধরলে?'

"কারণ গায়ার ব্যাপারে যত ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে, তার কোনোটিতেই নামটা বেশিবার উল্লেখ করা হয়নি। আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। যেমন একটা হচ্ছে "পাঁচ বোনের ছোট ভাই।" আরেকটা হচ্ছে "পঙ্কভুজের কেন্দ্র।" যেমন কুইনটেসেন্টিক পাঁচ বোনের কেন্দ্রের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র দেখানোর সাথে সাথে আমার মাথায় ধারণাটা তৈরি হয়।"

'কিন্তু তুমি আমাকে এগুলো কিছুই বলনি।'

'আমি নিজেই ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। তাছাড়া মনে হয়নি তোমার সাথে আলোচনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু, যেখানে তুমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না।'

'আশা করি বুঝতে পেরেছ যে পাঁচ বোনের পঙ্কভুজ পুরোপুরি আপেক্ষিক।'

'মানে?'

ট্রাভিজ আন্তরিকভাবে হাসল। 'তুমি একটা ভূ-পৃষ্ঠের ছেলে। তোমার কাছে মহাকাশের নির্দিষ্ট বাস্তব আকার আছে? নক্ষত্রগুলো নির্দিষ্টস্থানে ঝুলে থাকে? পঙ্কভুজের মতো আকৃতি দেখবে তুমি সেশেল গ্রহ যে প্ল্যানেটারী সিস্টেমের অন্তর্গত সেই গ্রহগুলোর সারফেস থেকে। অন্য নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত কোনো গ্রহের সারফেস থেকে দেখবে ভিন্নরকম দৃশ্য, কারণ তখন পাঁচ বোনকে দেখবে তুমি ভিন্ন অবস্থান থেকে। তাছাড়া সেশেল থেকে পাঁচ নক্ষত্রের অবস্থান বিভিন্ন দূরত্বে। কাজেই আরেক অবস্থান থেকে দেখলে সবগুলোর মধ্যে কোনো যোগাযোগ দেখতে পাবে না। একটা বা দুইটা নক্ষত্র থাকবে আকাশের একদিকে বাকীগুলো থাকবে অন্যদিকে। দেখ–'

ঘর অন্ধকার করে ট্রাভিজ কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকল। 'ছিয়াশিটা প্ল্যানেটারী সিস্টেম মিলে সেশেল ইউনিয়ন গঠিত। গায়া- বা সেটা যেখানে থাকার কথা সে জায়গাটা স্থির রাখি' (বলার সাথে পাঁচ বোনের পঙ্কভুজের মাঝখানে একটা লাল বৃত্ত তৈরি হল।) 'আর একবারে ছিয়াশিটা গ্রহের আকাশের দৃশ্য তৈরি করতে থাকি।'

আকাশের দৃশ্যের সাথে সাথে পেলোরেটের মুখের রংও বদলাচ্ছে। ছোট লাল বৃত্তটা রয়েছে স্ক্রীনের ঠিক মাঝখানে, কিন্তু পাঁচ বোন অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্র থাকলেও কোনো পঙ্কভুজ তৈরি হয়নি। বারবার আকাশের দৃশ্য বদলাচ্ছে, লাল বৃত্তটা ঠিক মাঝখানে রয়েছে, কিন্তু একবারের জন্যও সমান উজ্জ্বল নক্ষত্রের কোনো পঙ্কভুজ তৈরি হতে দেখা গেল না।

'যথেষ্ট হয়েছে?' ট্রাভিজ বলল। 'পাঁচ বোনকে আমরা যেমন দেখেছি, সেশেল প্ল্যানেটারী সিস্টেমের গ্রহগুলো ছাড়া অন্য কোনো গ্রহ থেকে তেমন দেখা যাবে না।'

'হয়তো সেশেলিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য গ্রহেও ছড়ানো হয়েছে। ইম্পেরিয়াল যুগের অনেক প্রবাদ আমাদের এখানেও প্রচলিত –কিন্তু সেগুলো তৈরি হয়েছে ট্রানটরে।'

'গায়ার ব্যাপারে সেশেল এত বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখার পরও আর সেশেল ইউনিয়নের বাইরের গ্রহগুলো আগ্রহী হবে কেন? কেন তারা 'পাঁচ বোনের ছোট ভাই'কে নিয়ে মাথা ঘামাবে, যদি সেটা তাদের আকাশে না থাকে।'

'হয়তো, তোমার কথাই ঠিক।'

'তাহলে কেন বুঝতে পারছনা, আসল তথ্য পেয়েছিলে তুমি সেশেল থেকে। অন্য কোনো গ্রহ থেকে না, ঠিক ইউনিয়নের রাজধানী থেকে।'

পেলোরেট মাথা নাড়ল, 'যেভাবে বলছ হয়তো সেভাবেই ঘটেছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'যাই হোক, আমার কথার পেছনে শক্ত যুক্তি আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এবার বলো, ঠিক কখন কিংবদন্তীগুলো তৈরি হয়েছিল বলে মনে করো?'

'যে কোনো সময়। আমার ধারণা প্রাচীন ইম্পেরিয়াল যুগে।'

'ভুল, জেনভ। পাঁচ বোন সেশেল গ্রহের অনেক কাছে, সে কারণেই এত উজ্জ্বল দেখায়। তার মধ্যে চারটার ঘূর্ণন গতি অত্যন্ত বেশি এবং অন্তত দুটো এক পরিবারের সদস্য না। তাই এদের গতি ভিন্ন দিকে। দেখ মানচিত্রটাকে সময়ের পিছনে নিয়ে গেলে কি হয়।'

আবারো গায়ার অবস্থান নির্দেশক লাল বিন্দু এক জায়গায় স্থির হয়েছে। পঙ্কভুজ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে গেল। কারণ চারটা নক্ষত্র অনেকটা ভেসে চারদিকে সরে গেছে, আর পঞ্চমটা একপাশে সরে গেছে সামান্য।

'দেখ, জেনভ, তুমি এটাকে পঙ্কভুজ বলবে?'

'পরিষ্কার ভারসাম্যহীনতা।'

'আর গায়া ঠিক কেন্দ্রে আছে?'

'না, একপাশে সরে গেছে।'

"বেশ, একশ পঞ্চাশ বছর আগে এই ছিল অবস্থা। 'পঙ্কভুজের কেন্দ্র' এ ব্যাপারে যত তথ্য পেয়েছ, সেগুলো এই শতাব্দীর আগে কোনো গুরুত্ব পায়নি, এমনকি সেশেলেও না। যে মেটেরিয়ালগুলো পেয়েছ সেগুলো তৈরি হয়েছে সেশেলে, এবং এই দশ বছরে –সম্ভবত গত শতাব্দীতে। অথচ তুমি তথ্যগুলো পেয়েছ, যেখানে গায়ার ব্যাপারে তারা মুখ বন্ধ রাখে।"

ট্রাভিজ আলো জ্বেলে কঠিন চোখে পেলোরেটের দিকে তাকালো। পেলোরেট বলল, 'আমি বুঝতে পারছিনা। কেন এত কিছু ঘটছে।'

'তুমিই বল। শোন। কোনো না কোনো ভাবে আমার মাথায় ঢুকে পড়ে যে, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন এখনো টিকে আছে। ইলেকশনে জেতার জন্য আমি এটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করি। তারপরই প্রশ্ন জাগে যদি আসলেই ওরা টিকে থাকে? ইতিহাসের বইপত্র পড়া শুরু করি। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়। যদিও শক্ত কোনো প্রমাণ ছিল না, কিন্তু সবসময়ই অনুভব করতাম যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার আছে।

'তারপর কতকিছু ঘটল। কম্পরকে বিশ্বাস করলাম, সে বেঈমানী করল। মেয়র ব্রান্নো আমাকে বন্দী না রেখে গ্রহ থেকে বের করে দিলেন। কেন? কেনই বা তিনি

তুমি উন্নত একটা মহাকাশযানে আমার হাতে ছেড়ে দিলেন? তুমিও দিলে তোমাকে, যেন পৃথিবী খোঁজার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আর আমিইবা কিভাবে ট্রানটরে না যাওয়ার ব্যাপারে এত নিশ্চিত ছিলাম? তখনই বোঝালাম যে অমাদিকে পেলে বেশি তথ্য পাওয়া যাবে, তুমি হঠাৎ গায়ার কথা বললে।

'সেলায় সেশেল –আমাদের প্রথম গন্তব্য –দিয়েই দেখা হলো কম্পরের সাথে। পৃথিবী নিয়ে বিশাল গল্প ফেঁদে বসল সে। বোঝালো আমরা যেন নিরিবিলে চলে যাই।'

'এখানে একটা কথা বলি। তুমি বোধহয় বোঝাতে চাইছ, সব ঘটনা ঘটছে আমাদের গায়ার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এইমাত্র বললে, কম্পর আমাদের সরাতে চাইছিল।'

'অমাদিকে, লোকটাকে চূড়ান্ত অবিশ্বাস করার কারণে আমি নিজের মত অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে হয়না আসলে সে ঠিক এটাই চাইছিল? চাইছিল আমরা যা করছি, যেন তাই করি'

'অনেক বেশি কষ্ট কল্পনা,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল।

'তাই? যাই হোক, কুইনটেসেটজ এর সাথে যোগাযোগ হলো, কারণ সেই ছিল হ্যাভের–'

'মোটেই না, আমি তাকে চিনতে পারি।'

"তোমার পরিচিত মনে হয়েছে– কিন্তু মনে করতে পারছনা, তার কোনো লেখা পড়েছ কি না। বরং দেখা গেল তোমার লেখা পড়েই সে আগ্রহী হয়ে উঠেছে –এটা কি স্বাভাবিক? নিজেই স্বীকার করেছ যে তোমার কাজের ব্যাপারে খুব কম লোক জানে।

'আরো কি ঘটল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক তরুণী আমাদের মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিল গায়া হাইপারস্পেসে হারিয়ে গেছে। কুইনটেসেটজকে জিজ্ঞেস করার পর ভাব দেখালো যেন সে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায়না। অথচ আমার কথা সত্ত্বেও তাড়িয়ে দেয়নি আমাদেরকে। ডেকে নিয়ে গেল বাড়িতে। খাওয়ার পরে বোনের অবস্থান দেখালো, নিশ্চিত হয়ে নিল কেন্দ্রের অনুজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়েছে। কেন? সবগুলোই অস্বাভাবিক দৈব ঘটনার সংযোগ বলে মনে হয় না?"

'এভাবে তালিকা তৈরি করতে থাকলে–'

'যে ভাবে খুশী তালিকা বানাও। আমি একসাথে অনেকগুলো অস্বাভাবিক দৈব ঘটনায় বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে এই ঘটনাগুলোর অর্থ কি? আমাদেরকে গায়ার দিকে চালানো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে চালাচ্ছে?'

'এটা নিয়েতো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত না। মাইন্ড এডজাস্ট করার ক্ষমতা কার আছে, কে পারে এখানে ওখানে মৃদু ধাক্কা দিয়ে, চলমান স্রোতকে এদিক থেকে সেদিকে সরাতে?'

'তুমি বলতে চাও দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন।'

"বেশ, গায়ার ব্যাপারে আমরা কি জানি? তাকে পরাজিত করা যায় না। যত ট্রুপ পাঠানো হয়েছিল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ওখানে যারা গেছে তারা আর ফিরে আসেনি। এমনকি মিউল এর বিরুদ্ধে যায়নি –হয়তো ওখানেই মিউলের জন্ম হয়েছে –এবং সেটা খুঁজে বের করাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য।"

পেলোরেট মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ইতিহাসবিদদের মতে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন মিউলকে থামিয়েছিল। সে তাদেরই একজন হয় কি করে?'

'আমার মনে হয় সে ছিল দলত্যাগী।'

'কিন্তু কেন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন কৌশলে আমাদেরকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে?'

ট্রাভিজ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চোখ কোঁচকানো। "দেখা যাক এর পেছনে কোনো যুক্তি দাঁড় করানো যায় কি না। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে একটা কথা আমরা খুব ভালোভাবে জানি, তারা নিজেদের অস্তিত্ব সবসময় গোপন রাখতে চায়। এখন বিশ বছরের মধ্যে তারা নিশ্চয়ই গ্যালাক্সিতে আলোকবর্ষেই পেয়েছে। অথচ আমি যখন সন্দেহ করতে শুরু করি, আমাকে থামানোর কোনো পদক্ষেপ তারা নেয়নি।"

'তোমাকে গ্রেফতারের জন্য দোষ দিতে পারো তাদেরকে। এর ফলে টার্মিনাসের মানুষ তোমার কথা জানতে পারেনি। কোনো প্রকার সহিংসতা ছাড়াই তারা সফল হয়েছে, হয়তো তারা সেলডন হার্ডিনের কথার প্রতি নিবেদিত প্রাণ, "সহিংসতা অযোগ্য লোকের শেষ আশ্রয়স্থল।"'

"মানুষের কাছে গোপন করে কিছু হবে না। মেয়র ব্রান্নো জানেন –এবং কিছুটা হলেও সন্দেহ করেন আমার কথাই ঠিক। তবে এখন আর তারা কিছু করতে পারবে না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথমেই যদি আমাকে ভুল করিয়ে দিত বা টার্মিনাসে উন্মাদ পাগল বলে প্রমাণ করতে পারত, নিজেরা থাকত পরিষ্কার।

'কিন্তু মেয়র যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণ। তিনি জানেন আমরা রয়েছি সেশেলে। এবং গতকাল আমাদের অ্যাম্বাসেডর এর কাছে মেসেজ পাঠিয়েছি যে আমরা গায়াতে যাচ্ছি, যদি এখন দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আমাদের কোনো ক্ষতি করে, আমি নিশ্চিত মেয়র ব্রান্নো ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন –এবং অবশ্যই তারা চায়না ফাউন্ডেশনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে।"

'যদি তারা এতই ক্ষমতাশালী হয় তাহলে ফাউন্ডেশনকে ভয় পাওয়ার কি আছে?'

'ঠিক,' ট্রাভিজ বলল জোর গলায়। "নিজেদের গোপন রেখেছে, হয়তো তারা কিছুটা দুর্বল, কারণ ফাউন্ডেশন কারিগরি দিক থেকে এত বেশি অগ্রসর হয়েছে যে হয়তো সেলডন নিজেও সেটা কল্পনা করেন নি। যে কৌশলে তারা আমাদেরকে

নিজেদের গ্রহের দিকে টেনে নিচ্ছে, তাকে মনে হয় কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছে না। যদি তাই হয় তবে তারা হেরে গেছে, অন্তত আংশিক – এরই মধ্যে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়ে গেছে এবং আমার সন্দেহ পরিস্থিতি আর অনুকূলে আনা যাবে না।"

'কিন্তু কেন তারা এতকিছু করছে? নিজেদের ধ্বংস করে ফেলছে? আমাদের কাছে কি চায়?'

পেলোরেটের দিকে তাকিয়ে ট্রেভিজ গম্ভীর সুরে বলল, "জেনভ, এ ব্যাপারে আমার একটা ধারণা আছে। শূন্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার একটা দক্ষতা রয়েছে আমার। একটা নিশ্চয়তাবোধ কাজ করে আমার ভেতরে।

সেটাই বলে দেয় কখন আমি ঠিক –এবং এখন আমি নিশ্চিত। কিছু একটা চায় তারা আমার কাছে –যার জন্য নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে ফেলেছে। সেটা কি আমি জানি না, তবে খুঁজে বের করতে হবে।" হালকাভাবে কাঁধ নাড়ল, "তুমি এখনো আমার সাথে থাকতে চাও, ওল্ড চ্যাপ? বুঝতেই পারছ আমি হয়তো পাগল।"

'বলেছিইতো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি থাকব।' পেলোরেট বলল।

আর ট্রেভিজ সীমাহীন শক্তির হাসি নিয়ে বলল, 'মার্ভেলাস! কারণ আমার অনুভূতি বলছে পুরো ঘটনাতে তোমারো একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাহলে জেনভ, আমরা গায়ার দিকে এগোচ্ছি, ফুল স্পীড, ফরওয়ার্ড!'

৫৬

মেয়র হারলা ব্রান্নোর বয়স বাষট্টি, চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ কখনো পড়েনি। তবে এখন মনে হচ্ছে বৃদ্ধ। আয়নার দিকে কখনো তাকান না, কিন্তু পাশ কেটে যাবার সময় কাঁচে প্রতিফলন দেখে নিজের বিধ্বস্ত চেহারার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। জীবনে কোনো রং নেই। পাঁচ বছরের মেয়রশীপ, বারোবছর নতুন কিলামেয়রের পেছনে আসল শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন। সবই ছিল শান্ত নিরুপদ্রুব, কিন্তু শুষ্ক। উত্তেজনা-ভয়-বিপদ থাকলে কেমন হতো।

তার জন্য কোনো সমস্যা হতো না, জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেতো। স্রোতে ভাসতে ভাসতে তিনি ক্লান্ত।

একমাত্র সেলডন প্ল্যান সফল হবে এবং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন সেটা নিশ্চিত করবে। তিনি শুধু শক্ত হাতে ফাউন্ডেশনের (আসলে প্রথম ফাউন্ডেশন, কিন্তু টার্মিনাসে কেউ বিশেষণটা যোগ করে না) হাল ধরে রেখেছেন। তিনি এমন এক মহাকাশযানের চালক, যা চালক ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

ইতিহাসে তার কোনো নাম থাকবে না। এমনকি তৃতীয় ইন্দবর, মিউলের পর যে ফাউন্ডেশন শাসন করেছিল তারও কিছু কৃতিত্ব আছে।

মেয়র ব্রান্নোর জন্য কিছু নেই।

যদি না গোলান ট্রেভিজ, বুদ্ধিহীন কাউন্সিলম্যান, লাইটনিং রড, সেটা সম্ভব করে তোলে। ম্যাপ এর দিকে তাকালেন তিনি। জিনিসটা আধুনিক কম্পিউটারে তৈরি ছবি। ত্রিমাত্রিক কাঠামোর মাঝে অনেকগুলো আলোর বিন্দু, ঠিক মাঝখানে গ্যালাক্সির হলোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি। এটাকে নাড়ানো যাবে না, ঘোরানো যাবে না, বড় করা যাবে না, বরং এর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ম্যাপ দেখতে হবে।

একটা সংযোগ স্পর্শ করতেই, গ্যালাক্সির কিছু অংশ, প্রায় এক তৃতীয়াংশ (কোর, যাকে বলা হয় 'নো-ম্যান'স' অঞ্চল –সেটা বাদ দিয়ে) লাল হয়ে গেল। এটাই ফাউন্ডেশন ফেডারেশন, সাত মিলিয়নেরও বেশি বসতি, কাউন্সিল এবং তার শাসনাধীন –সাত মিলিয়ন বসতির হাউজ অফ ওয়ার্ল্ডস প্রতিনিধি যারা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, এবং কখনোই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাথা ঘামায় না।

আরেকটা সংযোগ স্পর্শ করতেই ফেডারেশনের বাইরের সীমানায় হালকা গোলাপী আভা তৈরি হল। প্রভাব বলয়। এই অঞ্চলগুলো ফাউন্ডেশন টেরিটোরীর অন্তর্ভুক্ত না, কিন্তু মৌখিকভাবে স্বাধীন হলেও কখনো ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তের বাইরে যায় না।

তার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্যালাক্সির কোনো শক্তিই ফাউন্ডেশনের বিরোধিতা করতে পারবে না, এমনকি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনও না। ইচ্ছা করলেই তারা এক আধুনিক যুদ্ধযানের সাহায্যে গড়ে তুলতে পারে দ্বিতীয় এম্পায়ার।

কিন্তু মাত্র পাঁচ শতাব্দী পার হয়েছে। পরিকল্পনায় সময় ধরা হয়েছে দশ শতাব্দী। মাথা নাড়লেন মেয়র। ফাউন্ডেশন এখন কোনো পদক্ষেপ নিলে সেটা ব্যর্থ হবে, যদিও তাদের যুদ্ধযানগুলো অপ্রতিরোধ্য।

যদি না ট্রেভিজ, লাইটনিং রড, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের চোখে আলো ফেলতে পারে –যে আলো তাদেরকে নিয়ে যাবে উৎসের কাছে।

তিনি চারপাশে তাকালেন। কোডেল কোথায়? দেরী করার মতো সময় নেই।

যেন তার ভাবনার ডাকে সাড়া দিতেই লোকটা ভেতরে ঢুকল। হাসছে। ধবধবে গোঁফ, ধূসর চামড়া, যেন বুড়ো দাদু। বুড়ো দাদু, কিন্তু বৃদ্ধ না। তার চেয়ে আট বছরের ছোট।

এমন নিরাসক্ত থাকে কি করে? পনের বছর নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন কোনোই ছাপ ফেলেনি?

৫৭

কোডেল ধীরে মাথা নাড়ল। মেয়রের সাথে কোনো আলোচনা শুরু করার আগে এটুকু অন্তত করতে হয়। প্রথা, অনেক কিছু বদল হলেও কিছু কিছু প্রথা এখনো টিকে আছে।

'দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে, মেয়র। ট্রেভিজের গ্রেফতারের বিষয়টা এখন কাউন্সিলের অসাড় চামড়ায় হুল ফোটানো শুরু করেছে।'

'ওরা' মেয়র উদাসীন গলায় বললেন। 'বিদ্রোহ করবে?'

'কোনো সম্ভাবনা নেই। সব আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ওরা গোলমাল করছে।'

'করতে দাও। ওদেরই ভালো হবে, আর আমি –আমি দূরে থাকব। মানুষের উপর ভরসা করতে পারি।'

'শুনেন। বিশেষ করে টার্মিনাস থেকে দূরে গিয়ে। একজন ফাউন্ডিলম্যানের কি হল, সেটা নিয়ে টার্মিনাসের বাইরের কেউ চিন্তা করে না।'

'আমি জানি।'

'আর? কোনো সংবাদ?'

'লিয়নো,' মেয়র বললেন, 'আমি সেশেলের ব্যাপারে সব জানতে চাই।'

'আমি দুপেয়ে ইতিহাসের বই না,' লিয়নো কোডেল হাসতে হাসতে বলল।

'ইতিহাস জানতে চাই না আমি। সত্য ঘটনা জানতে চাই। কেন সেশেল স্বাধীন? –দেখ।' গ্যালাকটিক ম্যাপে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত ফাউন্ডেশনের সীমানার দিকে দেখালেন, প্যাচানো অংশের ঠিক মাঝখানে একটু সাদা রং।

'আমরা ওদেরকে প্রায় চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছি, –তারপরেও সাদা। আমি ওদেরকে আমাদের মিত্র হিসেবেও দেখানো হচ্ছে না।'

কোডেল কাঁধ ঝাঁকালো। 'অভিমিত্রাসী ওরা আমাদের মিত্র না। কিন্তু আমাদের ঘাটায় না। ওরা নিরপেক্ষ।'

'ঠিক আছে। এটা দেখ।' আরেকটা সংযোগ স্পর্শ করতেই লাল রং আরো ছড়িয়ে পড়ল, এবার গ্যালাক্সির অর্ধেক অংশ জুড়ে। 'এটা হচ্ছে মিউলের সাম্রাজ্য। দেখ লাল রং ওদেরকে চারপাশ থেকে পুরোপুরি ঘিরে রেখেছে, অথচ সাদা শুধু এই একটা অঞ্চলকেই মিউল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'তখনো ওরা ছিল নিরপেক্ষ।'

'নিরপেক্ষতার প্রতি মিউলের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না।'

'হয়তো এক্ষেত্রে হয়েছিল।'

'হয়তো। কি আছে সেশেলে?'

'কিছুই না। বিশ্বাস করুন, মেয়র, চাইলেই ওরা আমাদের হাতে চলে আসবে।'

'তাই? অথচ কোনো কারণে এখনো আমাদের হাতে আসেনি।'

'চাওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি।'

মেয়র চেয়ারে হেলান দিয়ে হলোগ্রাফ বন্ধ করে দিলেন। 'আমার মনে হয় এখন আমরা ওদেরকে চাই।'

'পার্ডন, মেয়র?'

'লিয়নো, ওই বোকা কাউন্সিলম্যানকে আমি একটা লাইটনিং রড হিসেবে মহাকাশে পাঠিয়েছি। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আমার মতে ফাউন্ডেশনের থেকেও বেশি বড় বিপদ মনে করবে। ওকে থামাতে গিয়ে নিজেদের তারা প্রকাশ করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, মেয়র!'

'আমার ইচ্ছা ছিল সে যাবে ট্র্যানটরে। সেখানে গিয়ে লাইব্রেরি খুঁজে দেখবে এবং অনুসন্ধান করবে পৃথিবী। সেই গ্রহ, বিজ্ঞানীরা যাকে মানুষের জন্মস্থান হিসেবে বিবেচনা করে। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন হয়তো একেবারে বিশ্বাস করবে না, এবং আসল ঘটনা জানার জন্য পিছু নিবে তার।

'কিন্তু ট্র্যানটরে যায়নি সে।'

'না, অপ্রত্যাশিতভাবে চলে গেছে সেশেল-এ। কেন?'

'আমি জানি না। দয়া করে আমার মতো এক বৃদ্ধ ব্লাডহাউন্ড– যার কাজ হচ্ছে সবকিছু সন্দেহ করা –তাকে ক্ষমা করবেন এবং বলুন কিভাবে আপনি জানেন সে এবং পেলোরেট সেশেল-এ গেছে। আমি জানি কম্পর রিপোর্ট পাঠিয়েছে, কিন্তু কম্পরকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়?'

'হাইপার রিলে থাকায় আমি জানি কম্পরও সেশেল গ্রহে ল্যান্ড করেছে।'

'অবশ্যই, কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন ট্রেভিজ এবং পেলোরেটও ল্যান্ড করেছে। কম্পর হয়তো নিজের প্রয়োজনে সেশেল গেছে এবং অন্যরা কোথায় সেটা হয়তো জানেও না পরোয়াও করে না।'

'অবশ্য সেশেল-এ আমাদের অ্যাম্বাসেডর ট্রেভিজ এবং পেলোরেটের আগমন পৌঁছানোর খবর নিশ্চিত করেছে। বিশ্বাস করিনা যদিও ওদেরকে দূরেই পৌঁছেছে। কম্পর রিপোর্ট পাঠিয়েছে সে কথা বলেছে ওদের সাথে, তাকে বিশ্বাস করা না গেলে, আরেকটা রিপোর্ট অনুযায়ী সেশেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের একজন অধ্যাপকের সাথে কথা বলেছে ওরা দুজন ওরা দুজন।'

'এর কোনোকিছুই,' কোডেল হালকা সুরে বলল, 'আমি জানি না।'

ব্রানো শক্ত হয়ে গেলেন। 'কেনোনা তোমাকে বাদ দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা আমি ব্যক্তিগতভাবে সামলাচ্ছি। তুমি জানলে এখন –খুব বেশি দেরী না করেই। অ্যাম্বাসেডরের কাছ থেকে লেটেস্ট নিউজ এইমাত্র পেলাম। আমাদের লাইটনিং রড আবার নড়াচড়া শুরু করেছে। দুদিন সেশেল গ্রহে থেকেই বেরিয়ে পড়েছে সে। দশ পারসেক দূরের আরেকটা প্ল্যানেটারি সিস্টেমের দিকে এগুচ্ছে। গ্যালাকটিক কো-অর্ডিনেটস সে অ্যাম্বাসেডরকে জানিয়েছে –তিনি আমাদের জানিয়েছেন।'

'কম্পরের কাছ থেকে কোনো খবর?'

'অ্যাম্বাসেডরের আগেই পৌঁছেছে। কম্পর অবশ্য জানে না ট্রেভিজ কোথায় যাচ্ছে। হয়তো অনুসরণ করবে।'

'অনেকগুলো কেনর উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।' কোডেল বলল। একটা সুগন্ধী বড়ি মুখে দিয়ে গভীর মনযোগে চুষতে লাগল। 'কেন ট্রেভিজ সেশেল গিয়েছিল? কেন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে?'

'আমাকে যে প্রশ্নটা বেশি খোঁচাচ্ছে: কোথায়? ট্রেভিজ কোথায় যাচ্ছে?'

'আপনি তো বললেনই, কো-অর্ডিনেটস সে জানিয়েছে। আপনার ধারণা অ্যাম্বাসেডরের কাছে সে মিথ্যে কথা বলেছে? অথবা অ্যাম্বাসেডরই মিথ্যে কথা বলছে?'

'সত্যি যদি কথা বলতে পারে নিশ্চয়ই একটা মত আমার কৌতূহলের [illegible] ট্রেভিজ আমাদেরকে বলতে সে যাচ্ছে পারবে। না-না। [illegible] সময় খুব সতর্ক ছিল।'

'আমার কখনো মনে হয়নি।'

'অবশ্যই অন্যরকম কিছুনা।' ব্রান্নো বাতাসে হাত নেড়ে [illegible] ভঙ্গি দেখালেন। "এই মাসে আমি মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি নক্ষত্রের [illegible] তৈরি করতে পারব —যে নক্ষত্রগুলোকে বসতিহয়তো [illegible] বসতিহীন সিস্টেমসহ অনেক উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র। এর তিন ডাইমেনশনে [illegible] করা যাবে —একসাথে, কোনটা কোথায় বা সবগুলো একসাথে। প্রতিটি [illegible] রং-এর যে কোনো একটা দিয়ে বা সব রং একসাথে দিয়ে চিহ্নিত [illegible] পারি না ম্যাপ-এ সেটা হচ্ছে —গায়াকে কোথাও বসাতে পারি না। [illegible] অনুসারী গায়ার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

'সব নক্ষত্র থাকলেও অন্যপক্ষে নক্ষত্রের অবস্থান [illegible] হয়নি।'

'মেনে নিলাম, কিন্তু যে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান দেখানো হয়নি সেগুলোর [illegible] বসতিহয়ে নেই। ট্রেভিজ কেন একটা বসতিহীন গ্রহে যেতে চাইবে?'

'সেন্ট্রাল কম্পিউটারে চেষ্টা করেছেন? সেখানে তিন মিলিয়ন [illegible] নক্ষত্রের সবগুলোর তালিকা আছে।'

"আমাকেও তাই বলা হয়েছে, কিন্তু আসলেই কি তাই? তুমি [illegible] ভালোভাবেই জানি যে বেশ কয়েক হাজার বসতিগ্রহের অবস্থান ম্যাপিং [illegible] পড়ে গেছে —শুধু এই ম্যাপেই না, সেন্ট্রাল কম্পিউটারের ম্যাপিং থেকেও [illegible] সম্ভবত সেগুলোরই একটা।"

কোডেলের কণ্ঠস্বর শান্ত থাকল, "মেয়র হয়তো ভাবনার কিছু নেই। ট্রেভিজ হয়তো ছুটিয়ে সোনার হরিণের পিছনে অথবা সে মিথ্যা কথা বলছে। [illegible] হয়তো কোনো নক্ষত্র নেই —এবং যে কো-অর্ডিনেটস দিয়েছে সেখানে হয়তো [illegible] কোনো নক্ষত্র নেই। আসলে সে আমাদেরকে পিছন থেকে খসাতে চাইছে।"

'কিভাবে খসাবে? কম্পর এখনো অনুসরণ করছে। না লিয়ান, আমার মনে [illegible] অন্য সম্ভাবনা আছে। সম্ভবত আরো বড় বিপদ। শোনো—'

একটু থামলেন। "এই ঘর নিরাপদ। কেউ আমাদের কথা আড়ি পেতে [illegible] পারবেনা। কাজেই খোলাখুলি কথা বলতে পারব।"

'তার কথা মেনে নিলে গায়ার অবস্থান সেশেল এর থেকে দশ পারসেক [illegible] এবং সেটা সেশেল ইউনিয়নের অংশ। এই সেশেল ইউনিয়ন গ্যালাক্সির [illegible] বিস্তৃত অংশ। এর প্রতিটা স্টার সিস্টেম এক— বাসযোগ্য বা নাও হতে পারে [illegible] হয়েছে। গায়া ব্যতিক্রম। বাসযোগ্য হোক বা না হোক কোনটা এর মধ্যে [illegible] অন্তর্ভুক্ত এটা নেই। অতএব ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে সেশেল ইউনিয়ন [illegible]

[illegible] বজায় রেখেছে। রাজনৈতিক এম্পায়ারের পতনের পর থেকেই সে স্বাধীন।'

'তাতে কি হয়েছে?' কোডেল সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল।

'যে কথা তুমি বললে, সেশেলের মতো নিশ্চয়ই কোনো যোগসূত্র আছে। সেশেল-এর [illegible] একটা গ্রহ যেটা নিশ্চয় আছে যার কথা কেউ জানে না এবং সেশেল স্বাধীন। [illegible] হতে পারে না। গায়া যাই হোক, সে নিজেকে রক্ষা করছে। সতর্ক থাকতে [illegible] তার খবর না জানে। অথবা নিজের স্বার্থেই সে প্রতিবেশীদের রক্ষা [illegible] বাইরের কেউ তাদেরকে দখল করতে না পারে।"

'আপনি বলতে চান, মেয়র, গায়াতেই আছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন?'

'আমি বলতে চাই গায়ার ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।'

'একটা মজার ব্যাপার আপনাকে বলিয়ে দিতে পারি?'

'বল।'

'যদি গায়াই হয় দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন, অনেক শতক বাইরের শক্তর হাত থেকে [illegible] রক্ষা করেছে, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে সেশেল ইউনিয়নকে, এমনকি [illegible] পেয়েছে নিজেদেরকে —তাহলে এখন কেন সমস্ত [illegible] ছেড়ে দিচ্ছে? ট্রেভিজ আর পেলোরাট ট্রান্টরে না গিয়ে [illegible] হতে পারে। এখন আপনিও যেতে চাচ্ছেন। কেন আপনাকে [illegible] হচ্ছে না?'

তখন ব্রান্নো অনেকক্ষণ কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে আছেন, [illegible] করছেন। তারপর বললেন, 'কাজ আমার মনে হচ্ছে কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ সব গোলমাল করে ফেলেছে। সে এমনকিছু করেছে বা করছে —যার ফলে [illegible] হয়ে যাচ্ছে গোলমেলে প্ল্যান।'

'একেবারেই অসম্ভব, মেয়র।'

'আমার মতে কোনো কিছুই নিখুঁত না। এমনকি হ্যারি সেলডনও নিখুঁত ছিলেন না, সেলডন প্ল্যানের কোথাও একটা গলদ রয়েছে, ট্রেভিজ হয়তো না জেনেই সেটা [illegible] ফেলেছে। কি ঘটছে আমাদের জানতে হবে এবং সেখানে যেতে হবে।'

কোডেল এইক্ষণে গম্ভীর হলো, 'নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না, মেয়র। অনেক চিন্তা ভাবনা করে এগোতে হবে।'

"আমাকে বোকা মনে করোনা, কোডেল। যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছি না আমি। গায়াতে কোনো পর্যবেক্ষক দল নামাতে চাইছি না। শুধু সেখানে যেতে চাইছি— যত কাছাকাছি সম্ভব। লিয়ান একশ বিশ বছরের শান্তি আমি নষ্ট করতে চাইনা। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ সেশেল ইউনিয়নের কাছাকাছি আমাদের কতগুলো যুদ্ধযান আছে। এমনভাবে সেগুলোকে মুভ করাও যেন মনে হয় রুটিন ট্রিপ।"

'এখানে কাছাকাছি দূরত্বে খুব বেশি যান থাকার কথা না, আমি নিশ্চিত। তবে ব্যবস্থা করা যাবে।'

'দুইটা বা তিনটা হলেই চলবে, যদি তার একটা হয় সুপারনোভা ক্লাস-এর।'

'সেগুলো দিয়ে কি করতে চান?'

'আমি চাই কোনো ঘটনার জন্ম না দিয়েই সেগুলো যেন সেশেলস-এর কাছাকাছি সম্ভব পৌঁছে যায় –নিজেরাও যেন পরস্পরের কাছাকাছি থাকে।'

'আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'যদি হামলা করতেই হয় তাহলে যেন কোনো সমস্যা না হয়।'

'দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে? যদি গায়া এতদিন নিজেদের গোপন রাখতে পারে এবং মিউলের হাত থেকেও বাঁচতে পারে, কয়েকটা যুদ্ধযান কোনো বড় কোনো ব্যাপারই হবে না তাদের জন্য।'

ব্রানো চোখ চকচক করে বললেন, 'মাই ফ্রেন্ড, কোনোকিছুই নিখুঁত হয় না, এমনকি হারি সেলডনও না। তিনি সীমাহীন কারিগরি উন্নয়নের জন্য তার পরিকল্পনায় কোনো সুযোগ রাখেননি। যেমন হাইপারস্পেস-এর কথা তিনি চিন্তা করেন নি হয়তো। এছাড়াও আরো অনেক অগ্রগতি হয়েছে।'

'গায়াও হয়তো অনেক এগিয়েছে।'

'নিজেদের গোপন রাখার ব্যাপারে? ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের তুলনায় তা কোয়াড্রিলিয়ন। কারা বেশি উন্নতি করবে। একটা একক গ্রহ সেই তুলনায় কিছুই করতে পারবে না। যুদ্ধযানগুলো তৈরি কর, আমিও সাথে যাবো।'

'পার্ডন মি, মেয়র। সেটা আবার কি?'

'সেশেল সীমান্তে যতগুলো যুদ্ধযান যাবে সেগুলোর সাথে আমিও থাকব।'

কোডেল-এর মুখ হা হয়ে গেছে। একটা ঢোক গিলে অদ্ভুত করে বলল, 'সেটা ঠিক হবে না মেয়র।'

"হোক বা না হোক," মেয়র তিক্ত গলায় বললেন, 'আমি যাবই। টার্মিনাসের নোংরা রাজনীতি, বিরোধীদল, বেঈমানী দেখে আমি ক্লান্ত। সবকিছুর মাঝখানে বসে আছি। এখন আমি অন্য কিছু করতে চাই, –যে কোনো কিছু গ্যালাক্সির পুরো ইতিহাস হয়তো পালটে যাবে –তাতে আমিও ভূমিকা রাখতে চাই।"

'এসব ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না, মেয়র।'

'কে জানে লিয়নো?' তিনি দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালেন– 'সব ব্যবস্থা করে আমাকে জানাও। আর লিয়নো, আমাকে থামানোর কোনো চেষ্টা করো না। ফল ভালো হবে না।'

কোডেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'বেশ, তাহলে আমি আপনাকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাবো।'

'চমৎকার। কথাটা মনে রেখ। এই কথাটা মাথায় রেখেই পরবর্তী ব্যবস্থা করো। ফরওয়ার্ড!'

গায়া-স

৫৮

ট্রেভিজ ও পেলোরেট-এর মহাকাশযানে পুরনো ধরনের। সেটাই তাদেরকে এক গায়ানের ...র জেনভিবল এর মহাকাশযানে পুরনো ধরনের। সেটাই তাদেরকে এক গ্রহ থেকে বহন করে নিয়ে এসেছে।

...ট কেবিন রুমে এসে ঢুকল সুরা নোভী। ক্লিনিং রুমে ছিল, গরম বাতাস ... দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করছিল। গায়ে একটা রোব পেঁচানো, ... করে বুকের ধরে রেখেছে। চুল শুকনো কিন্তু এলোমেলো। 'মাস্টার', নিচু স্বরে ডাকল সে।

জেনভিবল কম্পিউটার এবং চার্ট থেকে চোখ তুলল, 'হাঁ, নোভী?'

'আমি দুঃখিত–' থেমে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মাস্টার। কিন্তু আমার কাপড়গুলো পাচ্ছি না।'

'তোমার কাপড়?' জেনভিবলের দৃষ্টি ফাঁকা। তারপর বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল। 'নোভী, ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগুলো পরিষ্কার করার দরকার ছিল। ...ক্লিনিং চেম্বারে আছে, ধুয়ে ইস্ত্রী করা। বের করে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু মনে ছিল না।'

'আমি বিরক্তিকর হতে চাইনা।'

'তুমি বিরক্তিকর না' জেনভিবল আমুদে গলায় বলল। "শোন, এই ব্যাপারটা শেষ হলে আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে অনেক পোশাকের ব্যবস্থা করে দেব –নতুন এবং লেটেস্ট ফ্যাশনের। খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে, তাই বেশি সাপ্লাই নিতে পারিনি। তবে আমরা দুজন বেশ কিছু সময় একসাথে কাটাচ্ছি। এসব নিয়ে আবার খুব বেশি-বেশি–" মেয়েটার চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে সে থেমে গেল, তারপর ভাবল, প্রায় মেয়ে। অন্য কিছু নিয়ে মাথা না ঘামালেও –পোশাকের ব্যাপারে।

একটু লজ্জা পেল এবং খুশী হলো সে। কারণ মেয়েটা 'অলস' না। হলে তার সব চিন্তা ধরে ফেলত। 'কাপড় গুলো আমাকে বের করে দিতে হবে?'

'না, মাস্টার। লাগবে না –আমি বুঝেছি ওগুলো কোথায় আছে।'

এরপর তাকে সে দেখল, পোশাক পরে আসার পর। চুল আঁচড়ানো। মুখে সামান্য লাজুক ভাব। 'আমার আচরণের জন্য আমি লজ্জিত, মাস্টার। নিজেরই খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল।'

'কোনো ব্যাপার না, নোভী,' জেনডিবল বলল। 'খুব ভালো [illegible] পারব। দ্রুত শিকারদের ভাষা তোমার আয়ত্তে চলে আসছে।'

নোভী হঠাৎ করেই হেসে ফেলল। দাঁতগুলো অসমান হলেও [illegible] সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। 'বাড়ি ফেরার পর হ্যামিশরা আমাকে [illegible] না।' সে বলল। 'আমাকে বলবে বাচাল, কারণ যারা বেশি [illegible] তাদেরকে এরা এই নামে ডাকে।'

'সন্দেহ আছে, তুমি আর হ্যামিশদের মাঝে ফিরতে পারবে কি না, নোভী। [illegible] নিশ্চিত যে স্কলারদের সাথেই তোমার থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে-'

'খুব ভালো হবে, মাস্টার।'

'মনে হয়না তুমি আমাকে কখনো 'স্পিকার জেনডিবল' বলে ডাকবে [illegible] বলবে-না।' নোভীর চোখে জোরালো আপত্তি দেখে সে থেমে গেল। 'কেন?'

'সেটা ঠিক হবে না মাস্টার। -এই সমস্যাটা কখন শেষ হবে?'

জেনডিবল মাথা নাড়ল। 'জানি না। ঠিক এই মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট [illegible] দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে। এই মহাকাশযান ভালো হলেও ধীর গতির। [illegible] পারছি না। কম্পিউটারের ক্ষমতা সীমিত, চালক হিসেবেও আমি দক্ষ না।'

'ওখানে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হবে, সেজন্যই আপনাকে তাড়াতাড়ি [illegible] তাই না মাস্টার?'

'কেন ভাবলে ওখানে বিপদ হবে, নোভী?'

'কারণ, কয়েকবারই আমি খেয়াল করেছি আপনি তাকিয়ে আছেন [illegible] আমাকে দেখছেন না আর আপনাকে মনে হয় -শব্দটা আমি জানি না। [illegible] অন্য কিছু।'

'উৎকণ্ঠা,' জেনডিবল ফিসফিস করে বলল।

'আপনাকে মনে হয় -সচেতন। এই শব্দটা হবে?'

'নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। সচেতন বলতে কি বোঝাচ্ছ, নোভী?'

'বলতে চাই যে আপনার চেহারা দেখে মনে হয় যেন নিজেই নিজেকে [illegible] "এই মহাসমস্যা দূর করার জন্য এরপরে আমি কি করব?"'

জেনডিবল অবাক হয়ে গেল। "এটা 'সচেতনতা' কিন্তু, তুমি কি এটা [illegible] বুঝে ধরতে পেরেছ, নোভী? ফিরে গিয়ে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন [illegible] কেউ কিছু ধরতে না পারে। কিন্তু এখানে, এই মহাকাশে তুমি ছাড়া [illegible] নেই। তাই একটু ঢিলাঢালা অবস্থায় ছিলাম। তোমার উপলব্ধি ক্ষমতা [illegible] আমাকে আরো সতর্ক থাকতে হবে।"

নোভীর দৃষ্টি ধাঁধা। 'আমি বুঝতে পারছি না, মাস্টার।'

'নিজে নিজেই কথা বলছিলাম, নোভী। ভয় পেয়োনা।'

'কিন্তু ওখানে বিপদ হবে?'

'একটা সমস্যা, নোভী। জানিনা সেশেলে গিয়ে কি পাবো -ওখানেই আমরা [illegible] হয়তো গিয়ে একটা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ব।'

'তার অর্থ বিপদ না?'

'না, কারণ আমি সেটা সামলাতে পারব।'

'কিভাবে বলছেন?'

'কারণ আমি একজন স্কলার। সবার সেরা। গ্যালাক্সিতে এমন কিছু নেই যা [illegible] সামলাতে পারি না।'

'মাস্টার,' নোভীর মুখে একটু কষ্টের ছাপ পড়ল, 'আমি আপনার মনে দুঃখ [illegible] চাইনা -আপনাকে রাগাতে চাইনা। কিন্তু সেরো রাফিরান্ট এর সাথে যখন [illegible] দেখি তখন আপনি বিপদে ছিলেন। জানিনা অপেক্ষা করছিলেন কেন [illegible] -কিছু করেন নি।'

[illegible] হতাশ বোধ করল, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে, নোভী?'

'[illegible] জন্য না, মাস্টার। আমার ভয় -আমি ভয় পেয়েছিলাম -আপনার জন্য।'

[illegible] মুহূর্ত সে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তারপর সুরা নোভীর কর্কশ হাত [illegible] হাতে নিয়ে বলল, 'নোভী, আমি চাইনা তুমি ভয় পাও। বুঝিয়ে দিচ্ছি। [illegible] আমার মুখ দেখে বলে দিলে যে বিপদ হতে পারে -প্রায় যেন তুমি আমার [illegible] পড়তে পারছ।'

'[illegible]'

'আমি তোমার চেয়েও ভালোভাবে মানুষের ভাবনা চিন্তা পড়তে পারি। স্কলাররা [illegible] কাজটাই শিখে এবং আমি খুব ভালো স্কলার।'

[illegible] চোখ বড় হয়ে গেছে, হাত দুটো দুপাশে ঝুলে পড়ল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে [illegible]। 'আপনি আমার চিন্তা পড়তে পারেন?'

জেনডিবল দ্রুত একটা আঙুল তুলল। 'না, নোভী। আমি তোমার চিন্তা পড়িনি। [illegible] না হলে।'

[illegible] কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার সাধারণ ধারা না বুঝে সুরা নোভীর সাথে [illegible] অসম্ভব। এজন্য দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার হওয়ার প্রয়োজন নেই।)

'আমি মানুষের চিন্তার পথ পরিবর্তন করে দিতে পারি।' সে বলল। 'মানুষকে [illegible] অনুভব করাতে পারি। আমি-'

'কিন্তু,' নোভী মাথা নাড়ছে। 'আপনি এত কিছু করতে পারেন, মাস্টার? [illegible]-'

'বাদ দাও রাফিরান্ট এর কথা,' জেনডিবল বিরক্ত সুরে বলল। 'আমি তাকে [illegible] থামাতে পারতাম। মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়াতে পারতাম। সব হ্যামিশকে-'

চোখ কোণেই সে থেমে গেল, বুঝতে পারছে আত্মতুষ্টিতে ভরে যাচ্ছে। [illegible] এই প্রথম মেয়েটিকে সে খুশী করতে।

'মাস্টার, নিজের জন্য আমার কোনো ভয় নেই। ভয় আপনার জন্য। [illegible] আপনি অনেক বড় জ্ঞানী মানুষ। এই মানুষটিকে ঠিকই [illegible] কেউ হলে পথ হারিয়ে ফেলত। এই [illegible] দেখেছি। তবে যাইক পাওয়ার কথা বলবেন না, আপনার [illegible] লোকজনকে এত কিছু করবেন বললেন, কই কিছুইতো করেননি। [illegible] আপনার উপর চড় উঠল।'

জেনডিবলের ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল। [illegible] তোমার যদি মনে হয় নিজের কোনো ভয় নেই, মনে করো। [illegible] কেউ যাকে খুশি তার মহাশক্তি মনে করতে পারে। আসলেই তাই না।

'লোকগুলোকে আমি কিছু করিনি, কারণ করতে চাইনি। আমার [illegible] কোনো ক্ষতি করতে চাইনি। তোমাদের [illegible] পেয়েছ?'

'আপনার অনেক মানুষ। অসমানের সেটাই মনে করি।'

মুহূর্তের জন্য জেনডিবলের চিন্তা জমা হয়ে গেল। '[illegible] আমাকে [illegible] করতে গেল।'

'আমি জানি না,' নোভী নরম গলায় বলল। 'মনে হয় না যে আমার [illegible] পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল।'

হেসে দিল জেনডিবল। 'তারা ভয়ে, আমরা হ্যামিশদের কোনো ক্ষতি [illegible] এই হ্যামিশদের বাধা দিয়ে [illegible] আটকে রাখতাম, [illegible] স্পিকাররা আমাকে ধরে ফেলত, [illegible] নিজেকে বাঁচানোর জন্য হয়তো একটু সময় দিতাম –তুমি সামলে।'

'আমার মাথায় তোমার মতো জ্ঞানবানের বাধা দেয়া উচিত হয়নি।'

'তুমি ঠিক কাজটাই করেছ। আমি কিছু করলে ক্ষতি হতো অনেক। [illegible] কারণেই আমি টের পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ।'

নোভী সুন্দর করে হাসল। 'বুঝতে পারছি এখনই আমার সাথে [illegible] ভালো করে।'

'আমি অবশ্যই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ,' জেনডিবল কিছুটা আবেগময় হয়ে [illegible] 'কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তোমাকে বুঝতে হবে সামনে কোনো [illegible] মানুষের একটা সেনাবাহিনী আমি সামলাতে পারব। যে কোনো [illegible] পারবে –বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ একজন –আর আমি ছাড়া [illegible] এমন কেউ নেই যে আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে।'

'আপনি যা বলবেন, মাস্টার, আমি সব বিশ্বাস করব।'

'আমি ঠিকই বলছি। এখনো তুমি আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?'

'না, মাস্টার, শুধু –মাস্টার, শুধু আমাদের স্কলাররাই যাইক পড়তে পারে –এরা ছাড়া কোথাও আর কোনো স্কলার নেই?'

জেনডিবল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। একেবারে আসল জায়গায় টোকা মারার একটা স্বাভাবিক গুণ রয়েছে মেয়েটির। সত্যি কথা অবশ্যই বলা যাবে না, 'না নেই।'

'অনেক অনেকগুলো নক্ষত্র আছে। একবার গোনার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। এই নক্ষত্রগুলো [illegible] আছে [illegible] মানুষ বাস করে, সেগুলোর কোনো কোনোটাতে নিশ্চয়ই স্কলার আছে। আমাদের নিজেদের গ্রহ বাদ দিয়ে অবশ্যই।'

'হ্যাঁ।'

'তারা থাকলে, তাহলে কি হবে?'

'তারা আমার মতো শক্তিশালী হবে না।'

'কিন্তু তোমার আগেই এরা যদি আপনার উপর চেপে বসে?'

'পারবে না। যদি কোনো অচেনা স্কলার আসতে থাকে আমি সেটা বুঝতে পারব। কোনো ক্ষতি করার অনেক আগেই জানতে পারব।'

'আপনি পালাতে পারবেন?'

'পালাতে হবে না। –কিন্তু যদি পালাতে চাই, নিশ্চিতভাবে আমরা [illegible] মহাকাশযানে চড়ুন। কেউ আমাদের ধরতে পারবে না।'

'তারা আপনার চিন্তা পরিবর্তন করে আপনাকে আটকে দিতে পারে?'

'না।'

'তারা অনেক হতে পারে। কিন্তু আপনি একা।'

'তারা আমার কাছাকাছি আসার অনেক আগেই জানতে পারব। তখন দূরে সরে যাব। তারপর আমাদের স্কলারদের পুরো গ্রহ তাদের বিরুদ্ধে লাগবে। এরা টিকতে পারবে না, সেটা জানে বলেই আমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

'তাহলে আপনি এদের চেয়ে শক্তিশালী।' নোভী বলল, চেহারায় গর্ব।

নোভী সাথে থাকা বেশ আনন্দের ব্যাপার, জেনডিবলের মনে হলো। সহজ সরল বুদ্ধিমত্তা, সবকিছু সহজে বুঝে নেবার ক্ষমতা–চমৎকার। এই হ্যামিশ [illegible] তার কাঁধে চাপিয়ে স্পিকার [illegible] উপকারী [illegible] হবে।

'না, নোভী,' সে বলল, 'আসল কারণ আমার সাথে রয়েছ তুমি।'

'আমি?'

'ঠিক, নোভী। বুঝতে পারনি?'

'না, মাস্টার,' অবাক সুরে বলল। 'আমি কি করতে পারব?'

'তোমার মাইন্ড।' সাথে সাথে সুরটা তুলে জেনডিবল আবার বলল, 'আমি তোমাকে ভিক্ষা চাইছি। আমি শুধু তোমার মাইন্ডের কাউন্সিলটাইন দেখেছি। অনেকটা মসৃণ আউটলাইন।'

অবশেষে একটা হাত রাখল নোভী। 'কারণ আমি অশিক্ষিত? কারণ আমি বোকা?'

'না ডিয়ার।' নিজের অজান্তেই সম্বোধন পালটে গেছে। 'কারণ তুমি সৎ, নিষ্পাপ, তুমি সত্যবাদী, তুমি আন্তরিক। যদি অন্য কোনো অবস্থায় সাক্ষাৎ হতো তোমার এবং আমার মাইন্ড —তোমার জন্য কিছু নাইস —তোমার মাইন্ডের সাথে সেই স্পর্শ খুব জোরালোভাবে ধরা পড়বে। নিজের মাইন্ডে কোনো পরিবর্তন অনুভব করার আগেই আমি সেটা ধরতে পারব। তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারব।'

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ। নোভীর চোখে জেনডিবল আনন্দ আর অহংকারের ছোঁয়া দেখতে পারছে। মৃদু সুরে বলল, 'সেজন্যই আপনি আমাকে সাথে নিয়ে এসেছেন?'

জেনডিবল মাথা নাড়ল। 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, হ্যাঁ।'

নোভী ফিসফিস করে বলল, 'আমি কিভাবে এক সাহায্য করব, মাস্টার?'

'শান্ত থাক। ভয় পেয়োনা। এবং ঠিক —ঠিক যেমন আছ, তেমনই থাক।'

'আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। এবং বিপদ আর আপনার মাঝখানে দাঁড়াব।' বলেই নোভী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, জেনডিবল পিছন থেকে তাকিয়ে আছে।

অদ্ভুত মেয়ে। সহজ সরল অথচ কত জটিল। মাইন্ড এর মসৃণ কাঠামোর নিচে রয়েছে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর সাহস। স্পষ্টই নোভীকে সে যথাযথভাবে দেখতে পারেনি —স্পিকার না, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার না, এমনকি শিক্ষিতও না —অথচ নাটক অভিনীত হতে যাচ্ছে তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সে জানে না সামনে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।

৫৯

'একটা সিঙ্গেল জাম্প,' ফিসফিস করে বলল ট্রাভিজ। 'তারপর পৌঁছে যাবো।'

'গায়া?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল, ট্রাভিজের কাঁধের উপর দিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'গায়ার সূর্য, যাতে গুলিয়ে না যায় এটাকে ডাকতে পারো গায়া-এস। গ্যালাকটোগ্রাফাররা মাঝে মাঝে এমন করে।'

'গায়া কই, তাহলে? নাকি বলব গায়া-পি। পি মানে প্ল্যানেট।'

'শুধু গায়া বললেই চলবে। এখনো দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসেনি। নক্ষত্র যত সহজে দেখা যায়, গ্রহ তত সহজে দেখা যায় না। আমরা গায়া-এস থেকে এখনো এক

মাইক্রোপারসেক দূরে। ভালো করে তাকাও এটা শুধুই একটা নক্ষত্র, যদিও বেশ উজ্জ্বল। খালি চোখে সোজাসুজি তাকালে রেটিনার ক্ষতি করতে পারে। কাজেই সরাসরি তাকাবে না। ফিল্টার লাগানোর পর তাকাবে।'

'একটা মাইক্রোপারসেক-এ কতটুকু দূরত্ব হয়, গোলান। একজন মিথলজিস্ট এর বোঝার মতো করে বল।'

'তিন বিলিয়ন কিলোমিটার। আমাদের নিজস্ব সূর্য থেকে টার্মিনাসের দূরত্বের হিসেবে বেশ। চলবে?'

'চমৎকার। —কিন্তু আমরা আর কাছে যাবো না?'

'না।' ট্রাভিজ অবাক হয়ে চোখ তুলল। 'এখনই না। গায়া সম্বন্ধে এত কিছু শোনার পর, তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয়? সেজন্য সাহসী সাহস আর বোকামী দরকার। বরং একটু থেমে দেখি।'

'কি দেখবে, গোলান? তুমি বলেছ গায়া এখনো দেখা যাচ্ছে না।'

'খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না বটে। কিন্তু আমাদের টেলিস্কোপিক ভিউস্ক্রিন এবং চমৎকার একটা কম্পিউটার আছে। এখান থেকেই সূর্য এবং আরো অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করা যাবে। —বিশ্রাম, জেনভ।' সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে পেলোরেটের কাঁধ চাপড়ে দিল সে।

একটু থেমে ট্রাভিজ আবার বলল, 'গায়া একা, কোনো সঙ্গী থাকলেও সেটা অনেক দূরে। সম্ভবত একটা বামন তারা, যেটা না থাকলেও চলবে। গায়া জি-শ্রেণীর নক্ষত্র। তার মানে অবশ্যই বাসযোগ্য গ্রহ আছে। এটা এফ বা কে শ্রেণীর হলে এখনি অন্যদের পালাতে হতো।'

'আমরা তো সেশেল থেকেই জেনে এসেছিলাম যে গায়া স্পেকট্রাল শ্রেণীর।'

'জেনেছিলাম, জেনভ। চোখে দেখে নিশ্চিত হতে কোনো দোষ নেই। গায়া-এস এর একটা প্ল্যানেটারি সিস্টেম আছে, অবাক হওয়ার কিছু নেই এতে। দুটো গ্যাস জায়ান্ট দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিশাল। নক্ষত্রের অপর পাশে আরেকটা থাকতে পারে, দেখা যাচ্ছে না। কক্ষপথের আরো কাছে যেতে হবে। ইনার প্ল্যানেটেও কিছু নেই।'

'সেটা কি খুব খারাপ?'

'না, আশা করেছিলাম। বাসযোগ্য গ্রহকে অবশ্যই পাথর এবং ধাতু থাকবে। গ্যাস জায়ান্টগুলো থেকে অনেক ছোট হবে এবং অবশ্যই সূর্যের অনেক কাছে থাকবে। এখান থেকে কোনোভাবেই দেখা যাবে না। সূর্যের আরো কাছে যেতে হবে, প্রায় চার মাইক্রোপারসেক এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।'

'আমি তৈরি।'

'আমি তৈরি না। —জাম্প করব আগামীকাল।'

'কেন?'

'কেন নয়? ওদেরকে একটা দিন দিতে চাই আমাদের কাছে এগিয়ে আসার জন্য—এবং আমরাও যাতে সরে পড়ার একটা সুযোগ পাই, যদি ওদের একাধিক [illegible] আমার পছন্দ না হয়।'

৬০

ধীর এবং সতর্ক একটা প্রক্রিয়া। সারাদিন ধরে ট্রাভিজ বিভিন্ন হিসাব নিকাশের মাধ্যমে একটা পথ বের করার চেষ্টা করল। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সে অনুমানের উপর নির্ভর করছে। লাভ হচ্ছে না। কোনো নিশ্চয়তাবোধটা আর কাজ করছে না এখন।

সবচেয়ে বড় গ্যাস জায়ান্ট গায়া-স এর খুব কাছে তারা এখন ঠিক তার কাছে পৌঁছে গেছে, প্রায় আধা বিলিয়ন কিলোমিটার এর মধ্যে। ট্রাভিজ ব্যাপারটা এমনভাবে রেখেছে যেন পেলোরেটের সুবিধা হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বলয়গুলো বাদ দিলে দৃশ্যটা খুব চমৎকার।

'স্বাভাবিক গ্রহ বিন্যাস,' ট্রাভিজ বলল, 'কিন্তু এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কোনোটাই বাসযোগ্য না। ট্রানসেক্টর বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে মানুষ এখনো বসতি স্থাপন করে নি।'

'কিভাবে বললে?'

"এমন কোনো বেতার তরঙ্গ পাচ্ছিনা যাতে বোঝা যায় ওখানে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। অবশ্য,' নিজের বক্তব্য একটু সংশোধন করে বলল, 'বৈজ্ঞানিক [illegible] কেন্দ্রগুলো বেতার সংকেত লুকানোর জন্য ব্যবস্থা করে। আর আমি যা চাই তা হচ্ছে গ্যাস জায়ান্টের কারণে ধরা পড়বে না। তবে আমাদের বেতার গ্রাহক যন্ত্র আর কম্পিউটার খুব উন্নতমানের। আমি শুধু বলব ঐ দুটো গ্রহে মানুষ বাসের সম্ভাবনা খুবই কম।"

'তার মানে গায়া নেই ওখানে?'

'না, তবে বোঝা যাচ্ছে, যদি গায়া থাকে, সে এই গ্রহগুলোতে বসতি স্থাপন করেনি। হয়তো তার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই বা আগ্রহ নেই।'

'বেশ, গায়া আছে তো?'

'ধৈর্য জেনভ, ধৈর্য ধরো।'

ট্রাভিজ সীমাহীন ধৈর্যের সাথে আকাশ দেখতে লাগল। এক পর্যায়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ধরার জন্য ওরা এগিয়ে না আসায় আমি খুব [illegible] পেয়েছি। ওদের ব্যাপারে এত কিছু শুনেছি তাতে আশা করেছিলাম কিছু একটা ঘটবে।'

'তোমরা পুরো ব্যাপারটাই কল্পনা,' পেলোরেট বিষণ্ণ সুরে বলল।

'সবই কল্পনা, পৌরাণিক কাহিনী, জেনভ,' ট্রাভিজ হতাশ হেসে বলল, 'এটা বড় বাজে। যাই হোক ইকোস্ফেয়ারে আরেকটা গ্রহ ধরা পড়েছে, বাসযোগ্য হতে পারে। আমি অন্তত একদিন সেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে চাই।'

'কেন?'

'নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এটা বাসযোগ্য।'

'তুমি এই মাত্র বললে ইকোস্ফেয়ারে ধরা পড়েছে, গোলান।'

'হাঁ, এই মুহূর্তে ঠিক তাই। কিন্তু এর কক্ষপথ গোলমেলে হতে পারে। হয়তো একেবারে খুব কাছ দিয়ে বা দূর দিয়ে প্রদক্ষিণ করে। দুরকমও হতে পারে। গায়া-স থেকে এই গ্রহের দূরত্ব, দুর্দম শক্তি দুটোই হিসাব করে তুলনা করতে হবে।'

৬১

[illegible] দিন।

'কক্ষপথ প্রায় গোলাকার,' ট্রাভিজ দুর্বল গলায় বলল, 'তার মানে সেখানে [illegible] সম্ভব। এখনো কেউ আমাদের ধরার জন্য ছুটে আসেনি। আরো কাছে [illegible] দেখতে হবে।'

'[illegible] ছোট জাম্প দিতে এত দেরি করছ কেন?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'[illegible] বড় জাম্পের তুলনায় ছোট জাম্প সামলানো কঠিন। একটা পাথর [illegible] না বালুর ছোট কণা তোলা সহজ। তাছাড়া গায়া-স গ্রহের কাছাকাছি [illegible] এখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। ফলে কম্পিউটারের জন্যও হিসাব করা কঠিন। একজন [illegible] এটা বুঝতে পারবে।'

পেলোরেট মেনে নিল।

'[illegible] এখন তুমি গ্রহটা দেখতে পারবে। ওই যে, দেখ। [illegible] [illegible] ঘণ্টা এবং অক্ষের উপর বার ডিগ্রি হেলে আছে। বাসযোগ্য গ্রহের [illegible] উদাহরণ। এবং ওখানে প্রাণ আছে।'

'কিভাবে বললে?'

'বায়ুমণ্ডলে প্রচুর মুক্ত অক্সিজেন আছে। প্রচুর গাছপালা ছাড়া সেটা সম্ভব না।'

'বুদ্ধিমান প্রাণী?'

'[illegible] রেডিয়েশন বিশ্লেষণ করে বলতে হবে। অবশ্য অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী প্রযুক্তি পরিত্যাগ করেছিল।'

'হাঁ, এমন কিছু ঘটনা আছে।'

'তোমার কথাই আমি মেনে নেব। এটা তোমার ডিপার্টমেন্ট। তবে কতগুলো [illegible] মিউল পালিয়ে গিয়েছিল, স্বাভাবিক মনে হয় না।'

'কোনো উপায় আছে?' পেলোরেট প্রশ্ন করল।

'হাঁ, আছে,' ট্রাভিজও স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল।

'কত বড়?' হঠাৎ পেলোরেটের গলার স্বর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেছে।

'নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবনা, সম্ভবত একশ কিলোমিটার ব্যাস।'

'না,' পেলোরেট কিছুটা গলায় বলল। 'আরো চমৎকার কিছু নিশ্চয়তার বলার ইচ্ছা ছিল, যাই হিসাব হোক, তার আর দরকার নেই—'

'তোমার কল্পনা উপাখ্যানই আরো বড় হলে এটা পৃথিবী হতে পারত?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

'বেশ, কল্পনার কথা ঠিক হলে পৃথিবী গ্যালাক্সির এই অংশে নেই। [illegible] নিশ্চিত পৌঁছতে—দুঃখিত জেনভ, আমি দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে।'

'শোন আমরা অপেক্ষা করব, আর ঝুঁকি নিয়ে ছোট একটা জাম্প করব। [illegible] বুদ্ধিমান প্রাণের কোনো চিহ্ন না পাই তখন হয়তো ল্যান্ড করা নিরাপদ হবে [illegible] তখন ল্যান্ড করার কোনো কারণ থাকবে না। থাকবে কি?'

৮২

পরবর্তী জাম্প দিয়ে ট্রেভিজ অবাক সুরে বলল, 'ঠিক আছে জেনভ। এটাই [illegible] ঠিক আছে। অন্তত এর একটা উন্নত সভ্যতা আছে।'

'রেডিও ওয়েভ দেখেই বলে দিচ্ছ?'

'তারচেয়েও ভালো। একটা স্পেস স্টেশন গ্রহটাকে ঘিরে ঘুরছে। দেখছ?'

ভিউস্ক্রিনে একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে, পেলোরেট অনভ্যস্ত চোখে সেটা চিনতে পারল না। ট্রেভিজ বলে দিল, 'কৃত্রিম, ধাতব এবং রেডিও-সোর্স।'

'এখন কি করব?'

'কিছুই না, অন্তত কিছুক্ষণ। প্রযুক্তির এমন উন্নত অবস্থায় আমাদেরকে না দেখতে পায়নি, সেটা অসম্ভব। কিছুক্ষণ পরেও যদি ওরা কিছু না করে তাহলে একটা রেডিও মেসেজ পাঠাবো। তারপরেও যদি কিছু না করে ধীরে ধীরে সামনে এগোব।'

'যদি ওরা কিছু করে?'

'সেটা নির্ভর করছে 'কিছুর' উপর। যদি সেটা আমার পছন্দ না হয়, তখন এই মহাকাশযানের সুবিধা নেব। আশা করি ওদের প্রযুক্তি এত উন্নত না।'

'তার মানে আমরা পালাব?'

'একটা হাইপার স্পেস মিসাইলের মতো।'

'পালাবোই যখন বোকার মতো এলাম কেন?'

'মোটেই না। আমরা অন্তত জানলাম গ্রহটায় অধিবাসী আছে, উন্নত প্রযুক্তি [illegible] এবং আমাদের ধাওয়া দেয়ার মতো কিছু একটা করছে।'

'কিন্তু, গোলান, সহজেই ভয় পাওয়া ঠিক না।'

'শোন জেনভ, আমি জানি পৃথিবী খুঁজে বের করা ছাড়া গ্যালাক্সিতে তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই। কিন্তু তোমার মতো আগ্রহ আমার নেই। আমাদের মহাকাশযানে কোনো অস্ত্র নেই, আর নিচের ওই মানুষগুলো বছরের পর বছর নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে। ওরা হয়তো ফাউন্ডেশনের নাম শুনেনি বা জানে না কিভাবে [illegible]

আচরণ করতে হয়। হয়তো ওরা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন—একবার ওদের হাতে পড়লে আমরা আর আগের মতো হতে পারবনা। তুমি চাও ওরা তোমার মাথায় ঢুকে [illegible] ফেলুক, যেন এরপর দেখা যায় তুমি মিথলজিস্ট না বা কোনো [illegible] জ্ঞান না?'

পেলোরেট আতঙ্কে [illegible] হয়ে গেছে। 'যদি একরকম হয়—কিন্তু পালিয়ে আমরা কোথায় যাবো?'

'সহজ। আমরা টার্মিনাসে ফিরে যাবো।—অথবা বৃদ্ধ মহিলা [illegible] কাছে থেকে [illegible] বলে যাবো। তারপর একটা না পুরো এক ফ্লিট যুদ্ধযান নিয়ে ফিরে আসব। তখন পরিস্থিতি হবে ভিন্ন।'

৮৩

অপেক্ষা করছে ওরা। একটা রুটিনে পরিণত হয়েছে। টার্মিনাস থেকে সেসেল [illegible] এর সময় লেগেছে, গাইয়ার কাছাকাছি তারা এর চেয়েও বেশি সময় অপেক্ষা করল।

ট্রেভিজ কম্পিউটারে অটোমেটিক এলার্ম সেট করে হালকা ঘুমে তলিয়ে [illegible] সেই সময় এলার্মের শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। পেলোরেট [illegible] এসে ঢুকল ট্রেভিজের রুমে। শেভ করছিল, [illegible] গালের মাঝখানে।

'কোনো মেসেজ এসেছে?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'না,' ট্রেভিজ উৎফুল্ল স্বরে বলল। 'আমরা এগোচ্ছি।'

'এগোচ্ছি কোথায়?'

'স্পেস স্টেশনের দিকে।'

'কেন?'

'আমি জানি না। মোটর চালু হয়ে গেছে, আর কম্পিউটার আমার সাথে সাড়া দিচ্ছে না—কিন্তু আমরা এগোচ্ছি।—জেনভ, ওরা আমাদের আটকে ফেলেছে। গাইয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

এক যাত্রা

৬৪

ভিউস্ক্রীনে কম্পরের মহাকাশযান দেখে সাথে সাথে জেনডিবলের মনে হলো যেন অনেক লম্বা যাত্রা শেষ হয়েছে। আসলে শেষ হয়নি, বরং শুরু হয়েছে। ট্র্যান্টর থেকে সেসেল পর্যন্ত যাত্রা ছিল শুধু ভূমিকা।

সুরা নোভী ভয় পেয়েছে। 'ওটা আরেকটা যান মহাকাশের, মাস্টার?'

'মহাকাশযান, নোভী, হ্যাঁ। এটার কাছে পৌঁছানোর জন্যই এতদূর ছুটে এসেছি। এটা আমাদের যানের চেয়েও বড় এবং ভালো। এত জোরে ছুটতে পারে যে আমরা ওটাকে ধরতে পারব না —এমনকি অনুসরণও করতে পারব না।'

'মাস্টারদের যানের চেয়েও দ্রুতগতির?' নোভী আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

জেনডিবল কাঁধ ঝাঁকালো। 'তোমার কথামতো আমি হয়তো মাস্টার, তবে সবকিছুর মাস্টার না। আমাদের স্কলারদের কাছে ওরকম মহাকাশযান নেই, আর যারা মালিক তাদের যত যন্ত্রপাতি আছে সেগুলোও আমাদের নেই।'

'কেন নেই, মাস্টার?'

'কারণ আমরা হচ্ছি আসল জিনিসের মাস্টার। ঐ সব যন্ত্রপাতি আসলে সব তুচ্ছ।'

গভীর চিন্তায় নোভীর দুই ভুরু এক হয়ে গেছে। 'আমার মনে হয় মাস্টারদের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারাটা কোনো সামান্য বিষয় না। ওই লোকগুলো কারা?'

প্রশ্নটা শুনে জেনডিবল মজা পেল। 'নিজেদেরকে ওরা বলে ফাউন্ডেশন। তুমি কখনো ফাউন্ডেশনের নাম শুনেছ?'

(অবাক হয়ে ভাবল হ্যামিশরা গ্যালাক্সির ব্যাপারে কতটুকু জানে। স্পিকাররা এই ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি কেন। —নাকি শুধু সেই মাথা ঘামায়নি —শুধু তার ধারণা যে হ্যামিশরা মাটি কাটা ছাড়া আর কিছু পারে না।)

নোভী চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। 'কখনো শুনিনি মাস্টার। স্কুলে শিক্ষক আমাকে অনেক বিশ্বের নাম বলেছিল। বলেছিল আমাদের হ্যামিশ বিশ্বের আগে সব ছিল ট্র্যান্টর এবং সেটা সবগুলো বিশ্ব শাসন করত। ট্র্যান্টর চকচকে লোহা দিয়ে ঢাকা ছিল এবং ছিল একজন সম্রাট যে ছিল সবকিছুর মাস্টার।'

জেনডিবলের দিকে লজ্জিতভাবে তাকিয়ে আবার বলল, 'আমি অবশ্য কিছুই বিশ্বাস করি না। দীর্ঘ রাতের সময় মিটিং হলে গল্প বলকরা অনেক গল্প শোনাতো। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এখন করি না। স্কুল মাস্টারের কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

'নোভী, ঐ স্কুল মাস্টারের গল্পটা সত্যি —তবে ঘটনাগুলো ঘটেছিল অনেকদিন আগে। একটা সময় পুরো ট্র্যান্টর একসময় ঢাকা ছিল ধাতু দিয়ে, একজন সম্রাট ছিল, আর সে পুরো গ্যালাক্সি শাসন করত। আর এখন এই ফাউন্ডেশন কোনো একদিন পুরো বিশ্ব শাসন করবে। দিনে দিনে ওরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে।'

'ওরা সবকিছু শাসন করবে, মাস্টার?'

'এখনই না, পাঁচশ বছর পরে।'

'ওরা তখন মাস্টারদেরও মাস্টার হবে?'

'না, না। ওরা বিশ্বগুলো শাসন করবে। আমরা ওদের শাসন করব —তাদের এবং বিশ্বগুলোর নিরাপত্তার জন্য।'

নোভী আবার চিন্তায় পড়ে গেল। 'মাস্টার, ফাউন্ডেশনের কাছে এরকম মহাকাশযান অনেক আছে, তাই না?'

'আমার তাই মনে হয়, নোভী।'

'আর অন্যান্য জিনিসগুলো বেশ —অদ্ভুত?'

'ওদের কাছে বিভিন্ন রকম শক্তিশালী অস্ত্র আছে।'

'তাহলে, মাস্টার, ওরা এখনই সবগুলো বিশ্ব দখল করতে পারে না?'

'না, পারে না। এখনো সময় আসেনি।'

'কেন? মাস্টাররা বাধা দেবে?'

'না। আমরা কিছু না করলেও ওরা সবগুলো বিশ্ব দখল করতে পারবে না।'

'কে ওদেরকে থামাবে?'

'শোন, এর জন্য একটা পরিকল্পনা আছে, অনেকদিন আগে এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি সেটা তৈরি করেছিলেন—'

সে একটু হাসল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বোঝানো একটু কঠিন, নোভী। অন্যসময় বলব। তাছাড়া ট্র্যান্টরে ফেরার আগে যা ঘটবে সেটা দেখে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না।'

'কি ঘটবে, মাস্টার?'

'ঠিক জানি না। তবে যা ঘটবে ভালোই ঘটবে।'

অন্তত আশা করি। কথাটা সে মনে মনে ভাবল। তারপর ঘুরে কম্পরের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে লাগল।

নিজের উপরই তার রাগ লাগছে। এমন একটা দুর্বল বোকা-বোকা চিন্তার উদয় কেন হলো। সেটা হচ্ছে কম্পরের মহাকাশযানের আকারে ফাউন্ডেশনের বিশাল ক্ষমতার ছবি তার কাছে পরিষ্কার ধরা পড়েছে আর নোভী সেটার প্রশংসা করেছে খোলাখুলি।

বোকা! সে কিভাবে তার ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার সাথে তুমি গন্ডার শক্তি ক্ষমতার তুলনা করতে পারল?

এখনো বাইরের চাকচিক্য দেখে সে ভুল করে।

৩৫

কম্পর নিশ্চিত হতে পারছেনা কেমন হবে তার আচরণ। সারাজীবন সে অসীম ক্ষমতার অধিকারী স্পিকারদের ছবি কল্পনা করেছে –যে স্পিকারদের সাথে তার যোগাযোগ হয় এবং যাদের রহস্যময় হতে হয়েছে সমস্ত ব্যাপারে।

তাদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে স্টর জেনডিবলের কাছ থেকে সে অসংখ্য নির্দেশ পেয়েছে। শুধু যে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে তাই নয়, বরং তাঁর উপস্থিতির টের পেয়েছে –হাইপার রিলে ছাড়া হাইপারস্পেস।

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন অনেকদূর এগিয়ে গেছে ফাউন্ডেশন থেকে। কোনো প্রকার যান্ত্রিক যন্ত্র ছাড়াই, শুধু শিক্ষিত এবং অমাপ মাইন্ড পাওয়ারের সাহায্যে তারা যোগাযোগ করতে পারে বহু পারসেক দূরে, যা বাইরে থেকে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। এটা এমন এক ধরনের অদৃশ্য, অস্পর্শনীয় নেটওয়ার্ক যা কয়েকশ নিবেদিত প্রাণ মানুষের সাধনার বলে সবগুলো বিশ্বকে ধরে রেখেছে শক্ত হাতে।

কম্পর প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হয় নিজের ভূমিকা নিয়ে। তার অবস্থান অনেক নিচু অথচ তার প্রভাবশালী। আর তার গোপন। এমনকি তার স্ত্রীও এই গোপন জীবন ব্যাপারে কিছু জানে না।

আর এই স্পিকার জেনডিবলের হাতে রয়েছে লাটিই। হয়তো সেই হবে পরবর্তী ফার্স্ট স্পিকার, সম্রাটদের চেয়ে বড় সম্রাট, শাসন করবে সম্রাজ্যের চেয়ে বড় সাম্রাজ্য।

জেনডিবল পৌঁছে গেছে ট্রানটরের মহাকাশযান নিয়ে। আকাঙ্ক্ষা ট্রানটর না হওয়ার হতাশা কম্পর জোর করে দূর করে দিল।

ট্রানটরের মহাকাশযান: পাসাস্থির অস্থির সময়ে ফাউন্ডেশনের বণিকরা এ থেকে ভালো যান ব্যবহার করত। ট্রানটর থেকে দেখেশ আসতে সে এর সাথে পেয়েছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এদিকে একটা ইউনিয়ক মেকানিজম পর্যন্ত নেই যাতে দুটো যানকে এক সাথে জায়ীদের সাথে বাঁধা যায়। এমনকি সেপেলিয়ান ট্রেডারও এই ব্যবস্থা ছিলো। তাকে স্পিকারকে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিতে হবে। তারপর সেই দড়ি ধরে ভেসে ভেসে এগোতে হবে, –ইম্পেরিয়াল যুগের মতো।

ঠিক তাই, কম্পর তার হতাশা লুকাতে পারছে না। এই যানে ব্যক্তিগত ইঞ্জিনিয়ারিং ভেসে –এবং কেউ।

দুটো কায়েমে শক্তি ধরে এগোচ্ছে –তাদের একজনকে দেখে শক্তি বোঝা যাচ্ছে এর আগে কখনো কোনো মহাকাশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল দুজন। খুলে ফেলল স্পেস স্যুট। স্পিকার স্টর জেনডিবলের উচ্চতা স্বাভাবিক। দেখে বিশাল আর ক্ষমতাশালী মনে হয় না। এমন একজন স্পিকারকে চমকিত হয়ে চারপাশে দেখছে।

অন্যজন একটা মেয়ে, প্রায় জেনডিবলের সমান লম্বা, অতি সাধারণ চেহারা। যা দেখে বোঝা যায়...

৩৬

শক্তি দড়ি ধরে ভেসে আসার অভিজ্ঞতা জেনডিবলের জন্য নতুন কিছু না। অবশ্য সে এটা পুরোপুরি উপভোগ করে না। প্রতিটি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারকেই মহাকাশে এ ধরনের সাধনা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। (স্টর পালভার, যার ব্যাপারে... দিনেকেইটকে পরিণত হয়েছে, একবার বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন স্পিকার তত বেশি সফল হবে সে যত কম মহাকাশে থাকবে।)

...জেনডিবল নিয়মিত একরকম শক্তি ধরে ভেসেছে, এবার নিতে হবে... কোনো ভয় থাকলেও নোভীর কথা চিন্তা করে সেটা দূর হয়ে গেল। ...মেয়েটা যে ভয় পাচ্ছে সেটা বলার জন্য মেন্টালিক্স এর কোনো...

'...আমি পারব না, মাস্টার,' সব বুঝিয়ে দেয়ার পর সে বলেছিল। 'এটা কিছুই ...যদি না রাখেন।' হঠাৎ করে হ্যামিশ উচ্চারণ শুরু করাতেই বোঝা যায় ...ভয় পেয়েছে।

...নরম সুরে বুঝিয়েছিল। 'তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারি না, ...আমি থাকব এই মহাকাশযানে যাচ্ছি তোমাকেও যেতে হবে। কোনো বিপদ ...না। কারণ তোমার স্পেসস্যুট রক্ষা করবে তোমাকে। শক্তি থেকে হাত ছুটে গেলেও তুমি এক জায়গায় ভেসে থাকবে, পড়ে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আমি ...তোমাকে একমুহূর্তের মধ্যেই। এস, নোভী, আমাকে দেখাও তুমি খুব সাহসী আর বুদ্ধিমতি –স্কলার হওয়ার যোগ্য।'

এর পর আর কোনো আপত্তি করে নি। আর জেনডিবলের ইচ্ছা ছিল না নোভীর মাইন্ডে হস্তক্ষেপ করে, তারপরও মাইন্ড সারফেসে শান্ত স্পর্শ করল।

'তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারবে,' স্পেসস্যুট পড়ার পর সে বললো। 'শুধু মনে চিন্তা কর, একটার পর একটা। আমার কথা শুনতে পারছ?'

'জি, মাস্টার।'

ট্রান্সপারেন্ট ফেসপ্লেটের ভিতর ঠোঁট নাড়তে দেখে সে বলল, ঠোঁট নাড়তে হবে না, নোভী। কোনো ধরনের রেডিও নেই। সব করতে হবে মাইন্ড দিয়ে।'

ঠোঁট নড়ল না কিন্তু চোখদুটো আরো গভীর হয়ে গেল। আপনি শুনছেন, মাস্টার?

চিন্তাবার, জেনডিবল চিন্তা করল –তারও ঠোঁট নড়ল না। তুমি শুনতে পারছ?

পারছি মাস্টার।

তাহলে আমার সাথে এস এবং আমি যা করি তাই কর।

পদ্ধতিটা জেনডিবলের জানা আছে। কোমর থেকে পা দুটো একসাথে [illegible] নিতে হবে। সরল পথে এগোনোর জন্য কোমর মহাকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে [illegible] করে, সেই সাথে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দোলাতে হবে। পুরো ব্যাপারটা সে নোভীকে বুঝিয়ে দিল। এখন পিছনে না তাকিয়েই নোভীর মস্তিষ্কের [illegible] স্পন্দন থেকে তার শারীরিক ভঙ্গি বুঝতে পারছে।

প্রথমবার হিসেবে নোভী যথেষ্ট ভালো করল, প্রায় জেনডিবলের মতো। দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে মন দিয়ে নির্দেশ পালন করে গেল। তাই বেশ [illegible] মহাকাশযানে উঠতে পেরে দুজনেই খুশী। স্পেস স্যুট থেকে বেরিয়ে [illegible] বহর দেখে জেনডিবল থমকে গেছে। কোনোটাই সে চেনে না, চেনার জন্য সময়ও পাবে না। যে একই মধ্যে এই যান চালিয়েছে, তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কৌশল জেনে নেয়া যাবে, কিন্তু সেটা প্রকৃত শিক্ষা হবে না।

তারপর কম্পরের দিকে মনোযোগ দিল। লম্বা, হালকা-পাতলা। [illegible] বছরের বড় এবং সুদর্শন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জীবনে প্রথমবার একজন স্পিকারকে দেখে সে হতাশ। কিছুটা অবজ্ঞাও প্রকাশ করছে। [illegible] অনুভূতি সে গোপন রাখতে পারছে না।

এটা কোনো ব্যাপার না। কম্পর ট্রানটরিয়ান না —পরিপূর্ণ [illegible] ফাউন্ডেশনারও না —তার নিজের কল্পনা থাকতেই পারে। এমনকি [illegible] বিশেষণেও সেগুলো ধরা পড়বে। একটা কল্পনা যাচ্ছে [illegible] প্রকাশ থাকবেই। অবশ্যই সে তার কল্পনাকে ধরে রাখতে পারে যতক্ষণ না সেগুলো জেনডিবলের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। এই মুহূর্তে সেটা বাধা তৈরি করছে।

জেনডিবল যা করল সেটা হচ্ছে [illegible] মান অনুযায়ী অত্যন্ত মৃদু [illegible] টোকা দিল। [illegible] অনুভূতিতে [illegible] তার চেতনার [illegible] একটা [illegible] ঢুকে পড়ছে [illegible] অনিয়ন্ত্রিত কিন্তু [illegible] একটা [illegible] ব্যাপারে [illegible] চিন্তা অবশ্যই [illegible] করতে পারে।

কম্পর [illegible] জেনডিবলের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা নিয়ে।

জেনডিবল [illegible] গলায় বলল, 'আমি শুধু তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছি, কম্পর, ধন্যবাদ। দয়া করে তোমার বন্ধু গোলান ট্রেভিজ এবং তার বন্ধু [illegible] পেলোরেটের বর্তমান অবস্থান আমাকে জানাও।'

কম্পর চিন্তা করছে, 'এই মেয়েটার সামনেই বলব, স্পিকার?'

'এই মেয়েটা, কম্পর, আমারই বর্ধিত অংশ। মন খুলে বলতে পারো।'

'আপনি যা বলেন, স্পিকার। ট্রেভিজ এবং পেলোরেট গায়া নামের একটা গ্রহের দিকে এগোচ্ছে।'

'শেষ যোগাযোগের সময় তুমি সেই কথাই বলেছিলে। নিশ্চয়ই ওরা গায়ায় [illegible] চলে গেছে। সেখানে ওরা বেশিদিন ছিল না।'

'আমি যখন অনুসরণ করছিলাম তখনো ওরা লাফ দেয়নি। [illegible] দিকে [illegible] খুব বেশি সতর্ক হয়ে, মাইক্রো-জাম্পের আগে প্রচুর সময় নষ্ট করছে। আমার মনে হয় যথেষ্ট তথ্য না থাকায় ভয় পাচ্ছে ওরা।'

'তোমার কাছে তথ্য আছে, কম্পর?'

'নেই, স্পিকার। [illegible] মহাকাশযানের কম্পিউটারে কিছু নেই।'

'এই কম্পিউটার,' জেনডিবল কন্ট্রোল প্যানেলের উপর চোখ রেখে [illegible] 'এটা কি মহাকাশযান চালাতে সাহায্য করবে?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি। আপনাকে শুধু চিন্তা করতে হবে।'

[illegible] করতে লাগল জেনডিবল। 'ফাউন্ডেশন একটুও এগিয়ে [illegible]'

'[illegible] অসাধারণভাবে। কম্পিউটারটা ভালো কাজ করে না। বারবার চিন্তা [illegible] তথ্য পাইনি।'

'[illegible] আরো ভালোভাবে করতে পারব।'

'[illegible] সন্দেহ নেই, স্পিকার।' কম্পর শ্রদ্ধার সাথে বলল।

'[illegible] বাদ দাও। এতে গায়ার ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই কেন?'

'[illegible] জানি না, স্পিকার। এটা দাবী করে —একটা কম্পিউটার যতটুকু দাবী করতে পারে —এখানে গ্যালাক্সির সবগুলো মনুষ্য বসতি-গ্রহের রেকর্ড আছে।'

'[illegible] যতটুকু তথ্য ঢোকানো হয়েছে ততটুকুই সে বলবে, এবং যারা [illegible] ঢুকিয়েছে তারা যদি মনে করে এখানের সবগুলো গ্রহের রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত [illegible] আসলে করেনি, তখন কম্পিউটারও ভুল ধারণা দেবে, ঠিক?'

'অবশ্যই, স্পিকার।'

'[illegible] খোঁজ-খবর করেছ?'

'স্পিকার,' কম্পর অস্বস্তির সাথে বলল, 'সেখানে অনেকেই গায়ার ব্যাপারে [illegible] বলে। কিন্তু সব অর্থহীন কুসংস্কার। যে গল্পটা প্রচলিত সেটা হচ্ছে গায়া [illegible] শক্তিশালী একটা গ্রহ যাদেরকে মিউলও ভয় পেত।'

'[illegible] তাই বলেছে?' জেনডিবল উত্তেজনা দমন করে বলল। 'তুমি এটা নিশ্চিত [illegible] খোঁজ-খবর করো নি?'

'না, স্পিকার। অনেক খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু সব কথার শেষ কথা হচ্ছে এটাই [illegible] যা বলেছে।'

'সম্ভবত,' জেনডিবল বলল, 'ট্রেভিজও এগুলো শুনেছে এবং কোনো কারণে সেই [illegible] করার জন্য ছুটেছে গায়ার দিকে। সতর্কতা দেখে মনে হয় ভয় পাচ্ছে সে।'

'অবশ্যই সম্ভব, স্পিকার।'

'তবে তুমি তাকে অনুসরণ করোনি?'

'করেছি, স্পিকার। অন্তত গায়ার দিকে যাচ্ছে সেটা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করেছি। তারপর গায়ান সিস্টেমের বাইরের সীমানায় ফিরে এসেছি।'

'কেন?'

'তিনটা কারণ, স্পিকার। প্রথমত আপনার পৌঁছানোর সময় হয়ে গিয়েছিল এবং আমি চেয়েছিলাম কিছুটা এগিয়ে এসে আপনাকে তুলে নেই। যেহেতু আমার যানে হাইপার রিলে বসানো আছে, তাই টার্মিনাসে সন্দেহ না জাগিয়ে ট্রানিজের কাছ থেকে দূরে যেতে পারব না, তবে এই পর্যন্ত আসাটা মনে হয়েছে নিরাপদ। দ্বিতীয়ত যখন দেখলাম ট্রানিজ খুব ধীর গতিতে গায়া গ্রহের দিকে এগোচ্ছে, তখন ভাবলাম একটু এগিয়ে এসে আপনার সাথে দ্রুত সাক্ষাৎ করলে কোনো সমস্যা হবে না কারণ যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো সামলাতে পারবেন।'

'একেবারে ঠিক কথা। আর তৃতীয়টা?'

'আমাদের শেষবার যোগাযোগের পর স্পিকার, এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা আমি আশা করিনি –বুঝতেও পারছি না। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসার সেটাও একটা কারণ।'

'কোন ঘটনাটা তুমি আশা করোনি, বুঝতে পারোনি?'

'ফাউন্ডেশন ফ্লিটের যুদ্ধযানগুলো সেশেল সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। আমার কম্পিউটার সংবাদটা ধরেছে সেশেল মিডিয়া ব্রডকাস্ট থেকে। যুদ্ধযানের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটা আধুনিকযান রয়েছে যার একটাই সেশেলকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

জেনডিবল সাথে সাথে উত্তর দিলনা, কারণ এটা সে আশা করেনি –সেও বুঝতে পারছে না। তাই এক মুহূর্ত পরে অবজ্ঞার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় ট্রানিজের গায়ার দিকে এগোনোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে?'

'অবশ্যই ঘটনাগুলো পর পর ঘটেছে –আর যদি খ অনুসরণ করে ক-কে তাহলে সামান্য হলেও সম্ভাবনা থাকে যে ক এর জন্য খ ঘটেছে।'

'বেশ, আমরা সবাই তাহলে যাচ্ছি গায়া –ট্রানিজ, আমি এবং [illegible] –যাই হোক তোমার ভূমিকা তুমি ভালোভাবেই পালন করেছ, কম্পর। এখন কিছু [illegible] সেরে ফেলি। প্রথমেই আমাকে দেখাও এই কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে এবং এটা নিয়ে কিভাবে মহাকাশযান চালাব। মনে হয় না বেশি সময় লাগবে।'

'তারপর তুমি আমার যানে উঠবে, এরই মধ্যে সেটা চালানোর কাজ [illegible] মাইন্ডে ছাপিয়ে দেব। কোনো সমস্যা হবে না। শুধু বলতে বাধ্য হচ্ছি (তোমার সেটা বুঝতে পারছ) জিনিসটা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক। এখানেই অপেক্ষা করবে তুমি।'

'কতদিন, স্পিকার?'

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত। বেশিদিনের জন্য যেতে চাইনা, তবে [illegible] সেশেল টার্মিনাস শেষ হয়ে গিয়ে তুমি বিপদে পড়। আর যদি দেরি হয়েই যায়, [illegible] কোনো বসতি গ্রহে যাবে। যেখানেই থাকো তোমাকে খুঁজে নেব।'

'আপনি যেভাবে বলেন, স্পিকার।'

'আর কাউকে কিছু বলবে না। এই রহস্যময় গায়াকে আমি সামলাতে পারব, এমন কি যদি প্রয়োজন হয়, ফাউন্ডেশনের পাঁচটা যুদ্ধযানকেও সামলাতে পারব।'

৬৭

[illegible] টৌবিং সাত বছর ধরে সেশেল-এ ফাউন্ডেশনের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছে। কাজটা তার ভালো লাগে।

লম্বা মজবুত কাঠামো, যখন ফাউন্ডেশন এবং সেশেলের ফ্যাশন ছিল ক্লীন শেভ [illegible] তখন থেকেই সে পাতলা গোঁফ রাখে। দৃঢ় প্রসন্ন মুখভাব, বয়স চুয়াল্লিশ হলেও [illegible] চেহারা। সহজে নিজের কাজের প্রতি আগ্রহী হতে দেখা যায় না।

তবে এই কাজটা সে পছন্দ করে। এর কারণেই সে টার্মিনাসের রাজনৈতিক [illegible] থেকে দূরে থাকতে পেরেছে। সেশেলে বিলাসী জীবনযাপন করতে [illegible] তাকে স্ত্রী কন্যাকে এই সমাজে আসক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। জীবনে [illegible] ঘটুক সে চায় না।

[illegible] সে কোডেলকে পছন্দ করে না, হয়তো কোডেলও গোঁফ রাখে বলে, [illegible] ছোট এবং কাঁচাপাকা। পুরনো দিনগুলোতে এ ব্যাপারে দুজনের [illegible] প্রতিযোগিতা ছিল, এখন নেই।

[illegible] টার্মিনাসে থাকতেই কোডেল নিরাপত্তা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব শুরু করে। [illegible] সে শুধু দেখছিল হারলা ব্রানোকে পরাজিত করে মেয়র হওয়ার। মেয়র [illegible] থাকেই তাকে অ্যাম্বাসেডরের দায়িত্ব দিয়ে সরিয়ে দেয়, বিনিময়ে তার জন্য [illegible] যথেষ্ট সুনাম। কিন্তু কোডেলকে পছন্দ করে না, তার সবসময়ের [illegible] কারণেই। কোডেল এমন একজন লোক যে কারো গলা কেটে ফেলার [illegible] খুশী থাকতে পারে।

এখন কোডেল বসে আছে হাইপার স্পেশাল ইমেজে, বরাবরের মতো হাসিখুশী [illegible], তার আসল শরীর রয়েছে টার্মিনাসে, ফলে টৌবিং আতিথেয়তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

'কোডেল,' টৌবিং বলল, 'আমি চাই যুদ্ধযানগুলো সরিয়ে নেয়া হোক।'

কোডেল উজ্জ্বলভাবে হাসল। 'আমিও চাই, কিন্তু ওল্ড লেডী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।'

'তুমি তাকে বোঝাতে পারবে।'

'মাঝে মধ্যে পারি। যখন সে বুঝতে চায়। এখন চাচ্ছে না। –টৌবিং, নিজের কাজ কর। সেশেলকে শান্ত রাখ।'

'সেশেলকে নিয়ে ভাবছিনা, কোডেল। আমি ভাবছি ফাউন্ডেশনকে নিয়ে।'

'আমরা সবাই ভাবছি।'

'তর্ক করো না কোডেল। আমার কথা শোন।'

'আনন্দে, কিন্তু এখানে, টার্মিনাসে সময় খুব খারাপ। আমি সারাজীবন কোনো কথা শুনতে পারব না।'

'যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে বলছি। –যদি এই হাইপারস্পেশাল লাইন নিরাপদ হয় তাহলে খোলাখুলি বলতে পারি।'

'নিরাপদ।'

'তাহলে বলতে দাও। কিছুদিন আগে গোলান ট্রাভিজ নামে একজন সম্পর্কে একটা খবর পাই। পুরনো রাজনৈতিক জীবনে একজন ট্রাভিজকে চিনতাম, সে ছিল পরিবহনের কমিশনার।'

'ছেলেটার চাচা।' কোডেল বলল।

'আহ্, এই ট্রাভিজকে তুমি চেন তাহলে। তারপরে জানতে পেরেছি, সে ছিল একজন কাউন্সিলম্যান, যাকে সাম্প্রতিক সেলডন ক্রাইসিস শেষ হবার পর গ্রেফতার করে নির্বাসন দেয়া হয়।'

'ঠিক।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কি বিশ্বাস করো না?'

'যে তাকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'কোনো নাগরিককে নির্বাসন দেয়া হয়েছে, এমন ঘটনা ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে আছে?' টৌবিং দাবী জানালো। 'তাকে গ্রেফতার করা হবে বা হবে না। গ্রেফতার হলে বিচার হবে বা হবে না। বিচার হলে সে দোষী সাব্যস্ত হবে বা হবে না। দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে জরিমানা করা হবে, পদাবনতি দেয়া হবে, যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। নির্বাসন দেয়া হবে না।'

'প্রথমবার হলে একটা কথা আছে।'

'বোকা। সর্বাধুনিক মহাকাশযানে নির্বাসন? কোন বোকা বুঝবে না যে সে তোমার ওই লেডির বিশেষ মিশনে গিয়েছে? কার চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে চান?'

'মিশনটা কি হতে পারে?'

'হয়তো গায়া গ্রহ খুঁজে বের করা।'

কোডেলের হাসিখুশি ভাব কিছুটা দূর হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি কঠোর। 'আমি জানি আমার কথা বিশ্বাস করার কোনো আগ্রহ আপনার নেই, মি. আম্বাসেডর। তবে বিশেষভাবে অনুরোধ করব এই কথাটা বিশ্বাস করতে। ট্রাভিজকে নির্বাসন দেয়ার সময় মেয়র বা আমি কেউই গায়ার নাম জানতাম না। পরবর্তী প্রথম জানলাম। কথাটা বিশ্বাস করলে আলোচনা আরেকটু এগোনো যায়।'

'তাই হলেও আমি আমার সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা বাদ দেব।'

'কথাটা সত্যি, মি. আম্বাসেডর, আর ছোট্ট একটা কথা যোগ করা প্রয়োজন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনি অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন, আপনার কথা জানলেও কিছু হবে না। এমনভাবে বলছেন যেন গায়া আপনার পরিচিত।

কিছু জানেন অথচ আমরা জানি না, কিভাবে সেটা সম্ভব হলো। আপনি যা জানেন তা আমাদের জানানো আপনার দায়িত্ব ছিল।'

টৌবিং নরম সুরে বলল, 'গায়া সেশেল ইউনিয়নের মধ্যে পড়ে না। হয়তো এর কোনো অস্তিত্বই নেই। সেশেলে গায়ার ব্যাপারে যত রূপকথা আর কুসংস্কার চালু আছে, সেগুলো টার্মিনাসে পাঠানো আমার দায়িত্ব ছিল? তুমি যদি বল যে ট্রাভিজকে পাঠানো হয়েছে গায়া খুঁজে বের করার জন্য এবং শীঘ্রটি আধুনিক যুদ্ধযান এই অনুসন্ধানে তাকে সাহায্য করছে, তারা কখনো বিশ্বাস করবে না। সাধারণ মানুষ রূপকথা বিশ্বাস করলেও সরকার করেনা –এবং ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে সেটাও তারা মানবে না। ওরা ধরে নেবে ফাউন্ডেশন জোর করে সেশেলকে কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে।'

'যদি সেরকমই পরিকল্পনা করে থাকি তাহলে?'

'ভুল হবে। কোডেল পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসে আমরা কখনো রাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধ করিনি। বরং নিজেদেরই দখলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ করেছি –এবং একবার ব্যর্থ হয়েছি –কিন্তু কোনো যুদ্ধ শেষেই আমাদের সীমানা বাড়েনি। কনফেডারেশনে যোগ দেয়ার ব্যাপারটা সবসময়ই হয়েছে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। যারা মনে করেছে আমাদের সাথে যোগ দিলে লাভ হবে তারাই যোগ দিয়েছে।'

'হয়তো সেশেল এখন মনে করছে আমাদের সাথে যোগ দিলে তাদের লাভ হবে।'

'কখনোই মনে করবে না যতক্ষণ আমাদের যুদ্ধযানগুলো তাদের সীমান্তে থাকবে। ওগুলো সরিয়ে নাও।'

'অসম্ভব।'

'কোডেল, সেশেল ফাউন্ডেশনের জন্য চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন। ওদেরকে আমরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছি, অসহায় অবস্থায় আছে ওরা। অথচ এখনো স্বাধীন, নিজের মতো চলছে, এমনকি সরাসরি ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। গ্যালাক্সিকে এর থেকে আর কত ভালোভাবে প্রমাণ করা যাবে যে আমরা বল প্রয়োগ করতে চাইনা, বন্ধুত্ব চাই? –সেশেল দখল করা মানে নিজেদের জিনিস আবার দখল করা। অন্তত অর্থনৈতিকভাবে ওরা আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হলে গ্যালাক্সির সবাই ধরে নেবে আমরা সম্প্রসারণবাদী হয়ে পড়েছি।

'আর যদি বলি যে আমরা আসলেই গায়ার ব্যাপারে আগ্রহী?'

'সেশেল ইউনিয়ন যতটুকু বিশ্বাস করেছে আমি তার বেশি বিশ্বাস করবনা। ট্রাভিজ আমাকে জানালো যে সে গায়ার দিকে যাচ্ছে এবং সেটা যেন টার্মিনাসকে জানাই। ইচ্ছা না থাকলেও আমি জানালাম। হাইপারস্পেশাল লাইন তৈরী হওয়ার আগেই ফাউন্ডেশন নেভী নড়তে শুরু করল। সেশেলিয়ান স্পেস ক্রস না করে তুমি কিভাবে গায়া পৌঁছবে?'

'প্রিয় টৌবিং, নিজের কথাই তুমি ভুলে যাচ্ছ। এক মিনিট আগেই বলেছ গায়া সেশেল ইউনিয়নের মধ্যে পড়ে না। আমার ধারণা তুমি জান যে হাইপার স্পেস

সবার জন্য উন্মুক্ত, কোনো বিশেষ নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে পড়েনা। এখন যদি ফাউণ্ডেশন টেরিটোরি থেকে হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে গায়াল টেরিটোরিতে পৌঁছাই এবং তাদের স্পেসের এক কিউবিক সেন্টিমিটার অংশও অতিক্রম না করি, তখন সেশেলিয়ানরা কিভাবে অভিযোগ করবে?'

'ব্যাপারটা ওরা এভাবে দেখবে না, কোডেল। গায়াকে ওরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। রাজনৈতিকভাবে এক না হলেও তারা সেটাকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করবে। শত্রুদের যুদ্ধযান এগিয়ে আসলে একথা বলবেই।'

'আমরাতো ওদের শত্রু না, বন্ধু।'

"আমি বলছি সেশেল যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। হয়তো সামরিক শক্তিতে সে হেরে যাবে, কিন্তু এই যুদ্ধ গ্যালাক্সিতে ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত তৈরি করবে; বিরুদ্ধপক্ষগুলোকে সাহায্য করবে জোট বাঁধতে। ফেডারেশনের কিছু সদস্য হয়তো নতুন করে নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করবে। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কারণেই যুদ্ধটা আমরা হেরে যাবো। পাঁচশ বছরের সব অগ্রগতি থেমে যাবে।"

"শান্তি, শান্তি, ট্রেভিজ," কোডেল আগের সুরেই বলল। 'এমনভাবে বলছ যেন পাঁচশ বছর কিছুই না, এখনো স্যালভর হার্ডিনের যুগে পড়ে আছি। গ্যালাকটিক এম্পায়ার যখন সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, আমরা এখন তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। ফাউণ্ডেশন নেভীর একটা স্কোয়াড্রন পুরো গ্যালাকটিক নেভীকে পরাজিত করতে পারবে, যে কোনো গ্যালাকটিক সেক্টর দখল করতে পারবে।"

'আমরা গ্যালাকটিক এম্পায়ারের সাথে যুদ্ধ করছিনা। যুদ্ধ করছি নিজেদের সময়ের গ্রহ এবং সেক্টরগুলোর সাথে।'

'যারা আমাদের মতো উন্নতি করতে পারেনি। আমরা এখনই পুরো গ্যালাক্সি একত্র করতে পারব।'

'সেলডন প্ল্যান অনুযায়ী তার জন্য আরো পাঁচশ বছর লাগবে।'

'সেলডন প্ল্যানে প্রযুক্তির অগ্রগতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আমরা এখনই পারব।'

'আমি বলছি না যে এখনই করব বা করা উচিত। শুধু বোঝার চেষ্টা করো, আমি বলছি না যে এখনই করব বা করা উচিত। শুধু যে করতে পারব।'

'কোডেল, সারাজীবন তুমি টার্মিনাসে কাটিয়েছ। গ্যালাক্সির আসল অবস্থা জান না। আমাদের নেভী যে কোনো গ্রহের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করতে পারে, কিন্তু তারপর বিদ্রোহে পরিপূর্ণ গ্যালাক্সিকে শাসন করতে পারবে না— তার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলে ঠিক তাই ঘটবে। জাহাজগুলো ফিরিয়ে নাও!'

'সম্ভব না, ট্রেভিজ। ভেবে দেখ —গায়া যদি পৌরাণিক কাহিনী না হয়?'

ট্রেভিজ থেমে কোডেলের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। 'হাইপারস্পেসে হারিয়ে যাওয়া একটা গ্রহ পৌরাণিক কাহিনী না?'

'এটা একটা কুসংস্কার, আর প্রত্যেক কুসংস্কারের পেছনেই কিছুটা সত্য থাকে। ট্রাফিক এ ব্যাপারে এমন আচরণ করছে যেন সেটা বাস্তব মহাকাশের বাস্তব গ্রহ। তার কথা যদি ঠিক হয়?'

'অবশ্যই। আমি বিশ্বাস করিনা।'

'না? একবারের জন্য বিশ্বাস কর। একটা বাস্তব গ্রহ যে সেশেলকে মিউল এবং ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে রক্ষা করছে।'

'নিজের যুক্তি নিজেই খণ্ডন করছ। গায়া কিভাবে সেশেলকে রক্ষা করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান পাঠাচ্ছি না?'

'তাদের বিরুদ্ধে না, গায়ার বিরুদ্ধে, যে গ্রহ রহস্যময়ভাবে অজানা —নিজেদের গোপন রাখতে এত বেশি সতর্ক যে প্রকৃত মহাকাশে থাকার পরেও প্রতিবেশী গ্রহগুলোকে কোনোভাবে বুঝিয়েছে সে হাইপারস্পেসে চলে গেছে —এবং সর্বাধুনিক গ্যালাকটিক মাপের পরিপূর্ণ কম্পিউটারাইজড ভীতি থেকে নিজেকে বাইরে রেখেছে।'

'খুব অস্বাভাবিক গ্রহ, কারণ হয়তো এটা মাইণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'

'আর তুমিই বলেছ একটা সেশেলিয়ান গল্পে বলা হয়েছে গ্যালাক্সি দখল করার জন্য মিউলকে পাঠিয়েছিল গায়া। মিউল কি মাইণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না?'

'তাহলে গায়া মিউলদের গ্রহ?'

'তুমি কথাটা তুমি বলতে পারবে?'

'পুনর্জন্ম লাভ করা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের গ্রহ হতে পারে।'

'কেন নয়? ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা উচিত না?'

ট্রেভিজ একটু নরম হলো। কিছুক্ষণ আগেও মুখ বাঁকা করে হাসছিল, এখন মাথা নিচু করে রেখেছে। তারপর ভুরুর নিচ থেকে চোখ তুলে বলল, 'তদন্ত করে দেখাটা বিপজ্জনক হবে না?'

'হবে কি?'

'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করায় বোঝা যাচ্ছে সঠিক উত্তরটা তোমার জানা নেই। মিউল বা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযানগুলো কি কাজে আসবে। ওরা তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে। বরং সবকিছু স্বাভাবিকভাবে ঘটতে দাও। রক্তপাত এড়িয়ে, শান্তি বজায় রেখে। যুদ্ধযানগুলো ফিরিয়ে নাও।"

'সম্ভব না। সত্যি কথা বলতে কি, ট্রেভিজ, মেয়র ব্রান্নো নিজে একলোর সাথে থাকবেন, এবং ফাউণ্ডেশনগুলো এরই মধ্যে হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে গায়াল টেরিটোরির দিকে রওয়ানা দিয়েছে।'

ট্রেভিজ এর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, 'যুদ্ধ একটা লাগবেই, আমি বলে দিলাম।'

'তুমি আমাদের অ্যাম্বাসেডর। সেটা ঠেকাও। সেশেলিয়ানদের যত ধরনের নিশ্চয়তা দরকার দাও। বোঝাও আমাদের কোনো অসৎ ইচ্ছা নেই। যা ইচ্ছা হয় তাই বল। শুধু ওদেরকে শান্ত রাখ।'

একটু থেমে ট্রেভিজ এর হতভম্ব চেহারাটা দেখে নিল। 'এইটুকুই। ফাউণ্ডেশন-শীপ ইউনিয়নের কোনো গ্রহে নামবেনা বা তাদের মহাকাশ অতিক্রম করবে না। যদি কোনো সেশেলিয়ান যান ইউনিয়নের বাইরে, কিন্তু ফাউণ্ডেশন এলাকার ভেতরে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে, সাথে সাথে সেটাকে মহাকাশে মিশিয়ে দেয়া হবে।

...করে ঢুকিয়ে দেবে এবং সেকেন্ড ফাউন্ডেশনের সাথে ... । ... তখন ... তুমি । ... যদি ... ।

... কোনো ... সময় ... ছিল না ।

ট্রেভিজ ... কাছে ... নিজের ... ।

১৮

ট্রেভিজ একেবারে চুপ করে বসে থেকে নিজের চিন্তা ভাবনা গুছাতে চাইছে । অবশেষে সরাসরি পেলোরেটকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনের অবস্থা কি?'

'মনের অবস্থা?' পেলোরেট বোকা গলায় বলল ।

'হ্যাঁ । আমরা জীবন পাচ্ছি —আমাদের যান চলে গেছে বাইরের নিয়ন্ত্রণে এবং দুরন্তগতিতে একটা অজানা গ্রহের দিকে এগোচ্ছি । তুমি ভয় পাচ্ছ?'

পেলোরেটের মুখ কিছু দুঃখী আরো বিষণ্ণ হয়ে গেল । 'আনন্দে লাফাতে পারছি না । তবে কিছুটা উদ্বিগ্ন ।'

'আমারো একই অবস্থা । অদ্ভুত ব্যাপার । সেরকম ভয় পাচ্ছি না কেন?'

'এটাইতো আমরা আশা করেছিলাম গোলান ।'

ভিউস্ক্রিনের ভিতরে স্পেস স্টেশনটা এখন আরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে । তার মধ্যে অনেকই কাছে চলে আসা গেছে ।

ট্রেভিজের মনে হলো না এটা স্পেস স্টেশন তেমন উন্নত । অথবা অনেক দূর থেকেই তাদের মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ দখল করে ফেলেছে ।

'আমি বেশ ভালোভাবে চিন্তা করতে পারছি, জেনভ । ঠিক যেমনটা —আমাদের উচিত এখন লাফ ঝাঁপ দিয়ে যেতে অস্থির হয়ে পড়া । কিন্তু একটা আশা করার মতো অস্বাভাবিকভাবে মনে থাকতো না ।'

'আমার তা মনে হয় না, গোলান । যদি গায়ানরা দূর থেকেই আমাদের মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে দূর থেকেই আমাদের মেরে ফেলতে পারে । এখনো যখন বেঁচে আছি—'

'কিন্তু আমাদের স্পর্শ করা হয় নি । আমরা খুব বেশি শান্ত । হয়তো আমাদের প্রশান্ত করে রেখেছে ।'

'কেন?'

'মানসিকভাবে আমাদের সুস্থ রাখার জন্য । হয়তো ওরা কিছু প্রশ্ন করবে, তারপর মেরে ফেলবে ।'

'যদি প্রশ্ন করার মতো যুক্তিবোধ তাদের থাকে, তাহলে কোনো ভালো কারণ ছাড়া আমাদের না মারার মতো যুক্তিবোধও থাকবে তাদের ।'

ট্রেভিজ চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের যেখানে হাত রাখার সেখানে পা তুলে দিল । 'হয়তো একটা ভালো কারণ তারা বের করে নেবে । তারপরেও, যদি আমাদের মাইন্ড স্পর্শ করে, খুব বেশি করে নি । মিউল হলে, সে আমাদেরকে

অবশ্যই আনন্দের জন্য ... সেই আগ্রহী করে তুলত —আমি ভাবছি, আমি ... । তারপর একটি গোলাপ ... করে ... যেতে চাইত?' ... স্পেস স্টেশনের দিকে দেখালো । 'তোমার ... ?'

'অবশ্যই না ।'

'আমি বেশ ঠিক আমার যুক্তির সাথে চিন্তা করতে পারছি । বেশ অদ্ভুত । আমি আসলে এতক্ষণ ভয় পেয়েছি, আতঙ্কে উদ্বিগ্ন হয়ে গেছি —শুধু কল্পনা করছি যে আমার যুক্তিবোধ ঠিক আছে ।'

পেলোরেট কাঁধ ঝাঁকালো । "তোমাকে আমার সাথে থাকতে হবে । হয়তো আমি তোমার মতোই পাগল এবং একই রকম কল্পনা করছি । সব মানুষের ভেতরই একই রকম পাগলামী থাকে, যেটা যে কোনো সময় দেখা দিতে পারে । এবং করার উপায় নেই । কিন্তু নিজেদের অনুভূতি অনুসরণ করা ছাড়া আর কি করার আছে ।" তারপর অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'কারণটা আমার নিজেরও কিছু যুক্তি রয়েছে ।'

'হ্যাঁ?'

'বেশ, আমরা বলেছি গায়া মিউলের গ্রহ না পুনর্গঠিত দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন । কিন্তু তৃতীয় আরেকটা বিকল্প থাকতে পারে, প্রথম দুটো থেকে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ।'

'কি সেটা?'

পেলোরেট যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল । ট্রেভিজের দিকে না তাকিয়ে নিচু চিন্তিত সুরে বলতে লাগল, 'গায়া —এমন এক বিশ্ব —অতিপ্রাচীন সময় থেকে যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে । অন্য কোনো গ্রহের সাথে যোগাযোগের কোনো চেষ্টাই করে নি । এদের মধ্যেই ক্ষমতা আছে —অথচ কোনো চেষ্টাই করে নি ক্ষমতা আরো বাড়াবার । শুধু চেয়েছে একা থাকতে ।'

ট্রেভিজ চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করল, 'তো?'

"গ্যালাক্সী মানুষের আচরণের সাথে মেলেনা । মহাকাশে মানুষের বিশ হাজার বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে দেখা যায় যে তারা সবসময় সীমানা বৃদ্ধি করে চলেছে । অধিকাংশ বাসযোগ্য গ্রহ পাওয়া গেছে বসতি করেছে সবগুলোতে । সীমানা বৃদ্ধির জন্য গ্রহে গ্রহে লড়াই হয়েছে, প্রত্যেকটি গ্রহই কোনো না কোনো সময় শাসিত হয়েছে প্রতিবেশীদের দ্বারা । গায়া মানুষের এই সার্বজনিক আচরণ মানেনি, তার কারণ হয়তো তারা —মানুষ না ।"

ট্রেভিজ মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব ।'

'কেন অসম্ভব?' রাগের সাথে বলল পেলোরেট । "আমি তো বলেছি গ্যালাক্সিতে মানুষই একমাত্র বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়েছে, সেটা একটা ধাঁধা । যদি তা না হয়ে অন্তত আরো একটা বুদ্ধিমান প্রজাতি থাকতে পারে —এই একটা গ্রহে —যাদের মানুষের মতো বিস্তারণশীল স্বভাব নেই? তাহলে," পেলোরেট আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'হয়তো গ্যালাক্সিতে এক মিলিয়ন বুদ্ধিমান প্রজাতি রয়েছে, তারমধ্যে মাত্র একটা বিস্তারণশীল —আমরা । বাকীরা ঘরে লুকিয়ে আছে—'

'অবশ্যই!' ট্রেভিজ বলল। 'থাকলে দেখা পেতামই। শুধু [illegible] আমাদের ঠেকাতে পারত না। শোনো! মানুষ ছাড়া অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর [illegible] অস্তিত্বের [illegible] খুঁজে পাইনি, পেয়েছি? তুমি তো ইতিহাসবিদ, তুমিই বলো, পেয়েছি?'

পেলোরেট মাথা নাড়ল। 'না পাইনি। —কিন্তু একটা থাকতে পারে। এই একটা।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তুমি বলেছ গায়া অতিপ্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ "পৃথিবী"। সেটা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর হয় কিভাবে?'

'এই গ্রহের নাম "গায়া" রেখেছে মানুষ —কে জানে কেন? প্রাচীন শব্দের সাথে এর মিলটা হতে পারে কাকতালীয়। —ভেবে দেখো, আমরা বেশ আগ্রহ নিয়ে গায়ার দিকে এগোচ্ছি —একটু আগেই তুমি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেছ —আর এখন উল্টো বিরুদ্ধেই গায়ানরা মানুষ কিনা সেই ব্যাপারে যুক্তি তৈরি করছি।'

'কেন? মানুষ ছাড়া অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে কি সম্পর্ক?'

'ওরা আমাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে —মানুষের ব্যাপারে?'

'জেনভ, তুমি পাগল হয়ে গেছ। হাজার বছর ধরে ওরা এমন এক গ্যালাক্সিতে বাস করছে যার চারদিকে রয়েছে শুধু মানুষ। এতদিন পরে কেন আগ্রহী হবে? আগে হয়নি কেন? আর যদি হয়ই কেন আমাদের বেছে নিল? ফাউণ্ডেশন [illegible] দিয়ে এতদূর টার্মিনাসে গেল কেন?'

'হয়তো ওরা ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে আগ্রহী।'

'ননসেন্স,' তিক্ত গলায় বলল ট্রেভিজ। 'জেনভ, তুমি মানুষ ছাড়া বুদ্ধিমান প্রাণী চাইলে আর একটা পেয়ে গেলে। আমার মনে হয় এখন তুমি ধরা দিতে না [illegible] অবস্থায় মরে গেলেও আপত্তি করবে না —যদি ওরা তোমাকে কৌতূহল মিটানোর একটু সময় দেয়।'

পেলোরেট আপত্তি জানাতে গিয়েও থেমে গেল। গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, 'বেশ, হয়তো তোমার কথাই ঠিক, গোলান, কিন্তু অন্তত কিছুক্ষণ আমি আমার বিশ্বাস ধরে রাখব। ওখানে কি আছে সেটা জানার জন্য হয়তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। —দেখ।'

স্ক্রিনের দিকে দেখালো সে। ট্রেভিজ উত্তেজনায় চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, আবার ফিরে তাকালো। 'কি এটা?'

'স্টেশন থেকে একটা যান বেরিয়ে আসছে না?'

'কিছু একটা,' ট্রেভিজ নিরাসক্ত গলায় স্বীকার করল। 'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ছবিটাও আর বড় করা যাবে না। মনে হচ্ছে আমাদের দিকেই আসছে [illegible]। আমার ধারণা এটা একটা মহাকাশযান। আমরা একটা বাজী ধরতে পারি?'

'কি ধরনের বাজী?'

ট্রেভিজ আমুদে গলায় বলল, 'যদি টার্মিনাসে ফিরতে পারি, তাহলে একটা ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে এবং আমরা দুজনেই সর্বোচ্চ চারজন গেস্ট নিতে পারব [illegible] মহাকাশযানে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তাতে যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, ডিনারের খরচ দেব আমি, যদি মানুষ থাকে খরচ দেবে তুমি।'

'আমি রাজি।'

'ঠিক আছে, তাহলে।' আলোচনাটা [illegible] জন্য ট্রেভিজ গভীর আগ্রহের সাথে [illegible] ভিউস্ক্রিনের দিকে। অবাক হয়ে ভাবছে মানুষ না অন্য কোনো জীব [illegible] কি ধরনেরই দেখা যাবে।

৬৯

মেয়র ব্রানো ধূসর চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ালো। যেন তিনি [illegible] বসে আছেন। [illegible] মনেই হয় না যে তিনি জীবনে [illegible] মহাকাশে বেরিয়েছেন। [illegible] —এখন তিনি [illegible] হিসেবে না [illegible] বললে। [illegible]

[illegible] তিনি ক্লান্ত একঘেয়ে গলায় বললেন, '[illegible] তার [illegible] একটা [illegible] করে দেয়া টেলিভিশ-এর [illegible]। বেশ, সে আমাকে সতর্ক করেছে। [illegible] আমার কিছু বলার নেই।'

[illegible] কোডেল [illegible] মহাকাশযানের [illegible]। 'এই পথে সে অনেকদিন থেকে আছে। [illegible]'

'[illegible] হচ্ছে [illegible] পেশাগত বিড়ম্বনা। এই ব্যাপারগুলো শেষ হলে [illegible] একটা দীর্ঘ ছুটি নেব। তারপর [illegible] অন্য কোথাও পাঠিয়ে [illegible] —অন্তত ট্রেভিজের খবর সে দেরি না করেই জানিয়েছে।'

[illegible] কোডেল। 'হ্যাঁ, আমাকে বলেছে সে নিজের বিচার বুদ্ধির [illegible] দিয়ে সে কাজটা করেছে। আসলে ম্যাডাম মেয়র, ট্রেভিজ যেখানে [illegible] মহাকাশে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমাদের টেলিভিশকে আমি সময় নষ্ট না করেই জানাতে বলেছিলাম।'

'তাই?' মেয়র ব্রানো কোডেলের মুখটা আরো ভালোভাবে দেখার জন্য নিজের চেয়ার ঘুরে বসলেন। 'কেন করেছিলে?'

'আসলে সাধারণ বিবেচনা বোধ। ট্রেভিজের হাতে রয়েছে একটি লেটেস্ট মডেল ফাউণ্ডেশন ন্যাভাল ভেসেল। অথচ সে ডিপ্লোম্যাট না। সেশেলিয়ানরা খুশি [illegible] করবে। ফলে সে হয়তো বিপদে পড়ত। ফাউণ্ডেশনাররা [illegible] যেকোনো সমস্যায় পড়ে নিকটস্থ ফাউণ্ডেশন প্রতিনিধির কাছে পৌঁছায়। ট্রেভিজ সমস্যায় পড়লে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশী হতাম। কিন্তু আপনি তাকে পাঠিয়েছেন লাইটনিং রড হিসেবে। আপনার উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যই আমাদের নিকটস্থ প্রতিনিধিকে তার উপর নজর রাখতে বলেছিলাম।'

'আচ্ছা, বেশ, বেশ, এখন বুঝতে পারছি কেন টেলিভিশ এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমিও তাকে ঠিক একই নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম। দুজনের কাছ থেকে

আনানাভাবে একটি নির্দেশ পাওয়ার পর, কয়েকটা দুষ্কর্মের অন্তর্নিহিতে সে [illegible] বন্ধ করে ধরে নিয়েছে। –কেউ তাকে দোষ দিতে পারবে না। কিন্তু [illegible] পাঠানোর আগে তুমি আমার সাথে পরামর্শ করনি কেন?'

কোডেল ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার সব কাজে যদি আপনাকে জড়াই, [illegible] আর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। আপনার উদ্দেশ্যের [illegible] আমাকে জানান নি।'

ব্রান্নো তিক্ত গলায় বললেন, 'আমার সব উদ্দেশ্যের কথা জানলে, লিয়নো, তুমি অনেক বেশি জেনে ফেলবে। বাদ দাও এসব ছোটখাটো ব্যাপার। আমি ট্রাভিজের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।'

'আমাদের স্কাউটরা কম্পরকে খুঁজে পেয়েছে। ট্রাভিজকে অনুসরণ করছে সে আর দুজনেই এগোচ্ছে গায়ার দিকে, অত্যন্ত সাবধানে।'

'স্কাউটদের পুরো রিপোর্ট আমি পেয়েছি, লিয়নো। স্পষ্টই কম্পর এবং ট্রাভিজ গায়াকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে।'

"গায়ার কুসংস্কারের কথা শুনে সবাই নাক সিঁটকায়, ম্যাডাম মেয়র, [illegible] সবাই ভাবে 'যদি সত্যি হয়–।' এমনকি আমাদের [illegible] পর্যন্ত [illegible] করছিলেন। সেশেলিয়ানদের এটা একটা চৌকস নীতি। [illegible] কেউ রহস্যময় ও অজেয় একটা গ্রহ নিয়ে গল্প ছড়ায়, মানুষ তখন শুধু [illegible] থেকেই দূরে থাকবেনা, বরং চারপাশের গ্রহগুলো থেকেও দূরে থাকবে –[illegible] সেশেল ইউনিয়ন।"

'তোমার ধারণা সেকারণেই মিউল সেশেল থেকে ফিরে গিয়েছিল?'

'সম্ভবত।'

'নিশ্চয়ই ভাবছনা যে গায়ার কারণে ফাউন্ডেশন সেশেলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, যেখানে এই গ্রহের কথা আমরা জানিই না।'

'স্বীকার করছি, আমাদের আর্কাইভে গায়ার নাম নেই, কিন্তু সেশেল ইউনিয়নের প্রতি সংযত আচরণের নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।'

'আশা করা যায় সেশেলিয়ান সরকার কিছুটা হলেও গায়ার শক্তি আর [illegible] স্বভাব দিয়ে নিজেদের বুঝিয়েছে।'

'কেন?'

'কারণ একমাত্র তখনই আমরা গায়ার দিকে এগোলে ওরা আপত্তি করবে না। [illegible] যতই অসন্তুষ্ট হোক নিজেদেরকে বোঝাবে যে গায়া আমাদের ছিঁড়ে খাবে। [illegible] থেকে তারা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য ভাল শিক্ষা নিতে পারবে বলে আশা করে।'

'যদি তাদের বিশ্বাস সঠিক হয়, মেয়র? যদি আসলেই গায়া ভয়ংকর হয়?'

'তুমিও সেই একই প্রশ্ন তুলছ, লিয়নো 'যদি সত্যি হয়।' তাই না?'

'সব সম্ভাবনা আমাকে বিবেচনা করতে হবে, মেয়র। এটাই আমার কাজ।'

'গায়া যদি সত্যি সত্যি ভয়ংকর হয়, ট্রাভিজকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। [illegible] রড হিসেবে এটাই ওর দায়িত্ব। এবং আশা করি হয়তো কম্পরকেও ধরবে।'

'আশা করেন? কেন?'

'কারণ, তখন তারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে, আমাদের জন্য ভালো। [illegible] কাজে লাগাতে আমাদের শক্তিকে। ফলে সহজে তাদেরকে সামলানো যাবে।'

'কিন্তু যদি আমরাই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি?'

'আমরা হব না।' ব্রান্নো সহজ গলায় বললেন।

'এই গায়ানরা –তারা যাই হোক –এমন কিছু যার কোনো ধারণা আমাদের নেই, [illegible] বিপদ বুঝতে পারছি না। আমার পরামর্শ এই সম্ভাবনাটাও বিবেচনা [illegible]'

'[illegible] তোমার মাথায় এই প্রশ্ন এলো কেন?'

'[illegible] আমার ধারণা, আপনি সন্দেহ করছেন গায়া দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন। [illegible] চমৎকার ইতিহাস রয়েছে। এমনকি এম্পায়ারের যুগেও সে তার [illegible] 'লোকেরা সম্রাটদের' আক্রোশের কবল হতে থেকে [illegible] সেশেল গায়ার কাছ থেকে নিরাপত্তা পেয়েছে। এমনকি [illegible] যুগেও।'

'[illegible] দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক যে সময়ে ফাউন্ডেশন [illegible]। ইম্পেরিয়াল যুগে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন ছিল না –গায়া ছিল। [illegible] দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন হতে পারে না। এটা অন্য কিছু –এবং সম্ভবত [illegible]।'

'[illegible] হয়ে ভীত হতে চাইনা, লিয়নো। সম্ভাব্য বিপদের উপর দুটো [illegible] অস্ত্র –দুটোর জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। –নিজের হাতে [illegible] এবং পুরো ইউনিটকে সেশেল সীমান্তের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখ। শুধু [illegible] এবং গায়ার দিকে এগোবে। তোমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে। যদি [illegible] একটা জাম্প দিয়ে তুমি আমার কাছে পৌঁছবে। যাও, লিয়নো।'

'শেষ একটা প্রশ্ন। আপনি জানেন আপনি কি করছেন?'

'আমি জানি,' তিনি হাসিমুখে বললেন। 'সেশেলের ইতিহাস আমিও পড়েছি, [illegible] বুঝতে পেরেছি গায়া দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন না। কিন্তু বলেছি তো স্কাউটদের পুরো রিপোর্ট পেয়েছি এবং সেখান থেকে–'

'হাঁ?'

'বেশ, আমি জানি কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন, এবং আমরা দুটোকেই সামলাবো, লিয়নো। প্রথমে সামলাবো গায়া, তারপর ট্রানটর।'

গায়া

৭০

স্পেস স্টেশন থেকে মহাকাশযান তার সীমানার কাছে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগল –ট্রাভিজের জন্য অসহ্য একটা ঘণ্টা।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে সংকেত পাঠিয়ে সাড়া পাওয়ার চেষ্টা করত। না পেলে চেষ্টা করত সরে যাওয়ার।

যেহেতু সে নিরস্ত্র এবং কোনো সাড়া পাচ্ছেনা, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কম্পিউটার তার কোনো নির্দেশই মানছে না।

ভিতরে সবকিছু স্বাভাবিক। জীবন সহায়ক উপাদানগুলো যথাযথ কাজ করছে, তার আর পেলোরেটের শারীরিক কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সেটা কোনো উপকারে লাগছে না। সামনের অনিশ্চয়তা তাকে ক্লান্ত আর হতাশ করে তুলছে। খেয়াল করল পেলোরেট একেবারে শান্ত। যেন পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তোলার জন্য, যেখানে ট্রাভিজের মোটেই খিদে পায়নি, পেলোরেট মুরগির মাংসের ছোট একটা কৌটা খুলল। ঢাকনা খোলার সাথে সাথে মাংস গরম হতে শুরু করেছে। এখন সে খাচ্ছে ধীরে ধীরে।

ট্রাভিজ বিরক্ত সুরে বলল, 'স্পেস, জেনভ! অসহ্য!'

পেলোরেট কেঁপে উঠে কৌটোর গন্ধ শুঁকল। 'গন্ধটাতো ঠিকই আছে, গোলান।'

মাথা নাড়ল ট্রাভিজ। 'কিছু মনে করোনা। আমি বেশি অস্থির হয়ে পড়েছি। কিন্তু কাটাচামচ ব্যবহার করো। নইলে সারাদিন আঙুলে মুরগির গন্ধ লেগে থাকবে।'

অবাক হয়ে আঙুলের দিকে তাকালো পেলোরেট। 'দুঃখিত! খেয়াল করিনি। অন্য কিছু ভাবছিলাম।'

'নিশ্চয়ই ভাবছিলে ঐ মহাকাশযানে কি ধরনের প্রাণী আছে?' ট্রাভিজ খোঁচা দেয়া হাসানো ভঙ্গিতে বলল। পেলোরেট তার চেয়ে শান্ত থাকায় সে লজ্জা পাচ্ছে। সে ছিল নেভীতে (যদিও কোনো যুদ্ধ দেখেনি) আর পেলোরেট একজন ইতিহাসবিদ। অথচ তার সঙ্গী একেবারে শান্ত।

পেলোরেট বলল, 'পৃথিবী থেকে ভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের বিকাশ ঘটবে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব। সম্ভাবনাটা অসীম হবে না, তবে মানুষের মত বুদ্ধি

হবে। যাই হোক, আমার অনুমান ওরা অনুভূতিহীন নয় না এবং আমাদের সাথে ভাল আচরণ করবে। কথাটা সত্যি না হলে এতক্ষণে আমরা মারা যেতাম।'

'অন্তত তোমার যুক্তি বুদ্ধি ঠিক আছে, জেনভ, প্রিয় বন্ধু। –এখনো তোমাকে শান্ত রাখা হতে পারে। ওদের প্রশমিতকরণের বিরুদ্ধে আমার প্রতিটি স্নায়ু প্রবল ভাবে চিৎকার করছে। প্রতিটি মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে পালাতে। মহাকাশযানটা পৌঁছচ্ছে না কেন?'

'তুমি একজন কর্মঠ লোক, গোলান। সারাজীবন রেকর্ড নিয়ে কাটিয়েছি পুরনো কাগজপত্র দিয়ে শুধু অপেক্ষা করেছি। তুমি হচ্ছ সক্রিয় কাজের লোক। যখন কাজ করা সম্ভব হয় না, তুমি কষ্ট পাও।'

ট্রাভিজ বুঝতে পারল তার ভিতরে চাপ কিছুটা কমে গেছে। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার অনুভূতিকে আমি খাটো করে দেখেছিলাম, জেনভ।'

'না, না,' শান্ত গলায় বলল পেলোরেট, 'কিন্তু একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকও মাঝে মাঝে বেশ যুক্তি তৈরি করে নিতে পারে।'

'যেখানে সবচেয়ে চতুর রাজনীতিবিদও সেটা করতে পারে না।'

'আমি তা বলিনি, গোলান।'

'না, আমি বলছি। –আমাকে এখন সক্রিয় হতে দাও। বাইরের মহাকাশযানটা কাছে চলে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে বেশ প্রাচীন।'

'প্রাচীন?'

'মানুষ অথবা কোনো প্রাণীর বুদ্ধি এবং হাত দিয়ে তৈরি। সেকারণেই প্রাচীন মনে হচ্ছে।'

'তোমার ধারণা এটা অন্য কোনো বুদ্ধিমান জীবের তৈরি আকাশযান?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল, চেহারা অল্প লাল হয়ে গেছে।

'বলতে পারব না। আমার ধারণা ছিল বিভিন্ন সভ্যতার আকাশযানের মধ্যে যে পার্থক্য হয় সেটা জেনেটিক পার্থক্যের মতো বিশাল হবে না।'

'এটা তোমার একটা অনুমান। আমরা শুধু বিভিন্ন সভ্যতার কথা জানি। কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের সাথে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। তাই বলারও কোনো উপায় নেই আকাশযানগুলো কেমন হবে।'

'মাছ, ডলফিন, পেঙ্গুইন, স্কুইড, এমনকি এ্যামবিফ্লেক্স, যার উৎপত্তি সভ্যতার পৃথিবীতে হয়নি–প্রাণীগুলোর হয়েছে –সবগুলোই এমনভাবে নিজেদের গতি সমন্বয় সাধন করেছে যে সহজে আলাদা করা যায় না, অথচ জেনেটিকভাবে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আকাশযানের ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে।'

'স্কুইডের শুঁড় এবং এ্যামবিফ্লেক্সের ভাইব্রেটরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এমনকি ডানা, পাখনা এবং ভাইব্রেটরের বাহুগুলোর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আকাশযানের ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে।'

'যাই হোক,' ট্রাভিজ বলল, 'ভালো লাগছে এখন। তোমার সাথে আলাপ করে অস্থিরতা কমে গেছে। কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না বেশিক্ষণ। ঐ যানটা আমাদের যানের সাথে এক হতে পারবে না, ওটার ভিতরে যাই থাকুক, পুরনো কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে হবে –অথবা আমরাই কোনোভাবে ওটার দিকে এগোনোর জন্য যন্ত্র তৈরি করে নেব –যদি না কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে।'

'বাইরের মহাকাশযানটা কত বড়?'

'কম্পিউটার অকেজো হয়ে পড়ে আছে, তাই রাডার দিয়ে দূরত্ব মাপা যাচ্ছে না, বলা যাচ্ছেনা কত বড়।'

সাপের মতো এঁকেবেঁকে একটা দড়ি এগিয়ে এল ফার স্টারের দিকে।

'হয় ওখানে মানুষ আছে অথবা অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীরা একই পদ্ধতি ব্যবহার করে। দড়ি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি হয়তো কাজ করবে না।'

'টিউব বা সমান্তরাল মই ব্যবহার করতে পারত।'

'অনেক বেশি অনমনীয়। সমস্যা তৈরি হয়। তোমার এমন একটা জিনিস দরকার যা একই সাথে শক্ত এবং নমনীয়।'

দড়িটা ফার স্টারের গায়ে লেগে হালকা শব্দ করল সেই সাথে কেঁপে উঠল এবং ভিতরের বাতাস। অন্য যান তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে যেন দুটো যানের গতি সমান হয়। দুই যানের ভিত্তিতেই দড়ি স্থির হয়ে আছে।

দ্বিতীয় যানের হাল-এ কালো একটা বিন্দু চোখের মণির মতো বড় হতে লাগল।

মাথা নাড়ল ট্রাভিজ। 'গ্রাইডিং প্যানেলের বদলে এক্সপানডিং ডায়াফ্রাম।'

'অন্য কোনো প্রাণী?'

'হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।'

একটা কাঠামো বেরিয়ে এল।

ঠোঁট শক্ত করে ফেলল পেলোরেট, তারপর হতাশ গলায় বলল, 'খুব বড় মানুষ।'

'হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই,' ট্রাভিজ শান্ত সুরে বলল। 'এখান থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অনুমান করা যেতে পারে। ওটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা –কি নাওতো হতে পারে। দাঁড়াও!'

'কি?'

'জিনিসটা আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত আর স্বাভাবিকভাবে এগোচ্ছে।–আহ্!'

'কি?'

'গতি বাড়ানোর জন্য কিছু একটা ব্যবহার করছে, রকেট না, যন্ত্র দেখতে পারছি। তারপরও নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না মানুষ কিনা।'

খুব দ্রুত এগোলেও তাদের মনে হল যেন অনেক সময় লাগছে। তারপর পৌঁছানোর শব্দ পাওয়া গেল।

'ওটা যাই হোক, ভিতরে ঢুকছে। আমার ইচ্ছা প্রথম সুযোগেই হামলা করা।' ট্রাভিজ হাত মুঠো করে বলল।

'আমাদের শান্ত থাকা দরকার,' পেলোরেট বলল। 'এটা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে। আমাদের মাইন্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি সেটা না জানা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'সময়ের সাথে সাথে তোমার সচেতনতা বাড়ছে, জেনভ। আর আমার কমছে।'

এয়ারলক খোলার শব্দ পেল ওরা। একটা কাঠামো মহাকাশযানের ভেতরে এসে ঢুকল।

'স্বাভাবিক উচ্চতা,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল। 'স্পেস স্যুট মানুষের উপযোগী।'

'এমন ডিজাইন আমি দেখিনি, তবে এটা তৈরি করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে পড়ে।'

স্পেস স্যুট পরা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে। মাথার হ্যালমেট সম্ভবত এক দিক থেকে দেখা যায় এমন কাঁচ দিয়ে তৈরি। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ট্রাভিজ পরিষ্কার বুঝতে পারল না, এক দ্রুত সামনের কাঠামো হাত তুলে হ্যালমেট স্পর্শ করল, সাথে সাথে বাকী স্যুট থেকে হ্যালমেট আলাদা হয়ে গেল।

হ্যালমেট যা বেরিয়ে এল সেটা হচ্ছে এক তরুণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

৭১

পেলোরেটের নির্বিকার মুখ বোকার মতো হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে জানতে চাইল, 'তুমি মানুষ?'

মেয়েটা ভুরু উঁচু করে ঠোঁট ফাঁক করল। আচরণ দেখে বোঝার উপায় নেই সে প্রশ্ন বুঝেছে কি না নাকি ভাষা বুঝেছে কিন্তু প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছে।

ট্রাভিজের হাত বাড়িয়ে স্যুট এর একটা অংশ সে খুলে ফেলল। তারপর বেরিয়ে এল। ভিতরের উপাদান ছাড়াই স্পেস স্যুট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মৃদু শব্দ করে ঠিক মানুষের মতো এলিয়ে পড়ল।

এখন আরো কম বয়স্ক মনে হচ্ছে। অস্বচ্ছ আলোকভেদী ঢোলা পোশাক। ভিতরের ছোট অংশগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। পোশাকের নিচের অংশ পৌঁছেছে হাঁটু পর্যন্ত।

ছোট বুক, চিকন কোমর, গোলাকার হিপ। সুগঠিত থাই, লম্বা পা দুটো চমৎকার গোড়ালীতে গিয়ে মিশেছে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল, বড় বড় দুটো বাদামী চোখ। পরিপূর্ণ ঠোঁট। সব মিলিয়ে অসাধারণ।

একবার নিজের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা ভাষা সমস্যার সমাধান করল, 'আমাকে মানুষ মনে হচ্ছে না?'

একটু জড়ানো হলেও চমৎকার গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ডে কথা বলে। পরিষ্কার উচ্চারণের জন্য প্রতিটা শব্দ জোর দিয়ে বলে।

পেলোরেট মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'অস্বীকার করতে পারব না। [illegible] মানুষ। চমৎকার মানুষ।'

তরুণী এমনভাবে হাত বাড়িয়ে দিল যেন আরো কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিচ্ছে। 'আমিও তাই আশা করি, জেন্টলম্যান। পুরুষরা এই পরীক্ষার [illegible] মারা যায়।'

'আমি বরং এটার জন্য বেঁচে থাকব,' পেলোরেট বলল, নিজের [illegible] নিজেই অবাক হচ্ছে।

'চমৎকার নির্বাচন,' তরুণী গম্ভীর গলায় বলল। 'একবার এই দেহ [illegible] সব দীর্ঘশ্বাস পরমানন্দের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়।' হেসে ফেলল, [illegible] পেলোরেটও হাসল।

ট্রাভিজ বিরক্ত হয়ে পড়ছে এ ধরনের কথাবার্তা শুনে। [illegible] দিল। 'তোমার বয়স কত?'

'তেইশ, জেন্টলম্যান।' তরুণী একটু লজ্জা পেয়েছে।

'এখানে কেন এসেছ? কি উদ্দেশ্যে?'

'আমি এসেছি তোমাদের পাহারা দিয়ে নিতে।' তার গ্যালাকটিক [illegible] বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। 'এসেছি' কে বলল 'এইসেছি', পাহারাকে বলল '[illegible]'।

'একটা মেয়ে এসেছে আমাদের নেয়ার জন্য।'

'আমি হচ্ছি গায়া। সেই সাথে অন্যরা। স্টেশনে এটাই আমার নির্দিষ্ট দায়িত্ব।'

'তোমার নির্দিষ্ট দায়িত্ব? তুমি একাই এসেছ?'

'শুধু আমাকেই প্রয়োজন।'

'এখন সেটা খালি?'

'আমি এখন সেখানে নেই, জেন্টলম্যান, কিন্তু সে খালি না। সে [illegible]'

'সে কি বোঝাচ্ছ?'

'[illegible]। সেই গায়া। আমাকে তার প্রয়োজন নেই। সেই [illegible] মহাকাশযানে বসে রয়েছে।'

'তাহলে তুমি স্টেশনে কি কর?'

'এটা আমার নির্দিষ্ট দায়িত্ব।'

পেলোরেট ট্রাভিজের হাত ধরে টান দিল। 'গোলান', [illegible]

সে প্রায় ফিসফিস করে, 'ওর সাথে এভাবে চিৎকার করে কথা বলো [illegible] মেয়ে। আমাকে সামলাতে দাও।'

ট্রাভিজ রাগের সাথে মাথা নাড়ল, কিন্তু পেলোরেট তাকে কোনো সুযোগ [illegible]

নিজে নিজেই কথা বলল, 'ইয়ং ওম্যান, তোমার নাম কি?'

[illegible] মেয়েটি হাসল চমৎকারভাবে। 'ব্লিস।'

'ব্লিস, সুন্দর নাম। নিশ্চয়ই এটাই সব না।'

'অবশ্যই না। একটা অংশ বললে সুবিধা হয়। [illegible]'

'অনেক বড় নাম।'

'কিন্তু সবটা অংশও বলছি না। আমার অনেক বড় নামের পরেরটা অংশ [illegible] প্রয়োজন। পনের বছর বয়স থেকে আমাকে ব্লিস ডাকা হয়। তার আগে মা ডাকত 'পাপি' বলে।'

'গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ডে 'ব্লিস' অর্থ 'পরমানন্দ' বা 'অসীম সুখ'।'

'আমার জানামতেও তাই। স্ট্যান্ডার্ডের সাথে খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং আমি 'পরমানন্দ' বুঝিয়ে দিতে চাই।'

'আমার নাম জেনভ পেলোরেট।'

'আমি, আর এই ভদ্রলোক — এই গলাবাজ লোকটার নাম গোলান ট্রাভিজ। [illegible] থেকে খবর পেয়েছি।'

[illegible] করে ট্রাভিজ সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিভাবে খবর পেয়েছ?'

[illegible] দিকে ঘুরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি পাইনি। গায়া পেয়েছে।'

'[illegible] ব্লিস, আমি আর আমার সঙ্গী কিছুক্ষণ একা কথা বলতে পারি?' [illegible] বলল।

'[illegible] অবশ্যই, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'[illegible] লাগবে না।' জোর করে টেনে সে ট্রাভিজকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

'[illegible]' ফিসফিস করে বলল ট্রাভিজ। 'আমি নিশ্চিত সে আমাদের কথা [illegible]। হয়তো আমাদের মাথাও পড়তে পারছে।'

'[illegible] আর না পারুক, মানসিকভাবে আমাদের একটু একা থাকা দরকার। [illegible], ওকে ছেড়ে দাও। আমাদের কিছু করার নেই। মেয়েটা শুধু [illegible]। আসলে ওর কারণেই আমরা এখনো নিরাপদ। এই মহাকাশযান [illegible] করে নেবার ইচ্ছা থাকলে তাকে ওরা পাঠাতো না। কিন্তু বেশি [illegible] করলে মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে ওরা আমাদের ধ্বংস করে দেবে।'

'[illegible] অবস্থায় থাকতে আমার ভালো লাগেনা,' ট্রাভিজ গজগজ করে বলল।

'আর ভালো লাগে? কিন্তু তর্জনগর্জন করে কোনো লাভ হবে না। বরং আরো বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু মেয়েটাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই।'

'[illegible], সে তোমার সবচেয়ে ছোট মেয়ের বয়সী।'

পেলোরেট সরাসরি বলল, 'আরো [illegible] করার সবচেয়ে বড় কারণ। তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি।'

একমুহূর্ত চিন্তা করে ট্রাভিজ বলল, 'বেশ, তোমার কথাই ঠিক। আমি ভুল করেছি। কিন্তু ওরা একজন সাধারণ অফিসারকে পাঠাতে পারত, আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারত। তা না করে পাঠিয়েছে একটা মেয়েকে। আর সে [illegible] চালিয়ে নিয়েছে পাহারা দিতে।'

'হয়তো সে শক্তির কথা বলছে যে গ্রহের নাম [illegible] হিসেবে গ্রহণ করে —অথবা [illegible] কাউন্সিলের কথা বলছে। আমরা জেনে নেব। তবে [illegible] তেমন শত্রু নয়।'

ব্লিস বুক টান-টান করে দাঁড়ালো, 'আমি ছোট না, আর যদি তোমার হাত না দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, খুশী হয়েই এটাকে এখানে ফেলে রাখব।'

'তারপর আমাদেরকে গায়ার কাছে নিয়ে যাবে?'

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল ব্লিসের চোখে। 'জানি না বিশ্বাস করবে কিনা, ট্রাভ। আমিই গায়া।'

ট্রাভিজ তাকিয়ে আছে। তারপর বলল, 'তুমি?'

'হ্যাঁ। এবং মাটি। এবং ঐ গাছগুলো। এবং ঘাসের ঝোঁপে বসে থাকা ঐ খরগোশ। এবং ঐ যে মানুষগুলো দেখছ তারা। পুরো গ্রহ এবং এই গ্রহের সবকিছু হচ্ছে গায়া। আমরা সবাই আলাদা —আমরা সবাই পৃথক প্রাণীসত্তা —কিন্তু সবাই এক সামগ্রিক মহাচেতনার অংশ। নিষ্প্রাণ গ্রহের অংশ সবচেয়ে কম। বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন অংশ রয়েছে। মানুষের অংশ সবচেয়ে বেশি— কিন্তু সকলেই এর অংশীদার।'

'আমার মনে হয়, ট্রাভিজ, সে বলতে চাইছে গায়া কোনো ধরনের সম্মিলিত সচেতনতা।'

ট্রাভিজ মাথা নাড়ল। 'আমি বুঝতে পেরেছি— সেক্ষেত্রে ব্লিস, এই গ্রহ চালায় কে?'

'সে নিজেই চলে। ঐ গাছগুলো নিজেই সারিবদ্ধভাবে জন্মায় এবং নিজের মতো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন কোনো গাছ মারা যায় শুধু তখনই নতুন গাছ জন্মায়। মানুষ আপেল চাষ করে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন; অন্যান্য কীটপতঙ্গ তাদের অংশ গ্রহণ করে —শুধু তাদের অংশ।'

'কীটপতঙ্গ জানে তাদের অংশ কতটুকু, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানে। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বৃষ্টি হবে। যখন প্রয়োজন হয় তখন গভীর বৃষ্টিপাত হয়; যখন প্রয়োজন হয়না তখন একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় না।'

'বৃষ্টি জানে কি করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানে,' ব্লিস বেশ আন্তরিকতার সাথে বলল। "তোমার নিজের শরীরে প্রতিটা কোষ জানে না কি করতে হবে? কখন বাড়তে হবে, কখন থামতে হবে, কখন শরীর গঠন করতে হবে, কতটুকু করতে হবে —কমও না বেশিও না? প্রতিটা কোষ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীন রসায়নাগার হিসেবে কাজ করে এবং একটা সাধারণ উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সাধারণ পথে সরবরাহ করে এবং একটা সাধারণ পথে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয় —এবং সবাই মিলে তৈরি করে এক সার্বিক মহাচেতনা।"

পেলোরেট প্রবল উৎসাহে বলল, 'চমৎকার। তুমি বলতে চাও এই গ্রহ মহাপ্রাণীসত্তা এবং তুমি সেই প্রাণীসত্তার কোষ।'

'আমি উদাহরণ দিচ্ছিলাম। কোষের সাথে আমাদের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আমরা কোষ না-বুঝতে পেরেছ?'

'কিভাবে তুমি কোষ না?'

"আমরা নিজেরাই অনেকগুলো কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং কোষগুলোর কেবল একত্রে সম্মিলিত চেতনা। এই সম্মিলিত চেতনা, একক প্রাণীসত্তার চেতনা —আমার মতো একজন মানুষ —আমার চেতনা একটা কোষের থেকে অনেক উন্নত —অনেক বেশি উন্নত। কারণ আমরা আবার এক শক্তিশালী সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ। তুমি একজন আলাদা মানুষ —কিন্তু সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ যা আমার শরীরের কোনো কোষের চেতনার থেকে বহুগুণ শক্তিশালী।"

"নিশ্চয়ই কেউ একজন আমাদের মহাকাশযান আটকানোর আদেশ দিয়েছিল।" ট্রাভিজ বলল।

'না, কেউ একজন না। গায়া দিয়েছিল। আমরা সবাই দিয়েছি।'

'গাছ এবং মাটিও, ব্লিস?'

'ওদের অবদান খুব সামান্য, তবে আছে। মনে করো একজন সঙ্গীতজ্ঞ একটা সুর তৈরি করলেন। এখন তুমি কি জিজ্ঞেস করবে তার শরীরের নির্দিষ্ট কোনো কোষ এই সুর তৈরি করার আদেশ দিয়েছে এবং গঠন করেছে?'

পেলোরেট বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, গ্রুপমাইন্ড বা সম্মিলিত মহাচেতনা একক মাইন্ডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, যেমন একটা পেশীকোষের চেয়ে পেশী অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। স্বাভাবিকভাবেই গায়া অনেক দূর থেকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মহাকাশযান দখল করে ফেলেছে, যদিও গ্রহের কোনো একক মাইন্ড সেটা পারত না।'

'তুমি চমৎকার বুঝেছ, পেল।' ব্লিস বলল।

'আমিও বুঝেছি,' ট্রাভিজ বলল। 'কঠিন কিছু না। কিন্তু তুমি আমাদের কাছে কি চাও? আমরা তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি। কিছু তথ্য জানতে এসেছি। আটক করলে কেন?'

'তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

'মহাকাশযানেই কথা বলতে পারতে।'

ব্লিস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, 'আমি করতে পারি না।'

'তুমি তো সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি পাখির মতো উড়তে পারি না, গাছের মতো লম্বা হতে পারি না। আমার জন্য যতটুকু ভালো আমি ততটুকুই করি এবং তোমাকে তথ্যগুলো জানানো আমার জন্য ভালো হতো না —যদিও সহজেই সেগুলো আমি জানতে পারি।'

'তোমাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে?'

'আমরা সবাই নিয়েছি।'

'তথ্যগুলো আমাকে কে জানাবে?'

'ডম।'

'ডম কে?'

ক্রিস বুক টান-টান করে দাঁড়ালো, 'আমি ছোট না, আর যদি তোমার [illegible] হাত না দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, খুশী হয়েই এটাকে এখানে ফেলে রাখব।'

'তারপর আমাদেরকে গায়ার কাছে নিয়ে যাবে?'

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্রিসের চোখে। 'আমি না বিশ্বাস করতে [illegible] ট্রাভ। আমিই গায়া।'

ট্রাভিজ তাকিয়ে আছে। তারপর বলল, 'তুমি?'

'হ্যাঁ। এবং মাটি। এবং ঐ গাছগুলো। এবং ঘাসের ভাঁজে বসে থাকা ঐ খরগোশ। এবং ঐ যে মানুষগুলো দেখছ তারা। পুরো গ্রহ এবং এই গ্রহের সবকিছু হচ্ছে গায়া। আমরা সবাই আলাদা –আমরা সবাই পৃথক প্রাণীসত্তা –কিন্তু সবাই এক সামগ্রিক মহাচেতনার অংশ। নিষ্প্রাণ গ্রহের অংশ সবচেয়ে কম। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন অংশ রয়েছে। মানুষের অংশ সবচেয়ে বেশি– কিন্তু সবাই এর সমভাগ অংশীদার।'

'আমার মনে হয়, ট্রাভিজ, সে বলতে চাইছে গায়া কোনো ধরনের সম্মিলিত সচেতনতা।'

ট্রাভিজ মাথা নাড়ল। 'আমি বুঝতে পেরেছি– সেক্ষেত্রে ক্রিস, এই গ্রহ চালায় কে?'

'সে নিজেই চলে। ঐ গাছগুলো নিজেরাই সারিবদ্ধভাবে জন্মায় এবং নিজেদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন কোনো গাছ মারা যায় শুধু তখনই নতুন গাছ জন্মায়। মানুষ প্রয়োজন অনুপাতে চাষ করে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন; অন্যান্য কীটপতঙ্গ তাদের অংশ পালন করে –শুধু তাদের অংশ।'

'কীটপতঙ্গ জানে তাদের অংশ কতটুকু, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানে। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বৃষ্টি হবে। যখন প্রয়োজন হয় তখন গভীর বৃষ্টিপাত হয়; যখন প্রয়োজন হয়না তখন একেবারেই বৃষ্টিপাত হয় না।'

'বৃষ্টি জানে কি করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানে,' ক্রিস বেশ আন্তরিকতার সাথে বলল। "তোমার নিজের শরীরের প্রতিটা কোষ জানে না কি করতে হবে? কখন বাড়তে হবে, কখন থামতে হবে, কখন শরীর গঠন করতে হবে, কতটুকু করতে হবে –কমও না বেশিও না। প্রতিটি কোষ নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীন রসায়নাগার হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সাধারণ পথে সরবরাহ করে এবং একই সাথে পথে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয় –এবং সবাই মিলে তৈরি করে এক সামগ্রিক মহাচেতনা।"

পেলোরেট প্রবল উৎসাহে বলল, 'চমৎকার। তুমি বলতে চাও এই গ্রহ মহাপ্রাণীসত্তা এবং তুমি সেই প্রাণীসত্তার কোষ।'

'আমি উপমাটা দিচ্ছিলাম। কোষের সাথে আমাদের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু আমরা কোষ না বুঝতে পেরেছ?'

'কিভাবে তুমি কোষ না?'

"আমরা নিজেরাই অনেকগুলো কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং কোষগুলোর ভেতর রয়েছে সম্মিলিত চেতনা। এই সম্মিলিত চেতনা, একক প্রাণীসত্তার চেতনা –আমার মতো একজন মানুষ –আমার চেতনা একটা কোষের থেকে অনেক উন্নত –অনেক বেশি উন্নত। কারণ আমরা আবার এক শক্তিশালী সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ। আমি একজন আলাদা মানুষ –কিন্তু সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ যা আমার শরীরের কোনো কোষের চেতনার থেকে বহুগুণ শক্তিশালী।"

'নিশ্চয়ই কেউ একজন আমাদের মহাকাশযানে আটকানোর আদেশ দিয়েছিল।'

ট্রাভিজ বলল।

'না, কেউ একজন না। গায়া দিয়েছিল। আমরা সবাই দিয়েছি।'

'গাছ এবং মাটিও, ক্রিস?'

'অংশের অবদান খুব সামান্য, তবে আছে। মনে করো একজন সঙ্গীতজ্ঞ একটি [illegible] তৈরি করলেন। এখন তুমি কি জিজ্ঞেস করবে তার শরীরের নির্দিষ্ট কোনো [illegible] এই সুর তৈরি করার আদেশ দিয়েছে এবং গঠন করেছে?'

পেলোরেট বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, গ্রুপমাইন্ড বা সম্মিলিত মহাচেতনা [illegible] মাইন্ডের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, যেমন একটা পেশীকোষের চেয়ে [illegible] অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। স্বাভাবিকভাবেই গায়া অনেক দূর থেকে [illegible] নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মহাকাশযান দখল করে ফেলেছে, যদিও গ্রহের [illegible] একক মাইন্ড সেটা পারত না।'

'তুমি চমৎকার বুঝেছ, পেল।' ক্রিস বলল।

'আমিও বুঝেছি,' ট্রাভিজ বলল। 'কঠিন কিছু না। কিন্তু তুমি আমাদের কাছে কি [illegible] আমরা তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি। কিন্তু তথ্য জানতে এসেছি। আটক করলে কেন?'

'তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

'মহাকাশযানেই কথা বলতে পারতে।'

ক্রিস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, 'আমি করতে পারি না।'

'তুমি তো সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি পাখির মতো উড়তে পারি না, গাছের মতো লম্বা হতে পারি না। আমার জন্য যতটুকু ভালো আমি ততটুকুই করি এবং তোমাকে তথ্যগুলো জানানো আমার জন্য ভালো হতো না –যদিও সহজেই সেগুলো আমি জানতে পারি।'

'তোমাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে?'

'আমরা সবাই নিয়েছি।'

'তথ্যগুলো আমাকে কে জানাবে?'

'ডম।'

'ডম কে?'

"ওর পুরো নাম ইনহোয়াপতিঃ[illegible] —তারপরে আরো আরো বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন নামে ডাকে। আমি তাকে ডম নামে [illegible] তোমরাও ডাকতে পারো। শায়াতে তার অংশ অন্যদের সবার চেয়ে বেশি। সে এই [illegible] গ্রাস করে, তোমাদের সাথে সে দেখা করতে চেয়েছে এবং অনুমতি দেয়া [illegible]।"

"কে দিয়েছে?" ট্রাভিজ বলল— তারপর নিজেই উত্তর দিল, "আমি, তোমরা সবাই দিয়েছ।"

ব্লিস মাথা নাড়ল।

"তার সাথে কখন দেখা হবে, ব্লিস?" পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

"এখনই। আমার সাথে এসো, তোমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যাব।"

"তারপর তুমি চলে যাবে?" পেলোরেট আবার জিজ্ঞেস করল।

"তুমি চাওনা আমি চলে যাই, পেল?"

"না।"

"এটাই হয়" [illegible] দিয়ে তৈরি করা [illegible] শব্দ ধরে একজনের সাথে ব্লিস বলল, "পুরুষরা সহজেই আমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি বয়স্ক লোকেরাও [illegible] করে জেলিমাছের মতো।"

পেলোরেট হেসে ফেলল। ট্রাভিজ অধৈর্য গলায় বলল, "অন্যদের দিকে [illegible] জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?"

"সে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আসলে ডম —শায়ার মাধ্যমে —অনেকদিন থেকে তোমাদের এখানে আনার জন্য কাজ করছে।"

ট্রাভিজ মাঝপথে থেমে গিয়ে পেলোরেটের দিকে দ্রুত তাকালো। পেলোরেট নিঃশব্দে বলল, "তোমার কথাই ঠিক।"

ব্লিস তাকিয়ে আছে সামনে, শান্ত সুরে বলল, "আমি জানি, ট্রাভ, তুমি সন্দেহ করছ আমি/আমরা/শায়া তোমার প্রতি আগ্রহী।"

"আমি/আমরা/শায়া?" পেলোরেট মৃদু সুরে বলল।

"শায়াতে বিদ্যমান একক সত্তাকে বর্ণনা করার জন্য অনেক শব্দের [illegible] আছে। পরে ব্যাখ্যা করে বলব। আপাতত 'আমি/আমরা/শায়া' দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও। চল ট্রাভ, ডম অপেক্ষা করছে। [illegible] তোমার উপর [illegible] পায়ের উপর জোর খাটিয়ে। খুব অস্বস্তিকর অনুভূতি হবে।"

ট্রাভিজ হাঁটতে লাগল। একরাশ সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ব্লিসের দিকে।

ডম বয়স্ক মানুষ। অনেকটা ঘুরে এবং সমান [illegible] দিয়ে তার মাথায় দুটি [illegible] বিরক্তিকর [illegible] আবৃত্তি করে গেল।

"সাধারণে এটাই আমার পরিচয়। এটা আসলেই [illegible] —অনুভবকারী [illegible] পরে সমাজে আমার ভূমিকা কি, আমি কি করতে পেরেছি। [illegible]

[illegible] আমি ডম নামে সন্তুষ্ট। যদি অন্য কাউকে ডম নাম দেয়া হয় তখন [illegible] হয় তখন ব্যতিক্রম —এবং আমার বিভিন্ন পেশার নামের বিভিন্ন অংশ [illegible] করা হয়। প্রতি শায়ান বছরে আমার জন্মদিনে পুরো নাম ভাইকে আবৃত্তি [illegible] হয়, তোমাদের সামনে যেভাবে দ্রুত আবৃত্তি করলাম। প্রয়োজন হলেও [illegible] আমার জন্য বিরক্তিকর।"

[illegible] লম্বা হালকা পাতলা। শরীর তোবড়ানো ক্যাকলাটির গহিন চলনে বসনে দীর্ঘ [illegible] তীক্ষ্ণ নাক। হাতের শিরা বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কাজ করতে [illegible] লম্বা আলখাল্লা পড়ে আছে, মাথার চুলের মতোই [illegible]।

"[illegible] বয়স কত, স্যার?" ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

"[illegible] বলতে, ট্রাভ। অন্য কোনো সম্বোধন সহজভাবে আলোচনার বাধা [illegible] পীঠস্থানই অনুযায়ী আমার হিসাবগুলি চলছে। আর শায়ান [illegible] অনেক মাস পরে নব্বই বছরে পা দেব।"

"[illegible] পঁচাত্তর এর বেশি হবে না, স্যার —ডম।"

"[illegible] অনুযায়ী আমি উল্লেখযোগ্য কিছু না। যাই হোক —আমাদের [illegible]?"

[illegible] টেবিলের দিকে তাকালো। বিস্বাদ খাবারের সবটাই পড়ে আছে। [illegible] গলায় বলল, "ডম, একটা বিরক্তিকর প্রশ্ন করতে পারি? অবশ্য [illegible] করব না।"

"[illegible]" হাসিমুখে বলল, "শায়া নিয়ে তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব।"

[illegible] সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল ট্রাভিজ।

"[illegible] আমাদের সম্মানিত অতিথি —পেলোরেট, প্রশ্নটা জানতে পারি?"

"[illegible] শায়ার সকল বস্তুই এক সম্মিলিত মহাচেতনার অংশ, এক উপাদান [illegible] উপাদানকে খায় কিভাবে?"

"[illegible] কিন্তু সবকিছু রিসাইকেল হয়। আমাদের খেতে হবে এবং সব থেকে [illegible] —শস্যদানা, প্রাণী। শায়ানরা প্রয়োজন না হলে খায়না। হয়তো তেমন সুস্বাদু [illegible] হয় না। তোমাদের ভালো লাগেনি, ট্রাভ? বেশ, খাবার উপভোগ করার জন্য [illegible]।

"যাই হোক, যা খাওয়া হয় সেটা টিকে থাকে। একটা অংশ আমার শরীরের [illegible] এবং হয়ে যায়, তখন সামগ্রিক সচেতনতার বৃহৎ অংশে যোগ দেয়। যখন [illegible] মারা যাবো, আমাকেও খাওয়া হবে —অনুজীবগুলো আমাকে খাবে —তখন [illegible] আমার অংশ হবে খুব কম। কিন্তু একদিন আমার অংশ অন্য মানুষের [illegible] সাথে যোগ দেবে, অনেকের অংশ হবে।"

"[illegible] পরে অন্য দেহে আত্মার স্থানান্তর।" পেলোরেট বলল।

"কি, পেল?"

'একটা পৌরাণিক কাহিনীর কথা বলছিলাম।'

'আহ, আমি জানি না। একদিন সময় করে শুনতে হবে।'

ট্রাভিজ বলল, 'কিন্তু আপনার ব্যক্তিক সচেতনতা –যা আপনাকে ডম হিসেবে চিহ্নিত করে –কখনোই পুরোপুরি আগের মতো হবে না।'

"না, অবশ্যই না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমি তখনো গায়ার অংশ, [illegible] বড় ব্যাপার। আমাদের অনেকেই মনে করে অতীত অস্তিত্বের সার্বিক [illegible] করা উচিত। কিন্তু গায়ার অনুভূতি হচ্ছে সেটা করা যাবে না। [illegible] সচেতনতা নষ্ট হবে। হয়তো পরিস্থিতি বদলাবে, গায়ার অনুভূতিরও পরিবর্তন [illegible] কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে আমি তার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।"

"আপনাকে মরতেই হবে কেন? নব্বই বছর বয়সেও আপনি যখন [illegible] সম্মিলিত মহাচেতনা–"

এই প্রথম ডম ভুরু কোঁচকালো। "কখনোই না। প্রতিটি নতুন [illegible] পুনর্বিন্যাসকৃত নতুন অণু এবং নতুন জিন বহন করে। নতুন প্রতিভা, নতুন [illegible] গায়াকে নতুন অবদান। তাদের প্রয়োজন আছে। আর একমাত্র উপায় হচ্ছে [illegible] জন্য জায়গা করে দেয়া। আমি অনেক কিছু করেছি। এখন সময় এদের নতুন সুযোগ দেবার।"

তারপর বুঝতে পারল বৈকালিক পরিবেশটাকে সে বিষণ্ণ করে তুলেছে। [illegible] দাঁড়িয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে বলল, 'এসো ট্রাভিজ পেল –আমার স্টুডিওতে [illegible] ব্যক্তিগত কিছু চিত্র সংগ্রহ দেখাবে। আশা করি এই বুড়ো মানুষটার সামান্য [illegible] ক্ষমা করবে।'

পথ দেখিয়ে দুজনকে সে অন্য একটা ঘরে নিয়ে এল, সেখানে একটা [illegible] টেবিলের উপর জোড়ায় জোড়ায় সংযুক্ত কয়েকগুলো ঝাপসা লেন্স রাখা আছে।

'এগুলো,' ডম বলল, 'পার্টিসিপেশন, আমি তৈরি করেছি। আমি যেমন [illegible] না, তবে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি নিম্নপ্রাণ বস্তুকে।'

'আমি একটা তুলতে পারি? এগুলো কি ভঙ্গুর?' পেলোরেট জিজ্ঞেস করল।

'না, না, ইচ্ছে হলে মেঝেতে আছড়ে ফেলতে পারো। –তবে না ফেলাই ভালো। ধাক্কা লাগলে দৃশ্যের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ডম?'

'চোখে পর। জিনিসগুলো শরীরের সাথে এঁটে থাকবে। এগুলো আলো [illegible] করে না, বরং পরিবহনে বাধা দেয় –যদিও অপটিকনার্ভ থেকে অনুভূতি [illegible] করে না, বরং পরিবহনে বাধা দেয় –যদিও অপটিকনার্ভ থেকে অনুভূতি [illegible] ব্রেইনে পৌঁছে যাবে। একই সাথে তোমার চেতনা আরো প্রখর হবে এবং তুমি [illegible] ভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত হতে পারবে। অন্য কথায়, যদি তুমি ঐ দেয়ালের [illegible] তাকাও, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে দেয়াল তার নিজের সম্বন্ধে কি ভাবছে [illegible]'

'চমৎকার,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল। 'আমি চেষ্টা করে দেখি'

নিশ্চয়ই, পেল। একটা একটা করে দেখতে পারো। প্রতিটি লেন্স ভিন্নভাবে তৈরি, ঐ দেয়াল বা অন্য যে কোনো নিম্নপ্রাণ বস্তুর দিকে তুমি তাকাও –প্রতিটি [illegible] ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করবে।'

পেলোরেট একজোড়া চোখে লাগিয়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

[illegible] হাত দিয়ে পার্টিসিপেশন দুটোকে আরো কাছাকাছি নিয়ে যাও। [illegible] ভালো দেখবে।'

পেলোরেট তাই করল, তারপর দ্রুত কয়েকবার চোখ পিট পিট করে দেখতে [illegible]

'কি বুঝলে?'

'[illegible] করা কঠিন। দেয়ালটা মনে হলো যেন জ্বলজ্বল করছে, মিটমিট করে [illegible] একই সাথে তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। যেন দেয়ালের অনেক শিরা [illegible] এবং অনুবন্ধনগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। আমি–আমি দুঃখিত ডম, [illegible]'

ডম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমি গায়ার সাথে অংশগ্রহণ করছ না। তাই আমরা যা [illegible] দেখতে পারছ না সেটা। খুব খারাপ। পার্টিসিপেশনগুলো প্রধানত [illegible] জন্য ব্যবহার করা হলেও এগুলো কাজের জিনিস। একটা সুখী দেয়াল [illegible] প্রয়োজনীয় দেয়াল।"

'সুখী দেয়াল?' ট্রাভিজ বাঁকা হেসে বলল।

'[illegible] একটা অনুভূতি আছে যা আমাদের 'সুখী' শব্দের সমার্থক। সুখী [illegible] তখনই সম্ভব যখন তার ডিজাইন ভালো হবে, ভিত্তি মজবুত হবে, সঠিক [illegible] থাকবে এবং কোনো অপ্রয়োজনীয় চাপ থাকবে না। গাণিতিক নীতিতে [illegible] একটা ডিজাইন তৈরি করা যাবে, কিন্তু পার্টিসিপেশন দিয়ে দেয়ালের [illegible] মাত্রা পর্যন্ত ফাইন টিউন করা যাবে। গায়ার কোনো শিল্পী [illegible] পার্টিসিপেশন ছাড়া প্রথম শ্রেণীর শিল্প তৈরি করতে পারে না এবং আমি যেগুলো তৈরি করেছি সেগুলোকে সর্বোচ্চ মানের বিবেচনা করা হয়।

'পার্টিসিপেশন জীবন্ত করে তোলা আমার কাজ না,' ডম তার শখের কথা বলে যেতে লাগল। 'উদাহরণ দিয়ে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বোঝাতে পারবে। অন্যান্য গ্রহের মতো গায়ার ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স সরল, কিন্তু আমরা অন্তত আশা করি এটাকে আরো জটিল করে সামগ্রিক মহাচেতনা অর্জন করব।"

ট্রাভিজ হাত তুলে পেলোরেটকে থামিয়ে দিল। 'আপনি কিভাবে জানেন যে একটা গ্রহের সবকিছু সরল হওয়ার পরেও সেখানে জটিল ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স থাকতে পারে?'

'আহ,' ডম বলল, চোখের তারা মিটমিট করছে, "তুমি বুড়ো মানুষটাকে পরীক্ষা করছ। আমার মতো তুমিও জানো মানবজাতির আসল বাসস্থান, পৃথিবীর ভিন

অস্বাভাবিক জটিল ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স। শুধু দ্বিতীয় পর্যায়ের ... –ব্যতিক্রমধর্মী গ্রহগুলো ছিল সরল।'

পেলোরেট আর চুপ থাকতে পারল না। 'এই প্রশ্নের উত্তর আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি। কেন শুধু পৃথিবীতেই জটিল ইকোলজী ছিল? কেন গ্যালাক্সির বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ –যেখানে প্রাণের বিকাশ সম্ভব ছিল –শুধু নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ এবং বুদ্ধিহীন প্রাণের বিকাশ ঘটিয়েছে?'

'এটা নিয়ে আমাদের এখানে একটা গল্প চালু আছে –একটা রূপকথা। এর সত্যতার ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারব না। শুনলে মনে হবে অর্থহীন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রিস এসে ঢুকল– পেলোরেটের দিকে তাকিয়ে হাসল। ঢোলা ধরনের একটা ট্রাউজার পরেছে, বেশ স্বচ্ছ।

পেলোরেট সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।'

'মোটেই না। কিছু কাজ ছিল। আমি এখন আপনার সাথে যোগ দিতে পারি ডম?'

ডম উঠে দাঁড়িয়েছে (ট্রেভিজ অবশ্য বসে আছে)। 'অবশ্যই, আর তুমি এ বুড়ো চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিয়েছ।'

'আপনাকে অন্ধ করে দেয়ার জন্যই আমি এই পোশাক পরেছি। যেহেতু আপনি অনেক ঊর্ধ্বে, আর ট্রেভিজ পছন্দ করেনা।'

পেলোরেট বলল, 'তুমি যদি মনে করো, ট্রিস, আমি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে তাহলে তোমাকে একদিন চমকে দেব।'

'নিশ্চয়ই খুব আনন্দের হবে।' ট্রিস বসতে বসতে বলল। পুরুষ দুজনও বসল।

ডম বলল, 'আমি ওদেরকে ইটারনিটির গল্পটা বলতে যাচ্ছিলাম। এই গল্প বোঝার আগে তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে একই সাথে অনেকগুলো মহাজগৎ থাকতে পারে –প্রকৃতপক্ষে অসীম সংখ্যক। যে ঘটনাটা ঘটে সেটা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে, কিংবা এভাবে ঘটল বা অন্যভাবে ঘটল। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য বিপুলসংখ্যক বিকল্প ঘটনার জন্ম হয়।

'ট্রিস এই মুহূর্তে নাও আসতে পারত, কিছুক্ষণ আগে আসতে পারত, বা পরে আসতে পারত; বা এখনই এলো কিন্তু অন্য পোশাক পরে এলো, এই পোশাক পরে এলো কিন্তু দুজন বুড়ো লোকের দিকে তাকিয়ে সহৃদয় হাসি দিল না। এই একটা ঘটনার এতগুলো বিকল্প বা আরো অধিকসংখ্যক বিকল্পের যেকোনো মহাজগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। একটা বিকল্প ধরে নিলে অন্যগুলো গৌণ হয়ে পড়ে।'

ট্রেভিজ তাকিয়ে আছে নিষ্পলক চোখে। 'আমার ধারণা এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের খুব সাধারণ একটা অনুসিদ্ধান্ত –যদিও বেশ পুরনো।'

'হ্যাঁ, তুমি জানো। তারপরেও বলছি। মনে করো মানুষ সক্ষম হলো অসীম সংখ্যক মহাজগৎকে থামিয়ে দিতে, ইচ্ছা মতো একটা থেকে আরেকটাতে যাতায়াত ... হয়ত বের করল। সেখান থেকে তারা একটাকে নির্বাচন করল 'রিয়েল' মহাজগৎ হিসেবে –কথাটার অর্থ যাই হোক।'

'আমি শুনেছি, আপনি যে ধারণা দিতে চাইছেন সেটার যুক্তি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না এমন ঘটনা ঘটেছে।'

'আমিও করিনা। সেজন্যই তো বলেছি এটা একটা রূপকথা। যাই হোক গল্পে বলা হয়েছে যে কিছু মানুষ সময় অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে সম্ভাব্য রিয়েলিটি পর্যবেক্ষণের কৌশল বের করেছিল। এই লোকগুলোকে বলা হতো ইটারনাল এবং সময়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যেত বলা হতো ইটারনিটিতে পৌঁছে গেছে।'

'তাদের দায়িত্ব ছিল মানবজাতির জন্য একটা উপযুক্ত রিয়েলিটি নির্বাচন করা। ... ব্যাপারটার কোনো সীমা পরিসীমা থাকল না। গল্পটা অনেক বড়, বিশাল এক ... শেষপর্যন্ত তারা একটা মহাজগৎ পেল যেখানে পুরো গ্যালাক্সিতে পৃথিবী ... ইকোলজিক্যাল সিস্টেম অত্যন্ত জটিল, সেই সাথে রয়েছে উন্নত ... সমর্থ অতি বুদ্ধিমান প্রাণী।'

'... তারা স্থির করে নিল কোন পরিস্থিতিতে মানবজাতি সবচেয়ে নিরাপদ ... এবারকে তারা রিয়েলিটি হিসেবে স্থির করে নিল। শেষ হলো ... এখন আমরা এমন এক গ্যালাক্সিতে রয়েছি যেখানে বাস করে শুধু ... হয়েছে তাদের বহন করে আনা উদ্ভিদ এবং প্রাণী।'

'... আরো অনেক রিয়েলিটি আছে যেখানে গ্যালাক্সি অনেক বুদ্ধিমান প্রাণীর ... কিন্তু সেখানে পৌঁছানো যায়না। আমাদের রিয়েলিটিতে আমরা একা। ... আমাদের পাশাপাশি আরো অনেক মহাবিশ্ব –সম্ভবত অসীম সংখ্যক ... সবগুলোতেই মাত্র একটা বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করে। কে বলতে পারে।'

ডম থেমে কাঁধ ঝাঁকালো, তারপর বলল, 'এখানেই শেষ। এই গল্পের উৎপত্তি ... আগে। কাজেই আমি সত্যমিথ্যা বলতে পারব না।'

বাকী তিনজন মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ট্রিস এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন ডমের কাহিনীর সাথে নিজেরটা মিলিয়ে নিচ্ছে।

পেলোরেট গম্ভীর, তারপর ঠাস করে হাতদুটো চেয়ারের হাতলের উপর নামিয়ে আনল।

'না,' পেলোরেট রুদ্ধ গলায় বলল, 'গল্পটা অনুমান ছাড়া কিছুই না। তারপরেও ধরা যাক এটা সত্য। আমাদের মহাজগতে একমাত্র পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাণ এবং বুদ্ধিমান প্রাণী তৈরি হয়েছিল। এখন এই মহাজগত –একমাত্র মহাজগৎ বা অনেকগুলোর মাঝে একটা হোক –পৃথিবী নামক গ্রহের নিশ্চয়ই কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথাই আমরা জানতে চাই।'

সবাই চুপ, ট্রেভিজ মাথা নেড়ে বলল, 'না জেনভ, এভাবে ভাবলে চলবে না। ধরা যাক সম্ভাবনাটা হচ্ছে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ –10^{21} ভাগের ১ ভাগ

–অর্থাৎ গ্যালাক্সির মিলিয়ন মিলিয়ন বাসযোগ্য গ্রহ থেকে একমাত্র পৃথিবীই হয়তো জটিল এবং বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ ঘটিয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে সম্ভাব্য রিয়েলিটির $১০^{১১}$ সংখ্যক বিন্দু ধারা ঠিক এধরনের একটা গ্যালাক্সি তৈরি করবে এবং ইটারনালরা সেটা অবশ্যই বেছে নিত। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণ বিকাশের কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই বরং সেটা আকস্মিক ঘটনা।

"আমার ধারণা,' ট্রান্টরিক চিন্তিত সুরে বলতে লাগল, 'রিয়েলিটির এমন ধারা রয়েছে যেখানে, শুধু গ্যালাক্সিতে বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ ঘটেছে, না দেখলেও ট্রান্টরে বা অন্য কোনো গ্রহে, এই রিয়েলিটিতে যে গ্রহে জীবন ধারণ সম্ভব তার প্রতিটা ক্ষেত্রেই গ্যালাক্সিতে একাধিক বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা অনেক কম। ইটারনালরা যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করত তাহলে তারা হয়তো রিয়েলিটির এমন এমন ধারা পেত যেখানে প্রতিটা বাসযোগ্য গ্রহেই বুদ্ধিমান প্রাণের বিকাশ ঘটেছে।"

পেলোরেট বলল, 'তুমি বলতে চাও, এমন একটা রিয়েলিটি পাওয়া গেছে যেখানে পৃথিবী অন্য ধারাগুলো থেকে আলাদা, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান প্রাণ তৈরির উপযুক্ত। হয়তো আরো বলবে যে এই রিয়েলিটিতে গ্যালাক্সি অন্য ধারাগুলো থেকে আলাদা এবং এমন অবস্থায় আছে যেখানে পৃথিবী একমাত্র বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়।'

'তুমি যেভাবে খুশী ব্যাখ্যা করতে পারো, তবে আমার ধারণা আমার যুক্তি ঠিকই আছে।'

'কিন্তু এগুলো শুধুই অনুমান,' পেলোরেট রাগের সাথে শুরু করল, [illegible] দিল, 'এগুলো যুক্তি খণ্ডন। এসো, এই বুড়োমানুষটার খাতিরে চমৎকার সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দিওনা।'

শান্ত হয়ে গেল পেলোরেট। হেসে বলল, 'আপনি যা বলেন, ডম।'

ব্লিস মুখে প্রশান্ত হাসি নিয়ে বসে আছে, হাত দুটো কোলের উপর। ট্রেভিজ আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বিশ্ব কিভাবে তৈরি হলো ডম? গায়া এবং তার সামগ্রিক মহাচেতনা?'

পিছনে মাথা হেলিয়ে ডম উঁচু গলায় হেসে উঠল। কথা বলার সময় [illegible] ভাঁজ পড়ল মুখে, "আবারো পৌরাণিক কাহিনী! আমাদের কাছে যত ইতিহাস আছে সেগুলো পড়ার সময় মাঝে মাঝেই ভাবি। যত ভালোভাবেই রেকর্ড সংরক্ষণ করি না কেন সময়ের সাথে সাথে সেগুলো ধূসর হয়ে পড়বে। নতুন নতুন গল্প তৈরি হবে। সময় যত বেশি পার হবে ইতিহাস তত ধূলি-ধূসরিত হবে –শেষ পর্যন্ত সেগুলো পরিণত হবে রূপকথায়।"

'প্রক্রিয়াটার সাথে আমরা ইতিহাসবিদরা পরিচিত,' পেলোরেট বলল। 'পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে একটা কথা প্রচলিত আছে, 'মিথ্যা সত্য থেকে উজ্জ্বল'। কথাটা বলেছিলেন লিয়েভেল জেনেরাট, 'প্রায় [illegible] বছর আগে। এটাকে বলা হয় জেনেরাট বিধি।'

'তাই, মনে করেছিলাম এটা আমিই তৈরি করেছি। যাই হোক আমাদের পুরনো [illegible] ছিল আকর্ষণপূর্ণ কিন্তু অনিশ্চয়তায় ভরা। –রোবট কি, তোমরা জানো?'

'শুনেছি,' ট্রেভিজ শুকনো গলায় বলল।

'দেখেছ?'

'না, তবে বর্ণনা শুনেছি।'

'[illegible] পেরেছি। –মানুষ একসময় রোবটের সাথে বাস করত, কিন্তু লাভ হয় [illegible]

'[illegible] তাই শুনেছি।'

'[illegible] তিনটা নিয়ম মেনে চলত, সেগুলোকে বলা হতো রোবটিক্সের তিন [illegible] নিয়মগুলোকে অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে। তবে প্রচলিত ব্যাখ্যা [illegible] (১) রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করবে না বা মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ [illegible] (২) রোবট মানুষের আদেশ পালন করতে বাধ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা [illegible] বিরোধিতা করে। (৩) রোবট অবশ্যই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবে [illegible] তবে অস্তিত্ব রক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মের বিরোধিতা করে।

'[illegible] বুদ্ধিমান হতে লাগল, ততই এই নিয়মগুলো, বিশেষ করে প্রথম [illegible] গুরুত্ব দিয়ে মানবজাতির রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে লাগল। [illegible] এই ভূমিকা মানুষের কাছে হয়ে উঠল অসহনীয়।'

'[illegible] ছিল দয়ালু। তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ছিল মানবিক এবং সামগ্রিক [illegible] জন্য –ব্যাপারটা তাদের করে তুলল আরো অসহনীয়।

'[illegible] রোবটিক অগ্রগতি পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলল। এমন রোবট [illegible] হলো যাদের রয়েছে টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা, অর্থাৎ মানুষের চিন্তাও তারা [illegible] করতে পারবে। ফলে মানুষের আচরণ পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে গেল রোবটিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। শেষ দিকে ঠিক মানুষের মতো দেখতে বা হিউম্যানয়েড রোবট তৈরি হলো, যা ছিল আরো বিরক্তিকর। কারণ এগুলো মানুষের মতো দেখতে [illegible] আচরণ ছিল রোবটের। ফলে সবাই অনুধাবন করল যে এবার সমাপ্তি টানতে হবে।

'রোবটরা এত বেশি উন্নত হয়ে গিয়েছিল যে তারা প্রায় মানুষের মতো চিন্তা [illegible] শুরু করে দেয়। তারা ভাবতে থাকে কেন মানুষ সবকিছুই তার নিজের [illegible] জন্য করবে। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি মানুষ নিজেই তার ভালো মন্দের দায়িত্ব নেয়।

'অতএব, ধারণা করা হয় রোবটরাই ইটারনিটি তৈরি করেছিল, তারাই ছিল [illegible]। এমন একটা রিয়েলিটি তারা খুঁজে বের করে, যেখানে মানুষ যতদূর [illegible] নিরাপদ থাকবে –গ্যালাক্সিতে একা। এভাবেই তারা আমাদের রক্ষা করার [illegible] করে এবং প্রকৃত অর্থেই রোবটিক্সের প্রথম নিয়ম পালন করার ব্যবস্থা করে তারা নিজেদের সরিয়ে নেয়। তারপর থেকে আমরা মানুষ –এগিয়ে চলেছি, একা।"

ডম থেকে একবার ট্রাভিজ একবার পেলোরেটের মুখের দিকে তাকাল [illegible] তারপর বলল, 'বেশ, তোমরা বিশ্বাস করেছ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ট্রাভিজ। 'না, কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ড [illegible] বলনের কোনো কাহিনী পাইনি। তুমি পেয়েছ, জেনভ?'

'কিছু পৌরাণিক কাহিনী আছে যার সাথে সামান্য মিলে।'

'শোন, জেনভ, যে কোনো পৌরাণিক কাহিনীর সাথে মিল [illegible] নিজেরাই একটা গল্প তৈরি করে নিতে পারব। আমি বলছি ইতিহাসের [illegible] —বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের কথা।'

'বেশ, আমার জানামতে নেই।'

ডম বলল, "আমি অবাক হইনি। রোবটরা নিজেদের অস্তিত্ব [illegible] অনেক মানুষ সুদূর মহাকাশে রোবটবিহীন কলোনি স্থাপনের জন্য বেরিয়ে [illegible] বেশির ভাগই এসেছিল পৃথিবী থেকে। নিজেদের চেষ্টায় তারা নতুন [illegible] স্থাপন করে। রোবট নার্সমেইডদের অধীনে তিক্ত জীবনের কথা [illegible] চেয়েছিল। তাই কোনো রেকর্ড তারা রাখেনি।"

'অস্বাভাবিক।' ট্রাভিজ বলল।

পেলোরেট তার দিকে ঘুরে বলল, "না, গোলান। একেবারে [illegible] প্রতিটা সমাজই তার প্রথম দিককার অসহায় অবস্থার কথা মুছে ফেলে [illegible] ভুলে যায় বা বিরোচিত কোনো গল্প তৈরি করে। ইম্পেরিয়াল সরকার [illegible] দিয়েছিল প্রি-ইম্পেরিয়াল যুগের সব রেকর্ড মুছে ফেলতে। হাইপারস্পেশাল [illegible] শুরুর আগের দিনগুলোর কোনো রেকর্ড নেই। —আর তুমি তো জানো, [illegible] অস্তিত্বের কথা আজকে কেউই জানে না।"

'দুদিক থেকেই ব্যাপারটা বিবেচনা করা যাবে না, জেনভ। যদি [illegible] রোবটের কথা ভুলে যায়, গায়া কিভাবে মনে রেখেছে?'

ব্লিস হেসে উঠল উঁচু গলায়। 'আমরা ব্যতিক্রম।'

'কিভাবে ব্যতিক্রম?'

'ঠিক আছে, ব্লিস,' ডম বলল, 'আমাকে বলতে দাও। আমরা [illegible] টার্মিনাসের মানুষ। রোবটিক সাম্রাজ্য থেকে যতগুলো শরণার্থী [illegible] তাদের মধ্যে আমরা পালাতে পেরেছি। একমাত্র আমরাই রোবটের [illegible] টেলিপ্যাথির কৌশল শিখে রাখি।

"এটা একটা শিল্প, মানুষের ভিতরে সুপ্ত থাকে, কঠিন এবং [illegible] জাগিয়ে তুলতে হয়। কিন্তু ভালো মতো শুরু করতে পারলে [illegible] যদিও চূড়ান্ত মাত্রা অর্জন করতে পার হয়ে যাবে বহু প্রজন্ম। [illegible] বছর ধরে এটা নিয়ে সাধনা করছি এবং চূড়ান্ত মাত্রা [illegible] পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বহুদিন আগেই আমরা সম্মিলিত মহাচেতনা [illegible] উপলব্ধি করি —প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করি মানুষ, তারপর পশুপাখি, [illegible] এবং সবার শেষে, বেশি শতাব্দী আগেনা, গ্রহের নিষ্প্রাণ বস্তুগুলো।

[illegible] রোবটদের কাছ থেকে শিখেছি, আমরা তাদেরকে ভুলে যাইনি। [illegible] আমরা নার্সমেইড মনে করিনা, মনে করি শিক্ষক। আমাদের মাথায় যে [illegible] দক্ষতার দুয়ার খুলে দিয়েছে সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

"[illegible] একসময় আপনারা ছিলেন রোবটের সন্তান, আর এখন অস্তিত্বের [illegible] সন্তান। তখনকার মতো এখনো আপনারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেন [illegible]"

"এই ব্যাপারটা ভিন্ন, ট্রেভ। এখন যা করছি সেটা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা [illegible]। এটা আমাদের উপর বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। [illegible] নিয়ে আমরা ব্যতিক্রম। গ্যালাক্সিতে আমরা অনন্যসাধারণ। [illegible] আর কোনো গ্রহ নেই।"

"[illegible] নিশ্চিত হলেন?"

"[illegible] পারতাম, ট্রেভ। গ্যালাক্সির অন্য প্রান্তেও যদি কোনো গ্রহের [illegible] চেতনা থাকে আমরা ধরতে পারতাম। তোমাদের দ্বিতীয় [illegible] এর চেতনার শুরুটা আমরা ধরতে পারতাম। যদিও মাত্র দুই [illegible] পেরেছি।"

"[illegible] সময়ে?"

"[illegible] আমাদেরই একজন। সে ছিল বিদ্রোহী। আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। [illegible] থেকে পারবে না। তাই সময়মতো আমাদের চেষ্টা করিনি। যখন সম্ভব [illegible] দিকে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের ব্যাপারটা চোখে পড়ল। মিউলকে [illegible] দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম তাদের উপর।"

ট্রাভিজ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ফাঁকা দৃষ্টিতে। তারপর জোরালো গলায় [illegible], 'এটা গায়ার কাপুরুষের মতো আচরণ। তাকে থামানো আপনাদের দায়িত্ব [illegible]।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু যখন গ্যালাক্সিকে চোখ মেলাই আমরা এমন একটা ব্যাপার [illegible] পারি যার প্রতি একদিন ছিলাম অন্ধ। মিউলের ঘটনা আমাদের টনক নড়া[illegible] বুঝতে পারি ভয়ানক বিপদ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

'কি ধরনের বিপদ?'

'সে বিপদ আমাদের ধ্বংস করে দেবে।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না। আপনারা এম্পায়ার, মিউল, সেলডনকে দূরে [illegible] রেখেছেন। আপনাদের সম্মিলিত মহাচেতনা মহাকাশের অনেক মিলিয়ন [illegible] দূরের মহাকাশযান ধরে ফেলতে পারে। আপনাদের ভয় কি? ব্লিসকে [illegible] দেখে তো মনে হচ্ছে না ভয় পেয়েছে।'

ব্লিস পায়ের উপর পা তুলে বলল, 'অবশ্যই আমি ভয় পাচ্ছি না, ট্রেভ। বিপদটা [illegible] সমাধানে।'

'আমি?' ট্রাভিজ চিৎকার করে বলল।

ড্রয় বলল, 'আরা অনেক কৌশলে তোমাকে এখানে এনেছে। [illegible]
মুখোমুখি হতে হবে তোমাকেই।'

ট্রাকিক তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে রাগে বিকৃত হয়ে গেল মুখ। 'কিন্তু [illegible]
আমি কেন? আমি কিছু করতে পারবো না।'

'পারবে, ট্রাক,' ড্রয় সম্বোধন করার মতো শান্ত সুরে বলল, 'তুমি [illegible]
তুমিই পারবে। পুরো মহাবিশ্বে, একমাত্র তুমি।'

সংঘর্ষ

২৪

ধীরে হেনড্রিকস পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ঠিক ট্রাকিকের মতো সতর্ক হয়ে –পাহাড় পাড়ে এখন দেখাচ্ছে লোলকার চাকতি বস্তুর মতো, খালি চোখে তাকানো যায় না, [illegible] আছে।

দূরে নোভী বসে আছে পাশে। তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে।

'মাস্টার?' সে নরম সুরে ডাকল।

হেনড্রিকস অন্যমনস্ক। 'কি ব্যাপার, নোভী?'

'আপনি কি অসুখী?'

দূর চোখ তুলে তাকালো সে। 'না, সত্যিকার। শব্দটা মনে আছে? আমি ঠিক করে চেষ্টা করছি ড্রয় এলেন না আরো অপেক্ষা করব। আমার কি আরো সাহসী হওয়া উচিত, নোভী?'

'আমার কাছে আপনাকে সবসময় সাহসী মনে হয় মাস্টার।'

'বেশি সাহস অনেক সময় বোকামী হয়ে যায়।'

নোভী হাসল। 'একজন মাস্টার অন্যের কিভাবে বোকা হতে পারেন –এটা একটা সূর্য, তাই না, মাস্টার?' স্ক্রিনের দিকে দেখিয়ে বলল।

মাথা নাড়ল হেনড্রিকস।

'এই সূর্যটাই কি ট্রাকিককে আলো দেয়? এটা কি হারিয়ে সূর্য?'

'না, নোভী। এটা আলাদা একটা সূর্য। অনেক সূর্য আছে, বিলিয়ন বিলিয়ন।'

'আহ্! আমার মস্তিষ্কেই ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এটা কিভাবে হয়, মাস্টার, মস্তিষ্ক জানে অথচ –বিশ্বাস হয়না?'

হেনড্রিকস মুচকি হেসে বলল, 'তোমার মস্তিষ্ক, নোভী–' বলার সাথে সাথেই নিজেকে সে আবিষ্কার করল নোভীর মস্তিষ্কের ভেতর। সে মৃদু স্পর্শ দ্বারা তাকে শান্ত করতে লাগল, মেন্টাল প্রবাহকে মসৃণ করে তুলল, সবসময় যা করে –তারপর বেরিয়ে আসতে গেল, কিন্তু পারল না। চমকে উঠল।

সে যা উপলব্ধি করল সেটা মেন্টালিক শব্দ ছাড়া ব্যাখ্যা সম্ভব না, কিন্তু তবুও শব্দে বলা যায় নোভীর স্নায়ু কেন্দ্র উত্তপ্ত হচ্ছে। খুব সামান্য।

এটা এখানে থাকার কথা না। থাকার সম্ভাব্য কারণ, হয়তো কোনো মেন্টালিক ফিল্ড এটা চালিয়েছে –এর ক্ষুদ্র মেন্টালিক ফিল্ড যা হেনড্রিকসের সু-প্রশিক্ষিত

মাইন্ডের প্রত্যেক ভাঁজে ধরা পড়েনি, এমনকি নোভীর মসৃণ মাইন্ড স্ট্রাকচারে বাধা পড়েনি।

হালকা গলায় সে জিজ্ঞেস করলো, 'নোভী, তোমার কেমন লাগছে?'

চোখ বড় করে নোভী বলল, 'ভালো লাগছে, মাস্টার।'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে, মিথ্যাত্ত। চোখ বন্ধ কর এবং আমি 'এখন' না বলা পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকো।'

বাধ্য মেয়ের মতো সে চোখ বন্ধ করল। জেনডিবল সাবধানে তার মাইন্ডের সমস্ত বাইরের অনুভূতি মুছে ফেলল, চিন্তা শান্ত করে দিল, আবেগ প্রশমিত করে দিল, আলতো স্পর্শ করতে লাগল। সবকিছু মুছে ফেলল, শুধু উচিত আবছা ছাপ। সেটা এতই হালকা যে মনে হলো আসলে ওখানে নেই।

'এখন,' বলার সাথে সাথে নোভী চোখ খুলল।

'কেমন লাগছে, নোভী?'

'খুব ভালো, মাস্টার, সতেজ।'

উপস্থিতি এতই নিখুঁত যে তার উপর কোনো বড় রকম প্রভাব ফেলেনি।

জেনডিবল ঘুরে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত শুরু করল। স্বীকার করতে বাধা নেই যে সে আর কম্পিউটার ভালো মতো মিশ খায়নি। কারণ সম্ভবত সে কোনো রকম ছাড়াই সরাসরি মাইন্ড ব্যবহার করে অভ্যস্ত। কিন্তু সে কোনো মাইন্ড ঢুকিয়ে খুঁজতে একটি মহাকাশযান, তার জন্য কম্পিউটারই ভালো হবে।

যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে। আধা মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে রয়েছে, তা মহাকাশযানের মধ্যেই ডিজাইন হবে অনেক বড়। কম্পিউটারের সাহায্যে খুঁজে বের করার পর, জেনডিবল পাতিন ছেড়ে দিল সরাসরি মাইন্ডের উপর। শক্তিশালী তরঙ্গের মতো মাইন্ডকে পাঠালো সে বাইরের দিকে—তার সাহায্যে দূরে মহাকাশযানের বাইরে ভিতরে অনুভব করল।

তারপর মাইন্ড পাঠালো সে গায়ার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার মহাকাশ অতিক্রম করে আবার ফিরে এল। নিঃসন্দেহে হতে পারে মহাকাশযান না পায়- কোনোটা মেন্টালিক ফিল্ডের উৎস।

'নোভী,' সে বলল, 'আমি চাই তুমি আমার পাশে বসে থাকবে।'

'মাস্টার, বিপদ আসছে?'

'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, নোভী। আমি দেখব তুমি যেন নিরাপদ থাকো।'

'মাস্টার, আমার নিরাপত্তা নিয়ে আমি ভাবছি না। যদি কোনো বিপদ হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

জেনডিবল নরম হলো। 'নোভী, তুমি এরই মধ্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছ। তোমার কারণেই আমি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে সতর্ক হতে পেরেছি। তোমাকে ছাড়া সবকিছু এত ভালোভাবে সামলাতে পারতাম না, বরং সমস্যায় পড়ে যেতাম।'

'সব কাজ কি আমি আমার মাইন্ড দিয়ে করেছি, মাস্টার?' নোভী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ঠিক তাই, নোভী। কোনো যন্ত্রই এত প্রবল অনুভূতিশীল না। আমার মাইন্ড নয়, তার অনেক জটিল।'

খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ল নোভীর মুখে, 'আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি।'

হেসে মাথা নাড়ল জেনডিবল—তারপরই মলিন হয়ে গেল চেহারা। তার অন্য সহায়তা লাগতে পারে। ভিতর থেকে মোলাকাতি একটা প্রবল বাধা অনুভব করছে। শক্তি তার—তার একার।

কিন্তু সে একা সামলাতে পারবে না। অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে—

৮৩

দুই

ফার্স্ট স্পিকারের দায়দায়িত্ব কুইন্ডর শ্যান্ডেস এর উপর পাহাড়ের মতো চেপে বসেছে। জেনডিবলের মহাকাশযান অন্ধকার মহাকাশে চলে যাওয়ার পর তিনি আর ঘুমাতে পারেন নি। নিজের চিন্তায় ডুবে আছেন।

জেনডিবলকে একাকী ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হয়েছে? সে মেধাবী, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা ঠেকানোর মতো মেধাবী না। জেনডিবলের সবচেয়ে বড় দোষ উদ্ধত যেমন শ্যান্ডেস এর নিজের দোষ (ঠিক মনে করলেন) বয়সের ক্লান্তি।

বারবার তার মনে হতে লাগল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য টীম পালভারের গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনাটা ছিল মারাত্মক ভুল। সবাই কি টীম পালভার হতে পারে? জেনডিবল পারবে? আর পালভারের সাথে ছিল তার স্ত্রী।

জেনডিবলের সাথে হ্যামিশ মেয়েটা রয়েছে, কিন্তু সে কি কাজে আসবে? পালভারের স্ত্রী নিজের যোগ্যতায় স্পিকার হয়েছিলেন।

শ্যান্ডেস বুঝতে পারছেন দিনের পর দিন জেনডিবলের কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে তিনি আরো বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন—তার অস্থিরতা বাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত যখন খবর এলো তখন ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি—অস্বস্তিকর নিদ্রা, ক্লান্তি দূর না করে বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। মনে হচ্ছিল যেন শিসের মতো বাতাসে তিনি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন। বিরক্তিকর তন্দ্রাতে চলে পড়ার আগে তার শেষ চিন্তা ছিল একটি পদত্যাগপত্র রচনার।

ঠিক সেই সময় ডাক এল, বিছানায় উঠে বসলেন তিনি, সম্পূর্ণ সজাগ।

'তুমি ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিক আছি, ফার্স্ট স্পিকার,' জেনডিবল বলল। 'ভালোভাবে কথা বলার জন্য ভিজুয়াল কানেকশনের ব্যবস্থা করবেন?'

'পরে,' শ্যান্ডেস বললেন। 'প্রথমে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর।'

জেনডিবল বুঝতে পারছে ফার্স্ট স্পিকার ঘুম থেকে উঠেছেন এইমাত্র এবং কিছুটা ক্লান্ত। সে সতর্কতার সাথে বলতে লাগল, 'আমি এখন গায়া নামের একটি গ্রহের কাছাকাছি রয়েছি, যার অস্তিত্বের কথা আমার জানামতে কোনো গ্যালাকটিক রেকর্ডে নেই।'

'তাদের গ্রহ, যারা সেলডন প্ল্যানকে নিখুঁত করার জন্য কাজ করছে? এটা মিউল?'

'সম্ভবত ফার্স্ট স্পিকার। ভেবে দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত ট্রিভিজ এবং পেলোরেটকে বহনকারী মহাকাশযান গায়ার দিকে গেছে এবং সম্ভবত সেখানে অবতরণ করেছে। দ্বিতীয়ত মহাকাশে আমার অবস্থান থেকে প্রায় আধা মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফাউণ্ডেশনের একটি যুদ্ধযান।'

'কোনো কারণ ছাড়া নিশ্চয়ই সবাই আগ্রহী হয়ে উঠেনি।'

'ফার্স্ট স্পিকার, হয়তো ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র আছে। আমি ট্রিভিজকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি –যুদ্ধযানও সম্ভবত একই কারণে এসেছে। বাকী থাকল শুধু জিজ্ঞেস করা ট্রাভিজ কেন এখানে এসেছে।'

'তুমি তাকে অনুসরণ করে ঐ গ্রহ পর্যন্ত যেতে চাও, স্পিকার?'

'সেটাকে একটা সম্ভাবনা হিসেবে রেখেছিলাম, কিন্তু অন্য একটা ঘটনা ঘটছে। আমি এখন রয়েছি গায়া থেকে একশ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে এবং আমার চারপাশের মহাকাশে একটা মেন্টালিক ফিল্ড অনুভব করছি –সমস্যাটার দিক হালকা। প্রথমে ধরা পড়েনি, হ্যামিশ মেয়েটার মাইণ্ডের কারণে ধরতে পারি। অস্বাভাবিক মাইণ্ড। সে কারণেই তাকে সাথে নিয়েছিলাম।'

'তুমি সেটা করেছ বলে আমি খুশী। তোমার মতে, স্পিকার জেনডিবল, এটা হচ্ছে এই ফিল্ডের কেন্দ্রবিন্দু?'

'সেজন্য আমাকে আরো ব্যাপক এলাকা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ফিল্ড কোনো গোলাকার সামঞ্জস্য আছে কি না। তাছাড়া নিশ্চিত হতে পারব না। আর ফাউণ্ডেশনের যুদ্ধযান থাকা অবস্থায় আরো অনুসন্ধান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'নিশ্চয়ই ওটা কোনো হুমকি না।'

'হতে পারে। আমি এখনো নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না ওটাই ফিল্ডের কেন্দ্রবিন্দু কি না, ফার্স্ট স্পিকার?'

'কিন্তু ওরা–'

'ফার্স্ট স্পিকার, শ্রদ্ধার সাথে বলছি, প্রথম ফাউণ্ডেশন প্রযুক্তির দিক দিয়ে কতদূর এগিয়েছে আমরা জানি না। ওরা একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসী আচরণ করছে, আমাদেরকে হয়তো কোনো চমক দেখাতে চায়। ভেবে দেখতে হবে মেন্টালিক সামলানোর জন্য ওরা কোনো যন্ত্র তৈরি করেছে কি না। সংক্ষেপে, ফার্স্ট স্পিকার, আমি মেন্টালিজমের একটা যুদ্ধযান বা গ্রহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি।

উইল যদি যুদ্ধযান হয়, তাহলে ওরা অনেক দুর্বল হবে কিন্তু আমাকে ঠিক করে দিতে পারবে, আর এর মধ্যে তাদের অস্ত্র আমাকে আহত করবে। উইল যদি গ্রহ হয় তাহলে যে ফিল্ড এতদূর ছড়িয়ে আছে সাবধানে সেটা আরো জোরালো হতে [illegible] সামলাতে পারব না।

তুমি কেবলই একটা নেটওয়ার্ক প্রয়োজন –অত্যন্ত সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক –যাতে [illegible] সমস্ত ট্রান্টরের সমস্ত শক্তি আমার হাতে চলে আসে।'

ফার্স্ট স্পিকার ভাবের মধ্যে পড়ে গেলেন। মিউলের সময় ছাড়া এই কাজটি [illegible] করা হয় নি।'

[illegible] বিপদ মিউলের থেকেও বড় বিপদ।'

[illegible] পারছি না টেবিল রাজী হবে কি না।'

[illegible] রাজী হতে বলবেন না, ফার্স্ট স্পিকার, জরুরী অবস্থা ঘোষণা [illegible]

[illegible]

'[illegible] কারণ দেখাব?'

'[illegible] যা বলেছি তাই বলবেন, ফার্স্ট স্পিকার।'

'[illegible] ডেলার্মী বলবে যে তুমি একটা কাপুরুষ। ভয়ে পাগল হয়ে গেছ।'

[illegible] আগে জেনডিবল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তার যা [illegible] বলুক সে, ফার্স্ট স্পিকার। আমার কিছু হবে না। এই মুহূর্তে আমি নিজের [illegible] বা জীবনের কথা ভাবছিনা, ভাবছি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্বের কথা।'

৭৭

[illegible] নিষ্ঠুরভাবে হাসলেন, মুখের বলিরেখাগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠল। [illegible] মনে হয় এবার শুরু করা যায়। আমি ওদের জন্য তৈরি।'

'আপনি এখনো নিশ্চিত জানেন তো কি করছেন?' কোডেল প্রশ্ন করল।

'তুমি যেমন মনে করছ, লিয়নো, আমি যদি ঠিক সেরকম পাগল হই, এই অবস্থায় তুমি আমার সাথে থাকবে?'

কোডেল কাঁধ নেড়ে বলল, ' সম্ভবত। তখন হয়তো, মাদাম মেয়র, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার আগেই, একটু সুযোগ পাব আপনাকে থামানোর, ঠেকানোর, অন্তত পিছিয়ে দেয়ার। আর যদি আপনি পাগল নাই হন–'

হ্যাঁ?'

'তাহলে কেন ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদদের সুযোগ দেব সমস্ত কৃতিত্ব আপনাকে দেয়ার। বরং তাদেরকে বলার সুযোগ দেব এখানে আপনার সাথে আমিও ছিলাম। বলা যায় না আসল কৃতিত্বটা কার ভাগে পড়বে, তাই না মেয়র?'

'চালাক, লিয়নো, সত্যিই চালাক –কিন্তু অপ্রয়োজনীয়। আমার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমার প্রশাসনে আমি একজনের ঘটনা ঘটতে দেব।'

'দেখা যাবে।'

'না, আমরা দেখব না। কারণ ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ শুরু হবে আমাদের মৃত্যুর পরে। যাই হোক, আমি ভয় পাইনা। ইতিহাসে আমার জায়গা নিয়ে না, ঐটা নিয়েও না।' তিনি স্ক্রিনের দিকে দেখালেন।

'কম্পরের মহাকাশযান,' কোডেল বলল।

'কম্পরের মহাকাশযান, সত্য, কিন্তু ভেতরে কম্পর নেই। আমাদের একটা স্কাউটশিপ বদলাবদলিটা দেখে ফেলেছে। আরেকটা মহাকাশযান কম্পরের যান থামায়, দ্বিতীয়টা থেকে দুজন যাত্রী এটাতে উঠে। কিছুক্ষণ পর কম্পর অন্য যানে চড়ে।'

দুহাত ঘষলেন ব্রান্নো। 'ট্রাভিজ তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম লাইটনিং রড হিসেবে যেন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। সে ভালোভাবেই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যে মহাকাশযান কম্পরের যান থামিয়েছিল সেটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের।'

'তবে পাচ্ছিনা আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন?' কোডেল বলল, পাইপে তামাক ভরছে।

'অনেক আমি সবসময় ধারণা করেছি কম্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। তার জীবন খুব বেশি জটিলতাবিহীন। যা চেয়েছে তাই পেয়েছে -এবং হাইপারস্পেশাল ট্র্যাকিং-এ সে অস্বাভাবিক রকম দক্ষ। ট্রাভিজ এর সাথে তার বেঈমানী হতে পারে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের সাধারণ কৌশল -কিন্তু চিন্তাভাবনা না করেই সে কাজটা করেছে, মনে হয় ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়াও অন্য কিছু ছিল।'

'সবই অনুমান, মেয়র!'

'অনুমানটা সত্যে পরিণত হয় যখন কম্পর অনায়াসে ট্রাভিজের যানটির জাম্পগুলো এমনভাবে অনুসরণ করে যেন একটা জাম্প অনুসরণ করছে।'

'সে কম্পিউটারের সাহায্য পেয়েছে, মেয়র।'

ব্রান্নো পিছনে মাথা হেলিয়ে হেসে ফেললেন। 'মাই ডিয়ার লিয়নো, তুমি তোমার সব যুক্তি তৈরিতে এতই ব্যস্ত যে সাধারণ যুক্তিগুলো ভুলে গেছ। শুধু ট্রাভিজকে অনুসরণ করার জন্য কম্পরকে পাঠাইনি। আসলে ট্রাভিজকে অনুসরণ করার প্রয়োজনই ছিল না। তার কাছে আছে সবচেয়ে আধুনিক নাভাল ভেসেল, ফাউণ্ডেশন ক্রেডিট, শক্ত ফাউণ্ডেশন বাচন ভঙ্গিতে কথা বলে। এগুলোর কারণেই নিজেকে গোপন রাখতে পারত না, সবার চোখে পড়ত। তাছাড়া প্রয়োজন হলেই সে নিজেই ফাউণ্ডেশন অফিসিয়ালদের কাছে ছুটে যেত, সেশেলে যেমন গিয়েছিল। কোনো কম্পরের দরকার নেই।

'না,' তিনি চিন্তিত সুরে বললেন, 'কম্পরকে পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষা করার জন্য। সেটা সফল হয়েছে। কারণ একটা ত্রুটিযুক্ত কম্পিউটার দেয়া হয়েছিল কম্পরকে। মহাকাশযান চালাতে পারবে ঠিকই কিন্তু হাইপারস্পেশিক জাম্পগুলো অনুসরণ করতে সাহায্য করবে না। অথচ কম্পর অনায়াসে পেরেছে।'

'দেখা যাচ্ছে, অনেক কথাই আপনি আমাকে বলেন নি, মেয়র।'

'আমি শুধু বিষয়গুলো তোমার কাছ থেকে দূরে রেখেছি, লিয়নো, এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু আমার বিশ্বাসের একটা সীমা আছে, আমাকেও তুমি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিশ্বাস করো -দয়া করে অস্বীকার করো না।'

'করব না,' কোডেল শুকনো গলায় বলল, 'এবং একদিন, মেয়র, কথাটা আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব। -এখন, আর কি কথা আছে যা আমার জানা উচিত? ইন্টারফেস কি প্রকৃতির? যদি কম্পর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হয়, যানটাও দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হবে।'

'তোমার সাথে কথা বলা সত্যি আনন্দের, লিয়নো। আসল ব্যাপারটা টের করে ফেলো। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন ট্র্যাক গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি, মহাকাশযানের জানে এনার্জি প্যাটার্ন থেকে আমরা সহজেই ধরতে পারব মহাকাশযান কোথা থেকে এসেছে। কেউ যদি জেনেই ফেলে তার মাইন্ড থেকে তথ্যটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন মুছে ফেলতে পারবে অনায়াসে। যাই হোক, আমাদের স্কাউটশীপ অপারেটর দ্বিতীয় মহাকাশযানকে চিনতে পেরেছে।"

'এখন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আমাদের মাইন্ড থেকে তথ্যটা মুছে ফেলবে?'

'হয়ত পারে,' ব্রান্নো বললেন। 'হয়তো তারা দেখবে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।'

'আগেও বলেছেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কোথায় আপনি জানেন। প্রথমে আপনি বললেন গায়া তারপর ট্র্যান্টর। কাজেই ধারণা করা যায় যে দ্বিতীয় মহাকাশযানটা ছিল ট্র্যান্টরের'

'তোমার অনুমান সঠিক। অবাক হয়েছ?'

কোডেল ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। "না। মিউলকে যে সময়ে থামানো হয় তখন এবলিং মিস, তোরান ডেরিল, বেইটা ডেরিল ট্র্যান্টরে ছিল। আর্কেডি ডেরিলের জন্ম ট্র্যান্টরে। যখন ধারণা করা হয় যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে থামানো হয়েছিল, তখন পুনরায় তাকে ট্র্যান্টরে নেয়া হয়। তার কাহিনীতে প্রীম পালভার নামে একজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ট্র্যান্টোরিয়ান বণিক, ঠিক সঠিক মুহূর্তে হাজির হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন ট্র্যান্টরে হওয়াই স্বাভাবিক।"

'পুরোপুরি স্বাভাবিক। শুধু সম্ভাবনাটার কথা কেউ ভাবেনি। যে কারণেই তখন বলেছিলাম যে তারা ট্র্যাক গোপন করার চেষ্টা করেনি। অথচ সহজেই গোপন করতে পারত।'

'তাহলে ওরা যেদিকে চায় তাড়াহুড়ো করে আমাদের সেদিকে ডাকতে উচিত হবে। আপনার কি মনে হয়, ট্রাভিজ কিভাবে বুঝতে পারল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন দিকে যাচ্ছে? ওরা তাকে থামাল না?'

ব্র্যানো আঙুলে গুনে গুনে বলতে লাগলেন, "প্রথমত ট্রেভিজ অস্বাভাবিক এক মানুষ, তার ভেতর কিছু একটা আছে যা আমি ধরতে পারিনি। দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন একেবারে অন্ধকারে ছিল না। কম্পর সবসময় ট্রেভিজকে [illegible] পেয়েছিল। ওরা আশা করেছিল আমি তাকে থামাবো। তৃতীয়ত যখন আমি কিছু করলাম না —কোনো শাস্তি না দিয়ে ট্রেভিজকে মহাকাশে পাঠিয়ে দিলাম, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনও সরাসরি তার পেছনে তাদের একটা মহাকাশযান পাঠিয়ে দিল।"

ব্র্যানো আঙুলে ভঙ্গিতে যোগ করলেন, 'ওহ্, চমৎকার লাইনিং নয়!'

'এখন আমরা কি করব?' কোডেল জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারকে চ্যালেঞ্জ করব। এরই মধ্যে আমরা বাস্তবে এগোতে শুরু করেছি।'

৭৮

জেনডিবল এবং নোভী বসে আছে পাশাপাশি। দুটি চেয়ারের উপর।

নোভী ভয় পেয়েছে, স্বাভাবিক। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে ভয় কাটিয়ে [illegible]। জেনডিবল কোনো সাহায্য করতে পারবে না, কারণ এই মুহূর্তে তার মাইন্ড [illegible] বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ফাউণ্ডেশন ওয়ারশিপ এগিয়ে আসছে মন্থর গতিতে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। অনেক বড় যুদ্ধযান, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জেনডিবলের ধারণা হলো ক্রু-এর সংখ্যা হবে [illegible]। যে পরিমাণ অস্ত্র আছে তা দিয়ে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সমস্ত যুদ্ধযান ধ্বংস করে দেয়া যাবে —যদি সেগুলো শুধুমাত্র অস্ত্রের উপর নির্ভর করে।

একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারের সামনে একটি যুদ্ধযান এগিয়ে এসে পড়াটা সহজেই অনুমেয়। এমনকি মেন্টালিক ক্ষমতা থাকলেও একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারের দাঁতের ফাঁকে চলে আসা স্বাভাবিক না। হয়তো না জেনেই এগিয়ে আসছে।

তার মানে যুদ্ধযানের ক্যাপ্টেন জানে না কম্পর নেই এখানে, না জানলেও এটা জানে না যে তার বদলে এসেছে একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার, অথবা হয়তো জানে না একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারের কি ক্ষমতা।

এমনও হতে পারে (জেনডিবল সব সম্ভাবনাই বিবেচনা করছে) ওদের হয়তো মেন্টালিক ফোর্স আছে, তাই এগিয়ে আসছে এমন আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে। তাই হয়তো যুদ্ধযানের চালক একটা উন্মাদ অথবা এটার ক্ষমতা সম্পর্কে জেনডিবলের কোনো ধারণাই নেই।

তবে তার বিবেচনাই দুর্বল না—

সতর্কতার সাথে সে নোভীর মাইন্ড অনুভব করল। স্বাভাবিকভাবে নোভী জেনডিবলের মেন্টালিক ফিল্ড অনুভব করতে পারবে না, জেনডিবল পারবে —অথবা জেনডিবলের মাইন্ড নোভীর মতো সূক্ষ্মভাবে নিজেকে মেন্টালিক ফিল্ড ধরতে পারছে না। এই একটা বাধা ভবিষ্যতে সমাধান করতে হবে, আশা করা যায় ভালো ফল হবে।

জেনডিবলের মাইন্ডকে স্বাভাবিক গতিতে বিভিন্ন দিক উপর হতে লাগল —একটা [illegible] নোভীর স্নায়ুকোষের উত্তপ্ত অবস্থা অনুভব করল। ফাউণ্ডেশন ওয়ারশিপ [illegible] সেটা বাড়ছে না।

[illegible] নিশ্চিত হওয়া যায়না যে যুদ্ধযানের মেন্টালিক ক্ষমতা নেই।

[illegible] নিশ্চিত জানত যে একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারের দিকে এগোচ্ছে [illegible] অবশ্য সতর্ক করে দিত? সেই সাথে নোভীর মাইন্ডও [illegible]

[illegible]

[illegible] কিছুই হচ্ছে না!

[illegible] হয়ে উঠল জেনডিবল। বুঝে গেছে যুদ্ধযানের মেন্টালিক ক্ষমতা [illegible] এগোচ্ছে।

[illegible] অবশ্য এখনো আছে, তবে টের পাওয়া যাচ্ছে না। চিন্তার বিষয়। [illegible] হচ্ছে যুদ্ধযান। এটার ব্যাপারে ভয়ানক কাজটি যে এটি [illegible] মনোযোগ দেবে।

[illegible] আরো কাছে এগিয়ে আসতে দিতে হবে, যেন তার [illegible]

[illegible] এগোচ্ছে —দ্রুত গতিতে —কিন্তু কিছু করল না। যেন শক্তি [illegible] এখন তার আক্রমণের শক্তি হবে ব্যাপক। কোনো [illegible] না, শুধু ভিতরে যারা রয়েছে তারা অনুভব করছে যে তাদের [illegible]

জেনডিবল তার মাইন্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকা মেন্টাল ফিল্ড সম্প্রসারিত করল। সেটা [illegible] দুই জাহাজের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করল আলোর গতিতে।

[illegible] জেনডিবল বিপুল বিস্ময় নিয়ে পিছনে আছড়ে পড়ল।

ফাউণ্ডেশন ওয়ারশিপের কাছে শক্তিশালী মেন্টালিক শীল্ড রয়েছে। জেনডিবলের মেন্টালিক ফিল্ডের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শীল্ডের ঘনত্ব বেড়েছে সমহারে। যুদ্ধযান [illegible] এগোচ্ছে না —এবং তার কাছে রয়েছে অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র।

৭৯

'হ্যাঁ,' ব্র্যানো বললেন, 'আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে, নিশ্চয়ই। দেখো!'

সাইকোগ্রাফের কাটাগুলো কেঁপে উঠেছে।

মেন্টালিক শীল্ড এর উন্নয়ন একশ বিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে গোপন প্রজেক্ট। শীল্ডটা ধাপে ধাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু দিয়েছে এবং দিয়েছে।

এই সাইকোগ্রাফের আবিষ্কার না হলে কোনো অগ্রগতি সম্ভব হতো না। মিউলের কাজ করে পথ প্রদর্শক হিসেবে। কিভাবে কাজ করে কেউ বলতে পারে না। তবে এটা অপ্রতিরোধ্য বিষয়কে পরিমাপ করে, ব্যাখ্যাতীত বিষয়কে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে। কিন্তু বিজ্ঞানীর মতো মেজরও মনে করেন যদি ফাউণ্ডেশন

মাইক্রোমিটারের কার্যপ্রণালী বুঝতে পারে তবে মাইন্ড নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সমকক্ষ হবে।

সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখনকার জন্য শীল্ড যথেষ্ট।

জোসেফ পাঠালেন ব্র্যান্নো, যন্ত্রের সাহায্যে কণ্ঠস্বর পাল্টে নিয়েছেন পুরুষ কণ্ঠে, মসৃণ, মৃদুশীতল।

'ব্রাইটি স্টার এবং তার আরোহীকে ডাকা হচ্ছে। তুমি ফাউন্ডেশন ফেডারেশনের একটা মহাকাশযান জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছ। এই মুহূর্তে যানটা আত্মসমর্পণ কর, নাহলে আক্রমণ করা হবে।'

উত্তর এলো স্বাভাবিক গলায়, 'টার্মিনাসের মেয়র ব্র্যান্নো, আমি জানি আপনি ওখানে আছেন। ব্রাইটি স্টার জোরপূর্বক দখল করা হয়নি। এই যানের বৈধ চালক ম্যান-লী-কম্পর এর আমন্ত্রণে আমি এখানে এসেছি। আমি আপনার সাথে পারস্পরিক লাভের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার সময় চাই।'

কোডেল ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে কথা বলতে দিন, মেয়র।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লেন তিনি, 'সব দায়দায়িত্ব আমার, লিয়োনো।'

ট্রান্সমিটার এ্যাডজাস্ট করে নিয়ে তিনি আগের মতো নিরাবেগ কৃত্রিম গলায় বললেন:

"দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের মানুষ, নিজের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো। আত্মসমর্পণ না করলে, এখান থেকে আলো যেতে যে সময় লাগবে সেই সময়ের মধ্যে তোমাকে মহাকাশে মিলিয়ে দেব। তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা জানি তুমি ট্র্যান্টর থেকে এসেছ, এবং তোমার একটা ব্যবস্থা করে ট্র্যান্টরের ব্যবস্থা করব। নিজের কথা বলার জন্য কিছু সময় তোমাকে দিচ্ছি। অপ্রয়োজনীয় কিছু বলবে না, বেশি সময় আমরা তোমার কথা শুনবনা।"

'সে ক্ষেত্রে,' জেনডিবল বলল, "আমি দ্রুত আসল কথা বলছি। আপনাদের শীল্ড নিখুঁত হয়নি, হবেও না। এটার উপর বেশি ভরসা করে আমাকে ছোট করে দেখছেন। আপনাদের মাইন্ড আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। শীল্ড না থাকলে যত সহজ হতো, তত সহজ হয়তো হবে না, তবে পারব। আপনারা অস্ত্র ব্যবহার করলেই আমি আঘাত করব –আর আপনার বোঝার জন্য বলছি: শীল্ড না থাকলে আপনার মাইন্ড আমি নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম, কোনো ক্ষতি হতো না। শীল্ড থাকায় আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করতে হবে, তখন আর নিখুঁতভাবে মাইন্ড নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবেনা। শীল্ডের মতো আপনার মাইন্ডও গুড়িয়ে যাবে, ক্ষতি হবে অপূরণীয়। অন্য কথায়, আপনি আমাকে থামাতে পারবেন না, আমি আপনাকে থামাতে পারব। এমন অবস্থা করব যা হবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। অনুভূতিহীন মানুষ বানিয়ে দেব। আপনি ঝুঁকি নিতে চান?"

'যা বললে সেটা তুমি করতে পারবে না।'

'আপনি ঝুঁকি নিতে চান?' জেনডিবল ঠাণ্ডা গলায় বলল।

কোডেল সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'সেলডনের কসম মেয়র–'

জেনডিবল বলল (ঠিক সাথে সাথে না, কারণ আলোর গতিতে যাওয়া তরঙ্গের এক জেনেল থেকে অন্য জেনেলে যেতে সময় লাগছে এক সেকেন্ডের বেশি), 'আমি আপনার চিন্তা অনুসরণ করতে পারছি, কোডেল। ফিসফিস করার দরকার নেই। মেয়রের চিন্তাও অনুসরণ করতে পারছি। তিনি এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি, কারণ তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনাদের শীল্ড যে দুর্বল এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ।'

'শীল্ড বাড়ানো যাবে।' মেয়র অবজ্ঞার সাথে বললেন।

'আমার মেন্টালিক ফোর্সও বাড়ানো যাবে।'

'কিন্তু এখানে আমি সুবিধা পাচ্ছি, শীল্ড চালু রাখার জন্য শুধু ফিজিক্যাল এনার্জি খরচ করতে হচ্ছে। আমার প্রচুর ফিজিক্যাল এনার্জি রয়েছে। শীল্ড ভেদ করার জন্য তোমাকে ব্যবহার করতে হবে মেন্টালিক এনার্জি এবং ক্লান্ত হয়ে পড়বে তুমি।'

'আমি ক্লান্ত হইনি। এই মুহূর্ত থেকে দুজনের কেউই জাহাজের নাবিকদের নির্দেশ দিতে পারবেন না, অন্য জাহাজের নাবিকদেরও দিতে পারবেন না। ... ছাড়াই আমি এই ব্যবস্থা করতে পারব। এই নিয়ন্ত্রণ পার হওয়ার চেষ্টা করবেন না, তাহলে ক্ষতি হবে।'

'আমি অপেক্ষা করব,' কোলের উপর হাত রেখে মেয়র বললেন, চেহারায় শান্ত ভাব। 'একসময় তুমি ক্লান্ত হবে, তারপর যে আদেশ দেব সেটা ... করার জন্য না। কারণ তখন তোমার আর কোনো ক্ষমতা থাকবে না। ... ফাউন্ডেশন ফ্লীটকে আদেশ দেব ট্র্যান্টরে হামলা করুক। নিজের গ্রহ ... চাইলে –আত্মসমর্পণ কর। মহাবিপর্যয়ের সময় প্রথম হামলা থেকে বেঁচে ... এবার আর তোমার সংগঠন রক্ষা পাবে না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না মেয়র, আমি ক্লান্ত হব না। যদি ক্লান্তি অনুভব করি ... তখনই নিজের গ্রহ বাঁচাতে পারব। শক্তি নিঃশেষ হওয়ার আগেই আমি আপনাকে শেষ করে ফেলব।'

'তুমি সেটা করবেনা। তোমার আসল কাজ হচ্ছে সেলডন প্ল্যান রক্ষা করা। টার্মিনাসের মেয়রকে হত্যা করলে এবং সম্মান ও আত্মবিশ্বাসে আঘাত করার কারণে নড়ে যাবে ফাউন্ডেশনের ক্ষমতার ভিত্তি। সব জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে শত্রুরা। ফলে সেলডন প্ল্যানের যে ক্ষতি হবে সেটা তোমার জন্য ট্র্যান্টরকে ধ্বংস করে ফেলার চেয়েও খারাপ। আত্মসমর্পণ করলেই ভালো করবে।'

'আপনি জুয়া খেলতে চান?'

ব্র্যান্নো লম্বা শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লেন। তারপর দৃঢ় গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

কোডেল তার পাশে বসে পড়ল, মুখ ফ্যাকাশে।

৮০

জেনডিবল সামনের দেয়ালে সুপারইমপোজ করা ব্র্যান্নোর কাঠামোর দিকে তাকালো –শীর্ণকায়া অস্পষ্ট কাঠামো, শীল্ডের কারণে। তার পাশের লোকটা আরো বেশি

ক্ষীণসত্তা, আকৃতিহীন। কারণ ফেনভিকল তার জন্য কোনো শক্তি খরচ করছে না, তাকে শুধু মেয়রের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

অন্যদিকে মেয়র তাকে দেখতে পারছেন না। জানতে পারছেন না [illegible] সামনে একজন আছে। তার অনুভূতি, শারীরিক অবস্থা থেকে তিনি কিছু [illegible] করতে পারছেন না। এটা মেয়রের অসুবিধা।

সে যা বলেছে সবই সত্য। নতুন মেন্টালিক ফোর্স বাধা হয়ে সে মেয়রকে [illegible] করে দিতে পারে — ধ্বংস করে দিতে পারে তার মস্তিষ্ক।

আবার মেয়র যা বলেছেন সেগুলোও সত্য। তাকে মেরে ফেললে [illegible] ট্র্যান্টরের বিশাল ক্ষতি হবে, মিউল যে ক্ষতি করেছিল তারচেয়েও বেশি। [illegible] ক্ষতি হবে আরো মারাত্মক। কারণ, সেলডনের শুরু করা খেলার অর্ধেক [illegible] এখন কোনো ভুল পদক্ষেপ নিলে সেটা শোধরাতে বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, পাশেই রয়েছে পাহাড় — [illegible] পরিমাণ মেন্টালিক ফোর্স।

একবার সে গোটার মস্তিষ্ক স্পর্শ করল। নিশ্চিত হয়ে নিল শুধু [illegible] অবস্থা এখনো আছে। আছে, কোনো পরিবর্তন হয় নি।

এই স্পর্শ সে অনুভব করেনি, কিন্তু দূরে বসে থাকা গলায় [illegible] বলল, "মাস্টার, ওখানে ক্ষীণসত্তা কুয়াশার মতো কিছু একটা আছে। আপনি [illegible] সাথেই কথা বলছেন?"

দুজনের মস্তিষ্কের হালকা যোগাযোগের কারণেই সে কুয়াশা অনুভব [illegible] পারছে। ফেনভিকল তার ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "ভয় পেয়ো না, [illegible] বন্ধ করে বিশ্রাম নাও।"

সে গলা উঁচু করে বলল, "মেয়র ব্র্যান্নো, আপনার খুব বেশি [illegible] হয়েছে। আমি একবারই আপনাকে হত্যা করতে চাইনা। কারণ আমি [illegible] যুক্তি দিয়ে আপনাকে কিছু বিষয় বুঝাতে পারি, তাহলে আর হত্যা করার [illegible] হবে না।"

"ধরা যাক, মেয়র, আপনি জয়ী হলেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। [illegible] হবে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে এবং মেন্টালিক শীল্ডের উপর ভর [illegible] তার আপনার উত্তরসূরিরা গ্যালাক্সিতে অন্যায়ভাবে মুক্ত থাকবে। কিন্তু [illegible] চাইবেন। এটা করতে গিয়ে আপনারা ধ্বংস করে ফেলবেন সেলডন প্ল্যান।"

"আমি তাকে চাইনি," ব্র্যান্নো বললেন। "এবং আমার ধারণা তুমি বুঝতে [illegible] থাকলে আমাকে হত্যা করা সম্ভব না।"

"নিজেকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবেন না। আমার কথা শুনুন। [illegible] অধিকাংশই এখনো ফাউন্ডেশনকে [illegible] [illegible] এই [illegible] ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত অনেকেই তাদের অতীতকে ভুলে যায়নি। [illegible] আত্মসমর্পণের পর যদি ফাউন্ডেশন মুক্ত পদক্ষেপ নেয় গ্যালাক্সির [illegible]

[illegible] শুধু দুর্বলতা প্রকাশ করবে — একবার অস্ত্রে এবং নিষ্ক্রিয়তায়। আপনি [illegible] এবং বল প্রয়োগ করে তাদেরকে একত্র রাখতে পারবেন কিন্তু সেটা [illegible] বিদ্রোহের বীজ বপন করবেন।"

"তুমি ধাঁধা হয়ে গেছো। যে কোনো শত্রুর মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের [illegible] এমনকি যদি গ্যালাক্সির সবগুলো নন-ফাউন্ডেশন গ্রহ আমাদের বিরুদ্ধে একত্র [illegible] এমনকি ফেডারেশনের অর্ধেকও যদি বিদ্রোহ করে, কোনো সমস্যা হবে না।"

"এখনই কোনো সমস্যা হবেনা, মেয়র। কিন্তু তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখে ভুল [illegible] না। আপনি এই মুহূর্তে এম্পায়ার গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু ধরে রাখতে [illegible] না। প্রতি দশকের পর পর আপনাকে পুনর্গঠন করতে হবে।"

"[illegible] করে যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"

"[illegible] ক্লান্ত হবে না। একভাবে আপনি চালাতেও পারবেন না মেন্টালিক, কারণ [illegible] এম্পায়ারের আরেকটা বড় বিপদ রয়েছে। যেহেতু অস্ত্রের বিরুদ্ধে [illegible] শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, প্রথমদিকের মতো ফাউন্ডেশনের জেনারেলরা [illegible] এম্পায়ারের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সকল এম্পায়ার বিভক্ত হবে [illegible] সামরিক অঞ্চলে, যেখানে একেকজন কমান্ডার হবে প্রায় অমর [illegible] একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে — যে বিশৃঙ্খলা হয়তো সেলডনের অনুমান [illegible] হাজার বছরের বেশি সময় থাকবে।"

"[illegible] হুমকি। সেলডনের গণিতেও যদি এই সব ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে, [illegible] বলা হয়েছে সম্ভাবনার কথা — অবশ্যই ঘটবে এমন কথা বলা হয় নি।"

"মেয়র ব্র্যান্নো," ফেনভিকল আন্তরিক গলায় বলল, "সেলডন প্ল্যানের কথা ভুলে [illegible] গণিত আপনি বুঝবেন না, তোমার দরকারও নেই। আপনি পরীক্ষিত রাজনীতিবিদ, সফল এবং সাহসী। কাজেই আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টি ব্যবহার [illegible] মানবজাতির রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস বিবেচনা করুন, তার সাথে [illegible] প্রকৃতিকে মেলান — অর্থাৎ, রাজনীতিবিদ এবং সামরিক অফিসাররা [illegible] পারস্পরিক আচরণ করে — বিবেচনা করে দেখুন আমি ঠিক বলছি কি না।"

"তোমার কথা যদি ঠিকও হয়, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন, এই ঝুঁকিটা আমরা নেব। [illegible] গবেষণা, প্রযুক্তির উদ্ভাবন — মেন্টালিক এবং ফিজিক্স — এর মাধ্যমে আমরা জয়ী [illegible] হারি সেলডন এই অগ্রগতির কথা বিবেচনা করেন নি, করতে পারেন নি। [illegible] প্ল্যানের কোথায় বলা আছে প্রথম ফাউন্ডেশন মেন্টালিক শীল্ড তৈরি করবে। [illegible] প্ল্যানের প্রয়োজন কি? এটাকে ছাড়াই আমরা নতুন এম্পায়ার গড়ে তোলার [illegible] নেব। আমরা এমন এম্পায়ার চাইনা যেখানে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের গুপ্তচর [illegible] পরিচালকদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে।"

"একথা বলছেন কারণ বুঝতে পারছেন না গ্যালাক্সির মানুষের কি দুর্দশা হবে।"

"হয়তো," ব্র্যান্নো কঠিন গলায় বললেন, "তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার?"

'সেটাই না। -আমি আরেকটা পরামর্শ দিচ্ছি -যেন আমাকে আপনার কাছে না আপনাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে না হয়। -আমরা গায়া নামক একটা গ্রহের কাছাকাছি রয়েছি।'

'আমি জানি।'

'আপনি কি জানেন, সম্ভবত এটাই মিউলের জন্মস্থান?'

'তোমার বুঝিয়ে বলতে হবে না, শুধু প্রমাণ চাই।'

'গ্রহের চারপাশে একটা মেন্টালিক শিল্ড রয়েছে। এটা হচ্ছে অনেক মিউলের বাসস্থান। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে ধ্বংস করার স্বপ্ন পূরণ করতে পারলে আপনি নিজেকে এই গ্রহের মিউলদের দাস বানাবেন। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন আপনার কি ক্ষতি করেছে -নির্দিষ্ট করে বলুন। তারপর চিন্তা করে দেখুন একজন মিউল আপনার কি ক্ষতি করেছিল।'

'তোমার বিবৃতি ছাড়া এখনো কিছু পাইনি।'

'এখানে বসে থাকলে এর বেশি কিছু দিতে পারবনা। -আমার প্রস্তাব, কিছুক্ষণের জন্য লক্ষ থাকুক আমাদের লড়াই। আমাকে বিশ্বাস না হলে শীঘ্র চলে যেতে পারেন, কিন্তু আপনার সহযোগিতা চাই। আমরা একসাথে এই গ্রহের দিকে এগোব -তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ওরা বিপজ্জনক, তখন আমি গ্রহের মেন্টালিক শিল্ড নিষ্ক্রিয় করে দেব আর আপনি আপনার যুদ্ধযানকে আদেশ দেবেন সেটা ধ্বংস করতে।'

'তারপর?'

'তারপর অন্তত প্রথম ফাউন্ডেশন এবং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন মুখোমুখি হবে, একা। বাইরের কেউ নাক গলাবেনা। তখন লড়াইটা হবে পরিষ্কার, কিন্তু এখন আমরা লড়তে পারিনা, কারণ দুই ফাউন্ডেশনই বিপদের মুখে।'

'আগে বলনি কেন?'

'ভেবেছিলাম, আপনাকে বোঝাতে পারব, আমরা শত্রু নই, পরস্পরকে সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন যেভাবেই হোক আপনার সহযোগিতা চাই।'

ব্রান্নো চুপ, চিন্তায় যেন মাথা নুয়ে পড়েছে। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে চাইছ। কিভাবে তুমি একা মিউলদের পুরো গ্রহের মেন্টালিক শিল্ড নিষ্ক্রিয় করবে? চিন্তাটা এত বেশি অবাস্তব যে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিনা।'

'আমি একা নই,' জেন্ডিব্যাল বলল। 'আমার পেছনে রয়েছে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের পুরো শক্তি -এবং সেই শক্তি আপনার শীল্ড পাতলা কাগজের মতো ছিঁড়ে ফেলবে।'

'যদি তাই হয়, আমার সাহায্য প্রয়োজন কেন?'

'কারণ শুধু নিষ্ক্রিয় করলেই চলবেনা। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন এখন বা কখনোই মেন্টালিক কাজের পথে জড়াতে না দিতে, অধিকন্তু আপনার সাথে এই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবনা সারাজীবন। আমাদের দরকার যা, সেটা দিতে পারবেন আপনি।'

ব্রান্নো আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'অধিক শক্তির কাছে নিরাপত্তা পেতে চাই। যদি সম্ভব হয়, আমরা একসাথে এগোতে পারি। এর বেশি প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।'

'এতেই চলবে,' বলল জেন্ডিব্যাল, তারপর কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকল।

কোডেল বলল, 'না, মাস্টার, এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে, কিন্তু আপনি আর কিছু পারবেন না। আমাদেরকে টার্মিনাসের কাউন্সিলমেন ট্রেভিজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

সিদ্ধান্ত

[illegible]

[illegible]

হবে না, গাছা শেষ হয়ে যাবে। তোমার এই অনুভূতি পাল্টাতে হবে এবং আমি জানিনা সেটা কিভাবে পাল্টাবে।'

'ভয় এখানে থাকলে জানতো?' ট্রাভিজ নির্ভয় গলায় প্রশ্ন করল।

'ভয় এখানেই আছে,' ব্লিস বলল। সে/আমি/আমরা জানিনা কিভাবে তোমাকে শান্ত করা যাবে। আমরা সেই ধরনের মানুষকে বুঝতে পারিনা যারা একটা বিশালত্বের অংশ হতে পারে না।'

'মিথ্যে কথা বলছ। তোমরা মিলিয়ন কিলোমিটার বা আরো দূর থেকে আমাদের মহাকাশযান দখল করতে পার –আমাদের শান্ত রাখতে পারো। বেশ এখন আমাকে শান্ত রাখো। বলো না যে তুমি করতে পারবে না।'

"কিন্তু করা উচিত হবে না। এখন না। যদি এখন তোমাকে কোনোভাবে শান্ত করে দেই তাহলে গ্যালাক্সির আর সব সাধারণ মানুষের চেয়ে তোমার মূল্য বেশি হবে না। আমরা তোমাকে ব্যবহার করতে পারব কারণ তুমি হলে তুমি –এবং তোমাকে অবশ্যই তোমার মতো থাকতে হবে। প্লিজ, তোমাকে শান্ত থাকতে হবে নিজের চেষ্টায়।"

'কোনো সম্ভাবনা নেই, মিস, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা জানতে চাই তার কিছু অন্তত না জানাবে।'

'ব্লিস, আমাকে চেষ্টা করতে দাও।' পেলোরেট বলল। 'তুমি পাশের ঘরে যাও।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ব্লিস।

'সে শুনতে পারবে, দেখতে পারবে –সব অনুভব করবে।' ট্রাভিজ বলল। 'লাভ কি হবে?'

'আমার জন্য লাভ হবে। তোমার সাথে কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। –গোলান, তুমি ভয় পেয়েছ।'

'বোকার মতো কথা বলোনা।'

'অবশ্যই ভয় পেয়েছ। তুমি জানোনা কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, সবাই তোমার কাছে কি আশা করছে। ভয় তুমি পেতেই পারো।'

'কিন্তু আমি ভয় পাইনি।'

"হ্যাঁ, পেয়েছ। হয়তো আমার মতো শারীরিক ভয় পাচ্ছনা। আমি মহাকাশে যেতে ভয় পেয়েছিলাম, নতুন গ্রহে যেতে ভয় পেতাম, নতুন সবকিছুকে ভয় পেতাম। কারণ অর্ধশতাব্দীর জীবন আমি কাটিয়ে দিয়েছি ঘরে বসেই। অন্যদিকে তুমি নেভীতে ছিলে, রাজনীতি করেছ। ঘরে মহাকাশে ছুটে বেড়িয়েছ। তারপরেও আমি চেষ্টা করেছি ভয় না পেতে এবং আমাকে সাহায্য করেছ তুমি। যে কদিন একসাথে আছি, তুমি ধৈর্য ধরে আমাকে বুঝিয়েছ, আন্তরিক আচরণ করেছ। তোমার জন্যই আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এখন তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে দাও।"

'বললামতো, আমি ভয় পাইনি।'

"অন্য ভয় না হলেও, সে দায়িত্বের মুখোমুখি হতে সেটিকেই ভয় পাচ্ছ। একটা পুরো গ্রহ তোমার উপর নির্ভর করছে –[illegible], ব্যর্থ হলে সারাজীবন এই গ্রহ ধ্বংস করে ফেলার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। কেন তুমি একবড় ঝুঁকি নেবে? তোমার উপর এই বোঝা চাপিয়ে দেয়ার কি অধিকার তাদের আছে? শুধু তুমিই ব্যর্থতার ভয় পাচ্ছনা, তোমার জায়গায় যে কেউ হলেই ভয় পেত।"

'তোমার কথা ভুল।'

"ভুল হয় না, যাই হোক, তোমার জায়গা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাজটা করে দেব। ওরা যাই আশা করে থাকুক, করে দেব। আমার মনে হয় এই কাজের জন্য খুব বেশি শারীরিক সামর্থ্যের প্রয়োজন নেই, তাহলে যন্ত্র ব্যবহার করতে পারত। মেন্টালিক্স-এরও প্রয়োজন নেই, কারণ এই জিনিসটা ওদের প্রচুর আছে। অন্য কিছু –বেশ, আমি জানি না কি, কিন্তু যদি এর জন্য শক্তি বা মেধার প্রয়োজন না হয়, তাহলে তুমি আর আমি সমান –এবং আমি দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।"

ট্রাভিজ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল, 'তুমি এই বোঝা নিতে চাইছ কেন?'

পেলোরেট মেঝের দিকে চোখ নামালো, যেন ট্রাভিজের চোখে চোখ রাখতে না পারছে। 'আমার স্ত্রী ছিল, গোলান। মেয়েদের আমি চিনি। যদিও কখনো গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু এই মেয়েটা –'

'কে ব্লিস?'

'সে অন্যরকম –আমার কাছে।'

'টার্মিনাসের কসম, জেনভ, তোমার বলা প্রতিটা কথাই সে জানে।'

'কিছু আসে যায়না। জানবেই। –আমি তাকে খুশী করতে চাই। এই কাজটা আমি করে দেব; যে কোনো ঝুঁকি নেব; যে কোনো দায়িত্ব নেব, তাহলে হয়তো আমার সম্পর্কে সে ভালো ধারণা করবে।'

'জেনভ, সে একটা বাচ্চা মেয়ে।'

'বাচ্চা মেয়ে না –আর তুমি ওর ব্যাপারে যাই ভাবো তাতে আমার ধারণা বদলাবে না।'

'বুঝতে পারছনা –ও তোমাকে কি চোখে দেখবে?'

'একটা বুড়ো মানুষ? তাতে কি হয়েছে? সে একটা বিশালতার অংশ, আমি তা নই –আর এই ব্যাপারটাই দুজনের মাঝে দেয়াল তৈরি করেছে। জেনেও আমি জানি না? কিন্তু আমি তার কাছে কিছু চাই না শুধু –'

'তোমার সম্পর্কে ভালো ধারণা করুক?'

'হ্যাঁ।'

'আর সে কারণেই আমার কাজ তুমি করে দেবে? –কিন্তু জেনভ, তুমি মন দিয়ে কথা শোননি। ওরা তোমাকে চায় না। চায় আমাকে, স্পেস জানে কেন?'

'যদি তোমাকে না পায় আর অন্য কাউকে চায়, তখন হাতের কাছে আমিই থাকব।'

ট্রেভিজ মাথা নাড়ল। 'বিশ্বাস করতে পারছিনা এসব ঘটছে। এই বুড়ো বয়সে তুমি তরুণ হওয়ার চেষ্টা করছ। জেনভ, তুমি নায়ক হওয়ার চেষ্টা করছ যেন এ মেয়ের জন্য মারা যেতে পারো।'

'ভালোনা, গোলান। রসিকতার জন্য বিষয়টা ভালোনা?'

হাসার চেষ্টা করল ট্রেভিজ, কিন্তু সামলে নিল পেলোরেটের গম্ভীর মুখ দেখে। গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ওকে ডাকো, জেনভ, ডাকো।'

ব্লিস এসে ঢুকল। সংকুচিত হয়ে আছে। নিচু স্বরে বলল, 'দুঃখিত, পেল। তোমাকে দিতে হবে না। হয় ট্রেভিজ আর নয়তো কেউই না।'

'বেশ। আমি শান্ত থাকব। যা করতে বলবে করার চেষ্টা করব। এই বয়সে পেলোরেটকে নায়ক হওয়া থেকে বিরত রাখতে যা করা দরকার, করব।'

'আমার বয়স আমি জানি,' পেলোরেট ফিসফিস করে বলল।

ব্লিস ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখে বলল, 'পেল, আমি —আমি তোমাকে অনেক ভালো মনে করি।'

চোখ সরিয়ে নিল পেলোরেট, 'ঠিক আছে, ব্লিস। ভদ্রতা করতে হবে না।'

'আমি ভদ্রতা করছি না, পেল। আমি আসলেই তোমাকে ভালো মনে করি।'

৮২

হালকাভাবে, তারপর প্রবল স্রোতের মতো সুরা নোভীর মনে পড়ল সে ছিল সুরানোভীরেমল্লাসটিরান এবং শিশু বয়সে বাবা মা এর কাছে সে ছিল সু, বন্ধুদের কাছে ছিল ভী।

সে আসলে কখনো ভুলে যায়নি, শুধু চেতনার অনেক গভীরে লুকানো ছিল। গত কয়েকমাসের মতো এত গভীরভাবে কখনোই লুকানো ছিল না বা দীর্ঘদিনেও সে কখনোই এত শক্তিশালী মাইন্ডের কাছাকাছি আসেনি।

কিন্তু এখন সময় হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় হয়নি। তার অবশিষ্ট বিশাল অংশই তাকে জাগিয়ে তুলল, মহাজাগতিক প্রয়োজনে।

সেই সাথে রয়েছে হালকা অস্বস্তি, এক ধরনের অস্থিরতা, নিজের অস্তিত্বে ফিরে আসার আনন্দকে মাটি করে দিচ্ছে। বহুবছর সে গায়ার এত কাছে আসেনি।

মনে পড়ল ছোটবেলায় সে একটা লাইফ-ফর্মকে ভালোবেসেছিল। তার অনুভূতি বুঝতে পেরেছিল, নিজের অংশে পরিণত করেছিল। এখন সেই অনুভূতি আরো প্রবল। সেটা ছিল গুটি থেকে বেরিয়ে আসা প্রজাপতি।

৮৩

স্টর জেনডিবল তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখে নোভীর দিকে তাকিয়ে আছে —একই অবাক হয়েছে যে মেয়র ব্রান্নোর উপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ চুল পরিমাণ সরে গেল। কিন্তু পুরোপুরি সবার আগেই আরেকটা শক্তি তাকে সমর্থন দিল। পূর্বস্মৃতির কারণে ব্যাপারটা খেয়াল করল না।

'কাউন্সিলম্যান ট্রেভিজ এর ব্যাপারে তুমি কি জানো, নোভী?' জেনডিবল জিজ্ঞেস করল। কারণ হঠাৎ করেই নোভীর মাইন্ডের অসমর্থিত জটিলতা টের পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি কি?'

জেনডিবল নোভীর মাইন্ডের নিয়ন্ত্রণ টেকানোর চেষ্টা করে দেখল অসম্ভব। এই সাথে বুঝতে পারল ব্রান্নোর উপর নিয়ন্ত্রণে সে আরো বড় একটা শক্তির সাহায্য পাচ্ছে। আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কি?'

নোভীর মুখে দুঃখের ছায়া। 'মাস্টার,' সে বলল, 'স্পিকার জেনডিবল, আমার পুরো নাম সুরানোভীরেমল্লাসটিরান এবং আমিই গায়া।'

এই কথাগুলো সে মুখে বলল, কিন্তু জেনডিবল রাগত ক্ষিপ্রতায় নিজের মেন্টাল দুর্গ আরো তীক্ষ্ণ করে তুলল এবং নিপুণ দক্ষতায় প্রতিরক্ষা দুর্গ তৈরি করে ব্রান্নোকে আগের চেয়েও শক্তভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিল সেই সাথে শক্ত কিন্তু তীব্র শক্তি চালিয়ে নোভীর মাইন্ড দখল করে নিল।

নোভীও সমান দক্ষতায় জেনডিবলের মাইন্ড দখল করে নিল।

সে একজন স্পিকারের সাথে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে বলল, 'তুমি আসলে একটা ভূমিকা পালন করেছ। ধোকা দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছ এখানে। মিউল যেখান থেকে এসেছিল তুমি হলে সেখানেরই একটি প্রাণী।'

'মিউল ছিল বিপথগামী, স্পিকার। আমি/আমরা মিউল নই। আমি/আমরা হচ্ছি গায়া।'

গায়ার পুরো বৃত্তান্ত সে সংকেতে শব্দের চেয়েও জটিলভাবে বর্ণনা করল।

'পুরো গ্রহ জীবিত,' জিজ্ঞেস করল জেনডিবল।

'এবং সমন্বিত মেন্টালিক ফিল্ড, আপনার একার ক্ষমতার চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী। দয়া করে এই শক্তির বিরোধিতা করবেন না। আপনার ক্ষতি হবে, যা আমি চাই না।'

'জীবিত গ্রহ হলেও, তোমরা ট্রানটরে আমার সহকারীদের মিলিত শক্তির সমান হতে পারবে না। আমরাও এক প্রকার জীবিত গ্রহ।'

'শুধু কয়েক হাজার মানুষের মেন্টালিক সহযোগিতা, স্পিকার। আপনি ওদের সাহায্য পাবেন না, কারণ আমি পথ বন্ধ করে দিয়েছি। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'তুমি কি করতে চাও, গায়া?'

'আশা করতে পারি আপনি আমাকে নোভী ডাকবেন। এখন আমি যা করব, করব গায়া হিসেবে, সেই সাথে আমি নোভী —এবং আপনার কাছে শুধু নোভী।'

'তুমি কি করতে চাও, গায়া?'

নোভীর চেতনা কেঁপে উঠল, মেন্টালিক মান অনুযায়ী তাকে দীর্ঘশ্বাস বলা যায়। 'আমরা একরকম অনড় অবস্থায় থাকব। আপনি মেয়র ব্রান্নোকে নিয়ন্ত্রণ করবেন,

আমি সাহায্য করব এবং আমরা ট্র্যাক হবনা। আমার কেজনা আপনি যখন বলবেন, অতীত আমার কথা বজায় রাখব। এজন্যেই থাকবে।'

'কতক্ষণ?'

'আমি বলেছি –আমরা অপেক্ষা করছি টার্মিনাসের কাউন্সিলম্যান ট্রাকিক এর জন্য। সে এই অদ্ভুত অবস্থার পরিবর্তন করবে –যেভাবে সে নির্বাচন করবে।'

৮৪

তার সীটের কম্পিউটার দুটো মহাকাশযানকেই চিহ্নিত করল। গোলান ট্রাকিক একটি স্ক্রিনে দুটোকেই আলাদাভাবে ধরে রেখেছে।

দুটোই ফাউন্ডেশন জেসেল। একটির কাঠামো পুরোপুরি তার সীটের মধ্যে নিঃসন্দেহে এটা কম্পরের। অন্যটি অনেক বড় আর শক্তিশালী।

ক্রিস এর দিকে ঘুরে বলল, 'বেশ, তুমি জানো কি ঘটছে? আমাকে এখন কিছু বলতে পারো?'

'হাঁ। ভয় পেয়োনা। ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।'

'কেন সবাই ভাবছে যে আমি ভয়ে কাঁপছি?' ট্রাকিক বিরক্তি সহকারে বলল।

পেলোরেট তাড়াতাড়ি বলল, 'ওকে কথা বলতে দাও, গোলান। একটু রূঢ় আচরণ করোনা।'

ট্রাকিক অধৈর্য হয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুহাত তুলল, 'আমি রূঢ় আচরণ করব না। বলো, ভদ্রমহিলা।'

'বড় যানে রয়েছে তোমাদের ফাউন্ডেশনের শাসক। তার সাথে –'

ট্রাকিক হতবাক গলায় বলল, 'শাসক? তার মানে ওই বেটী ব্রান্নো?'

'নিশ্চয়ই এটা তার উপাধি নয়,' ক্রিস বলল, কথা শুনে মজা পেয়েছে। 'তবে হাঁ, তিনি একজন মহিলা।' একটু থামল, যেন মনোযোগ দিয়ে সম্পর্কযুক্ত বাকী অংশ অনুভব করল। 'তার নাম হারলাব্রান্নো। নিজের গ্রহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, অথচ তার শব্দাংশের নাম, অদ্ভুত ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় যারা গায়ান না তাদের নিজস্ব রীতিনীতি আছে।'

'আমারও মনে হয়,' ট্রাকিক শুকনো গলায় বলল, 'তুমি তাকে ব্রান ডাকতে পারো। কিন্তু তিনি এখানে কি করছেন? –আচ্ছা! ওরা তাকেও এখানে নিয়ে এসেছে। কেন?'

ক্রিস এই প্রশ্নের উত্তর দিলনা। 'তার সাথে আছে লিয়নোকোডেল, শীত সম্পদ, অদ্ভুত অবস্থা। তোমার গ্রহের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। সাথে আরো চারজন যারা অস্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। নাম জানতে চাও?'

'না, ওরা নিজে অন্য যানটাতে রয়েছে মানশীকপ্রস্ক, আর সে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনকে প্রতিনিধিত্ব করছে। তুমি দুই ফাউন্ডেশনকেই একসাথে নিয়ে এসেছ। কেন?'

'ঠিক তাই, ট্রাক –মানে ট্রাকিক।'

ঠিক আছে, ট্রাক ডাকতে পারো।'

'তোমার ধারণা ভুল, ট্রাক। কম্পরের ঐ যানে যেটা, তার নামে আর কথা বুঝতে, একজন স্টোর জেনডিবল, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাকে হয় নিতাম।'

'গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা? নিশ্চয়ই মেন্টালিক ক্ষমতা রয়েছে?'

'হাঁ। বহুল পরিমাণে।'

'তুমি সেটা সামলাতে পারবে?'

'অবশ্যই। তার সাথে থাকা দ্বিতীয়জন হচ্ছে গায়া।'

'কাদের একজন?'

'হাঁ। নাম সুরানোভিলেন্দ্রাসিতিয়েল। দীর্ঘ সময় যে আমি/আমরা/গায়ার কাছে ছিল।'

'দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সে সামলে রাখতে পারবে?'

'না না, তারা তাকে সামলে রেখেছে। সে/আমি/আমরা/সবাই তাকে অবস্থা রাখি।'

'এই কাজটাই করতে পারছে সে? তাকে এবং ব্রান্নোকে আনে করতে পারছে। কি এখন ওরা দুই ফাউন্ডেশনকে আলাদা করে নিজেদের সামরিক ধরে রাখছে। মিটিং দিতে এসেছে আবারও আরো অবতারণে–'

'না, না, ট্রাক। উত্তেজিত হবে না। এই তিন পক্ষ একটা অদ্ভুত অবস্থায় অপেক্ষা করছে।'

'কিসের জন্য?'

'তোমার সিদ্ধান্তের জন্য।'

'আবার একই কথা। কিসের সিদ্ধান্ত? আমি কেন কেন?'

'শান্ত হও, ট্রাক,' ক্রিস বলল। 'খুব শীঘ্রি জানতে পারবে। আমি/আমরা যে যা বলি এইটুকুই আমি/ আমরা/ সে এখন বলতে পারি।'

৮৫

ব্রান্নো রাগ গলায় বললেন, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমি একটা ভুল করেছি, লিয়ন, মারাত্মক ভুল।'

'সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?' কোডেল ফিসফিস করল, ঠোঁট নড়ল না।

'ওরা জানে আমি কি চিন্তা করছি। তোমার ঠোঁট না নড়লেও ওরা বলতে পারবে তুমি কি চিন্তা করছ। –শীল্ড আরো নিখুঁত করার জন্য আমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

'কিছুই বলা যায়না, মেয়র। অপেক্ষা করলে হয়তো সময়টুকুই নষ্ট করতে হতো। ভালো হয়েছে, বরং গায়ার একটা পরীক্ষা হয়ে গেল –এটা সাথে আমার লাইটনিং হব ট্রাকিকেরও।'

ব্রানো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আমি তাদেরকে সতর্ক করতে চাইনি, যতক্ষণ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম। জানতাম একটা খুব ভালো সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। ত্রুটি দূর করতে করতে হয়তো আমার মেয়াদ শেষ হয়ে যেত। তখন আমি ভেবেছি কাজটা আমার সময়ে শেষ করতে —এবং দেখেছি অতীতের উপস্থিত থাকতে। কাজেই তোমার মতো কেউ হয়ে নিজেকে বুঝিয়েছিলাম এই শীতেই কাজ চলবে। কারো কথায় কান দেইনি —তোমার কথাও না।"

"তবে যাহোক এখনো আমরা ফিরতে পারি।"

"তুমি কি অন্য যানগুলোকে আক্রমণ করার আদেশ দিতে পারবে?"

"না, পারবনা মেয়র। কিছুটাই আমার সহ্য হচ্ছে না।"

"আমিও না। আর আদেশ দিতে পারলেও, আমি নিশ্চিত যে পরিকল্পনা তেমন আগাতে পারবে না, কারণ তাদের সেই সামর্থ্য থাকবে না।"

"বর্তমান পরিস্থিতিতে নেই, মেয়র, কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে। যদি বলা বলতে কি নাটকের দৃশ্যে নতুন একজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটিয়ে।"

সে স্ক্রিনের দিকে দেখালো। মহাকাশযানের কম্পিউটার কার্যক্রমকরণে উদয় হওয়া নতুন যানের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

"ইঞ্জিনটা আরেকটু বড় করতে পারতে, নিয়তো?"

"কোনো সমস্যা নেই। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনার যথেষ্ট দক্ষ। তার সাহায্য না করে আমরা যে কোন কাজ করতে পারব।"

"বেশ," স্ক্রিন পর্যবেক্ষণ করে ব্রানো বললেন, "এটা তার শীপ। আমি নিশ্চিত। এবং আমার ধারণা ভেতরে ট্রেভিজ আর পেলোরেট রয়েছে।" তারপর কিছু পর বললেন, "যদি না দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনারেরা তাদের সরিয়ে দেয়। আমার শাটলটাও তো অবশ্য যথেষ্ট দক্ষ —শুধু যদি শীপটা আরো নিখুঁত হতো।"

"ধৈর্য।" কোডেল বলল।

মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভেতর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল এবং ব্রানো সেজন্যেই ঠিক বুঝতে পারলেন যে এতে কোনো শব্দ তরঙ্গ নেই। শব্দটা সরাসরি তিনি মাথাতে শুনতে পেয়েছেন এবং কোডেলের দিকে একপলক তাকিয়েই বুঝতে পারলেন সেও শুনেছে।

কণ্ঠস্বর বলছে, "আমার কথা শুনতে পারছ, মেয়র ব্রানো। শব্দ মুখে বলার দরকার নেই, শুধু চিন্তা কর।"

ব্রানো শান্তভাবে বললেন, "তুমি কি?"

"আমি গায়া।"

৮৬

মহাকাশযানগুলোর প্রতিটি বাকী দুটোর আপেক্ষিক বিন্যাসে স্থির হয়ে আছে। ... ধীরে ধীরে ঘুরছে, উপগ্রহের মতো। দুর্বল ... এখন সব নিয়ন্ত্রণ পারবে।

ট্রেভিজ বসে আছে, চোখ স্ক্রিনের উপর। তার ভূমিকা কি সেটা ভেবে দেখছে ... পারলেও সেখানে গিয়ে কি করবে।

... শব্দটা শুনে সে ভয় পায়নি। যেন এটার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

... বলছে, "আমার কথা শুনতে পারছ, গোলান ট্রেভিজ। শব্দ মুখে বলার দরকার নেই, শুধু চিন্তা কর।"

ট্রেভিজ চারপাশে তাকালো। পেলোরেট পরিষ্কার ভয় পেয়েছে, ... ব্লিস শান্ত, তার দুটি ... চোখের উপর ... ট্রেভিজের কোনো সন্দেহ নেই যে শব্দের ব্যাপারে সে সচেতন।

... ব্যবহার করার নির্দেশ সে অগ্রাহ্য করল। শুধু কিছু পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ ... "এই সব কিছু কি নিয়ে সেটা না জানা পর্যন্ত ... করতে বলা হোক ..."

... বলল, "এখনই জানবে।"

৮৭

... বলছে নোভী। "সবাই নিজেদের মাথাতে আমাকে শুনতে পারবে। সবাই চিন্তা ... সাড়া দিতে পারবে। এমন ব্যবস্থা করেছি যেন সবাই সবাইকে শুনতে পারে। ... সবাইকে এখানে আনা হয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী।"

"কি উপায়ে?" ব্রানোর কণ্ঠ।

"মাইণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে না," নোভী বলল। "গায়া কখনো কারো মাইণ্ডে হস্তক্ষেপ করে না। এটা তার নীতি বিরুদ্ধ। আমরা শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার সুযোগ নেই। মেয়র ব্রানো এখনি দ্বিতীয় এম্পায়ার তৈরি করতে চান। স্পিকার জেন্ডিবল চান ফার্স্ট স্পিকার হতে। আমরা শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছি, নির্বাচিত উপায়ে এবং বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে।"

"আমি জানি আমাকে কিভাবে আনা হয়েছে," জেন্ডিবল কঠিন গলায় বলল। অবশেষে জানল। এখন বুঝতে পারছে কেন সে মহাকাশে বেরোবার জন্য, ট্রেভিজকে অনুসরণ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল, কেন সে নিশ্চিত ছিল যে ... সামাল দিতে পারবে।

কারণ নোভী —ওহ্ নোভী!

"তোমার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন, স্পিকার জেন্ডিবল। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশ জোরালো, কিন্তু তোমার সহজাত আন্তরিকতার কারণে আমরা কিছুটা সংশোধন করতে পেরেছি। তুমি এমন একজন মানুষ, যাকে তুমি শিক্ষা দিয়ে তৈরি কর তার সব ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। আমি এই সুযোগটা নেই এবং তোমার ... কাছে

লাগবে। সেজন্য আমি/আমরা লজ্জিত। কিন্তু কারণ হচ্ছে গ্যালাক্সির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে।'

নোভীর কণ্ঠস্বর (যদিও সে ভোকাল কর্ড ব্যবহার করে কথা বলছেন) আরো আন্তরিক হয়ে উঠল।

"সময় হয়েছে। গায়া আর অপেক্ষা করতে পারবে না। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে টার্মিনাস মেন্টালিক শীল্ড তৈরি করছে। আর এক প্রজন্ম পরেই তারা গায়ার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারবে। ইচ্ছেমতো নিজেদের অস্ত্র ব্যবহার করবে, গ্যালাক্সি বাধা দিতে পারবে না। এবং টার্মিনাসের পদ্ধতিতে গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে উঠবে, সেলডন প্ল্যান বাদ দিয়ে, ট্রানটরকে বাদ দিয়ে, এবং গায়াকে বাদ দিয়ে। শীল্ড নিখুঁত হওয়ার আগেই যে কোনো উপায়ে মেয়র ব্রানোকে চালিত করার প্রয়োজন ছিল।"

"তারপর রয়েছে ট্রানটর। সেলডন প্ল্যান নিখুঁতভাবে কাজ করছে কারণ তারা সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফার্স্ট স্পিকাররা ছিল সব নিরাসক্ত, ফলে ট্রানটর হয়ে পড়েছিল নির্জীব। কিন্তু স্টর জেনডিবল খুব দ্রুত উঠে আসছিল। অবশ্যই সে ফার্স্ট স্পিকার হতো। তার অধীনে ট্রানটর সক্রিয় ভূমিকা পালন করত, প্রযুক্তি আর সমরশক্তির উপর গুরুত্ব দিত বেশি এবং লড়াই শুরু করত টার্মিনাসের বিরুদ্ধে। শীল্ড নিখুঁত হওয়ার আগেই যদি টার্মিনাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত তাহলে সেলডন প্ল্যানের পরিসমাপ্তি হতো দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে –ট্রানটরের পদ্ধতিতে –টার্মিনাসকে বাদ দিয়ে এবং গায়াকে বাদ দিয়ে। কাজেই ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার আগেই জেনডিবলকে যে কোনো উপায়ে চালিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

"সৌভাগ্যক্রমে, যেহেতু গায়া কয়েক দশক ধরে নজর রেখেছে, আমরা দুই ফাউন্ডেশনকে যথাসময়ে যথাস্থানে নিয়ে এসেছি। কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করছি প্রধানত টার্মিনাসের কাউন্সিলম্যান গোলান ট্রাভিজের বোঝার জন্য।"

সাথে সাথে বলল ট্রাভিজ, আবারো চিন্তার মাধ্যমে আলোচনা করা এড়িয়ে গেল। প্রতিটা শব্দ দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করে বলল, 'আমি বুঝতে পারছিনা। যে কোনো একধরনের এম্পায়ার গড়ে উঠলে সমস্যা কি?'

নোভী বলল, 'দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার –টার্মিনাসের পদ্ধতিতে –হতো একটা সামরিক সাম্রাজ্য। সংঘাতের মাধ্যমে গড়ে উঠত, পরিচালিত হতো সংঘাত দিয়ে এবং স্বভাবতই ধ্বংস হতো সংঘাতের কারণে। প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পুনর্জন্ম ছাড়া আর কিছুই হতো না। এটা গায়ার দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার –ট্রানটরের পদ্ধতিতে –হতো পিতৃসুলভ সাম্রাজ্য। হিসাব করে প্রতিষ্ঠিত, হিসাব করে পরিচালিত, এবং জীবন-মৃত্যু সবই হিসাব করে হতো। এটা হতো শেষ সীমানা। এটাও গায়ার দৃষ্টিভঙ্গি।'

'আর বিকল্প হিসেবে গায়ার পরামর্শ কি?' ট্রাভিজ জিজ্ঞেস করল।

'বৃহত্তর গায়া! গ্যালাক্সিয়া! প্রতিটি বসতিপূর্ণ গ্রহ গায়ার মতো জীবিত। প্রতিটি জীবিত গ্রহ এক সম্মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে আরো বিশাল মহাজাগতিক জীবন। প্রতিটি জনহীন গ্রহ প্রতিটা গ্রহ অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটা নক্ষত্র। আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাসীয় কণার প্রতিটি বিন্দু। এমনকি হয়তো কেন্দ্রের সুবিশাল কৃষ্ণ গহ্বর পর্যন্ত। একটা জীবিত গ্যালাক্সি এবং প্রতিটা জীবনের জন্য এমনভাবে উপযোগী করে তোলা হবে যা এখনো আমরা অনুমান করতে পারছি না। জীবনযাত্রার এমন এক পদ্ধতি যা অতীতের সকল পদ্ধতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং পূর্বের ভুলগুলোর কোনো পুনরাবৃত্তি হবে না।"

'নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন,' জেনডিবল ফিসফিস করে বলল।

'[illegible] গায়ার হাজার বছর লেগেছে।'

ট্রাভিজ এসব ছোটখাটো আলোচনায় মন না দিয়ে সরাসরি আসল কথায় এল, 'এখানে আমার ভূমিকা কি?'

[illegible] একস্বর –নোভীর চেতনার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে –বজ্রপাতের মতো [illegible], 'বেছে নাও! কোন পথে চলবে গ্যালাক্সি?'

[illegible] নীরবতা। সেই নীরবতা ভেঙে ট্রাভিজ বলল –শেষপর্যন্ত মেন্টালি, [illegible] কথা বলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে –ক্ষীণ এবং বিপর্যস্ত শোনালো। 'আমি কেন?'

'[illegible] আমরা বুঝতে পারি টার্মিনাস অথবা ট্রানটর একসময় প্রচণ্ড শক্তিশালী [illegible] –বা আরো খারাপ দুজনেই এত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে দুটি [illegible] অনড় অবস্থায় যার ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে গ্যালাক্সি –তখনও আমরা [illegible]। আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল একজনের –বিশেষ একজনের –যার রয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। আমরা তোমাকে পাই, কাউন্সিলম্যান। –না, কৃতিত্বটা আমাদের না। ট্রানটরের মানুষ তোমাকে বের করে [illegible] মাধ্যমে, যদিও জানতনা তারা কি পেয়েছে। গোলান ট্রাভিজ, সঠিক কাজ [illegible] একটা চমৎকার গুণ তোমার রয়েছে।"

'আমি অস্বীকার করছি,' ট্রাভিজ বলল।

'প্রতিটি ক্ষেত্রেই তুমি নিশ্চিত। এবং আমরা চাই গ্যালাক্সির স্বার্থে তুমি এখন নিশ্চিত হবে। হয়তো এই দায়িত্ব তুমি নিতে চাওনা, এড়িয়ে যাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যাই হোক তুমি বুঝবে যে দায়িত্ব পালন করাই হবে ভালো। তোমাকে পাবার পরেই বুঝতে পারি শেষ হয়েছে আমাদের অনুসন্ধান। তারপর এমন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করি যেন সরাসরি মেন্টালিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমনভাবে ঘটনাগুলো সাজানো যায় যেন তোমরা তিনজন –মেয়র ব্রানো, স্পিকার জেনডিবল এবং কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজ –একই সময়ে গায়াতে আসতে পারো। আমরা সেটা করেছি।"

'মহাকাশের এই অবস্থানে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, কথাগুলো সত্যি না, গায়া –তা তোমরা মেয়র বা স্পিকার দুজনকেই পরাজিত করতে পারবে আমি কিছু না

করলেও তোমরা জীবিত গ্যালাক্সি তৈরি করতে পারবে, তাই না? তাহলে করছনা কেন?'

"বুঝতে পারছিনা তোমাকে সন্তুষ্ট করার মতো ব্যাখ্যা দিতে পারব কিনা। গায়া তৈরি হয় কয়েক হাজার বছর আগে রোবটের সাহায্যে। রোবটরা খুব অল্প সময়ের জন্য মানুষের সেবা করেছিল এখন আর করে না। তারা বলেছিল আমাদের টিকে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রোবটিক্সের তিনটি সূত্র মেনে চলা। প্রথম নিয়মটাকে আমরা তৈরি করেছি এভাবে 'গায়া জীবনের ক্ষতি করবে না বা জীবনের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবেনা।' অন্য নিয়মগুলো বাদ দিয়ে শুধু এই একটা নিয়মই পালন করেছি।"

"ফলাফল, আমরা হয়ে পড়েছি অসহায়। নিজেদের জীবিত গ্যালাক্সির স্বার্থে আমরা কুইন্টিলিয়ন মানুষ এবং অন্যান্য অগণিত প্রাণীসত্তার উপর চাপিয়ে দিতে পারিনা, দিলে হয়তো ব্যাপক ক্ষতি হবে। আবার গ্যালাক্সি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে সেটা দেখতেও পারিনা, যেখানে আমরা সেটা ঠেকাতে পারি। আমরা জানি টার্মিনাস অথবা ট্রানটর কোনটাকে বেছে নিলে গ্যালাক্সির কম ক্ষতি হবে। তাই কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজ সিদ্ধান্ত দিক — যে সিদ্ধান্ত দেবে, গায়া সেটা মেনে চলবে।"

'তোমরা কিভাবে আশা করছ আমি সিদ্ধান্ত দেব? আমাকে কি করতে হবে?'

'তোমার কম্পিউটার রয়েছে। টার্মিনাস না জেনেই তৈরি করেছে এটা। তোমার কম্পিউটারের সাথে গায়ার কিছু অংশ যুক্ত। সংযোগের উপর তোমার হাত রাখ এবং চিন্তা কর। যেমন তুমি মেয়র ব্রানোর শীল্ড অবহেলা করার চিন্তা করতে পার। যদি তাই কর, মেয়র তার অস্ত্র ব্যবহার করে [illegible] দুটো [illegible] করবেন। তারপর গায়া দখল করবেন এবং পরে ট্রানটর।'

'তোমরা সেটা ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করবেনা?' ট্রাভিজ অবাক হয়ে বলল।

"কিছুই করবনা। যদি তুমি মনে কর গায়ার দুটো [illegible] টার্মিনাস [illegible] গ্যালাক্সির কম ক্ষতি করবে, আমরা খুশি হয়ে [illegible] করব — এমনকি নিজেদের ধ্বংস করে হলেও।"

"বা তুমি হয়তো স্পিকার জেনডিবলের [illegible] কম্পিউটারের সাহায্যে [illegible] পারো। সেক্ষেত্রে স্পিকার আমার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে [illegible] যাবে। একইভাবে মেয়র ব্রানোর [illegible] নিয়ন্ত্রণ করবে [illegible] এবং [illegible] ব্রানোর [illegible] করবে। গায়া সেটা ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করবে না।

"অথবা তুমি আমার [illegible] দিতে পারো — [illegible] এই গ্যালাক্সির [illegible] হবে সেটা [illegible] হবে। হয়তো এই [illegible] হবে না, [illegible] একটা [illegible] সিদ্ধান্ত নেবে।"

[illegible] একটা কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছনা। [illegible] আমরা [illegible] বলছে।

[illegible] বলল, 'তুমি বলতে পারো। স্পিকার জেনডিবলও পারবে।'

'কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজ, শেষবার দেখা হওয়ার সময় তুমি বলেছিলে, 'এমন [illegible] আসবে, ম্যাডাম মেয়র, যখন আপনি আমার কাছে কিছু চাইবেন, তখন [illegible] আমার ইচ্ছামতো কাজ করব এবং পর দুদিনের কথা আমার মনে পড়বে।' [illegible] তুমি আগে থেকেই জানতে না তোমার অনুমান যে এমন ঘটবে, [illegible] তোমার সেই সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা। তাই ফাউন্ডেশন [illegible] স্বার্থে আমি তোমার কাছে কিছু চাইছি।

[illegible] হয়তো প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু মনে রাখবে যা করেছি সবই [illegible] ভালোর জন্য। যদি ভুল করি বা নিজের স্বার্থে কিছু করি, সেটা [illegible], ফাউন্ডেশন কিছু করে নি। কাজেই আমার উপর প্রতিশোধ নিতে [illegible] ফাউন্ডেশনকে ধ্বংস করে ফেলোনা। মনে রাখবে তুমি একজন [illegible] এবং মানুষ। তুমি নিশ্চয়ই চাও না ট্রানটরের বর্ণহীন পরিকল্পনার [illegible] পরিণত হবে না জীব এবং জড়বস্তুর গ্যালাকটিক [illegible] [illegible] কোনো উপাদানে পরিণত হবে। তুমি চাও নিজের [illegible] [illegible] মানুষ যেন হয় আলাদা প্রাণীসত্তা, সবারই যেন থাকে স্বাধীন ইচ্ছা। [illegible] কিছু প্রয়োজন নেই।

[illegible] হয়তো বলবে যে আমাদের সাম্রাজ্য হবে রক্তক্ষয়ী আর [illegible] [illegible] হবে সেটা আমরা নিজের ইচ্ছায় ঠিক করব। [illegible] [illegible] অর্থহীন নিরাপত্তায় বাস করার বদলে নিজের ইচ্ছায় [illegible] [illegible] কোনো করো, স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [illegible] এই বক্তব্যগুলো [illegible], কারণ তাদের [illegible] সেটা [illegible] না। তুমি সিদ্ধান্ত নিলে নিজেদেরকে [illegible] এবং শেষ করে ফেলবে। এমন [illegible] তুমি চাও?"

[illegible] আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা, মেয়র। আমার [illegible] হয়তো খুব [illegible] রয়েছে যেন এদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নেই।'

'তোমার [illegible] ফাউন্ডেশনেরই [illegible] ছাড়া, কাউন্সিলম্যান।' মেয়র বলল। [illegible] [illegible] ছিল অপ্রয়োজনীয়।'

জেনডিবল কথা বলল। 'এবার আমার পালা। কাউন্সিলম্যান ট্রাভিজ, [illegible] [illegible] হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিওনা। টার্মিনাস [illegible] [illegible] [illegible] সেটা যে গ্যালাক্সির জেতে টার্মিনাস [illegible] [illegible] [illegible] সেলডন প্ল্যান অনুযায়ী। ফাউন্ডেশন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ফাউন্ডেশন [illegible] থেকে [illegible] তুমি সেলডন প্ল্যানের [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বা নতুন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে [illegible]। দ্বিতীয় [illegible] ফাউন্ডেশন [illegible] স্বাধীন ইচ্ছার [illegible] করবে না। আমরা [illegible], [illegible] নই।

[illegible]

[illegible]

'স্বীকার করছি যে আমাদের ভেতর বিরোধ-বিভেদ, প্রতিযোগিতা, [illegible] সবই রয়েছে। কিন্তু একবার একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে সবাই সেটা মেনে চলে। কখনো ব্যতিক্রম হয়নি।'

'যদি আমি কোনোটাকেই বেছে না নেই তাহলে কি হবে?' ট্রাকিক জিজ্ঞেস করল।

'নিতেই হবে,' সোমী বলল, 'প্রথমে নিশ্চিত হবে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে।'

'আমি চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলামনা, তখন?'

'পারতেই হবে।'

'কতক্ষণ সময় পাবো?'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হও, তার জন্য যত সময় লাগে লাগুক।'

ট্রাকিক নিশ্চুপ হয়ে গেল। অন্যরাও নীরব। ট্রাকিক যেন শরীরের ভেতর রক্ত প্রবাহের শব্দ শুনছে।

তারপর সে মেয়ের ট্রাম্পেটের কণ্ঠ পেল, মৃদুভাবে বলছে, 'স্বাধীন ইচ্ছা।'

কেন্দ্রিকল কার্টেজুর সুরে বলছে, 'পথ প্রদর্শন ও শান্তি।'

সোমী ব্যাকুল সুরে বলছে, 'জীবন।'

ট্রাকিক ঘুরে দেখল সেগোনেটা তার দিকে তাকিয়ে আছে গভীরভাবে। 'তোমরা সব শুনেছ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, শুনেছি, সোনাম।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'সিদ্ধান্তটি তোমার না।'

'জানি। কিন্তু তুমি কি ভাবছ?'

'জানিনা। তিনটি বিকল্প শুনেই আমি ভয় পেয়েছি। তারপরেও একটা অদ্ভুত চিন্তা আসছে—'

বলো?'

'তখন, আমরা প্রথম মহাকাশে গেলাম তুমি আমাকে গ্যালাক্সি দেখিয়েছিলে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপসংহার

৯৮

মেয়র ব্রানোর সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। সেটা ভিজিট দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ফলপ্রসূ হয়েছে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ফ্লিটের যুদ্ধযানগুলো একটা একটা করে হাইপার স্পেসের মধ্য দিয়ে ফিরে যাচ্ছে স্টেশনে।

নিঃসন্দেহে ফাউন্ডেশনের উপস্থিতিতে সেশেল প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু দুটো জিনিস তারা খেয়াল করতে ভুল করে নি। এক, এই যুদ্ধযানগুলো সবসময় ফাউন্ডেশনের মহাকাশে থাকবে; দুই মেয়রের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তারা স্থান ত্যাগ করেছে, তৎপরতার সাথে।

অন্যদিকে সেশেল এই কথাটাও কখনো ভুলবে না যে একদিন বা তারও কম সময়ের নোটিশে যুদ্ধযানগুলো আবার সীমান্তে হাজির হতে পারে। আসলে এটা ছিল ক্ষমতার প্রদর্শনী আর সুনামের সমন্বয়ে এক কৌশলী পরিচালনা।

মেয়র অহংকার গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কোডেলকে বললেন, 'আমরা অবশ্য ওদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবনা।'

'ঠিক ওদেরকে বিশ্বাস করা যাবেনা,' কোডেল বলল, 'কিন্তু শাসনাক্তির কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। আর সেশেলের নিজের স্বার্থেই চুক্তির শর্তগুলো পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছি।'

'বিস্তারিত ব্যাপারগুলোর উপরই অনেক কিছু নির্ভর করবে, সেজন্য কয়েকমাস লেগে যেতে পারে। সাধারণ বিষয়গুলোকে সাথে সাথে একমত হওয়া যাবে, কিন্তু তারপর আসবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো: আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থা, তাদের শস্য এবং শস্যপণ্যগুলো আমাদেরগুলোর সাথে তুলনা করে মূল্য পরিশোধ করা এবং আরো অনেক কিছু।'

'আমি জানি। শেষ হয়ে যাবে। আর কৃতিত্বটা হবে আপনার, মেয়র। আপনার দুঃসাহসকে আমি সন্দেহ করেছিলাম, স্বীকার করতেই হবে আমাকে চমৎকার জবাব দিয়েছেন।'

'তেমন কিছুনা, লিয়োনো। শুধু ফাউন্ডেশন ফেডারেশন সেশেলের অহংকারের মূল্যায়ন করেছে। ইম্পেরিয়াল যুগ থেকেই তারা ভোগ করছে নির্দিষ্ট ধরনের স্বাধীনতা। ব্যাপারটা প্রশংসার যোগ্য।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর সেটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যা না।'

'ঠিক, ওদেরকে খুশি করার জন্য একটু চেষ্টা করতে হয়েছে আমাদের। তাদের পারস্পরিক বিশ্বস্ত ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে কোনো প্রাদেশিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আর কোনো সমস্যা হয়নি। ওরাও খুশি হয়েছে। যুদ্ধযানগুলোও কোনো সমস্যা তৈরি করেনি।'

কোডেল মাথা নাড়ল। 'শক্তি রক্ষার জন্যই আমরা শক্তির প্রদর্শনী করেছিলাম।'

'ঠিক। —কথাটা যেন কে বলেছেন?'

'মনে হয় ইতিহাসের কোনো নাটকের সংলাপ এটা, ঠিক বলতে পারবনা। আর ফিরে কোনো বিষয়ে লাইব্রেরিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।'

'যদি মনে থাকে। সেশেলিয়ানদের নাগরিক ট্রেভিজের ভিজিটের ব্যবস্থা খুব দ্রুত করতে হবে। ওরাও যেন সময়মতো আবিষ্কারের পর সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তুমি, লিয়োনো, তুমি কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আমাদের মধ্য থেকে লোকগুলো কোনো না কোনো গোলমাল করবেই। তাছাড়া সম্ভাব্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সেশেলিয়ানদের বিরক্ত করা হয়।'

'নিশ্চয়ই। ভালো কথা, ট্রেভিজকে মহাকাশে পাঠানোর বুদ্ধিটা ছিল চমৎকার।'

'আমার লাইটনিং রড? যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও ভালো কাজ করেছে। বিশ্বাসই করতে পারছিনা সে এত দ্রুত সেশেলিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। স্পেস! আমার ভিজিটের কি চমৎকার একটা কারণ তৈরি করে দিয়েছে —ফাউন্ডেশনের নাগরিক ওদের কোনো ক্ষতি করে কি না সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং তাদের আত্মসংযমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি সেশেলে গেলাম।'

'বিচক্ষণ। —তবে ট্রেভিজকে সাথে নিয়ে ফিরলে ভালো হতো না?'

'না। অন্য যেখানেই থাকুক আমার কোনো আপত্তি নেই। টার্মিনাসে সেটা ঝামেলা তৈরি করবে। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন নিয়ে এই আজগুবি কথাগুলোই তাকে বের করে দেয়ার যথেষ্ট কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। সেশেলের পর সেখানের কৃতিত্বটা পেলোরেটের। কিন্তু আমি চাইনা ফিরে আসুক।'

কোডেলের মুখে চাপা হাসি। 'সন্দেহ আছে এক্সপেরিমেন্টের চেয়ে বড় শক্তি পাবে আর পাবে কিনা। সব খুলে বললে পেলোরেট ব্যাপারটা কিভাবে মেনে নিত।'

'সেশেলিয়ানদের রহস্যময় গায়েব অভিযুক্ত আছে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। —এখন শোন। ফিরে গিয়ে কাউন্সিলের মুখোমুখি হতে হবে, সেশেলিয়ানদের সাথে চুক্তির জন্য তাদের ভোট লাগবে। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেভিজের বিবৃতি, ভাষাভিত্তিক ইত্যাদি আমার কাছে আছে —প্রমাণ করা যাবে যে সে স্বেচ্ছায় টার্মিনাস ছেড়ে চলে গেছে। ট্রেভিজের দ্রুত গ্রেফতারের বিষয়ে আমি কাউন্সিলরদের ভুল প্রমাণ করব, এতেই কাউন্সিল সন্তুষ্ট হবে।'

'আপনি পারবেন, মেয়র, কোনো সন্দেহ নেই,' কোডেল তখনো শান্ত গলায় বলল।

'ভেবে দেখেছেন, ট্রেভিজ হয়তো দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে'

'তবুও সে শান্ত,' স্যানডেস বললেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'যতক্ষণ সে ট্র্যানটরের বাইরে থাকবে, কোনো সমস্যা নেই। আজীবন সে বাইরে থাকতে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনে অধিকন্তু আমাদের এই শতাব্দীর সেরা বক্তা, যেমন শায়া সেলডনের বক্তা।'

তিনি চোখ বন্ধ করলেন, চেহারায় একটা সন্তুষ্টির ভাব। "শেষপর্যন্ত সেলডন প্ল্যানের সাফল্য একেবারে সুনিশ্চিত -এবং ওরা যখন ব্যাপারটা ধরতে পারবে তখন আর দুটো থেকে কোনোটার কোনো পথ থাকবে না। অতএব ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এবং অন্যান্য থাকবে, বাধাহীনভাবে, নিরাপদভাবে।"

'এবং কৃতিত্বটি পুরোপুরি আপনার, স্পিকার।'

হাসলেন মৃদু হাসলেন। তাদের মহাকাশযান হাইপারস্পেসে ঢুকে গেল, তারপর আবার উদয় হলো ট্র্যানটরের নিকটবর্তী মহাকাশে।

৮১

স্পিকার স্টর জেনডিবল আবার ফিরে এসেছে নিজের মহাকাশযানে। তার সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। প্রথম ফাউন্ডেশনের সাথে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবে ফলপ্রসূ হয়েছে।

সতর্কতার সাথে নিরপেক্ষ বিজয়সূচক মেসেজ পাঠিয়েছে সে। এই মুহূর্তে ফার্স্ট স্পিকারকে শুধু এটা জানানো প্রয়োজন যে সব ঠিক আছে (যেহেতু তার অনুমান, দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের পুরো শক্তি ব্যবহার করতে হয়নি)। বিস্তারিত পরে জানাবে।

সে ব্যাখ্যা করে বলবে, কেমন চতুরতার সাথে নিপুণভাবে -এবং অতি সামান্য সমন্বয়ের মাধ্যমেই তার সমুদ্রগামী বিশাল নক্ষত্রযান সাধারণ বাণিজ্য চুক্তিতে পরিণত হয়, সেশেল সেতুপূলের নিপুণ -এবং সুকৌশলী সমন্বয়ের কারণে তারা সেতুকে আগ্রাসনের আমন্ত্রণ জানায়। আর কোনো সমন্বয় ছাড়াই কম্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, সে কারণে সে নিজের মহাকাশযান নিয়ে ট্র্যানটরে ফিরে গেছে চুক্তির শর্ত সন্তোষজনকভাবে পালিত হয় কি না সেটা দেখার জন্য। জেনডিবলের মতে পুরো কাজটাই মেন্টালিক শিল্পের অতি সামান্য প্রয়োগের একটা নিখুঁত অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

সে নিশ্চিত, তার সাফল্য স্পিকার ডেলারমিকে নিশ্চিতভাবে বিস্মিত করবে এবং টেবিলের একটা সাধারণ মিটিং-এ বিস্তারিত বলার পর তার ফার্স্ট স্পিকার হওয়ার পথ সুগম হবে।

সুরা নোভীর গুরুত্বের কথা সে স্বীকার করতে পারবে না, যদিও সবাইকে এই কথা জানানো প্রয়োজন নেই। শুধু তার নিজের জন্য নোভীকে প্রয়োজন ছিল না, বরং সেটাই তার সৌভাগ্য (এবং যথেষ্ট সাবলীল, কারণ স্পিকারদের মানুষ) বিজয়টাকে একটা কাজের পরিণতি দিয়েছে।

সে জানে, যা কিছু ঘটেছে নোভী সেটা বুঝতে পারেনি, তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে জেনডিবল তার সহযোগিতায় জটিল সমস্যার সমাধান পেয়েছে এবং এটা নিয়ে

অহংকার বোধ করছে নোভী। তার মাথায় আলতো স্পর্শ করে জেনডিবল সেই অহংকারের উচ্ছ্বাসটুকু অনুভব করল।

'তুমি না থাকলে আমি এতকিছু করতে পারতাম না, নোভী,' জেনডিবল বলল। 'তোমার কারণেই আমি ধরতে পারি প্রথম ফাউন্ডেশন -এর মহাকাশযানে যারা ছিল-'

'হাঁ, মাস্টার, আমি তার কথা বলছেন।'

'তোমার জন্যই আমি বুঝতে পারি ওদের শীল্ড এবং দুর্বল শক্তি পাওয়ার আছে। তোমার মাইন্ডের প্রভাব থেকে দুটোরই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ধরতে পারি। ফলে সেগুলো ভেদ করার পথ পেয়ে যাই।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারিনি, মাস্টার। তবে যদি সম্ভব হতো আমি আরো বেশি সাহায্য করতাম।'

"জানি, নোভী। তবে যা করেছ যথেষ্ট করেছ। ওরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে, শীল্ড যা কিছু শক্তিশালী হয়ে এটার মাধ্যমেই ওদেরকে থামানো যাবে। মেয়র ফিরে যাচ্ছে, ভুলে গেছে শীল্ড এবং নিজের কথা, সেশেলের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি করেই সন্তুষ্ট। এই চুক্তি সেশেলকে ফেডারেশনের কর্তৃত্বের অংশে পরিণত করবে। স্বীকার করছি শীল্ডের উদ্ভাবন এর যা কিছু ঘটছে সেটা অকার্যকর করার জন্য আমাদের অনেক শাস্তির ছিল -এড়িয়ে গেছি। তবে ভবিষ্যতে করা হবে।"

কিছু ধরে কথা বলে যেতে লাগল। "ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে আরো কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে, তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। সেজন্যই প্রেক্ষাপটকে উন্নত হবে এক সুযোগ। বিভিন্ন সম্ভাবনা পড়ে তোলার জন্য মেন্টালিক ব্যবহার করতে হবে। কাজটা করতে হবে আমাদেরই।"

নোভী উদ্বিগ্ন স্বরে ডাকল, 'মাস্টার?'

জেনডিবল হঠাৎ হেসে ফেলল। 'দুঃখিত। নিজে নিজেই কথা বলছিলাম। -রুফিরানের কথা তোমার মনে আছে, নোভী?'

'মনে আছে।'

"আমার ধারণা প্রথম ফাউন্ডেশনের এজেন্ট শক্তিশালী শীল্ড এর সাহায্যে এই ব্যবস্থা করেছিল, সেইসঙ্গে আরো অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু তার উপর প্রভাব একটা হয়, সেটা এখন এর ব্যাপারে করতে পারিনি। তার উপর প্রভাবেই প্রথম ফাউন্ডেশনের কাছে সেটি। সেশেলিয়ানদের কুসংস্কার ও ক্রোধ দিয়ে প্রথম ফাউন্ডেশনকে থামানো সেটি। এটার কারণেই ধরতে পারি মেন্টালিক কৌশলে তোমার মাইন্ড সাহায্য করেছে। এটার কারণেই নিজের উপর মুখমণ্ডল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

জেনডিবল দুঃখের সাথে বলল।

নোভী দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে ডাকল, 'মাস্টার?'

'বল, নোভী।'

'এত কিছু করার পর আপনি পুরস্কৃত হবেন না?'

'অবশ্যই। আরেকে অবসর দেবেন এবং আমি হব ফার্স্ট শিকারক। তখন আমার সুযোগ আসবে গ্যালাক্সিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করার।'

'ফার্স্ট শিকারক?'

'হাঁ, নোভী। আমি হব শিকারকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী।'

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?' নোভীর চেহারায় হতাশা।

'তুমি এমন করছ কেন, নোভী? তুমি চাওনা আমি পুরস্কৃত হই?'

'হাঁ, মাস্টার আমি চাই। –কিন্তু, শিকারকদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লে তখন কি আর একটা হ্যামিশ মেয়েকে পাশে রাখতে চাইবেন। সেটা ভালো দেখাবে না।'

'কে আমাকে বাধা দেবে?' হঠাৎ করেই নোভীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল সে। 'আমি যাই হই, যেখানেই যাই, তুমি আমার সাথে থাকবে। কেননা তোমার সাহায্য ছাড়া শিকারক টেবিলের সেক্রেটারদের মুখোমুখি হওয়ার বুদ্ধি আমি দেব? আর তাছাড়া–' হঠাৎ আবেগে সে কাঁপতে লাগল, 'তাছাড়া, আমি তোমাকে চাই, চাই তুমি যেন আমার পাশে থাক। মানে যদি তোমার ইচ্ছা হয়।'

'হ্যাঁ, মাস্টার।' ফিসফিস করে বলল নোভী। গেন্ডিবলের কোমর জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রাখল।

অনেক গভীরে, যেখানে নোভীর মাইন্ড সহসা সচেতন হয়ে উঠবেনা, সেখানে আরো গায়া, পরিচালিত করছে সব ঘটনা। আর এক অবেলা আবরণ এই মহাকর্মযজ্ঞের্গুলিকে সম্ভব করে তুলেছে।

এবং সেই আবরণ –হ্যামিশ মেয়েটির সাথে জড়িত আবরণ –সেটা ছিল তার সুখী। একই সুখী যে নোভী নিজেকে/তাদেরকে/ সবকের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা প্রায় ভুলে গেল। সে ছিল তুষ্ট, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতেও তুষ্ট থাকবে।

৯০

দুরীহার গতে লেগোসাটো বলল, কিছুটা উল্লাসের সাথে, 'গায়ায় ফিরে এসে আমার বেশ ভালো লাগছে।'

'হুমম', ট্রেভিজ অন্যমনস্ক।

"জানো ডুম কি বলেছে? ফেস্টলের সাথে গার্লিবারকে চুক্তি করে তোমার টার্মিনাসে ফিরে যাচ্ছেন। সব নিজের ইচ্ছেমতো ঘটিয়ে এই ধারণা নিয়ে দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের শিকারক ট্রান্টরে ফিরে গেছে –আর ঐ মেয়েটা, নোভী, গেছে তার সাথে। সে গ্যালাক্সিতে এখনকার ব্যাপক কাজ শুরু করতে পারে। দুই ফাউন্ডেশনের কেউই জানবেনা গায়া আছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার।"

'আমি জানি,' ট্রেভিজ বলল, 'আমাকেও এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যে জানি গায়া আছে এবং অন্যদেরকে বলতে পারব?'

"ডুম তা মনে করেনা। সে বলেছে কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করবেনা। তাছাড়া আমার গায়া ছেড়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।"

ট্রেভিজের আত্মমগ্ন ভাবটা যেন কেউই ধাক্কা দিয়ে কাটিয়ে দিল, চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

"আমি এখানেই থাকছি। –নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র একসপ্তাহ আগে, আমি ছিলাম টার্মিনাসে, নিরাপদ জীবন যাপন করছিলাম, ডুবে ছিলাম রেকর্ড আর গবেষণা নিয়ে। হয়তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবেই চলত। তারপর হঠাৎ করেই আমি হয়ে গেলাম গ্যালাকটিক ট্রাভেলার; জড়িয়ে গেলাম একটা গ্যালাকটিক ক্রাইসিসের সাথে; এবং– হাসবেনা গোলান– আমি ব্লিসকে পেলাম।"

'আমি হাসছিনা, জেনভ, কিন্তু বুঝতে পারছোতো কি করছ?'

'হাঁ। পৃথিবীর ব্যাপারটা আর আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। কারণ নিচের চলাকাটা এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর ব্যাপারটা ভালো মতো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্যালাক্সিদেরের কথা বলছি।'

'বুঝতে পেরেছি। তুমি গায়ায় থাকতে চাও?'

'ঠিক। পৃথিবী অতীতের ব্যাপার আর আমি অতীত নিয়ে ক্লান্ত। গায়া হলো ভবিষ্যৎ।'

'তুমি গায়ার অংশ না, জেনভ। নাকি তাদের অংশ হতে পারবে?'

"ব্লিস বলেছে আমি কিছুটা অংশ হতে পারব। জৈবিকভাবে না হলেও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। সে অবশ্য আমাকে সাহায্য করবে।"

'কিন্তু সে যেহেতু গায়ার অংশ, দুজনের জীবনকে কিভাবে মিলাবে, কিভাবে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক করবে–'

তারা বেরিয়ে এসেছে খোলা জায়গায়। এই দ্বীপ বেশ উর্বর, পিছনে সমুদ্র, দূরে দিগন্তে বাষ্পাকারে দেখা যাচ্ছে আরেকটা দ্বীপ –সবকিছুই শান্ত, সবুজ, জীবন্ত এবং একাত্মবদ্ধ।

ট্রেভিজ শান্ত, গম্ভীর। 'জেনভ, সে একটা বিশ্ব; তুমি ক্ষুদ্র মানুষ। যদি সে তোমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠে। তার বয়স কম–'

"গোলান, আমি ভেবে দেখেছি। গত কয়েকদিন শুধু এই কথাগুলোই ভেবেছি। আমার উপর সে বিরক্ত হয়ে উঠবে এটাই আশা করি; আমি তো আবেগপ্রবণ বোকা না। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত সে আমাকে যা দেবে সেটা যথেষ্ট। এরই মধ্যে যথেষ্ট পেয়েছি। ভবিষ্যতে আরো পাব। যদি এই মুহূর্ত থেকে তাকে আর না দেখি, তাহলে আমি শেষ হয়ে যাবো।"

'বিশ্বাস হচ্ছেনা,' ট্রেভিজ নরম সুরে বলল। 'তোমাকে আমার আগাগোড়া আবেগপ্রবণ বোকা মনে হচ্ছে। জেনভ, আমাদের পরিচয় খুব বেশি দিনের না, কিন্তু সে কয়দিন একসাথে ছিলাম প্রতিটা মুহূর্ত একসাথে কাটিয়েছি। মাফ করবে কথাটা যদি তোমার মতো শোনায় –আমি তোমাকে বেশ পছন্দ করি।"

'আমিও তোমাকে পছন্দ করি, গোলান।'
'তুমি কী চাও আমি তা চাইনা। ব্লিসের সাথে কথা বলতে হবে।'
'না, না। বলোনা। তুমি ওকে লেকচার শোনাবে।'
"আমি ওকে লেকচার শোনাবো না। শুধু তোমার ব্যাপারে না, অন্য বিষয় নিয়েও কথা বলব। এবং কথা বলব আমি একা। প্লিজ, জেনভ, তোমার পিছনে কথা বলতে চাই না, কাজেই রাজী হয়ে যাও। কয়েকটা বিষয় সরাসরি আলাপ করব। যদি সম্ভব হয় আমি তোমাকে জানাবো আন্তরিক অভিনন্দন।"
পেলোরেটই মাথা নাড়ল, 'তুমি সব শেষ করে দেবে।'
'প্রতিজ্ঞা দিচ্ছি কিছুই করব না। প্লিজ জেনভ।'
'বেশ। তবে সাবধানে কথা বলবে, বলবে না?'
'আমি কথা দিচ্ছি।'

৯১

'পেল বলল তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও।'
'হ্যাঁ।'
ট্রেভিজের জন্য বরাদ্দ করা ছোট ঘরে কথা বলছে ওরা।
ব্লিস সাবলীল ভঙ্গিতে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিল, চোখ তুলে তাকালো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। সুন্দর বাদামী চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে আছে, চকচক করছে দীঘল কালো চুলগুলো।
'তুমি আমাকে অপছন্দ করো, তাইনা? প্রথম থেকেই তুমি আমাকে অপছন্দ করছ।'
ট্রেভিজ দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি মাইন্ড এবং তার উপাদান বুঝতে পার। ভালো করেই জানো তোমার সম্বন্ধে আমি কি ভাবছি এবং কেন।'
ব্লিস মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। "তোমার মাইন্ড গায়ার আয়ত্তের বাইরে। তোমার সিদ্ধান্ত আমাদের প্রয়োজন এবং সেই সিদ্ধান্ত হতে হবে পরিষ্কার নির্মল একটা মাইন্ডের। প্রথম যখন তোমাদের মহাকাশযান দখল করি, তোমাকে আর পেলকে একটা মসৃণ ক্ষেত্রের মাঝে রেখেছিলাম। নইলে অতিরিক্ত চাপ না থাকতে তোমার বিরাট ক্ষতি হতো। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তুমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে। তবে এরচেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়ার কোনো উপায় ছিল না –কাজেই বলতে পারবনা তুমি কি ভাবছ।"
'যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল নিয়েছি। আমি মত দিয়েছি গায়া এবং গ্যালাক্সিয়ার পক্ষে। তাহলে এখন আবার পরিষ্কার নির্মল মাইন্ডের কথা আসছে কেন? তোমাদের যা প্রয়োজন তা পেয়ে গেছ। এখন আমার সাথে যে কোনো ধরনের আচরণ করতে পারো।'
"মোটেই না, ট্রেভ। ভবিষ্যতে আরো অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তুমি যা মত তাই থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবে গ্যালাক্সির সম্পদ হিসেবে থাকবে।

নিরপেক্ষভাবে গ্যালাক্সিকে তোমার মতো আরো অনেকেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা জানি শুধু তোমাকে। আমরা একদম তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না।'
ট্রেভিজ কথাগুলো বিবেচনা করল। 'তুমি গায়া এবং আমি গায়ার সাথে কথা বলতে চাইনা। তোমার সাথে আমি একক মানুষ হিসেবে কথা বলতে চাই, যদি কথাটার কোনো অর্থ হয়।'
'হ্যাঁ, অর্থ হয়। আমরা শুধু পরিপূর্ণভাবে বাস করে থাকব না। কিছুটা সময়ের জন্য গায়ার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করতে পারব।'
'হ্যাঁ। আমারও ধারণা তুমি পারবে। এখন কি বন্ধ করেছ?'
'করেছি।'
'তাহলে প্রথমেই বলি, তুমি আসলে আমাদের সাথে খেলছ। সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্য তুমি হয়তো আমার মাইন্ডে প্রবেশ করোনি, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই তুমি অন্যদের মাইন্ডে প্রবেশ করেছ, তাই না?'
'তোমার মনে হয় আমি করেছি?'
'আমার মনে হয় তুমি করেছ। ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পেলোরেট তীব্র গ্যালাক্সির ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মনে করিয়ে দিল। চিন্তাটা আমাকে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে চালিত করল। চিন্তাটা হয়তো তার, কিন্তু তোমার মাইন্ড সেটা তৈরি করেছে। তাই না?'
"চিন্তাটা তার মাইন্ডেই ছিল, সেই সাথে অন্যান্য চিন্তা। আমি তীব্র গ্যালাক্সির ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেই। কিছুটা চিন্তাটা সহজেই তার সচেতনভাবে বেরিয়ে আসে এবং শব্দে পরিণত হয়। খেয়াল করো চিন্তাটা আমি তৈরি করিনি। সেটা তখনো ছিল।"
'যাই হোক, এটা আমার স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর পরোক্ষ হস্তক্ষেপ, তাই না?'
'গায়া প্রয়োজন মনে করেছে।'
"তাই? –বেশ, শুনে হয়তো খুশী হবে –যদিও সেই মুহূর্তে পেলোরেটের মন্তব্য আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছে, এই সিদ্ধান্তটাই আমি নিতাম, সে কিছু না বললেও বা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাকে প্রভাবিত করলেও। কথাটা তোমার জানা উচিত।"
'শুনে খুশী হলাম,' ব্লিস ঠান্ডা গলায় বলল, 'এই কথা বলার জন্যই দেখা করতে চেয়েছ?'
'না।'
'আর কি বলবে?'
ব্লিস এর উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসল ট্রেভিজ, এত কাছে যে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে যাচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, "যখন গায়াতে আমি স্পেস স্টেশনে তুমি ছিলে, তুমি আমাদের ধাঁধায় ফেলেছ, তুমি আমাদের নিয়ে যেতে এসেছিলে, তারপর

"সে ক্ষেত্রে আমি জানতে চাই। কেনক পেলোরেটের কাছে তুমি কি চাও? সে আমার বন্ধু এবং কিছুটা শিশুর মতো। তার ধারণা সে তোমাকে ভালোবাসে; মনে করবে তুমি তাকে যতটুকু দেবে ততটুকুই সে চায় আর এর মধ্যে তুমি তাকে যথেষ্ট দিয়েছ। ভালোবাসা হারানোর কষ্ট সে জানেনা –মেনে নিতে পারবে না, অথবা যখন জানবে যে তুমি মানুষ না, সেই অদ্ভুত কষ্ট–"

'ভালোবাসা হারানোর কষ্ট কি তুমি জানো?'

"আমার জীবনে এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। পেলোরেটের মতো আমি নিরাপদ জীবন কাটাইনি। এমন কোনো কাজে জড়িয়ে পড়িনি যে কাজ সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি স্ত্রী সন্তানকে পর্যন্ত। পেলোরেট করেছে। এখন হঠাৎ করেই তোমার জন্য সবকিছু ছেড়ে দিতে চাইছে। আমি চাইনা সে দুঃখ পাক। দুঃখ পেয়েও দেখেনা। যদি আমি গায়ার কোনো উপকার করে থাকি, তাহলে একটা প্রতিদান পাওনা হয়েছে –এবং আমার প্রতিদান হচ্ছে তোমার নিশ্চয়তা যে পেলোরেটের কোনো ক্ষতি করবে না।"

'আমি একটা রোবট এটা ধরে নিয়েই উত্তর দেব?'

'হ্যাঁ। এবং এখনি।'

'ভালো কথা। মনে করো ট্রাভ, আমি একটা রোবট এবং সুপারকম্পিউটিং করার মতো অবস্থানে রয়েছি। ধরে নাও আমার মতো আরো কয়েকজন আছে– কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম এবং আমাদের দেখা সাক্ষাত হয়না বললেই চলে। ধরে নাও আমাদের চালিকা শক্তি হচ্ছে মানব জাতির কল্যাণ এবং গায়ায় কোনো সত্যিকার মানুষ নেই, কারণ সকলেই গ্রহের সামগ্রিক অস্তিত্বের অংশ।

"মনে করো গায়ার রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের পূর্ণতা দিলেও –পুরোপুরি দেয় না। ধরে নাও মানুষের জন্য আমাদের ভেতর প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে, প্রথম রোবট তৈরির সময় যে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল। ভুল বুঝোনা, আমি দাবি করছিনা যে আমার অনেক বয়স। তোমাদের যা বলেছি আমার বয়স ঠিক তাই, অন্তত আমার অস্তিত্বকে এভাবেই প্রকাশ করা যায়। তারপরেও আমার মৌলিক গঠন সবসময় যেমন ছিল তেমনই আছে এবং আমি একজন সত্যিকার মানুষের জন্য অধীর হয়ে আছি।"

"পেল একজন মানুষ। সে গায়ার অংশ না। গায়ার অংশ হওয়ার জন্য তার বয়স অনেক বেশি। আমার সাথে সে গায়ায় থাকতে চায়, কারণ আমার প্রতি তোমার মতো মনোভাব তার নেই। পেল মনে করে না যে আমি রোবট। বেশ আমিও তাকে চাই। যদি তুমি মনে করো যে আমি রোবট, তুমি দেখবে যে আমি সব ধরনের মানবীয় আচরণ করতে সক্ষম এবং আমি তাকে ভালবাসব। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না যে রহস্যময় মানবীয় অনুভূতিকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তুমি যাকে ভালবাসা বল তার সাথে আমার আচরণের পার্থক্য করতে পারবেনা –তাহলে আর সমস্যা কি?"

কথা শেষ করে অহংকারী ভঙ্গিতে তাকালো।

ট্রাভিজ বলল, 'তুমি বলছ যে পেলোরেটকে কখনো ছেড়ে যাবে না?'

'আমাকে রোবট মনে করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে প্রথম বিধান অনুযায়ী আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারব না, যতক্ষণ না সে আমাকে ছেড়ে যেতে চায়। এবং আমি যদি বুঝতে পারি যে সে সত্যি চায় আমি চলে যাই, তাহলে যাব, এবং যদি বুঝতে পারি যে চলে না গিয়ে তার সাথে থাকলেই বেশি ক্ষতি হবে।'

'অল্পবয়স্ক কেউ হলে–'

'কিসের অল্পবয়স্ক? তোমার বয়স অনেক কম, কিন্তু তার চেয়ে বেশি পেলোরেটের আমাকে যেভাবে প্রয়োজন তোমার সেভাবে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া কি তুমি আমাকে চাওনা। কারণেই প্রথম দিনগুলোতে আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে রেখেছি।'

'আমি না। অন্য কোনো অল্পবয়স্ক–'

'আর কেউ নেই। মন-গায়ার অনুভূতি অনুযায়ী তুমি আর পেল ছাড়া গায়ায় আর কে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে?'

নরম সুরে বলল, 'আর যদি তুমি রোবট না হও?'

'নিজের মন ঠিক করে নাও,' ব্লিস বলল।

'আমি বলছি, যদি তুমি রোবট না হও?'

'তাহলে আমি বলব যে কিছু বলার কোনো অধিকার মোটেই তোমার নেই। এটা আমার আর পেলের ব্যাপার।'

"তাহলে আবার প্রথম কথায় ফিরে আসি। আমি আমার প্রতিদান চাই এবং সেই প্রতিদান হচ্ছে তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করবে। তোমার অস্তিত্বের কোনো কথা আমি তুলবনা। শুধু একজন বুদ্ধিমান সত্তা আরেকজন বুদ্ধিমান সত্তাকে যেভাবে নিশ্চয়তা দেয় সেভাবে আমাকে কথা দাও তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করবে।"

ব্লিস আরো নরম সুরে বলল, 'আমি তার সাথে ভালো আচরণ করব –তোমাকে প্রতিদান দেয়ার জন্য না, বরং কারণ আমিও তাই চাই। এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তার সাথে ভালো আচরণ করব। পেল,' সে ডাক দিল। হাল্কা স্বরে, 'পেল।'

পেলোরেট বাইরে থেকে ভেতরে এল, 'বল, ব্লিস।'

ব্লিস হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। 'আমার মনে হয় ট্রাভ তোমাকে কিছু বলতে চায়।'

পেলোরেট ব্লিস এর হাত ধরল আর ট্রাভিজ ধরল দুজনের হাত। 'জেনভ,' সে বলল 'আমি তোমাদের দুজনের জন্যই খুশি।'

'ওহ প্রিয় বন্ধু।' পেলোরেট বলল।

'আমি হয়তো গায়া ছেড়ে যাচ্ছি। এখন এ ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছি ব্রানোর সাথে। জানিনা এর পর আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে কি না, জেনভ, তবে দিনগুলো আমরা যথেষ্ট ভালো কাটিয়েছি।'

'আমরা ভালোভাবে কাটিয়েছি।' পেলোরেট হাসিমুখে বলল।

'বিদায় ব্লিস এবং ধন্যবাদ।'

'বিদায় ট্রাভ।'

আর ট্রাভিজ হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৯২

'তুমি চমৎকার কাজ করেছ, ট্রাভ। কিন্তু, আমি যেমন ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমই করেছ।' ডম বলল।

তারা আবার খেতে বসেছে। ঠিক প্রথমটার মতোই বিস্বাদ। ট্রাভিজ গ্রাহ্য করল না। গায়াতে হয়তো তার আর খাওয়া হবে না।

'আপনি যেমন ভেবেছেন আমি সেরকমই করেছি, কিন্তু আপনি যে কারণ ভেবেছেন হয়তো সে কারণে করিনি।'

'নিশ্চয়ই তুমি তোমার সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলে?'

"হ্যাঁ ছিলাম, কিন্তু তার কারণ অবশ্য এটা না যে নিশ্চয়তার উপর আমার কোনো রহস্যময় হাত ছিল। গ্যালাক্সিয়া নির্বাচন করেছি সাধারণ যুক্তি বিশ্লেষণ থেকে –অন্য যে কেউ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে ধরনের যুক্তি বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। আপনি চান আমি ব্যাখ্যা করে বলি।"

'অবশ্যই চাই, ট্রাভ।'

"আমি তিনটা কাজ করতে পারতাম। প্রথম ফাউন্ডেশনের সাথে যোগ দিতে পারতাম অথবা দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন অথবা গায়ার সাথে যোগ দিতে পারতাম।"

'যদি প্রথম ফাউন্ডেশনের সাথে যোগ দিতাম তাহলে মেয়র ব্রানো তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন এবং গায়ার উপর কর্তৃত্ব বহাল করতেন। যদি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের সাথে যোগ দিতাম স্পিকার জেনডিবল তৎক্ষণাৎ প্রথম ফাউন্ডেশন এবং গায়ার উপর কর্তৃত্ব বহাল করত। দুই ক্ষেত্রেই যা ঘটত সেটা হতো অপরিবর্তনীয় –এবং যদি দুটোই ভুল সমাধান হতো তাহলে যা ঘটত সেটা হতো অপরিবর্তনীয় বিপর্যয়।'

"যদি গায়ার সাথে যোগ দেই প্রথম ফাউন্ডেশন এবং দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন উভয়েই তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বিজয়ের অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাবে। সবকিছুই তখন চলবে আগের মতো, গ্যালাক্সিয়ায় পরিপূর্ণ রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত। এবং আমাকে বলা হয়েছে সেজন্য কয়েক প্রজন্ম বা এমন কি কয়েক শতাব্দীও লাগতে পারে।"

'গায়ার সাথে যোগ দেয়াটা হচ্ছে আমার নিজের পদ্ধতিতে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে এটাও নিশ্চিত করলাম যে ঘটনাগুলো সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে –যদি আমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়।'

ডম ভুরু উপরে তুলল, তার বয়স্ক পাণ্ডুর মুখে আর কোনো ভাব দেখা গেল না। যান্ত্রিক স্বরে বলল, 'তাহলে তোমার মতে সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রাভিজ। 'আমার মনে হয়না। তবে নিশ্চিতভাবে জানার জন্য আমাকে একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে। আমি পৃথিবীতে যেতে চাই, যদি সেই গ্রহটাকে খুঁজে পাওয়া যায়।'

'যেতে চাইলে আমরা তোমাকে আটকাবো না, ট্রাভ–'

'আপনাদের গ্রহের জন্য আমি উপযুক্ত না।'

'তোমার চেয়ে বেশি না, তারপরেও আমরা তোমাকে সবসময় স্বাগত জানাবো। কিন্তু বলতো কেন তুমি পৃথিবীতে যেতে চাও?'

'আমার ধারণা আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

'না পারি নি।'

'একটা বিষয় আপনি আমার কাছ থেকে গোপন করে গেছেন, ডম। হয়তো কারণ ছিল, কিন্তু সেটা ঠিক হয়নি।'

'আমি এখনো বুঝতে পারছি না।'

"দেখুন, ডম, সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাকে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয়েছে। এখন খুব অল্প সময়ের জন্য আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের মাইন্ডের সংস্পর্শে এসেছিলাম –মেয়র ব্রানো, স্পিকার জেনডিবল, নোভী। একসাথে মনগুলো বিষয়ের একঝলক আমি ধরতে পেরেছিলাম যার কোনো অর্থ বোধগম্য হয়নি, যেমন নোভীর মাধ্যমে ট্রানটরের উপর গায়ার বিচ্ছিন্ন প্রভাব –যে প্রভাবের কারণে স্পিকার গায়ায় আসার জন্য পরিচালিত হয়েছে।"

'হ্যাঁ।'

'এবং আরেকটা হচ্ছে ট্রানটরের লাইব্রেরী থেকে পৃথিবীর সকল তথ্য প্রমাণ সরিয়ে ফেলা।'

'পৃথিবীর সকল তথ্য প্রমাণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে?'

'ঠিক। কাজেই পৃথিবী অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ –এবং মনে হয়েছে এই গ্রহের কথা শুধু দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের কাছ থেকেই গোপন করা হয়নি, আমার কাছ থেকেও গোপন করা হয়েছে। যদি গ্যালাকটিক অগ্রগতির দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়, আমার অন্ধকারে থাকা চলেনা। আপনি কি এখন বলবেন কেন পৃথিবীর কথা লুকানো এত জরুরী হয়ে পড়েছিল?'

ডম গম্ভীর গলায় বললেন, 'ট্রাভ, এ ব্যাপারে গায়া কিছু জানে না। কিছুই না।'

'আপনি বলছেন এজন্য গায়া দায়ী নয়?'

'সে দায়ী নয়।'

ট্রাভিজ চিন্তা করছে, জিভের আগা অলসভাবে নাড়ছে ঠোঁটের উপর। তারপর বলল, 'তাহলে কে দায়ী?'

'আমি জানি না। কোনো উদ্দেশ্যও দেখছিনা।'

মানুষ দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। ডম বলল, 'তোমার কথাই ঠিক। মনে হচ্ছে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছি, কিন্তু যতদিন এই ব্যাপারটার মীমাংসা না হচ্ছে, বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই। –আমাদের সাথে কিছুদিন থাকো, দেখি কি যুক্তি তোমাকে দিতে পারি। তারপর ইচ্ছা হলে চলে যেয়ো, পূর্ণ সহযোগিতা পাবে।'

'ধন্যবাদ,' ট্রাভিজ বলল।

মিটিংয়ে এই কথাগুলো বলার কারণে মেয়র তাকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দিলেন মহাকাশে। আদেশ দিলেন যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন। এই গোপন মিশনের কভার হিসেবে সাথে দিলেন অত্যাধুনিক এক মহাকাশযান এবং জেনোভ পেলোরেট নামের প্রাচীন ইতিহাসের এক আত্মভোলা প্রফেসরকে। উদ্দেশ্য যে গ্রহে জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রহ 'ওয়ার্ল্ড অব অরিজিন' পৃথিবী খুঁজে বের করা।

মেয়র জানতেন না, এমনকি ট্রাভিজ নিজেও জানত না যে তার রয়েছে অদ্ভুত এক ক্ষমতা, অদ্ভুত এক অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে যেকোনো পরিস্থিতিতে একশ ভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর তাই মহাবিশ্বের গোপন এক শক্তি তাকে কৌশলে টেনে নিয়ে গেল গায়া নামক এক গ্রহের সীমান্তে। তার পিছু নিয়ে ছুটে এল ফাউণ্ডেশন এবং সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন– একে অপরকে ধ্বংস করার উন্মত্ত নেশা নিয়ে। গোলান ট্রাভিজকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে গ্যালাক্সির ভবিষ্যত ...